শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

চতুর্বিংশ বর্ষ—১ম সংখ্যা

ফাল্গুন, ১৩৯০

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৯৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।"

২৪শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন ১৩৯০
১১ গোবিন্দ, ৪৯৭ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪ { ১ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২২২ পৃষ্ঠার পর]

ভগবদ্দাসগণ ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করেন। 'ভগবানের দাস' বলিয়া যাঁহারা অভিমান করেন না অর্থাৎ যাঁহারা ভূতশুদ্ধির পূর্ব্বেই ভগবানের নৈবেদ্য বা ভোগ্য-বস্তুতে লোভ করিয়া বসেন, যাঁহাদের বিচার—'ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য, মাঝ-পথে একটা ঠাকুর দাঁড়-করাইয়া 'ভগবৎ-প্রসাদ' বলিয়া বোকা লোকগুলিকে ভোগা দিব'—'ভোগের আগেই প্রসাদ (?) বলিব এবং তদ্দ্বারাই সত্যস্বরূপ ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তকে ফাঁকি দিতে পারিব', তাঁহারা—ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের অপ্রাকৃত প্রসাদ-লাভে বঞ্চিত। এই বস্তুদ্বয়ের মধ্যে একটী—'বিশেষ অনুগ্রহ', আর একটি—'বিশেষ-বিশেষ-অনুগ্রহ'। 'বিশেষ-বিশেষ-অনুগ্রহ'-লাভে সকলের ভাগ্য বা শ্রদ্ধা হয় না অর্থাৎ মহা-মহা-প্রসাদে বিশেষ সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি-ব্যতীত অপরের অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় হয় না। অতএব ভগবানের প্রসাদ ও ভগবদ্ভক্তের প্রসাদই গ্রহণীয়। ভগবদ্ভক্তের অনুগ্রহ যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কোনও অভাব নাই।

আচার্য্যবর্য্য শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর 'হরিভক্তিবিলাস'-নামক বৈষ্ণব-স্মৃতিনিবন্ধ-গ্রন্থের সহিত মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের স্মৃতিনিবন্ধে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে ;—একজনের বিচার-সম্মত-বিধি, আর একজনের দণ্ডবিধি। একজন বলেন,—ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া ঈশ্বরসেবার অনুকূল বস্তু-সমূহ গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য ; সর্ব্বদা বিষ্ণুস্মরণই 'বিধি', বিষ্ণুবিস্মরণই 'নিষেধ' ; সুতরাং বিষ্ণুস্মৃতির প্রতিকূল কর্ত্তব্যগুলি দেশ, সমাজ বা সংসারের কার্য্য-নির্ব্বাহের অনুকূল হইলেও উহাই 'নিষেধ' ; আর একজন বলেন,—ঈশ্বর কেহ মানুক আর নাই মানুক, দেশাচার-পদ্ধতি ও লোকাচার-পদ্ধতি মানিয়া চলাই বিশেষ প্রয়োজনীয়।

প্রকৃতপক্ষে 'জনমতই ঈশ্বর-মত' (Vox Populi Vox Dei)—এই ন্যায়ে সাংসারিক-কার্য্য-নির্ব্বাহের সুবিধা হইলেও তাহাতে সত্যের অপলাপ হইতে পারে। 'অনেকগুলি লোক বিচারে ভুল করিয়াছে বলিয়া সকলেই তাহা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিব'—এই-রূপ ন্যায় মনোধর্ম্মি-সমাজে আদরণীয় বা প্রচলিত থাকিলেও উহা আত্মবঞ্চনার প্রকার-ভেদ মাত্র।

বহুপূর্ব্বে জনসাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে সূর্য্য পরিভ্রমণ করে,—কোন-কোন-ধর্ম্ম-

শাস্ত্রেও এইরূপ মতই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। পাশ্চাত্য-দেশীয় জনৈক মনীষী যখন সমস্ত-লোকের বিশ্বাস ও ধর্ম্মশাস্ত্রের মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া এই সত্য প্রচার করিলেন যে, সূর্য্যের চতুর্দ্দিকেই পৃথিবী পরিভ্রমণ করে, তখন জনসাধারণের ঐরূপ মত-বিরোধিনী সত্যকথার প্রচার-ফলে তাঁহাকে জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। সত্যকথা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে অনেক-সময়ে 'অসত্য' বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু সত্যকথা প্রকাশিত হইবার পরেও 'জনপ্রিয়তা'র জন্য 'অসত্যই গ্রহণ করিব,' এইরূপ বিচার—নীতি-বিগর্হিত।

পরমার্থিকুল বলেন,— ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত অন্য দ্রব্যসমূহ 'কঠিন' বস্তু হইলে—'বিষ্ঠা' এবং 'তরল' বস্তু হইলে—'মূত্র' নামে অভিহিত।

ভগবান্‌কে কে ডাকিয়া খাওয়াইতে পারেন? আর কে-ই বা ডাকিতে পারেন না বা খাওয়াইবার অযোগ্য? শ্রীমদ্ভাগবত (১।৮।২৬) বলেন,—

"জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমান-মদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চন-গোচরম্॥"

—ভগবান্‌কে ডাকিয়া ত' খাওয়াইবেন? কিন্তু তাঁহাকে বিষয়মদান্ধ ব্যক্তিগণ ডাকিতেই যে পারে না! এইজন্যই শাস্ত্র বলেন,—"গৃহ্ণীয়াদ্‌বৈষ্ণবাজ্জলম্"—পক্বান্নপ্রসাদ না পাইলেও বৈষ্ণবের নিকট হইতে অন্ততঃ প্রসাদ-জলও লইতে হয়।

কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের বিচার—জড়জগতের বস্তু-গত। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন (১০।৮৪।১৩)—

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ॥
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

মহামহোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য দ্রব্যের শুদ্ধ্যশুদ্ধি বিচার করিয়াছেন,—ভগবৎপ্রসাদ হউক আর নাই হউক, তাহাতে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় নাই। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন — দ্রব্যসমূহের শুদ্ধ্যশুদ্ধির বিচার—ভোগোন্মুখ-মনেরই বিচার। শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় পয়ঃপানকারি-ব্রহ্মচারীর ও ভক্তপ্রবর শ্রীধর প্রভৃতির চরিত্রে (চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩ অঃ) আমরা উক্ত বাক্যের সার্থকতা দেখিতে পাই।

এইরূপেই পারমার্থিকব্রুব অবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিচার-প্রণালীতে পরমার্থ বাধা প্রাপ্ত হয়। পরমার্থ প্রতিহত হইবার বিচার গৃহীত হইয়াছে বলিয়াই বিষম সাম্প্রদায়িক-ভেদ উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। পারমার্থিকব্রুবগণের আচরণ-দর্শনে 'পরমার্থ সত্যের বিচারও ভ্রমযুক্ত'—এইরূপ যে বিচার-প্রণালী, তাহা সুষ্ঠু নহে। কোনও বস্তু দ্রষ্টার খণ্ড-দর্শনে আসে না বলিয়াই যে তাহার কর্ত্তৃসত্তা-গত অধিষ্ঠানের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে, এরূপ নহে।

'তাতস্য কূপঃ'—এই ন্যায়ানুসারে 'আমার ঠাকুর দাদা এই কূপের জল পান করিয়াছিলেন, সুতরাং পঙ্কোদ্ধার না করিয়া আমিও বংশানুক্রমে সেই জল পান করিতে থাকিব এবং ঐ জল পান করিয়া মৃত্যুর করাল কবলে আমাকে উৎসর্গ করিয়া মূর্খতায় এক-নিষ্ঠারূপ বীরত্বের নিদর্শন প্রদর্শন করিব'—এরূপ বিচার বুদ্ধিমানের বিচার নহে। 'ধামা-চাপা বিড়ালে'র গল্প অনেকেই জানেন। —'কোনও এক গৃহস্থের বাড়ীতে বিড়ালের অত্যন্ত উৎপাত হইয়াছিল। উক্ত গৃহস্থের পুত্রের বিবাহ-বাসরে একটী বিড়াল বিশেষ উৎপাত আরম্ভ করিলে গৃহকর্ত্রী উহার উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একটী ধামা দিয়া উহাকে চাপা দিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তানুসারে সেই দেশের গৃহস্থমাত্রেই বিবাহ-বাসরে একটী করিয়া বিড়াল ধামা চাপা দিবার ব্যবস্থা আরম্ভ করিলেন; এমন কি, যাঁহার বাড়ীতে বিড়ালের অসদ্ভাব হইল, তিনি অন্য স্থান হইতে বিড়াল ধার করিয়া আনিয়া সেই বিধি-পালনে সচেষ্ট হইলেন।' জনপ্রিয়তা-লিপ্সা-বশে অনভিজ্ঞ সমাজের আচার বা দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের বিচার কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই গ্রহণ করা উচিত নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২২৪ পৃষ্ঠার পর]

কদাচিদ্ভাববাহুল্যাদশ্রু বা বর্ত্ততে দৃশোঃ ।
তথাপি ন ভবেদ্ভাবঃ শ্রীকৃষ্ণে চিদ্বিলাসিনি ॥

কদাচিৎ তাঁহাদের ঈশভক্তির আলোচনা করিতে করিতে ভাববাহুল্যক্রমে অশ্রুপাত হয়; তথাপি চিদ্বিলাসী শ্রীকৃষ্ণে ভাবোদ্গম হয় না।

বিভিন্নাংশগতা লীলা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ।
জীবানাং বদ্ধভূতানাং সম্বন্ধে বিদ্যতে কিল ॥

তবে কি সমস্ত বদ্ধ জীবের হৃদয়ে উক্ত ঈশভক্তি ব্যতীত আর উচ্চভাব নাই? অবশ্য আছে, বিভিন্নাংশ-গত শ্রীকৃষ্ণলীলা যেমন বৈকুণ্ঠে সিদ্ধজীবদিগের সহিত নিত্যরূপে বর্ত্তমান, তদ্রূপ বদ্ধজীবসম্বন্ধেও শ্রীকৃষ্ণলীলা অবশ্য বিদ্যমান আছে।

চিদ্বিলাসরতা যে তু চিচ্ছক্তিপালিতাঃ সদা ।
ন তেষামাত্মযোগেন ব্রহ্মজ্ঞানেন বা ফলং ॥

যাঁহারা জীবশক্তিগত হ্লাদিনীর ক্ষুদ্রানন্দকে যথেষ্ট মনে না করিয়া এবং নির্ব্বিশেষাবির্ভাব ব্রহ্মকে অসম্পূর্ণ জানিয়া চিৎ প্রভাবগত পরাশক্তির সহিত কৃষ্ণলীলাকে উপাদেয় বোধ করেন, এবং তাহাতে রত হন, তাঁহারাই উচ্চানন্দের অধিকারী এবং চিচ্ছক্তিপালিত ভগবদ্দাস;—আত্মযোগ বা ব্রহ্ম-জ্ঞানে তাঁহাদের কিছু ফল নাই। এস্থলে আত্মযোগ-শব্দে জীবশক্তিগত ঈশভক্তিকেই বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মজ্ঞানশব্দে এই অধ্যায়ের নবম শ্লোকোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান বুঝায়। অতএব আত্মযোগী ও ব্রহ্মজ্ঞানী সকল-সৌভাগ্য উদয় হইলে চিদ্বিলাসরত হন।

মায়া তু জড়যোনিত্বাৎ চিদ্ধর্ম্মপরিবর্ত্তিনী ।
আবরণাত্মিকা শক্তিরীশস্য পরিচারিকা ॥

জীবশক্তির বিচার সমাপ্ত করিয়া এক্ষণে মায়া-শক্তির বিচার করিতেছেন। মায়াগত সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী ভাবনিচয়ের ব্যাখ্যা হইতেছে। মায়া-প্রভাবগত পরাশক্তি হইতেই সমস্ত জড়ের উৎপত্তি, অতএব মায়াই চিদ্ধর্ম্মের পরিবর্ত্তকারিণী, উহা আবরণাত্মিকা অর্থাৎ মোহ-জননী এবং জীবশক্তিগত পরমাত্মার পরিচারিকা।

চিচ্ছক্তেঃ প্রতিবিম্বত্বান্মায়য়া ভিন্নতা কুতঃ ।
প্রতিচ্ছায়া ভবেদ্ভিন্না বস্তুনো ন কদাচন ॥

মায়াধর্ম্ম বিচার করিলে দেখা যায় যে, সৃষ্টির মধ্যে উহাই অধমতত্ত্ব, যেহেতু জীবসম্বন্ধে সমস্ত অমঙ্গলই মায়াজনিত। মায়া না থাকিলে জীবের ভগবদ্বিমুখতারূপ অধঃপতন ঘটিত না। অতএব অনেকের মনেই এরূপ সংশয় উদয় হয় যে, মায়া পারমেশ্বরী শক্তি নয়, যেহেতু পরমেশ্বর সর্ব্বমঙ্গলময় ও অপাপবিদ্ধ; কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরকে সর্ব্বকর্ত্তা ও সর্ব্বনিয়ন্তা বলিয়া জানেন, তাঁহারা অন্য কোন ঈশ্বর-বিরোধিতত্ত্ব স্বীকার করেন না, অতএব তাঁহারা ভগবচ্ছক্তির মায়াপ্রভাব বলিয়া ঐ তত্ত্বকে বিশ্বাস করেন। চিচ্ছক্তির প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছায়া রূপা মায়া চিচ্ছক্তি হইতে স্বাধীন নহে। ভগবৎস্বেচ্ছাক্রমে বিপরীতধর্ম্ম-প্রায় মায়া চিচ্ছক্তির নিতান্ত অনুগতা; এস্থলে বিম্ব, প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছায়া ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ দ্বারা পূরাতন বিম্ব প্রতিবিম্বরূপ মতবাদীর অর্থ গ্রহণ করা উচিত নয়।

তস্মান্মায়াকৃতে বিশ্বে যদ্যদ্ভাতি বিশেষতঃ ।
তত্তদেব প্রতিচ্ছায়া চিচ্ছক্তের্জলচন্দ্রবৎ ॥

মায়ার সত্তা বিচার করিলে স্থির করা যায় যে, পরাশক্তির চিৎপ্রভাবগত-বিশেষ-নির্ম্মিত বৈকুণ্ঠের প্রতিচ্ছায়ারূপ এই বিশ্ব। জল-চন্দ্রের উদাহরণ প্রতি-চ্ছায়া সম্বন্ধে প্রযোজ্য; কিন্তু জলস্থ চন্দ্র যেমত মিথ্যা, বিশ্ব সেরূপ মিথ্যা নয়। মায়া যেরূপ পরাশক্তির প্রভাবরূপ সত্য, তদ্রচিত বিশ্বও তদ্রূপ সত্য।

মায়য়া বিম্বিতং সর্ব্বং প্রপঞ্চঃ শব্দ্যতে বুধৈঃ ।
জীবস্য বন্ধনে শক্তমীশস্য লীলয়া সদা ॥

পরিচারিকার কার্য্য দেখাইয়া কহিতেছেন যে, মায়াপ্রসূত জগৎকে পণ্ডিতেরা প্রপঞ্চ বলেন। ঈশ-লীলা-ক্রমে জীবকে বন্ধন করিতে প্রপঞ্চ সমর্থ (এই অধ্যায়ের ২২।২৩ শ্লোক দৃষ্টি করুন)।

বস্তুনঃ শুদ্ধভাবত্বং ছায়ায়াং বর্ত্ততে কুতঃ ।
তস্মান্মায়াকৃতে বিশ্বে হেয়ত্বং পরিদৃশ্যতে ॥

কিন্তু বস্তুর ছায়াতে যেমত বস্তুর শুদ্ধভাব প্রকাশ হয় না, তদ্রূপ মায়াকৃত বিশ্বে চিত্তত্ত্বের উপাদেয়ত্ব পরিদৃশ্য হয় না, বরং তদ্বিপরীত ধর্ম্মরূপ হেয়ত্ব দেখা যায়।

সা মায়া সন্ধিনী ভূত্বা দেশবুদ্ধিং তনোতি হি।
আকৃতৌ বিস্তৃতৌ ব্যাপ্তা প্রপঞ্চে বর্ত্ততে জড়া॥

মায়া-প্রভাবগত পরাশক্তি সন্ধিনীভাব প্রাপ্ত হইয়া দেশবুদ্ধিকে বিস্তার করেন। সেই দেশবুদ্ধি জড়ভাবাপন্না প্রপঞ্চবর্ত্তিনী। তাহার প্রকাশ্যধর্ম্ম আকৃতি ও বিস্তৃতি। চিন্তাপূর্ব্বক যদি বৈকুণ্ঠ নির্ণয় করা যাইত, তাহা হইলে মায়িক দেশ-বুদ্ধি-গত আকৃতি বিস্তৃতি তাহাতে আরোপিত হইত; কিন্তু সর্ব্বযুক্তির অতীত সমাধিযোগে বৈকুণ্ঠতত্ত্বের উপলব্ধি হওয়ায় মায়াগত দেশ কাল তাহাতে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। বস্তুতঃ চিদ্বিলাস-ধামরূপ বৈকুণ্ঠে যে সমস্ত আকৃতি বিস্তৃতি দেখা যায়, সে সমস্ত চিদ্গত মঙ্গলময়, তাহারই প্রতিফলনরূপ জড়জগতের আকৃতি বিস্তৃতি সর্ব্বদা নিরানন্দময় বলিয়া জানিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণের নামই তাঁহার ব্রজবাস ও প্রেমসেবা দিতে সমর্থ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২২৭ পৃষ্ঠার পর]

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উক্ত পয়ারের অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—"ব্রজবাসীর ভাবে লুব্ধ হইয়া তদ্‌ভাবেচ্ছানুগমনেই রাগানুগ ভক্তগণের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি। জাতরুচি-ভক্তগণ স্বভাবক্রমেই শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ, তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ রুচির বিরুদ্ধে অন্য ব্যক্তি শাস্ত্রযুক্তি প্রদর্শন করিতে আসিলে তাঁহারা তাহা স্বীকার করেন না। জ্ঞাতব্য এই যে, প্রাকৃত সহজিয়া প্রভৃতি কুপথাশ্রিত সম্প্রদায় বাস্তবিক অজাতরুচি হইয়া রাগানুগাভিমানে ভক্তিগ্রন্থের আলোচনা ও শ্রীরূপানুগপথ পরিত্যাগ করিয়া অবৈধ স্ত্রীলাম্পট্য ও মূর্খজনোচিত প্রাকৃত রুচির পোষণ করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বঞ্চিত ও দুর্ভাগ্য।"

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ সাধনভক্তি-লহরীতে (২৯২ শ্লোকে) কথিত হইয়াছে—

"তত্তদ্‌ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্॥"

অর্থাৎ "ব্রজবাসীদিগের ভাবাদি মাধুর্য্যশ্রবণে বুদ্ধি যে লোভকে অপেক্ষা করে, তাহাই রাগানুগ-ভক্তির অধিকার দেয়। শাস্ত্র বা যুক্তি সেই লোভের উৎপত্তিলক্ষণ নহে।" (অঃ প্রঃ ভাঃ চৈঃ চঃ ম ২২।১৫০)

বস্তুতঃ ব্রজবাসীর অপ্রাকৃত রাগাত্মিকা রাগময়ী ভক্তির কথা শ্রবণে সাধকজীবহৃদয়ে যে অকৃত্রিম লোভের উদয় হয়, সেই লোভই রাগানুগা ভক্তিতে অধিকার প্রদান করে। শ্রীল রায় রামানন্দ বলিতেছেন—

"কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥"

—চৈঃ চঃ ম ৮।৭০

অর্থাৎ "কোটিজন্মকৃত সুকৃতি দ্বারা যাহা পাওয়া যায় না, অথচ লোভরূপ একটি মূল্য দিয়া যাহা পাওয়া যায়, এরূপ কৃষ্ণভক্তিরসভাবিত মতি যাহা হইতেই পাও, ক্রয় করিয়া ফেল।" (অঃ প্রঃ ভাঃ)

বৈধীভক্তি সুকৃতিজনিত শ্রদ্ধামূলক, আর রাগানুগাভক্তি একমাত্র লোভমূলক। বিধিভক্তিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রবল। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধিমার্গে ভজনরত সাধক সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য), সারূপ্য (সমান রূপ অর্থাৎ চতুর্ভুজাদি), সামীপ্য (সমীপে বাস) ও সালোক্য (সমান লোকে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে স্থিতি)—এই চতুর্ব্বিধ মুক্তি লাভ করতঃ বৈকুণ্ঠে গমন করেন। কিন্তু "বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি" (চৈঃ চঃ আ ৩।১৫)। বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যমার্গের ভক্তও সাযুজ্য মুক্তি চাহেন না, কেন না ইহাতে ব্রহ্মের

সহিত ঐক্যরূপ ভক্তিপ্রতিকূলভাব রহিয়াছে। "সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা-ভয়। নরক বাঞ্ছয়ে, তবু সাযুজ্য না লয় ॥" (চৈঃ চঃ ম ৬। ২৬৮) আবার জ্ঞানমার্গীয় ব্রহ্মসাযুজ্য হইতে যোগ-মার্গীয় ঈশ্বর-সাযুজ্য বা পরমাত্ম-সাযুজ্য আরও ধিক্কৃত। "ব্রহ্মে, ঈশ্বরে সাযুজ্য দুইত' প্রকার। ব্রহ্মসাযুজ্য হৈতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার ॥" (চৈঃ চঃ ম ৬।২৬৯) আবার কৃষ্ণভক্ত ঐ দুইপ্রকার সাযুজ্য ত' চাহেনই না, পরন্তু বৈকুণ্ঠের চতুর্ব্বিধ মুক্তিও চাহেন না—

"আর শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণপ্রেমসেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥"
—চৈঃ চঃ আ ৪।২০৪

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥
ভাঃ ৩।২৯।১৩

অর্থাৎ (শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিতেছেন—) "সালোক্য (বৈকুণ্ঠবাস), সার্ষ্টি (ঐশ্বর্য্য-সম্পত্তি) ,সামীপ্য (নৈকট্য লাভ), সারূপ্য (চতুর্ভুজাকার), একত্ব (সাযুজ্য বা অভেদগতি) প্রদত্ত হইলেও ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না। যেহেতু আমার অপ্রাকৃত সেবা ব্যতীত তাঁহাদের আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই।" (অঃ প্রঃ ভাঃ চৈঃ চঃ আ ৪।২০৭)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃতপ্রবাহভাষ্যে এ সম্বন্ধে আরও লিখিতেছেন—"সাযুজ্য দুইপ্রকার—ব্রহ্মসাযুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্য। মায়াবাদি বৈদান্তিকের মতে জীবের চরমফল—ব্রহ্মসাযুজ্য। পাতঞ্জলমতে —কৈবল্য অবস্থায় ঈশ্বর-সাযুজ্য। এই দুই সাযুজ্যের মধ্যে ঈশ্বর-সাযুজ্যই অধিকতর ঘৃণার্হ। ব্রহ্মসাযুজ্যে নির্ব্বিশেষ জ্ঞান দ্বারা নির্ব্বিশেষ গতিলাভ, কিন্তু সবিশেষ ঈশ্বরকেই ধ্যান করিয়া যে কৈবল্যরূপ ঈশ্বর-সাযুজ্য লাভ হয়, তাহাই বাসনা-দোষে অতিরিক্ত পতনরূপ ফল। * * সবিশেষ তত্ত্বাশ্রয়স্থলে যোগ-মার্গ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।" (অঃ প্রঃ ভা ম ৬।২৬৯)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তদীয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন—ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তের বৈকুণ্ঠবাহিরে যে পরম উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়মণ্ডল—যাহা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা-স্বরূপ, যাহাকে সিদ্ধলোক, ব্রহ্মলোক ইত্যাদি বলা হয়, যে ধাম মায়াতীত—প্রকৃতির পারে অবস্থিত চিৎস্বরূপ বটে, কিন্তু তাহাতে চিচ্ছক্তিগত বিকার বা বিচিত্রতা নাই, সেই চিন্মাত্রব্রহ্মলোকেই স্থিতি। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী নিম্নোক্ত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়াও দেখাইতেছেন—

"সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ ॥"

—"তমঃ অর্থাৎ মায়িকজগতের পারে ব্রহ্মধাম রূপ 'সিদ্ধলোক'। সেখানে ব্রহ্মসুখমগ্ন মায়াবাদিগণ ও ভগবৎ কর্ত্তৃক বিনষ্ট কংসাদি অসুরগণ বাস করেন। পাতঞ্জল-যোগিগণ কৈবল্য লাভ করিয়াও সেই লোকপ্রাপ্ত হইবেন।" (অঃ প্রঃ ভাঃ)

[তমসঃ পারে অর্থাৎ ত্রিগুণাতীতে প্রদেশে তু সিদ্ধলোকঃ বর্ত্ততে তত্র সিদ্ধাঃ— নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞান-সিদ্ধাঃ, কৈবল্যযোগসিদ্ধাশ্চ।]

এজন্য শ্রীমদ্ রূপগোস্বামিচরণ কৃষ্ণেতর বিষয়াভিলাষশূন্য, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ দ্বারা অনাবৃত অনুকূলভাবে কৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তির সহিত যে কৃষ্ণানুশীলন, তাহাকেই উত্তমা ভক্তি বা শুদ্ধা ভক্তি বলিয়াছেন। ইহা হইতেই প্রেমের উদয় হয়। অপ্রাকৃত ব্রজবাসীর ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা ও আবেশময়ী—নিত্যসিদ্ধ ব্রজজন-স্বভাবগতা রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা ভক্তিই রাগানুগা ভক্তি। ইহার বাহ্য ও অভ্যন্তর দুইপ্রকার সাধন। বাহ্যে সাধকদেহে শ্রবণ কীর্ত্তন, অভ্যন্তরে অর্থাৎ মনে নিজ সিদ্ধদেহ ভাবনা করিয়া সেই দেহে ব্রজে বসিয়া ব্রজজনানুগত্যে দিবারাত্র—অষ্টকাল শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভাবসেবা সম্পাদন। এ বিষয়ে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে পূর্ব্ববিভাগ সাধনভক্তিলহরী ২৯৫ শ্লোকে কথিত হইয়াছে—

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥

অর্থাৎ রাগাত্মিকা ভক্তিতে যাঁহাদের লোভ হয়, তাঁহারা ব্রজজনের কার্য্যানুসারে সাধকরূপে বাহ্য এবং সিদ্ধরূপে অভ্যন্তর সেবা করিবেন। [সাধকশরীরে কীর্ত্তনাখ্যাভক্তিযোগাশ্রয়ে এবং সিদ্ধরূপে অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধিতে নিত্যসেবনোপযোগি মানসদেহে তদনুরাগি ব্রজজনানুগত্যে সেবা করণীয়া।]

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হঞা ॥
—চৈঃ চঃ ম ২২।১৫৪

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে লিখিতেছেন—"ব্রজবাসিভক্তগণই কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ (প্রিয়তম)। তন্মধ্যে যিনি যে ব্রজভক্তের মাধুর্য্যে লোভপূর্ব্বক তদনুগমনে অভীষ্ট সেবা মনে করেন, তিনি তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া অন্তর্মনা হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণসেবা করেন।"

উহার প্রমাণস্বরূপে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ব-বিভাগ সাধনভক্তিলহরীর ২৯৪ শ্লোক উদ্ধারপূর্ব্বক বলিতেছেন—

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতং।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥

অর্থাৎ কৃষ্ণ এবং তদীয় নিজনির্ব্বাচিত প্রেষ্ঠ জনকে সর্ব্বদা স্মরণপূর্ব্বক সেই সেই কথায় রত হইয়া সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবেন। শরীরে ব্রজবাস করিতে অক্ষম হইলে মনে মনেই ব্রজে বাস করিবেন।

আমাদের শুদ্ধস্বরূপে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর রসে ভজনস্পৃহা আছে। নামই কৃপা করিয়া সেই রসে ভজনলালসা জাগাইয়া দেন। সদ্গুরু সেই লালসার অকৃত্রিমতা পরীক্ষা করিয়া সেই সেই রসে শিষ্যকে ভজনাধিকার প্রদান করেন। গুরুকৃপা হি কেবলম্।

এই রাগভজন লাভ করিতে হইলে একান্তভাবে গুর্ব্বানুগত্যে নামব্রহ্মের শরণাপন্ন হইতে হয়। 'বিধিমার্গরত জনে স্বাধীনতা রত্নদানে রাগমার্গে করান প্রবেশ। রাগবশবর্ত্তী হ'য়ে পারকীয় ভাবাশ্রয়ে লভে জীব কৃষ্ণে প্রেমাবেশ ॥' —ইহাই মহাজন-বাক্য। বিধিমার্গীয় চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গ মধ্যে নববিধ ভক্ত্যঙ্গের শ্রেষ্ঠতা, তন্মধ্যে নামভজনকেই মহাপ্রভু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন এবং ইহা হইতেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভের কথা বলিয়াছেন। নামকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিলে নামই আমাদিগকে শ্রবণদশা, বরণ বা কীর্ত্তনদশা, স্মরণদশা, আপন বা ভাবাপনদশা—যাহাতে স্বরূপ-সিদ্ধি লাভ হয় এবং সম্পত্তিদশায় বস্তুসিদ্ধিলাভ সম্পাদন করান। একমাত্র নামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে নামই আমাদিগের যাবতীয় অনর্থ নিবৃত্ত করাইয়া ক্রমশঃ নিষ্ঠা রুচি আসক্তি ভাব প্রেমাদি সকল সম্পদ্ প্রদান করতঃ স্বরূপসিদ্ধিক্রমে বস্তুসিদ্ধি সম্পাদন করাইতে সম্পূর্ণ সমর্থ। নিজসর্ব্বশক্তি-স্তত্রাপিতা—'সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ। আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ।' দশ অপরাধই সেই দুর্দ্দৈব, সদ্গুরুপাদপদ্মের একান্ত আনুগত্যে তৎপাদপদ্মে দৃঢ় শ্রদ্ধামূলে ঐ নাম গ্রহণ করিতে পারিলে বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীনামই আমাকে সকল সম্পদ্ প্রদান করিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে অনর্পিতচর উন্নত উজ্জ্বল রস স্বভক্তিসম্পৎ দিতে আসিয়াছিলেন, তাহা পাইবার উপায় স্বয়ংই নীলাচলে গম্ভীরায় স্বরূপ-রামরায়ের কণ্ঠ ধারণ করিয়া স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন— "নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়।" যেরূপে সে নাম লইলে প্রেমসম্পৎ লাভ করা যায়, তাহাও বলিয়াছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

এইজন্য সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীভাগবতেও সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে ভগবদ্ভজনকেই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বলিয়া জানান' হইয়াছে। এই নামভজনে ঔদাসীন্য-হেতুই আমরা ব্রজের প্রেমসম্পদে বঞ্চিত হইতেছি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শিক্ষাসারগ্রহণে তৎপর না হইয়া তাঁহার পঞ্চশতবর্ষ আবির্ভাবপূর্ত্তিতে কি উপায়নে তাঁহার পাদপদ্ম পূজা করিব? শুধু সভাসমিতি করিয়া টেবিল চাপড়াইয়া বক্তৃতা করিলেই কি তিনি সন্তুষ্ট হইবেন?

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। আমরা যদি ব্রজবাসীর রাগময়ী ভক্তির আনুগত্যে কৃষ্ণের অনুরাগময়ী সেবাপ্রাপ্তির একান্ত ইচ্ছায় নাম-ভজনে দৃঢ়নিষ্ঠ হইতে পারি, নামের নিকট নিষ্কপটে প্রার্থনা জানাইতে পারি, তাহা হইলে নামী অপেক্ষাও করুণা-ময় নাম—তাঁহার শরণাগত ভক্তের বাঞ্ছা অবশ্যই পূরণ করিবেন। 'কৃষ্ণনাম ধরে কত বল'! নামই স্বরূপসিদ্ধি প্রদান করিয়া সিদ্ধদেহে ব্রজবাসের সৌভাগ্য দান করতঃ স্ব-স্ব সিদ্ধরসে সিদ্ধপীঠে নিজা-ভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের আনুগত্যে অষ্টকাল শ্রীকৃষ্ণের স্মরণমননে— নিজাভীষ্ট স্বারসিক ভজনে নিযুক্ত রাখিবেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম যেদিন আমাদিগকে মহামন্ত্র নাম দিয়াছেন, সেইদিনই তিনি আমাদিগকে

তাঁহার হৃদয়ের ধন কৃষ্ণধনকে সমর্পণ করিয়াছেন। "যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি'। নামের সহিত ফিরেন আপনি শ্রীহরি ॥" নাম-নামী অভিন্ন। কিন্তু "কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার। শ্রীগুরু বৈষ্ণবে রতি না হ'ল আমার ॥" হে গুরুদেব, হে দয়াময়, হে প্রভুপাদ, আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া তোমার প্রদত্ত নামভজনে আমাকে নিষ্ঠা দাও। আমি যেন নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিয়া তোমার কৃপায় তোমার দেওয়া সেই নামগানে উন্মত্ত হইতে পারি—"কিবা মন্ত্র দিলা গোঁসাই কিবা তার বল। জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শ্রীমুখবাক্যের মর্ম্ম যেন উপলব্ধি করিতে পারি। "কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এইত' স্বভাব। যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥" "কৃষ্ণনামের ফল—প্রেমা,—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।" কৃত্রিমভাবে টেবিল চাপড়াইয়া প্রেম পাওয়া যাইবে না। হে গুরুদেব! হে মহাপ্রভো! হে বৈষ্ণবগণ! আমাকে অমায়ায় কৃপা কর। আমার দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্মের সার্থকতা সম্পাদন কর। আমি যেন পরচর্চ্চা পরনিন্দা হইতে সর্ব্বতোভাবে সাবধান হইয়া হে নামব্রহ্ম, তোমার রসমাধুর্য্য আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি। আমাকে নিখিল কাল ব্রজবাসের সৌভাগ্য দান করিয়া—"পিয়াইয়া প্রেম মত্ত করি মোরে শুন নিজ গুণগান।"
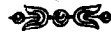
ব্রহ্মস্তুতি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২২৯ পৃষ্ঠার পর]

তথাপি ভূমন্ মহিমাগুণস্য তে
বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ।
অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূপতো
হ্যনন্যবোধ্যাত্মতয়া ন চান্যথা ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—(পূর্ব্বশ্লোকে জ্ঞানের প্রয়াস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভগবদ্ গুণানুবাদ-শ্রবণদ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তি হয়, অন্য কোন উপায়ে হয় না, কথিত হওয়ায় ভগবানের নির্গুণ ও সগুণ—উভয় স্বরূপেরই দুর্জ্ঞেয়ত্ব সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। ভগবানের স্বরূপ দুর্জ্ঞেয় হইলেও নির্গুণ স্বরূপের উপলব্ধি কোনপ্রকারে কথঞ্চিৎ হইতে পারে, কিন্তু অচিন্ত্যগুণসম্পন্ন সগুণ-স্বরূপের অনুভূতি হয় না—ইহাই বলিবার জন্য এই শ্লোকের অবতারণা।) আপনার গুণাতীত স্বরূপের মহিমা বিষয়-নিবৃত্ত নির্ম্মল-অন্তঃকরণের গোচরীভূত হইতে পারে, কেননা ভগবন্-মহিমা অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব, স্বতঃপ্রকাশ ভাবেই অর্থাৎ তদ্‌বস্তুরূপেই বিষয়াকারশূন্য নির্ব্বিকার, সুতরাং ব্রহ্মাকারে পরিণত অন্তঃকরণের সাক্ষাৎকার অর্থাৎ স্ফূর্ত্তির বিষয় হইয়া থাকে। কিন্তু অন্য প্রকার অর্থাৎ সগুণ স্বরূপ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় না ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ টীকা—এবং যদ্যপি কেবলয়া প্রেমভক্ত্যৈব তব সাক্ষাদেতৎস্বরূপানুভবো ভবতি তথাপি কেবল-জ্ঞানস্য বিগীতত্বাদ্ভক্তিমিশ্রজ্ঞানমপি তব নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মস্বরূপানুভবে কারণং ভবতি, কিন্তু "জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসে"-দিতি তদুক্তের্জ্ঞানসংন্যাসানন্তরমেবেত্যাহ—তথাপীতি। যদ্যপি কেবলা ভক্তির্নস্যাত্তদপীত্যর্থঃ। হে ভূমন্, ভূঃ প্রাদুর্ভাবস্তদ্‌যুক্ত মধুরৈতদ্রূপপ্রাদুর্ভাববন্, অগুণস্য প্রাকৃত-গুণরহিতস্য তব মহিমা মহত্ত্বং বৃহত্ত্ব-রূপ একো ধর্ম্মঃ "মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদী"তি ত্বদুক্তেঃ "সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথে"তি ধ্রুবোক্তেশ্চ মহিমশব্দেন প্রসিদ্ধং পরং ব্রহ্ম বিবোদ্ধুং স্বয়মেব বিবোধ্যো ভবিতুমর্হতি। পচ্যতে ওদনঃ স্বয়মেবেতিবৎ কর্ম্মণঃ কর্ত্তৃত্বং যথা কুঠারঃ স্বয়মেব বৃক্ষং ছিনত্তীত্যত্র করণস্য কর্ত্তৃত্বং বিবক্ষিতম্। কস্মান্নিমিত্তাৎ ? অমলৈঃ শুদ্ধৈরন্তরাত্মভিঃ স্বানুভবাৎ স্বকর্ম্মকাদনুভবাৎ। ননুনুভবঃ খল্বন্তঃকরণবৃত্তিঃ সা চ সূক্ষ্মদেহবিকারময়ী, নির্ব্বিকারং ব্রহ্ম কথং বিষয়ী কুর্য্যাদিত্যতো বিশিনষ্টি — অবিক্রিয়াৎ ন বিদ্যতে

বিক্রিয়া বিকারো যত্র তথাভূতাৎ বিকারো হি মায়া-ধর্ম্মঃ স চ মায়োপরমে কুতঃ স্যাদিতি লিঙ্গদেহাভাব এব ব্যঞ্জিতঃ। ননু তদপি ব্রহ্মণোঽবিষয়ত্বেনানুভব-বিষয়ত্বানৌচিত্যাদিত্যতঃ পুনর্বিশিনষ্টি, অরূপতঃ রূপং বিষয়স্তদিতরাৎ বিষয়াকারত্বরহিতাৎ ব্রহ্মাকারাদি-ত্যর্থঃ। ব্রহ্মণো ব্রহ্মাকারানুভববিষয়ত্বং ন দোষ ইতি। ননুস্তি কিং তদ্বোধে প্রকারান্তরম্? তত্রাহ—অনন্যবোধ্য আত্মা স্বরূপং যস্য তত্তয়া নৈবান্যথা স বিবোধ্যো ভবিতুমর্হতীত্যন্বয়ঃ। যথা বিষয়াকারানুভব এব শব্দস্পর্শাদীন্ বিষয়ীকরোতি ন ব্রহ্ম। তথৈব ব্রহ্মাকারানুভব এব ব্রহ্মবিষয়ীকরোতি ন শব্দাদীনি-ত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

টীকার ব্যাখ্যা—এইরূপে যদিও কেবল প্রেমভক্তির দ্বারাই আপনার সাক্ষাৎ এই স্বরূপের অনুভব হইয়া থাকে, তথাপি 'কেবল জ্ঞান নিন্দিত' এই কারণে ভক্তিমিশ্র জ্ঞানও আপনার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপের অনুভবে কারণ হয়, কিন্তু 'জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেৎ (ভাঃ ১১।১৯।১) জ্ঞানও আমাতে সন্ন্যাস করিবে' এই আপনার উক্তি অনুসারে জ্ঞান সন্ন্যাসের অনন্তরই, ইহা বলিতেছেন 'তথাপি' ইতি। যদিও কেবলা ভক্তি হয় না, তথাপি, এই অর্থ। 'হে ভূমন্' 'ভূ' প্রাদুর্ভাব, তদ্‌যুক্ত! মধুর এই রূপে প্রাদুর্ভাব বিশিষ্ট। 'অগুণস্য' প্রাকৃত গুণরহিত, 'তে' আপনার 'মহিমা' মহত্ত্বং—বৃহত্ত্বরূপ একধর্ম্ম, 'মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি' (ভাঃ ৮।২৪।৩৮) ভগবান্ শ্রীমৎস্যদেব সত্যব্রত রাজাকে বলিতেছেন—আপনা কর্ত্তৃক প্রশ্নের উত্তররূপে আমার কর্ত্তৃকই অনির্দ্দেশ্য, তথাপি আপনার হৃদয়ে বিবৃত (আবির্ভাবিত) আমা কর্ত্তৃক অনুগৃহীত (প্রসাদ করিয়া প্রদত্ত) 'পরব্রহ্ম' এই শব্দে প্রসিদ্ধ, আমার 'মহিমা' আমারই ব্যাপক নির্ব্বিশেষ রূপ, জানিবেন। আপনার এই উক্তি এবং 'সা ব্রহ্মণি স্বমহিমনি (ভাঃ ৪।৯।১০) নিজ আনন্দরূপ ব্রহ্মেও সে আনন্দ হয় না', শ্রীধ্রুবের এই উক্তি অনুসারে 'মহিম' শব্দে প্রসিদ্ধ পর ব্রহ্ম, 'বিবোদ্ধুং' নিজেই বোধ্য (জ্ঞানের বিষয়) হইতে 'অর্হতি' পারেন। অন্ন নিজেই পক্ব হইতেছে, ইহার মত কর্ম্ম (মহিমা ব্রহ্মের) কর্ত্তৃত্ব, যেরূপ কুঠার নিজেই বৃক্ষকে ছেদন করিতেছে, এখানে করণের কর্ত্তৃত্ব বিবক্ষিত। কি নিমিত্ত (বোধ্য হন)? 'অমলাপ্তরাত্মভিঃ' 'অমল' শুদ্ধ অন্তঃকরণ সমূহের দ্বারা, 'স্বানুভবাৎ' নিজকর্ম্মক অনুভব নিমিত্ত। অনু-ভব অন্তঃকরণের বৃত্তি, সেই বৃত্তি সূক্ষ্মদেহের বিকার-ময়ী, নির্ব্বিকার ব্রহ্মকে কিরূপে বিষয় করিবে? এই হেতু বিশেষ করিতেছেন 'অবিক্রিয়াৎ' যে অনুভবে 'বিক্রিয়া' বিকার নাই, সেইরূপ। বিকার মায়ার ধর্ম্ম, মায়ার নিবৃত্তিতে কেন হইবে? ইহার দ্বারা লিঙ্গ দেহের অভাব ব্যঞ্জিত হইতেছে। ব্রহ্ম (মনের) বিষয় নহে। অতএব অনুভবের বিষয়ত্ব তাঁহার ত' উচিত নহে? এই হেতু পুনরায় বিশেষ করিতেছেন 'অরূপতঃ' 'রূপ' বিষয়, তাহা হইতে ভিন্ন, বিষয়ের আকার রহিত, ব্রহ্মাকার এই অর্থ। ব্রহ্মের ব্রহ্মাকার অনুভবের বিষয়ত্ব দোষ নহে। ব্রহ্মের বোধে অন্য প্রকার আছে কি? তাহাতে বলিতেছেন 'অনন্য-বোধ্যাত্মতয়া' যাহার 'আত্মা' স্বরূপ 'অনন্যবোধ্য' (অন্যের বোধ্য নহে) সে অনন্যবোধ্যাত্মা, তাহার ভাব অনন্য বোধ্যাত্মতা, তয়া 'সেই প্রকারে, অন্য-প্রকারে সে (মহিমা) বিশেষরূপে বোধ্য হইতে যোগ্য হয় না।' এইরূপ অন্বয়। যেরূপ বিষয়াকার অনু-ভবই শব্দ স্পর্শ প্রভৃতিকে বিষয় করে, ব্রহ্মকে নহে। সেইরূপই ব্রহ্মাকার অনুভবই ব্রহ্মকে বিষয় করে, শব্দ প্রভৃতিকে করে না, এই অর্থ।

ভগবৎসন্দর্ভ—যোগ্যতার অনুসারে আবির্ভাবের বৈশিষ্ট্য বলিবার নিমিত্ত ব্রহ্মের আবির্ভাবে যোগ্যতা বলিতেছেন—যদিও ব্রহ্মত্ব ও ভগবত্ত্ব উভয় বিষয়ে দুর্জ্ঞেয়তা উক্ত হইয়াছে, 'তথাপি', হে 'ভূমন্'! স্বরূপে ও গুণে অনন্ত, 'অগুণস্য' স্বরূপভূতগুণসমূহের অনা-বিষ্কারকারী, 'তে' আপনার, 'মহিমা' মহত্ত্ব বৃহত্ত্ব ব্রহ্মত্ব 'অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্মেতি বৃংহতি বৃংহয়তি' ইতি শ্রুতেঃ, কি হেতু তাঁহাকে ব্রহ্ম বলে? তিনি বৃহৎ হইতেছেন বৃহৎ করিতেছেন, ইহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। (সেই আপনার মহিমা) 'অমল-অন্তর-আত্মভিঃ' শুদ্ধান্তঃকরণ জনগণ কর্ত্তৃক 'বিবোদ্ধুম্ অর্হতি' বোধের (জ্ঞানের) বিষয় হইতে যোগ্য হন অর্থাৎ তাঁহাদের বোধে প্রকাশিত হইতে সমর্থ হইয়া থাকেন। কি নিমিত্ত? 'স্বানুভবাৎ' 'স্ব' শুদ্ধ 'ত্বং' পদার্থের বোধের নিমিত্ত। (প্রশ্ন) অনুভব অন্তঃকরণের

বৃত্তি, তাহা স্থূল সূক্ষ্মদেহের বিকারময়ী, (অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ), কিরূপে নির্ব্বিকার 'ত্বং' পদার্থকে বিষয় করিবে ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন 'অবিক্রিয়াৎ' 'অবিক্রিয়' সেই সেই (স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহের) বিকারহীন, সেই অনুভব। বিষয়াকার অনুভব বিষয় গ্রহণ করে, শুদ্ধ 'ত্বং' পদার্থ কাহারও বিষয় হইতে পারে না। কারণ সে প্রত্যক্‌রূপ (জড়বিষয়ের বিপরীত রূপ, 'প্রতি' বিষয়ের প্রাতিকূল্যে 'অঞ্চতি' 'অন্‌চ' গচ্ছতি জ্ঞানের বিষয়)। তাহাতে বলিতেছেন 'অরূপতঃ' যাহা রূপিত ভাবিত (ভাবনার বিষয়ীভূত) হয়, তাহা 'রূপ'—বিষয়, 'অরূপ' বিষয়াকারতা রহিত, 'স্থূল'-সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ের আবেশ ও বিষয়াকারতা রহিত চিত্তে শুদ্ধ 'ত্বং' পদার্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে, এই ভাব। সূক্ষ্মচিদ্রূপ 'ত্বং' পদার্থের অনুভবে কিরূপে পূর্ণচিদাকাররূপ আমার ব্রহ্মস্বরূপ স্ফুরিত হইবেন ? তাহাতে বলিতেছেন 'অনন্যবোধ্যাত্মতয়া' চিদাকারতা-সাম্যে ('ত্বং' পদার্থ জীব ও 'তৎ' পদার্থ ব্রহ্ম উভয়ে চিদাকার, এইরূপে ঐক্য) শুদ্ধ 'ত্বং'-পদার্থের সহিত ঐক্যবোধের বিষয়রূপে স্ফুরিত হইবেন। যদিও তাদৃশ আত্মানুভবের অব্যবহিত পরে তাদৃশ আত্মার সহিত ঐক্যকে অনুভবের বিষয় করিতে সাধকের শক্তি নাই, তথাপি তাদৃশ ঐক্যবোধের বিষয় করিবার নিমিত্তই কৃত, আশ্রয়ণীয় সাধনভক্তির দ্বারা আরাধিত শ্রীভগবানের প্রভাবেই সেই 'তৎপদার্থ' ব্রহ্মস্বরূপ ও 'ত্বং' পদার্থের অনুভবে উদিত হইয়া থাকেন' এই ভাব। 'বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদঃ' ইত্যাদি পদ্যের পরে 'তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া। 'পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া' (ভাঃ ১।২।১২) শ্রদ্ধাবান্। মুনিগণ বেদান্ত শ্রবণের দ্বারা গৃহীত জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত ভক্তির দ্বারা শুদ্ধচিত্তে আত্মাকে (স্বরূপাখ্য মায়াখ্য জীবাখ্য শক্তি সমূহের আশ্রয়) দর্শন করিয়া থাকেন, ইহা উক্ত হইয়াছে। সত্যব্রতকে ভগবান্ উপদেশ করিতেছেন, আমার অনুগ্রহে হৃদয়ে স্ফুরিত ব্রহ্ম শব্দে প্রসিদ্ধ আমার মহিমাকে অনুভব করিবেন ('মদীয়ং মহিমানং চ' ভাঃ ৮।২৪।৩৮)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৯)

শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর

"মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ॥"
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন কৃষ্ণ রাধার ভাব ও কান্তি গ্রহণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে শ্রীনবদ্বীপধামান্তর্গত অন্তর্দ্বীপস্থ শ্রীমায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রালয়ে আবির্ভূত হইলে কৃষ্ণপার্ষদগণও গৌরলীলা পুষ্টির জন্য গৌরপার্ষদরূপে অবতীর্ণ হইলেন। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রথম প্রকাশবিগ্রহ শ্রীবলদেব ভক্তভাব অঙ্গীকার করতঃ গৌরলীলাপুষ্টির জন্য শ্রীমন্নিত্যানন্দরূপে একচক্রধামে অবতীর্ণ হইলে শ্রীবলদেবের পার্ষদগণও শ্রীনিত্যানন্দের পার্ষদরূপে অবতীর্ণ হইলেন। শেষ ভগবান্, পুরুষাবতারত্রয়, মহাসঙ্কর্ষণের কারণরূপে যিনি মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেবতত্ত্ব, তিনিই শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব। শ্রীবলদেবের সখ্যরসের মুখ্য পার্ষদগণ দ্বাদশ গোপাল নামে প্রসিদ্ধ। "সুবাহু র্যো ব্রজে গোপো দত্ত উদ্ধারণাখ্যকঃ"—গৌঃ গঃ দীঃ। শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর উক্ত দ্বাদশ গোপালের অন্যতম সুবাহু সখা। শ্রীনিত্যানন্দ লীলাপুষ্টির জন্য হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিশবিঘা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী সপ্তগ্রামে ১৪০৩ শকাব্দে (১৪৮১ খৃষ্টাব্দে) পিতা শ্রীকর ও মাতা ভদ্রাবতীকে অবলম্বন করিয়া সুবর্ণ-

বণিক কুলে অবতীর্ণ হন। বৈষ্ণব যে কুলে আবির্ভূত হন সেই কুল পবিত্র, বসুন্ধরা ধন্যা ও জননী কৃতার্থা হন। শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের আবির্ভাবে সুবর্ণ-বণিককুল পবিত্র হইল এইরূপ কথা শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে লিখিয়াছেন। "কতদিন থাকি' নিত্যানন্দ খড়দহে। সপ্তগ্রাম আইলেন সর্ব্বগণসহে ॥ উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্য-বন্তের মন্দিরে। রহিলেন প্রভুবর ত্রিবেণীর তীরে ॥ কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দের চরণ। ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ ॥ যতেক বণিককুল উদ্ধারণ হৈতে। পবিত্র হইল দ্বিধা নাহিক ইহাতে ॥" —শ্রীচৈতন্যভাগবত। "জাতিকুল সব নিরর্থক জানাইতে। জন্মাইলেন হরিদাসে ম্লেচ্ছকুলেতে ॥" ভগবদ্ভক্ত যে কোনও কুলে আসিতে পারেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ইহা শিক্ষা দিবার জন্যই ভগবৎপার্ষদগণকে নীচকুলে আবির্ভূত করাইলেন। "নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য। সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥ যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত-হীন ছার। কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার ॥" —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধী-র্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ। শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধির্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ ॥" —পদ্মপুরাণ। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি নরকপ্রাপক। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ইচ্ছাক্রমে সুবাহু সখা সুবর্ণবণিক কুলে আবির্ভূত হইলেও তিনি সুবর্ণবণিক নহেন, তিনি গুণাতীত ভগবৎপার্ষদ। প্রাকৃত স্থূল-সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ভক্ত ও ভগবানের তত্ত্ব (ontological aspect-এর) উপলব্ধির বিষয় হয় না, তাঁহাদের বাহ্য আকৃতিক দিকের মাত্র (morphological aspect-এর) কথঞ্চিৎ অনুভূতির বিষয় হইতে পারে। শরণাগতের হৃদয়ে ভক্ত ও ভগবানের তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের কৃপা হইলে তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপের ও মহিমার উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে।

দেবতাগণের মধ্যে বিষ্ণু পরদেবতা। একমাত্র বিষ্ণু নামোচ্চারণেই সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়, সমস্ত অশুভ নাশ ও শুভ লাভ হয়। সহস্র বিষ্ণুনামের তুল্য এক রামনাম। "রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে। সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে ॥" পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড। আবার তিন সহস্র বিষ্ণুনামের তুল্য এক কৃষ্ণনাম অর্থাৎ তিন রাম নামের তুল্য এক কৃষ্ণনাম। "সহস্র নাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্। একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥"—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণমন্ত্র সর্ব্বোত্তম হইলেও কৃষ্ণনামে অপরাধের বিচার আছে। কৃষ্ণনামাভাসে কোটি কোটি জন্মের পাপ ধ্বংস হয়, মুক্তি হয় সত্য, কিন্তু অপরাধ থাকিলে নামাভাসও হয় না। অপরাধীকে কৃষ্ণ কৃপা করেন নাই। পাপ ও অপরাধের পার্থক্য এই—দেহধারী বদ্ধজীবের প্রতি যে অন্যায় আচরিত হয় তাহাকে পাপ বলে এবং বিষ্ণু বৈষ্ণব সম্বন্ধে কৃত যে অন্যায় তাহাকে অপরাধ বলে। পাপ অপেক্ষা অধিক গুরুতর অপরাধ। অজামিল মহাপাপ করিয়াছিলেন, কিন্তু অপরাধ ছিল না বলিয়া নামাভাসে তাঁহার মুক্তি হয়। পাপী অপরাধী সকলকেই উদ্ধার করিয়াছেন শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু। "কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার। কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥" "চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার। নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার ॥"—চৈতন্য-চরিতামৃত। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পতিতপাবনত্বের মহিমা এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন— "প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা অবতার। উত্তম অধম কিছু না করে বিচার ॥ যে আগে পড়য়ে, তারে করয়ে নিস্তার। অতএব নিস্তা-রিল মো-হেন দুরাচার ॥" শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা প্রচুররূপে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা ব্যতীত পাপী অপরাধী জীবের উদ্ধারের অন্য উপায় নাই। শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তের লীলা করিলেও স্বরূপতঃ ভগবত্তত্ত্ব। তাঁহার পার্ষদগণ তাঁহার কৃপাশক্তির মূর্ত্তিস্বরূপ। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু পরম পতিতপাবন, আবার তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ পরম পরমপতিত-পাবন। বস্তুতঃ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তের মাধ্যমেই কৃপা করেন। শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর শ্রীমন্নিত্যানন্দ

প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ হওয়ায় পরম পরম পতিতপাবন, যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে জীব অনায়াসে সংসার হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্ম ও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পাদপদ্মের সেবা লাভ করিতে পারে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরকে মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন—"উদ্ধারণ দত্ত মহা বৈষ্ণব উদার। নিত্যানন্দ সেবায় যাঁহার অধিকার ॥" বাহ্য পরিচয়ে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর নৈহাটীর রাজা নৈরাজার দেওয়ানরূপে কার্য্য করার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আজও দাঁইহাট ষ্টেশনের নিকট উক্ত রাজবংশের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের চিহ্ন আছে। ঠাকুর রাজকার্য্য উপলক্ষে যেখানে বাস করিতেন তাহার নাম অদ্যাপিও 'উদ্ধারণপুর নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও সমস্ত ত্যাগ করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বতোভাবে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার শুদ্ধ প্রেমে বশীভূত হইয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার পাচিত অন্নব্যঞ্জনাদি সেবন করিতে বড়ই সুখ লাভ করিতেন। "ভক্তের দ্রব্য প্রভু কাড়ি কাড়ি খায়। অভক্তের দ্রব্যপানে উলটি না চায় ॥"

সরস্বতী নদীর তটবর্ত্তী সপ্তগ্রামে—শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাটে তাঁহার সেবিত ষড়্ভুজ মহাপ্রভু, দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ ও বামে শ্রীগদাধর বিরাজমান আছেন। অপর সিংহাসনে শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীশালগ্রাম এবং নিম্নবেদীতে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের আলেখ্য অর্চ্চিত হইতেছে। শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের অপ্রকটের পর শ্রীনিত্যানন্দশক্তি শ্রীজাহ্নবাদেবী উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাটে শুভাগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন তাঁহার ভ্রাতার যতটা শ্রদ্ধা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি ছিল ততটা শ্রদ্ধা শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি ছিল না, তাহা দেখিয়া শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ মীনকেতন রামদাসের সহিত কবিরাজ গোস্বামীর ভ্রাতার বাদানুবাদ হয়। তাহাতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মীনকেতন রামদাসের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহার ভ্রাতাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু কবিরাজ গোস্বামীর ভক্তপক্ষপাতিত্বরূপ সামান্য গুণ দেখিয়া তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হন। বৃন্দাবন বাসের অধিকার প্রদান করেন, নিজের স্বরূপ দর্শন করান ও শ্রীরাধাগোবিন্দের পাদপদ্ম-সেবা প্রদান করেন। সুতরাং শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয়তম শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরকে যদি আমরা পূজা করি, সেবা করি, তাঁহার প্রসন্নতা উৎপাদন করি, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা অতি শীঘ্র আমরা লাভ করিতে পারিব, কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী হইয়া আমাদের জীবনকে সার্থক করিতে পারিব। জীবের সর্ব্বোত্তম কল্যাণের জন্য শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের আবির্ভাবস্থানের ঔজ্জ্বল্য বিধান করা উচিত—যাহাতে জগদ্বাসী তাঁহার আবির্ভাব স্থানে আকৃষ্ট হইয়া আসিতে পারেন, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রপন্ন হইতে, তাঁহার সেবা করিতে, তাঁহার গুণগাথা কীর্ত্তন করিতে, তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া জীবনকে ধন্য করিতে পারেন। নিষ্কপট সেবাপ্রচেষ্টা থাকিলে সেব্য শক্তি-সামর্থ্য সবই প্রদান করিবেন। সপ্তগ্রামে শ্রীমন্দিরের সম্মুখে একটী বৃহৎ নাটমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। নাট্যমন্দিরের সম্মুখে একটী সুশীতল ছায়াপূর্ণ মাধবীমণ্ডপও আছে।

শ্রীনিবাস দত্ত ঠাকুর শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অধুনা শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের বংশধরগণ হুগলী, কলিকাতা প্রভৃতি বহু স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। তাঁহার বংশে যাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহারা নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান্। তাঁহারা যেন মায়িক পরিচয় পরিত্যাগ করতঃ অপ্রাকৃত সম্বন্ধে স্থিত থাকিয়া শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের আবির্ভাব স্থানের ঔজ্জ্বল্য বিধান করেন এই প্রার্থনা জানাইতেছি।

১৪৬৩ শকাব্দে পৌষী (মতান্তরে অগ্রহায়ণী) কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব হয়।

বর্ষারম্ভে

শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের অশেষ করুণায় নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' পত্রিকার অধুনা ২৪তম বর্ষের শুভারম্ভ সূচিত হইল। "গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্—তিনের স্মরণ। তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন। অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ ॥" ইহা বলিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তাঁহার ভুবনপাবন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। আমরাও তদানুগত্যে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণমুখে শ্রীপত্রিকার মঙ্গলাচরণ সমাধান করিতেছি। পূজ্যপাদ মাধব মহারাজ তাঁহার প্রতি-মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের প্রথমে ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীশ্রীনৃসিংহপাদপদ্ম স্মরণ করিতেন, আমরাও তদানুগত্যে ভক্তবৎসল শ্রীশ্রীনৃসিংহ চরণারবিন্দে শ্রীপত্রিকার সেবাপথের যাবতীয় বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন দ্বারা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের হৃদয়ানন্দ বিধানের কামনা প্রার্থনা করিতেছি।

"প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ ॥"

অর্থাৎ পদ্মপলাশলোচন সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীগৌরহরি প্রীত হউন, তিনি তুষ্ট হইলেই সর্ব্বজগতের তুষ্টি, তিনি প্রীত হইলেই সমস্ত জগতের প্রীতি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রথম লীলায় বিশ্বম্ভর নাম ধারণ করতঃ প্রেম দিয়া ত্রিভুবনের ধারণ ও পোষণ বিধান এবং শেষলীলায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণকে জানাইয়া সমগ্র বিশ্বকে ধন্য করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"প্রথম লীলায় তাঁর বিশ্বম্ভর নাম।
ভক্তিরসে ভরিল, ধরিল ভূতগ্রাম॥
ডুভৃঞ্ ধাতুর অর্থ—পোষণ ধারণ।
পুষিল ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন॥
শেষলীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য॥"

—চৈঃ চঃ আ ৩।৩২-৩৪

সুতরাং এই "প্রেম" ব্যতীত বিশ্বের প্রকৃত পোষণ ও ধারণ-কার্য্য এবং শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক চৈতন্য বা জ্ঞান ব্যতীত বিশ্বের প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমগ্র জগৎকে যখন শ্রুতি-স্মৃতি তারস্বরে ব্রহ্মের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন, তখন বিশ্বের যাবতীয় নীতিকেই সেই পরংব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া জানিতে হইবে। সমস্ত নীতি কৃষ্ণকেন্দ্রিক হইলেই দুর্নীতিজনিত অকল্যাণ অশান্তি দূরীভূত হইয়া জগতে প্রকৃত সুকল্যাণ—পরাশান্তি সংস্থাপিত হইতে পারে।

কুরুরাজ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রিপ্রবর—শ্রীভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকৃপায় দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত সঞ্জয় সমগ্র অষ্টাদশাধ্যায় গীতার সর্ব্বশেষ শ্লোকে ধৃত-রাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্ব্বিজয়ো-ভূতির্ধ্রুবা নীতির্ম্মতির্ম্মম॥"

যেস্থানে অর্থাৎ যে পাণ্ডবগণের পক্ষে স্বয়ং যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং তদভিন্ন সুহৃদ্-রূপে স্বয়ং গাণ্ডীবধনুর্দ্ধারী পার্থ বিদ্যমান, সেই পক্ষেই শ্রী—রাজ-লক্ষ্মী, বিজয়, ভূতি—উত্তরোত্তর রাজলক্ষ্মীর সমৃদ্ধি এবং নীতি—ন্যায়প্রবৃত্তি ধ্রুবা—সর্ব্বত্র নিশ্চিতা, ইহাই আমার নিশ্চিত বাক্য। সুতরাং মহারাজ, ইদানীং আপনার পুত্রগণের রাজ্যাদি প্রাপ্তির আশা সম্যক্-প্রকারে পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনি সপুত্র শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া পাণ্ডবগণের প্রসন্নতা সম্পাদন করতঃ এবং সর্ব্বস্ব তাঁহাদিগকে নিবেদন করিয়া পুত্রগণের প্রাণ রক্ষা করুন। নতুবা আর কিছুতেই নিস্তার নাই। কিন্তু অজ্ঞানান্ধ, প্রাকৃত রাষ্ট্রকে যিনি ধরিয়া বসিয়া আছেন, তিনি তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী বান্ধব মন্ত্রিবরের সুপরামর্শে কর্ণপাত করিলেন না, তাই অনতিবিলম্বেই তাহার বিষময় ফল প্রাপ্ত হইতে হইল। শ্রীভগবান্ও তাঁহার গীতোপদেশের চরম-পরম-সর্ব্ব-শেষ সিদ্ধান্ত জানাইয়াছেন—তৎপাদপদ্মে শরণাগতি। সুতরাং রাষ্ট্রের শিক্ষা-দীক্ষা ধর্ম্ম-কর্ম্ম আচার ব্যবহার নীতি সমস্তই কৃষ্ণকেন্দ্রিক হউক, রাষ্ট্রে ধর্ম্মভাব

জাগিয়া উঠিলেই পরস্পরে হানাহানি মারামারি কাটাকাটি হিংসা-দ্বেষ মাৎসর্য্য পরপীড়নাদি ক্রমশঃ কমিয়া যাইবে। বহুদিবসাবধি উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিবার জন্য রাষ্ট্রের নাস্তিকপ্রায় অধিবাসিগণের পক্ষে আপাতদৃষ্টিতে ধর্ম্মকর্ম্মাদির প্রতি প্রথম প্রথম কিছু কিছু বিদ্রূপাত্মক কটাক্ষপাত দেখা যাইবে বটে, কিন্তু আশা করা যায়, প্রকৃত অকৃত্রিম সদ্ধর্ম্মের আচরণ প্রবল হইতে থাকিলে ঐসকল কটাক্ষ ক্রমেই থামিয়া যাইবে। ভগবৎসম্বন্ধে প্রত্যেক জীবের সহিত প্রত্যেক জীবের যে স্বাভাবিকী আত্মীয়তা রহিয়াছে, তাহা সম্বন্ধ জ্ঞানানুশীলনের সহিত ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। পরস্পরে সহানুভূতি—উপচিকীর্ষা জাগিয়া উঠিবে। শ্রীভগবান্ তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃতা গীতার ১১শ অধ্যায়ের শেষশ্লোকে জানাইতেছেন—

"মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥"

অর্থাৎ হে পাণ্ডব, যিনি আমার মন্দির নির্ম্মাণ-মার্জ্জনাদি কর্ম্মকারী, মৎপরায়ণ, আমাতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্তিযুক্ত, আসক্তি-বর্জ্জিত, সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি শত্রুভাবরহিত, তিনিই এই শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ আমাকে লাভ করেন।

"হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ।"

অর্থাৎ যাঁহারা হরিসেবায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা কখনও পরপীড়ক হইতে পারেন না।

শ্রীহরি সর্ব্বব্যাপক, তাঁহাতে প্রীতিরও সুতরাং ব্যাপকতা স্বীকার করিতে হইবে। সেই প্রীতিটি কেবল ঠাকুরঘরে আটকাইয়া রাখিলে চলিবে না। সংকীর্ণচেতা ব্যক্তিই আপনপর ভেদবিচাররত, কিন্তু উদারচেতা ব্যক্তি জগতের সকলকেই আপন বুদ্ধি করিয়া তাহার হিতাকাঙ্ক্ষা করেন—

অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদার চরিতানন্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥

আমরা গত ৩রা পৌষ ১৩৯০, ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৮৩ সোমবারের 'যুগান্তর' পত্রে (৪৭ বর্ষ ৮৫ সংখ্যা) "চৈতন্যের পথই পথ—ইন্দিরা' শীর্ষক সংবাদে বর্ত্তমান জগতে প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিশারদা মাতৃস্থানীয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মহোদয়ার নিউদিল্লীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশত জন্ম-বার্ষিক উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে গত ১৮ই ডিসেম্বরের একটি উক্তি পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। মা বলিয়াছেন—"শ্রীচৈতন্যের প্রেমের পথই প্রকৃত পথ। আধ্যাত্মিকশক্তি প্রতিটি কাজে একটা বোঝাপড়া আন্তে সাহায্য করে। * * ভারতের অন্তরে রয়েছে ভক্তি, এখন প্রকৃত কাজ হবে একে বাস্তবে রূপায়িত করা। ভক্তি হ'চ্ছে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, এখন প্রতিমুহূর্ত্তে ভাবতে হবে—ঠিক পথে চ'লছি কি না এবং সেইমত সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হ'বে।"

উক্ত নিউদিল্লীতে পঞ্চশত বার্ষিক উৎসব কমিটির সভাপতি করণ সিং বলেন—"ভক্তি আন্দোলনের চেতনকে জাগিয়ে তুললেই বিশ্বের বর্ত্তমান অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়া যায়।"

শ্রীভগবদ্‌বাক্যে পাওয়া যায়—"শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তদনুকরণ করেন। তিনি যাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোক তাহাতেই অনুবর্ত্তী হয়।" (গীতা ৩।২১) ইহা অবশ্য লোকসংগ্রহ প্রকার।

'প্রেম' বা 'ভক্তি'র কথা বলিলেও রাজনীতিজ্ঞ-গণ তাহা তাঁহাদের রাজনৈতিক প্রয়োজনের অনুকূল উপায়স্বরূপে বলিলে ঐ শব্দদ্বয়ের প্রকৃত পারমার্থিক মর্য্যাদা সংরক্ষিত হয় না বটে, তথাপি তাঁহাদের মুখে ঐ শব্দদ্বয়ের উচ্চারণও আমাদের কথঞ্চিৎ উল্লাস-জনক। 'প্রেম'—ভক্তির প্রপক্কাবস্থা। কৃষ্ণেতর বিষয়াভিলাষ শূন্য, বুভুক্ষা-মুমুক্ষা ও সিদ্ধিবাসনা শূন্য, কৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তির সহিত অনুকূলভাবে যে কৃষ্ণানুশীলন, তাহারই নাম—শুদ্ধাভক্তি। এই শুদ্ধা ভক্তি হইতেই প্রেমোদয় হয়। এই প্রেমভক্তির আনুষঙ্গিকফলেই জগতের যাবতীয় অভ্যুদয় প্রবৃত্তি সাধিত হয়।

প্রগাঢ় মমতা সহকারে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ বাঞ্ছাই মুখ্যতঃ 'প্রেম' নামে অভিহিত, আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-বাঞ্ছাই 'কাম'। বাহ্যদৃষ্টিতে একরূপ দৃষ্ট হইলেও কাম ও প্রেমে আকাশ পাতাল ব্যবধান,—কাম—অন্ধতম, প্রেম নির্ম্মল-ভাস্করসদৃশ। সুতরাং রাজ-নৈতিকগণের প্রেম বা ভক্তি অন্যাভিলাষিতা দোষদুষ্ট।

প্রেম বা ভক্তির যাহাই সাধন, তাহাই সাধ্য। সেব্য কৃষ্ণের শুদ্ধ সুখানুসন্ধানই সেবা বা ভক্তি। উহারই প্রপক্কাবস্থা প্রেম, কৃষ্ণে প্রগাঢ় প্রীতি। ইহা অত্যন্ত দুর্ল্লভ বস্তু।

কৃষ্ণ যখন অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ধনঞ্জয়, তুমি কি একাগ্রচিত্তে এই গীতা শ্রবণ করিয়াছ? এবং তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ কি নষ্ট হইয়াছে? তদুত্তরে অর্জ্জুন কহিলেন—

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥"
—গীতা ১৮।৭৩

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, আমি আর অতঃপর কি জিজ্ঞাসা করিব? তোমার শ্রীমুখের শেষ সিদ্ধান্ত শ্রবণে আমি তোমাতে শরণাগত হইয়া এক্ষণে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তোমাতে আমি দৃঢ়বিশ্বাসজনিত বিশ্রম্ভবান্ হইয়াছি। আমার সমস্ত মোহ নষ্ট হইয়াছে। অতঃপর একমাত্র শরণ্য আশ্রয়ণীয় যে তুমি, তোমার আজ্ঞায় স্থিতিই শরণাপন্ন আমার একমাত্র ধর্ম্ম। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, জ্ঞানযোগাদি—আমার নিজ স্বতন্ত্র রুচি অনুযায়ী স্বীকৃত কোন ধর্ম্মই আমার নাই। আমি ঐসকল অদ্য হইতে সর্ব্বতোভাবে বিসর্জ্জন দিয়াছি। হে কৃষ্ণ, তুমি যে আমাকে বলিতেছ—'হে প্রিয়সখ অর্জ্জুন, আমার ভূভারহরণে কিঞ্চিদবশিষ্ট কৃত্য আছে, তাহা আমি তোমার দ্বারাই সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করি', তোমার এই শ্রীমুখবাক্য পালন ছাড়া আমার আর ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুই নাই—'করিষ্যে বচনং তব'—তোমার বাক্য পালনই আমার একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া আমি স্থির করিয়াছি (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকা দ্রষ্টব্য।) ঠাকুর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঐ শ্লোকের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—"অর্জ্জুন কহিলেন—হে অচ্যুত, তোমার প্রসাদে আমার মোহ দূর হইয়াছে এবং জীব যে কৃষ্ণের নিত্যদাস, ইহা পুনরায় স্মরণ করিতেছি। আমার সন্দেহ দূর হইয়াছে, তোমার শরণাগতিই যে সর্ব্বপ্রধান জৈবধর্ম্ম, তাহাতে আমি অবস্থিত হইয়া তোমার অনুমতি প্রতিপালন করিব।"

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবই রাজরাজেশ্বর সার্ব্বভৌম সম্রাট্ চক্রবর্ত্তী, তিনিই রাজমুকুটধারী। পুরীরাজ নিজেকে শ্রীজগন্নাথদেবেরই দীন সেবক, তাঁহারই প্রতিনিধি স্বরূপে রাজ্যের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। শ্রীবালাজী তিরুপতিকেও ঐরূপ রাজরাজেশ্বর জানিয়া তাঁহাকে প্রতিদিন প্রাতে রাজসভায় দিনপঞ্জী, তদ্দিনে অনুষ্ঠেয় রাজসংসারের যাবতীয় কৃত্য, আয়ব্যয় প্রভৃতি শ্রবণ করান' হয়। শ্রীভগবান্ই আমার সর্ব্বময় প্রভু, আমরা জীবমাত্রই তাঁহার দাসানুদাস, তাঁহার মনোঽভীষ্ট সেবাই আমার একমাত্র করণীয় কর্ম্ম, শ্রীভগবান্ই সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, আমি তাঁহার ইচ্ছাপরতন্ত্র—এইরূপে বিশ্বসংসারের যাবতীয় কৃত্য কর্ত্তৃত্বাভিমান ভোক্তৃত্বাভিমান ছাড়িয়া তদীয় কিঙ্করানুকিঙ্করাভিমানে সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেই সংসারটি বড়ই সুখের হয়। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা হইয়া কর্ত্তৃত্বাভিমান আসিয়া যাওয়াতেই আমাদের পরস্পরে জিগীষা আসিয়া যায়, তাহাতেই নানা অশান্তি আসিয়া পড়ে।

আমাদের এই শ্রীপত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ মাধব গোস্বামী মহারাজ একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়া আমাদিগকে বুঝাইতেন—কেন্দ্র যদি একটি হয়, তাহা হইলে তদবলম্বনে শত সহস্র বৃত্ত অঙ্কিত হইলেও ঐ সকল বৃত্তের মধ্যে কখনই সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে না। কিন্তু কেন্দ্র একাধিক হইলেই সংঘর্ষ অনিবার্য্য। অর্থাৎ এক কৃষ্ণকেন্দ্রিক হইয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণপর হইলে কখনই কিঙ্করগণমধ্যে হিংসা-দ্বেষাদি কলিকলুষ্য প্রবেশ করিতে পারিবে না। তাই বিশ্বরাজ্যে ঐক্য সাম্য মৈত্রী পরাশান্তি স্থাপন করিতে হইলে এক কৃষ্ণপাদপদ্মকেই কেন্দ্র করিয়া তৎ কিঙ্করানুকিঙ্করাভিমানে তৎকৈঙ্কর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে।

কৃষ্ণো রক্ষতি নো জগত্ত্রয়গুরুঃ কৃষ্ণো হি বিশ্বম্ভরঃ
কৃষ্ণাদেব সমুত্থিতং জগদিদং কৃষ্ণে লয়ং গচ্ছতি।
কৃষ্ণে তিষ্ঠতি বিশ্বমেতদখিলং কৃষ্ণস্য দাসা বয়ং
কৃষ্ণেনাখিলসদ্গতির্বিতরিতা কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ॥

শ্রীশ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই অন্তঃকৃষ্ণঃ বহির্গৌরঃ—কলিযুগপাবনাবতারী গৌরবিশ্বম্ভররূপে আমাদিগকে ঐ কৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলা-সেবা তদাশ্রয়বিগ্রহানুগত্যে প্রতি ভাগ্যবান্ জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্মরূপে শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীপত্রিকার নববর্ষারম্ভে আমাদের হৃদয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের রসমাধুর্য্য নবনবায়মান-

ভাবে স্ফূর্ত্তি লাভ করুক, আস্বাদিত হউক, তাঁহার শিক্ষায় দীক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা যেন নিখিল কাল যাপন করিতে পারি, ইহাই আমাদের একমাত্র সুদৃঢ় সঙ্কল্প হউক।

আমরা আমাদের শ্রীপত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকা পাঠক-পাঠিকা সহৃদয়-সহৃদয়া মহোদয়-মহোদয়াগণকে আমাদের অন্তরের গভীরতম প্রদেশের যথাযোগ্য অভিবাদন ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহ পাদপদ্মেও পুনরায় আমাদিগের বর্ষব্যাপী শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তনের যাবতীয় অন্তরায় দূরীকরণের সকাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি।

"বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সম্বিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীপ্রচারে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতার অসামান্য অবদান
চণ্ডীগড় মঠে প্রতিষ্ঠাতার শুভাবির্ভাববাসরে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব তিথিপূজা বিগত ২৯ কার্ত্তিক, ১৬ নভেম্বর বুধবার চণ্ডীগড় মঠে বিপুল ভক্তসমাবেশে পবিত্র পরিবেশে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে, পশ্চিমাঞ্চলে (পাঞ্জাব, হরিয়াণা প্রভৃতি রাজ্যে) উত্তরাঞ্চলে, দাক্ষিণাত্যে (অন্ধ্রপ্রদেশে) শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীর ও শিক্ষার যে বিপুল সমাদর পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহার মূলে আছে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতার অলৌকিক অবদান-বৈশিষ্ট্য। তাঁহার মহাপুরুষোচিত সুদীর্ঘ তেজোদ্দীপ্ত দিব্য গৌরকান্তি, অত্যদ্ভুত আদর্শচরিত্র, অলৌকিক
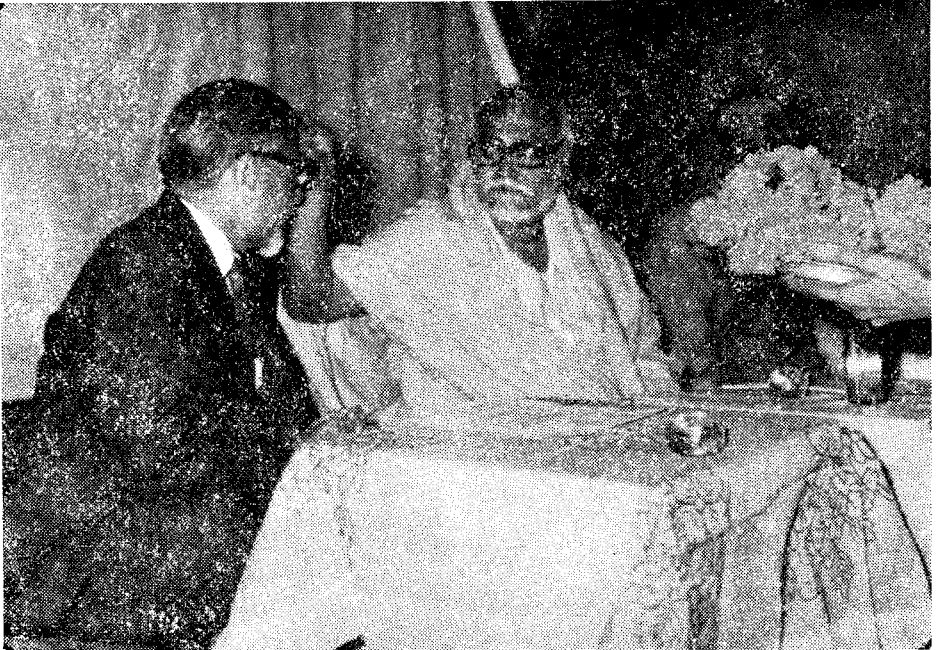
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ পাঞ্জাবের গভর্ণর শ্রী বি, ডি, পাণ্ডে মহোদয়কে প্রসাদী-মাল্যচন্দন প্রদান করিতেছেন

জ্ঞানপ্রতিভা, দুর্গত জীবের প্রতি অহৈতুক স্নেহ প্রভৃতি অসামান্য গুণ সন্নিবিষ্ট হইয়া তাঁহার মধ্যে এমন এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি হইয়াছিল যে তাঁহাকে দর্শনমাত্রেই লোক স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট হইতেন। জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল বিধানের জন্য "প্রতি ঘরে ঘরে যাই' কর এই ভিক্ষা। বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাণী প্রচারোদ্দেশ্যে বিশ্রামরহিত হইয়া যেভাবে প্রচার প্রচেষ্টা চালাইয়াছিলেন ও উদ্যম করিয়াছিলেন, তাহা অদ্ভুত বলিতে হইবে। এই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণের জন্য চণ্ডীগড় মঠে তাঁহার আবির্ভাব তিথিতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাবেশ হয়। পাঞ্জাবের রাজ্যপাল শ্রী বি, ডি, পাণ্ডে মহোদয়ও আবির্ভাব তিথি পূজাতে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আসেন। পত্রিকার গত সংখ্যায় এই সংবাদ বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

গোকুল মহাবনে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সুরম্য শ্রীমন্দির
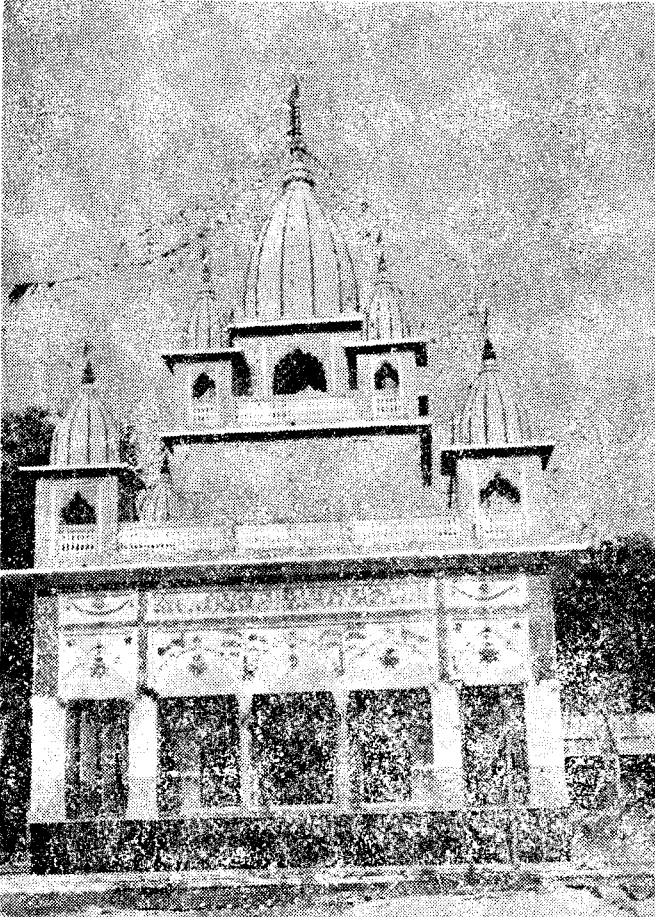
গোকুল মহাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবচূড়াবিশিষ্ট সুরম্য শ্রীমন্দির

বিগত ৮ অগ্রহায়ণ (১৩৯০), ২৫ নভেম্বর (১৯৮৩), শুক্রবার কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিবাসরে গোকুল মহাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নবচূড়াবিশিষ্ট সুরম্য শ্রীমন্দির বিপুল আনন্দ ও উদ্দীপনার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-বাণী পত্রিকার গত সংখ্যায় উক্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্যে প্রারম্ভিক অবস্থায় গোকুল মহাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠ-রক্ষক শ্রীরাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্ম-চারী, শ্রীঅজিতমুকুন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅর-বিন্দলোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাপ্রিয় ব্রহ্মচারী, শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীভাগবত দাস অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করেন। তৎকালে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীরেবতীরঞ্জন চৌধুরী মহোদয়ের বিশেষ প্রেরণাক্রমে কলিকাতা নিবাসী ইঞ্জিনীয়ার শ্রীবিজয়রঞ্জন দে মহোদয় মন্দিরের প্ল্যান তৈরী এবং মন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্যের দেখাশুনার জন্য যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করতঃ ধন্যবাদার্হ হন। শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছাক্রমে পরবর্ত্তিকালে শ্রীমঠের সম্পাদক, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-

বিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের সুষ্ঠু সমাপ্তিকরণে, রন্ধনশালা, মঠের প্রবেশদ্বার, গৃহাদি নির্ম্মাণে অসুস্থ শরীর লইয়াও যেভাবে দায়িত্ববোধের সহিত সেবা করিয়াছেন, তাহা সন্দেহাতীতরূপে নিষ্কপট সেবাদর্শের দৃষ্টান্তস্বরূপ। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ গোকুল মহাবন মঠের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণে এক অভিনব অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, তিনি মঠের অনেক মন্দির গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং তৎসম্পর্কে বহু দাতার সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধও হইয়াছে, কিন্তু গোকুল মহাবন মঠের মন্দির দাতার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা তিনি ব্যক্ত করেন। সাধারণতঃ যাঁহারা ভিক্ষার দ্বারা কার্য্য করেন, তাঁহাদের দাতাদের নিকট বার বার যাইতে হয় এবং তাঁহাদিগকে আনুকূল্যের জন্য প্রার্থনা করিতে হয়। কিন্তু গোকুল মহাবন মঠের মন্দির নির্ম্মাণে তাহার বিপরীত ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। দাতা নিজেই স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া মঠের সেবকগণকে পুনঃ পুনঃ প্রোৎসাহিত করিয়াছেন মন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্য দ্রুত সমাপ্ত করিবার জন্য। শ্রীল আচার্য্যদেব রেবতীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন--তাঁহার এই প্রকার উৎসাহের কারণ কি? তিনি বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব স্থান গোকুল মহাবনে আসিলে তাহার হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় ভাবের ও আনন্দের উদ্রেক হয়। আনন্দের আতিশয্যে তিনি উহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং কোথা হইতে কিভাবে নির্ম্মাণকার্য্য হইল ইহা চিন্তা করিলেও তিনি বিস্মিত হন। ইহাতে বুঝিলাম, তিনি ভাগ্যবান্। শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-গোকুলানন্দের প্রচুর কৃপা তাঁহার উপর বর্ষিত হইয়াছে। সংসারের সবই অনিত্য, কেবলমাত্র শ্রীহরিসেবার ফলই নিত্য।

শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিবসে প্রাতে যে চক্র-প্রতিষ্ঠা ও তৎপর নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়, তাহাতে স্থানীয় ব্রজবাসী নরনারীগণের মধ্যেও বিপুল আনন্দ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।
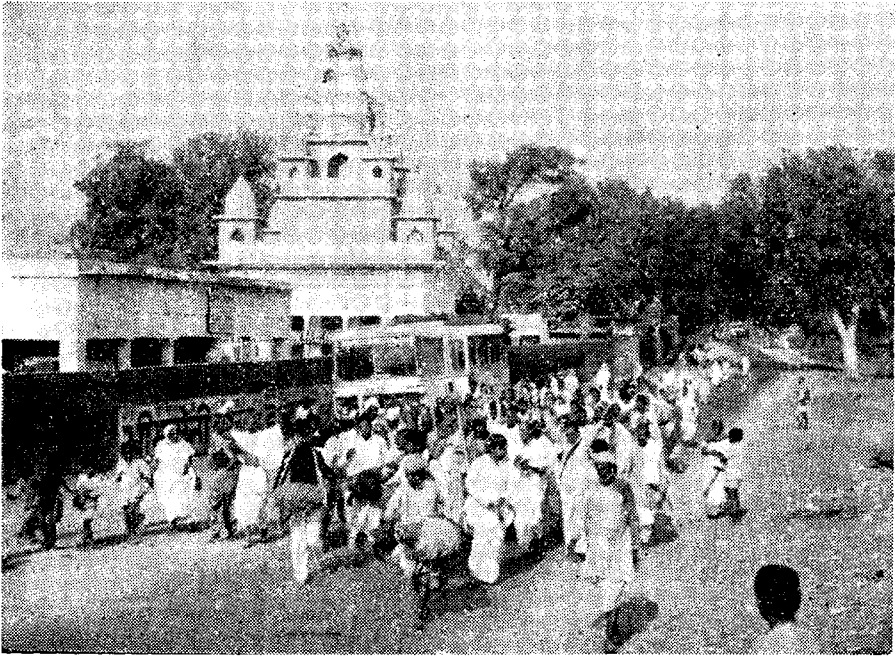
নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার একটি দৃশ্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে বিপুল আয়োজন

নয়দিনব্যাপী বিরাট অনুষ্ঠান

[২৬ ফাল্গুন, ১০ মার্চ্চ শনিবার হইতে ৪ চৈত্র, ১৮ মার্চ্চ রবিবার পর্য্যন্ত]

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক-সমিতির পরিচালনায় এবং প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে আগামী ২৭ ফাল্গুন, ১১ মার্চ্চ রবিবার হইতে ২ চৈত্র, ১৬ মার্চ্চ শুক্রবার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার বিপুল আয়োজন হইয়াছে। পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ ২৬ ফাল্গুন, ১০ মার্চ্চ শনিবার পরিক্রমার অধিবাস দিবস সন্ধ্যার মধ্যে শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবশ্যই পৌঁছিবেন।

৩ চৈত্র, ১৭ মার্চ্চ শনিবার শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিপূজা উপবাস সহযোগে সম্পন্ন হইবে। সমস্ত দিনব্যাপী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পারায়ণ এবং সন্ধ্যায় শ্রীগৌরবিগ্রহের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হইবে। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ও শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালক-সমিতির সদস্যগণকে, বিশিষ্ট ও সাধারণ সদস্যগণকে উক্ত সভায় যোগদানের জন্য প্রার্থনা জানান হইতেছে।

৪ চৈত্র, ১৮ মার্চ্চ রবিবার শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসবে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হইবে।

পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন এবং শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ অফিসে প্রথমে নাম রেজিষ্ট্রী করাইয়া ব্যাজ লইবেন।

সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজের নামে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ ও টেলিঃ শ্রীমায়াপুর, জেঃ নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ) এই ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখাৰ্জ্জী রোড
কলিকাতা-২৬
ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

নিবেদক—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সেক্রেটারী
২৮।১।১৯৮৪

কলিকাতাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পূজ্যপাদ শ্রীল পরমহংস মহারাজের বিরহোৎসব

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দীক্ষিত প্রিয় শিষ্য ও ওড়িষ্যা প্রদেশান্তর্গত ময়ূরভঞ্জ জেলার মহকুমাসহর উদালাস্থিত শ্রীবার্ষভানবীদয়িত গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীল ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত গোস্বামী মহারাজ বিগত ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীপঞ্চমী তিথিবাসরে উদালামঠে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। তাঁহার অন্তর্ধানের সাতদিন পরে শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী তিথিতে উদালা মঠের বার্ষিক অধিবেশনে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহা-রাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ মহানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজের সতীর্থগণের এবং তাঁহার অনুগত শিষ্য ও সদস্যগণের উপস্থিতিতে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ বৈখানস মহারাজের প্রস্তাবে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ মহানন্দ ব্রহ্মচারী উদালা মঠের আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত হন। পরবৎসর ১৯৫৮ সালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ পরমহংস মহারাজরূপে পরিচিত হন। তদবধি তিনি অপ্রকটের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দীর্ঘ ২৫

বৎসর কাল উক্ত মঠের আচার্য্যরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া উদালা মঠের সেবকগণের, বিশেষতঃ উক্ত মঠের প্রাচীন সেবক ও তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজের সহায়তায় উদালা মঠের বহু শ্রীবৃদ্ধিসাধন এবং কলিকাতায় ও শ্রীমায়াপুর—ঈশোদ্যানে আরও দুইটী শাখামঠ সংস্থাপন করেন। কলিকাতায় পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পরমহংস মহারাজের অপ্রকট এবং শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শাখামঠে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির সমাধিস্থ হওয়ার সংবাদ শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজের মুখ্য সেবাপ্রচেষ্টায় সমাধিকৃত্য সম্পন্ন হয়।

কলিকাতা (কালীঘাট) ১০৬/১এ হাজরা রোডস্থ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমধর্ম্ম প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীমদনমোহন মুখার্জ্জি একটী মুদ্রিত নিমন্ত্রণপত্রে গত ২৪ অগ্রহায়ণ ১১ ডিসেম্বর রবিবার উক্ত মঠে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পরমহংস মহারাজের বিরহোৎসবে যোগদানের জন্য আহ্বান জানান। উক্ত পত্রে উদালা মঠের আচার্য্যরূপে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পরমহংস মহারাজের নাম এবং উদালা মঠের সেক্রেটারী ও সদস্যগণের নাম উল্লিখিত না থাকায় উহা বিধিসম্মত হয় নাই বুঝিয়া উদালা মঠের সেক্রেটারী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজ এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ভক্তবৃন্দ কালীঘাট সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে মধ্যাহ্নে উক্ত দিবস বিরহোৎসব এবং রাত্রিতে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের পৌরোহিত্যে বিরহ-সভা সম্পন্ন করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজ এবং সর্ব্বশেষে পূজ্যপাদ সভাপতি মহারাজ শ্রীমৎ পরমহংস মহারাজের পূতচরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করতঃ বিরহদুঃখ জ্ঞাপন করেন। ভাষণের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৬১ সালের ২৬ আইনমতে রেজেষ্ট্রীকৃত]

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি (Notice)

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অষ্টম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ৩ চৈত্র, ১৩৯০, ১৭ মার্চ্চ, ১৯৮৪ শনিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিবাসরে নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণকে উপস্থিতির জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি।

— কার্য্যতালিকা —

(১) প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ও বর্ত্তমান আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

(২) বিগত সাধারণ সভার কার্য্যাবলীর অনুমোদন।

(৩) সেক্রেটারী মহোদয় কর্ত্তৃক গত বৎসর প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সম্বন্ধে পরিচালক সমিতির রিপোর্ট (বিবরণ) পাঠ ও বিবেচনা।

(৪) গত বৎসর শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভা সম্বন্ধে পরিচালক সমিতির রিপোর্ট পাঠ ও বিবেচনা।

(৫) ১৯৭৯-৮০ সালের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাবের অনুমোদন এবং পরবর্ত্তিকালের জন্য হিসাব পরীক্ষক (Auditor) নিয়োগের ব্যবস্থা।

(৬) গভর্ণিং বডির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা এবং আবশ্যকবোধে কোনও পরামর্শ প্রদান। (৭) বিবিধ।

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬
২৫ জানুয়ারী, ১৯৮৪

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীভক্তি বিজ্ঞান ভারতী, সেক্রেটারী

আগরতলায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য

আগরতলাবাসী ভক্তবৃন্দের বিশেষ প্রার্থনায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বিগত ৬ পৌষ, ২২ ডিসেম্বর শুক্রবার বিমানযোগে আগরতলা বিমানবন্দরে পূর্ব্বাহ্নে শুভপদার্পণ করিলে আগরতলা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ শতাধিক ভক্তবৃন্দ সহ বিমানবন্দরে উপস্থিত হইয়া পুষ্পমাল্য ও সংকীর্ত্তনাদির দ্বারা বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবকে লইয়া একটী মোটরযান অগ্রসর হইলে ভক্তবৃন্দ বাসে ও মোটরযানে তাঁহার অনুগমন করেন। ভক্তবৃন্দ বাসে সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা সংকীর্ত্তন সহযোগে পরিভ্রমণ করতঃ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে আসিয়া উপনীত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমঠের শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সন্মুখস্থ নির্ম্মীয়মাণ সংকীর্ত্তনভবনে ৩১ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং রাত্রিতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে সহরের বিভিন্ন স্থানে—শ্রীপরেশ কর, শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক, শ্রীমদনমোহন সাহা, শ্রীগোপাল চন্দ্র বণিক, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীঅমূল্যভূষণ চৌধুরী, শ্রীগোপাল সাহা, শ্রীদিলীপ কুমার দে (স্বধামগত গোপাল দের পুত্র), শ্রীশৈলেন সাহা, শ্রীশেফালী দেববর্ম্মা প্রত্যেকের গৃহে এবং শ্রীহলায়ুধ দাসাধিকারীর (ডাঃ শ্রীহরেন্দ্র পোদ্দারের) গৃহে তিন দিন ভক্তবৃন্দসহ শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। আগরতলাবাসী ভক্তবৃন্দের হরিকথা শ্রবণাগ্রহ দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব উৎসাহিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব সংকীর্ত্তনভবন নির্ম্মাণে আগরতলাবাসী ভক্তবৃন্দের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা এবং তাঁহাদিগকে সংকীর্ত্তনভবনের অবশিষ্ট কার্য্য দ্রুত সম্পন্ন করিবার জন্য প্রোৎসাহিত করেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার সেবায় যাঁহারা যত্ন ও পরিশ্রম করেন তন্মধ্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীননীগোপাল বনচারী, শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃসিংহানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাজেন্দ্র দাস, শ্রীগৌরাঙ্গ দাস, শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ দাস, শ্রীমোহিত দাস, শ্রীসজ্জনানন্দ দাস, শ্রীমদনমোহন সাহা, শ্রীকানাইলাল সাহা, শ্রীনিমাই মোহন্ত, শ্রীশম্ভু মজুমদার প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ্রাহকগণের প্রতি বিনীত নিবেদন

সহৃদয়/সহৃদয়া গ্রাহক/গ্রাহিকাগণের নিকট শ্রীচৈতন্য-বাণী পত্রিকার ত্রয়োবিংশ বর্ষ ১২শ সংখ্যায় এইরূপ আবেদন জানান হইয়াছে যে বর্ত্তমান বর্ষ হইতে (অর্থাৎ চতুর্বিংশ বর্ষ হইতে) শ্রীচৈতন্য-বাণী পত্রিকার বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। ভিক্ষার দ্বারা আমাদের প্রতিষ্ঠান চলে। আমাদিগকে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারে প্রোৎসাহিত করিতে গ্রাহক/গ্রাহিকাগণকে তাঁহাদের বার্ষিক ভিক্ষা সত্বর যথাসময়ে প্রেরণের জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি।

করুণাময় শ্রীগৌরহরি তাঁহাদের অবশ্যই মঙ্গল বিধান করিবেন।

বিনীত নিবেদক—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, কার্য্যাধ্যক্ষ

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৮৫ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা		১.২০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত	,,	১.০০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,,	,,	১.২০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,,	,,	১.০০
(৬)	জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,,	,,	২০.০০
(৭)	শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,	,,	১৫.০০
(৮)	শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,	,,	৫.০০
(৯)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—	ভিক্ষা	২.৭৫
(১০)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ	,,	২.২৫
(১১)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	১.০০
(১২)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	১.২০
(১৩)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode	,,	২.৫০
(১৪)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত—	,,	২.৫০
(১৫)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত—	,,	৩.০০
(১৬)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — —	,,	১৪.০০
(১৭)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) —	,,	.৫০
(১৮)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত —	,,	৩.০০
(১৯)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — —	,,	২.৫০
(২০)	শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র —	,,	৮.০০

(২১) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক।

ভিক্ষা—১·০০ পয়সা। **অতিরিক্ত ডাকমাশুল**—০·৩০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় ঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

চতুর্বিংশ বর্ষ—২য় সংখ্যা

চৈত্র, ১৩৯০

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।"

২৪শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চৈত্র ১৩৯০ { ২য় সংখ্যা
১২ বিষ্ণু, ৪৯৮ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ২৯ মার্চ্চ, ১৯৮৪

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ২ পৃষ্ঠার পর]

মনোধর্ম্মী ব্যক্তিগণ—ভারবাহী, তাঁহারা সারগ্রাহী নহেন। ভারবাহিসূত্রে শাস্ত্রের মর্ম্ম অধিগমন করা যায় না। মনোধর্ম্মী অসৎকে 'সৎ' ও সৎকে 'অসৎ' বলিয়া গ্রহণ করেন। তাঁহার বিচারোত্থ 'ভাল' ও 'মন্দ', উভয়ই সমান অর্থাৎ উভয়ই ভ্রমযুক্ত মনোধর্ম্ম ও কপটতা-মূলক। একটী গল্প শুনা যায়,—একদা একজন ব্যবসায়ি-গুরুব্রুব শিষ্যের বাড়ী গমন করিয়া আহার করেন। গুরুর ভোজন-সমাপ্তির পর শিষ্য গুরুকে একটী হরীতকী প্রদান করিবার জন্য উপস্থিত হইলে, গুরু হরীতকীটী ছাড়াইয়া দিবার জন্য শিষ্যকে আদেশ করেন। বুদ্ধিমান্ শিষ্য হরীতকীর উপরের অংশটী খোসা ভাবিয়া উহাকে ছাড়াইয়া গুরুদেবকে হরীতকীর অভ্যন্তর-ভাগ অর্থাৎ কেবল বীজাংশটী প্রদান করিলেন। গুরুমহাশয় হরীতকী-ভক্ষণ হইতে বঞ্চিত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। পরদিন পরম গুরুভক্ত উক্ত চতুর বা নির্ব্বোধ শিষ্যমহাশয় পূর্ব্ব-দিনের কার্য্যে অনুতপ্ত হইয়া গুরুদেবকে একটী বীজ-হীন এলাচ প্রদান করিতে আসিলে গুরুজী দেখিলেন, —'শিষ্য-প্রবর এলাচের দানাগুলি বাদ দিয়া কেবল খোসা লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন!' মনোধর্ম্মীর বিচারও এইরূপ ;—মনোধর্ম্মী বাস্তব-বস্তুকে 'অবস্তু' বলিয়া পরিত্যাগ করেন এবং অবস্তুকে 'বস্তু' বলিয়া গ্রহণ করেন।

'বিপ্রলিপ্সা' বলিয়া মানবের একপ্রকার দুর্ব্বলতা আছে ; আমরা সেই জ্ঞান-কৃত পাপের জন্যও প্রায়শ্চিত্তার্হ। কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করেন না যে, তিনি যে-যানে আরোহণ করিয়াছেন, তাহাতে চাপা পড়িয়া কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হউক। কিন্তু যদি কেহ তাঁহার গাড়ীর নীচে চাপা পড়ে, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়-শ্চিত্তার্হ হইতে হয়।

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ-বাক্য—

"নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ ।।।"

—এই বাক্যটী মহামহোপাধ্যায় শ্রীরঘুনন্দন তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধার করিয়া ইহাকে 'বৈষ্ণবপর' বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। অমেধ্য অপ্রসাদের উপর যে নিষেধ-ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, তাহা যদি বিষ্ণুপ্রসাদের উপরও গ্রহণ করি, তাহা হইলেই আমরা প্রায়শ্চিত্তার্হ। একটী বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের কাছে শুনিয়াছি যে, জনৈক ব্রাহ্মণতনয় মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া

তাঁহাকে তাঁহার পিতৃদেব 'চান্দ্রায়ণ-ব্রত' করাইয়াছিলেন! ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবার ফলে উক্ত ব্রাহ্মণ-কুমারের ক্রমশঃ কুক্কুট-ভোজনের স্পৃহা বলবতী হয় এবং তিনি রাজধানীর বিলাসভোজনাগারে গিয়া কুক্কুট-ভোজনে অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন। যখন কোন প্রত্যক্ষদর্শী ঐ ব্রাহ্মণতনয়ের ঐরূপ আচরণের কথা তাঁহার পিতৃদেবকে জানাইলেন, তখন বিচক্ষণ পিতাঠাকুর বলিয়া উঠিলেন,—'এখন আমার পুত্র ছেলেমানুষ, সে বড় হইলে ঐ রোগটা কাটিয়া যাইবে!'

ভগবান্ যাহাকে সৌভাগ্য প্রদান করেন নাই, সে কখনও প্রসাদ-গ্রহণের যোগ্য হইতে পারে না। শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসে (৯ম বিঃ) আচার্য্য গোস্বামিপাদ শ্রীগোপাল ভট্টপ্রভু শ্রীপ্রহ্লাদ-পঞ্চরাত্রের বচন উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন যে, শ্রাদ্ধে বৈষ্ণবদিগকে ভগবৎপ্রসাদ প্রদান করিবে এবং সদাচারী ও আভিজাত্যাভিমানী কর্ম্ম-জড়গণকে অনিবেদিত দ্রব্য, সামাজিক সম্মান ও অর্থাদি প্রদানপূর্ব্বক বঞ্চনা করিবে—

"স্বভাবস্থৈঃ কর্ম্মজড়ান্ বঞ্চয়ন্ দ্রবিণাদিভিঃ।
হরের্নৈবেদ্যসম্ভারান্ বৈষ্ণবেভ্যঃ সমর্পয়েৎ॥"

অধোক্ষজ-বস্তুর সেবায় বিমুখ মায়া-বিমোহিত মনোধর্ম্মি-ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই বঞ্চিত হইতে অভিলাষ করেন। তাঁহারা—বঞ্চক ও বঞ্চিত। যাবতীয় অদৈব-পর শাস্ত্রবিধি তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করিবার জন্যই জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা পারমার্থিক-শাস্ত্রের কথা আলোচনা করেন না; কারণ, আলোচনা করিলেই বিপদ্ উপস্থিত হইবে! কেহ কেহ ভোগ-বুদ্ধিতে ঐসকল আলোচনা করিয়াও কর্ম্মজড়ী-কৃত-বুদ্ধি-বশতঃ পারমার্থিক শাস্ত্রের সত্য-বাণীতে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে পারেন না। 'কাজীর নিকট হিন্দুর পর্ব্বজিজ্ঞাসা' যেরূপ, কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের নিকট পারমার্থিকের বিচার-জিজ্ঞাসাও তদ্রূপ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ নারদ-পঞ্চরাত্র-বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥"

—যিনি ভক্তি ইচ্ছা করেন, তিনি লৌকিকী বা বৈদিকী যে-কোন ক্রিয়াই করিবেন, তাহা হরিসেবার অনুকূলরূপেই করা তাঁহার উচিত। হরিসেবার প্রতিকূল-কার্য্যে আগ্রহ অত্যন্ত কর্ম্মজড়তা-বিজড়িত-বুদ্ধি ব্যক্তিগণেরই হইয়া থাকে। হরিজনকে অবজ্ঞা করিয়া কখনও হরিসেবা হয় না। হরিজনকে অসন্তুষ্ট করিয়া কখনও আমরা হরি-প্রসাদ লাভ করিতে পারি না। আবার, যাঁহারা মুখে নিজদিগকে 'হরিজন' বলেন, অথচ হরিজন ব্যতীত অপর ব্যক্তির আনুগত্য করেন, হরিসেবার প্রতিকূল আচরণগুলিকেই 'সদাচার' বলিয়া লোক-বঞ্চনা সাধনপূর্ব্বক 'আমাদের আচরণ অনুকরণ কর' প্রভৃতি বাক্যদ্বারা কোমলমতি লোক-দিগকে বিপথগামী করেন, তাঁহাদের অনুগমন করিলে কখনও আমরা শ্রীহরির প্রসাদ লাভ করিতে পারিব না।

ক্রমশঃ

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ৪ পৃষ্ঠার পর]

[শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

জীবানাং মর্ত্ত্যদেহাদৌ সর্ব্বাণি করণানি চ।
তিষ্ঠন্তি পরিমেয়াণি ভৌতিকানি ভবায় হি॥

জীবের মর্ত্ত্যদেহ ও করণসকল ভৌতিক ও পরিমেয় এবং কর্ম্মভোগের আয়তনস্বরূপ ও কার্য্য-করণোপযোগী, এই সমস্তই মায়াগত সন্ধিনী নির্ম্মিত। জীববিচারে জীবের অণুত্ব, পরমাণুত্ব ও পরমেশ্বরের বৃহত্ত্ব এরূপ অনেক শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে, তদ্দ্বারা মায়াগত দেশবুদ্ধি তাহাতে আরোপ করিলে তত্ত্বজ্ঞান হইবে না।

সম্বিদ্‌রূপা মহামায়া লিঙ্গরূপবিধায়িনী।
অহঙ্কারাত্মকং চিত্তং বদ্ধজীবে তনোত্যহো॥

সম্বিদ্ভাবপ্রাপ্ত-মায়া-প্রভাবগত পরাশক্তি বদ্ধজীবে অহঙ্কারবুদ্ধিরূপ লিঙ্গশরীর বিধান করেন। শুদ্ধজীবের স্বরূপটী স্থূল ও লিঙ্গ শরীরের অতীত তত্ত্ব, মায়াগত

সম্বিৎকে অবিদ্যা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা জীবের স্থূল ও লিঙ্গশরীর উৎপন্ন হইয়াছে। শুদ্ধজীব যৎকালে বৈকুণ্ঠগত থাকেন, তখন অহঙ্কার-রূপ অবিদ্যায় প্রথম গ্রন্থি তাঁহাতে সংলগ্ন হয় না। চিদ্বিলাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ জীবের স্থৈর্য্য সিদ্ধ হয় না, এজন্য যে সময়ে ভগবদ্দত্ত স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া জীবসকল আত্মানন্দে অবস্থিত হন, তখন স্বীয় ক্ষীণতাবশতঃ নিরাশ্রয় হইয়া অগত্যা মায়াকে অবলম্বন করেন। এবিধায় শুদ্ধজীবের বৈকুণ্ঠ ব্যতীত আর অবস্থান নাই। বৈকুণ্ঠগত জীব-প্রভাবগত শক্তি-কার্য্য সূর্য্যের নিকট খদ্যোত-আলোকের ন্যায় অতি ক্ষুদ্র হওয়ায় তাহার আলোচনা থাকে না। বৈকুণ্ঠ ত্যাগ মাত্রেই, এই লিঙ্গশরীরাশ্রয় ও মায়ানির্ম্মিত বিশ্বধামপ্রাপ্তি সহজেই ঘটিয়া উঠে, অতএব জীবপ্রভাবগত সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী যাহা যাহা প্রকাশ করে, সে সকলই বৈকুণ্ঠাশ্রয়-পরিত্যাগ হইলেই মায়ামিশ্রিত হইয়া যায়। মায়িকসত্তাকে নিজসত্তা বিবেচনা করার নাম অহঙ্কার, তাহাতে অভিনিবেশের নাম চিত্ত, তদ্দ্বারা মায়িক বিষয়ের অনুশীলনের নাম মন এবং তদনুশীলন দ্বারা উপলব্ধির নাম বিষয়জ্ঞান। মন ইন্দ্রিয়ারূঢ় হইয়া তৎসংযোগে ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপ হন। ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সংযোগের দ্বারা বিষয়বৃত্তি অন্তরস্থ হইলে স্মৃতিশক্তির দ্বারা ঐ সকল সংরক্ষিত হয়। লাঘব ও গৌরব-করণবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ঐ সকল সংরক্ষিত বিষয়ের অনুশীলন করতঃ তাহা হইতে অনুমান করার নাম যুক্তি, যুক্তির দ্বারা বিষয় ও বিষয়ান্বিত জ্ঞানের সংপ্রাপ্তি।

সা শক্তিশ্চেতসো বুদ্ধিরিন্দ্রিয়ে বোধরূপিণী।
মনস্যেব স্মৃতিঃ শশ্বৎ বিষয়জ্ঞানদায়িনী ॥

সেই মায়াগত সম্বিৎ চিত্তের বুদ্ধিভাব, ইন্দ্রিয়ের বোধশক্তি ও মনের স্মৃতিশক্তি রচনাপূর্ব্বক পূর্ব্ব-লিখিতমত বিষয়জ্ঞান উৎপন্ন করেন।

বিষয়জ্ঞানমেব স্যান্মায়িকং নাত্মধর্ম্মকং।
প্রকৃতের্গুণসংযুক্তং প্রাকৃতং কথ্যতে জনৈঃ ॥

বিষয়জ্ঞানটী সম্পূর্ণ মায়িক,—আত্মধর্ম্মবিশিষ্ট নয়। প্রকৃতির গুণসংযুক্ত থাকায় তাহাকে প্রাকৃত-জ্ঞান বলে।

সা মায়া হ্লাদিনী প্রীতির্বিষয়েষু ভবেৎ কিল।
কর্ম্মানন্দস্বরূপা সা ভুক্তিভাবপ্রদায়িনী ॥

মায়াগত হ্লাদিনী ভাবই বিষয়-রাগরূপে প্রতীয়মান হয়। ঐ রাগ কর্ম্মানন্দস্বরূপ হইয়া ভুক্তিভাবকে বিস্তার করে। বিষয়রাগ হইতেই সংসারের প্রতি আসক্তি এবং সংসারের উন্নতি-চেষ্টা ও ভোগবাঞ্ছা স্বভাবতঃ উদিত হয়। সংসার-যাত্রা উত্তমরূপে নির্ব্বাহের জন্য সংসারীদিগের স্বভাব অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্ররূপ চতুর্ব্বর্ণ এবং অবস্থানুসারে গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী রূপ চতুরাশ্রম ব্যবস্থাপিত হয়। কর্ম্মসকলের আবশ্যকতা বিচারে নিত্য ও নৈমিত্তিক উপাধি কল্পিত হয়। জীবসন্ধিনীকৃত পরলোক সবল (২৪-২৫ শ্লোক ও তাহার টীকা দেখুন) ঐ সকল কর্ম্মফলের সহিত সংযোজিত হইয়া কর্ম্মীদিগের আশা ও ভয়ের বিষয় হইয়া পড়ে। এস্থলে বক্তব্য এই যে, জীবপ্রভাবগত সম্বিৎ ও হ্লাদিনী, মায়াগত সম্বিৎ ও হ্লাদিনী কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত প্রায় হইয়াও সময়ে সময়ে বৈরাগ্য ও আত্মজ্ঞানকে উদ্ভাবন করে, কিন্তু চিদ্বিলাসের আবির্ভাব না হওয়ায় তাহারা অবশেষে মায়াকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পড়ে।

যজ্ঞেশভজনং শশ্বত্তৎপ্রীতিকারকং ভবেৎ।
ত্রিবর্গবিষয়ো ধর্ম্মো লক্ষিতস্তত্র কর্ম্মিভিঃ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণসংহিতায়াং ভগবচ্ছক্তিবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবৎস্বরূপ ও তদ্ধামতত্ত্বজ্ঞতা তৎকৃপৈকলভ্য

[শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীভগবৎ সন্দর্ভে (১৬শ সংখ্যা) লিখিতেছেন—

"একমেব তৎ পরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে। সূর্য্যান্তর্মণ্ডলস্থ তেজ ইব মণ্ডল-তদ্‌বহির্গত-রশ্মি-তৎপ্রতিচ্ছবিরূপেণ। দুর্ঘটঘটকত্বং হি অচিন্ত্যম্। শক্তিশ্চ সা ত্রিধা অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা চ। তত্রান্তরঙ্গয়া স্বরূপশক্ত্যাখ্যয়া পূর্ণেনৈব স্বরূপেণ বৈকুণ্ঠাদি স্বরূপবৈভবরূপেণ চ তদবতিষ্ঠতে। তটস্থয়া রশ্মিস্থানীয় চিদেকাত্ম শুদ্ধ জীব রূপেণ, বহিরঙ্গয়া মায়াখ্যয়া প্রতিচ্ছবিগতবর্ণশাবল্যস্থানীয়-তদীয় বহিরঙ্গবৈভব জড়াত্মপ্রধানরূপেণ চেতি চতুর্দ্ধত্বম্।"

অর্থাৎ "সেই একমাত্র পরমতত্ত্ব স্বাভাবিক মানবজ্ঞানাতীত শক্তিবলে সকল সময়ে স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান রূপে চারিপ্রকারে অবস্থিত। (দৃষ্টান্তস্বরূপ) সূর্য্য, অন্তর্মণ্ডলস্থিত তেজঃ সদৃশ মণ্ডল, মণ্ডল-বহির্গত কিরণ ও তাহার প্রতিচ্ছবি—এই চারিরূপ। দুর্ঘটঘটকত্বই অচিন্তনীয়। শক্তিও ত্রিবিধা—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা। অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তিপ্রভাবে পূর্ণস্বরূপবিগ্রহ এবং বৈকুণ্ঠ গোলোক প্রভৃতি স্বরূপবৈভব। তটস্থা শক্তিপ্রভাবে কিরণস্থানীয় চিন্ময় শুদ্ধ জীববিগ্রহ এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তিপ্রভাবে প্রতিচ্ছবিগত বর্ণশাবল্যস্থানীয় তৎসম্বন্ধীয় বহিরঙ্গবৈভব জড় প্রধানরূপ—এই চারিপ্রকার।"

—চৈঃ চঃ আ ২।৯৬ অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মসংহিতা পঞ্চমাধ্যায়ের প্রথমেই লিখিত হইয়াছে—সৎ, চিৎ ও আনন্দময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি স্বয়ংরূপ, অনাদি, সর্ব্ব বিষ্ণু ও বৈষ্ণবতত্ত্বের আদি এবং সর্ব্বকারণেরও কারণস্বরূপ তিনিই সকলের আদি বা কারণ, তাঁহার কোন কারণ নাই। সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতা গ্রন্থেও শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ তাঁহাকেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল হেতু এবং তাঁহাকেই পরতমতত্ত্ব (গীঃ ৭।৬।৭) ও সর্ব্ববেদ-প্রতিপাদ্য তত্ত্ব (গীঃ ১৫।১৫) বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৮ম অধ্যায়েও বলা হইয়াছে—

"ঈশ্বর পরমকৃষ্ণ, স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব অবতারী, সর্ব্বকারণ প্রধান ॥
অনন্তবৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার ॥
সচ্চিদানন্দতত্ত্ব শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বরসপূর্ণ ॥"

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরকেও শ্রীস্বরূপ-রূপ-রঘুনাথ-রায় রামানন্দাদি তদীয় প্রিয় পার্ষদপ্রধানগণ স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন বিগ্রহরূপেই দর্শন করিতেছেন। "ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্"—এই ভাগবতীয় (৭।৯।৩৮) বাক্যাবলম্বনে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যখন ভগিনীপতি শ্রীগোপীনাথ আচার্যকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, বিষ্ণুকে 'ত্রিযুগ' বলিয়া বলা হইয়াছে, কলিযুগে ত' বিষ্ণুর কোন অবতার নাই ? তবে তোমরা শ্রীচৈতন্যদেবকে ভগবদবতার কি করিয়া বলিতে চাহ? তদুত্তরে শ্রীআচার্য্য শ্যালক সার্ব্বভৌমকে বলিলেন—'বড়ই দুঃখের কথা। তুমি ত' নিজেকে শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া অভিমান কর, কিন্তু শ্রীভাগবত ও মহাভারত—এই দুই মৌলিক গ্রন্থবাক্যে দেখিতেছি তোমার আদৌ মনোযোগ নাই। মহাভারতে 'সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃৎশমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥' (মঃ ভাঃ দানধর্ম্মে ১৪৯ অঃ, সহস্রনামে ৯২ ও ৯৪ সংখ্যা) এবং শ্রীভাগবতে—'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং। যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥' (ভাঃ ১১।৫।৩২) — এই বাক্যদ্বয়ে কলিতে সাক্ষাৎ অবতার আছেন, এরূপই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। তবে কলিতে লীলাবতার নাই বলিয়াই তাঁহাকে 'ত্রিযুগ' বলা হইয়াছে। প্রতিযুগেই ভগবানের যুগাবতার হইয়া থাকে। শ্রীরাধার ভাবকান্তি-সুবলিত হইয়াই তিনি 'অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌরঃ' রূপ। আশ্রয়ের

ভাব ও কান্তিদ্বারা নিজ কৃষ্ণস্বরূপকে আচ্ছাদিত করাই তাঁহার ছন্নত্ব।

অন্তরঙ্গ পার্ষদ রায় রামানন্দই মহাপ্রভুর অনাবৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। রায় বলিতেছেন—(চৈঃ চঃ ৮ম পঃ)—

'পহিলে দেখিলুঁ তোমায় সন্ন্যাসিস্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম গোপরূপ ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চনপঞ্চালিকা।
তাঁর গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা ॥
তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন।
নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমলনয়ন ॥'

* * *

'রাধিকার ভাবকান্তি করি' অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার ॥
নিজগূঢ় কার্য্য তোমার—প্রেম আস্বাদন।
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন ॥
আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার।
এবে কপট কর—তোমার কোন ব্যবহার ॥'

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই আত্মগোপন বা ছলনা-লীলা রায় ধরিয়া ফেলিয়াছেন দেখিয়া ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীগৌরহরি তাঁহার প্রিয়তম ভক্তকে তাঁহার শ্যাম ও গৌররূপ দেখাইলেন—

"তবে হাসি' তাঁরে প্রভু দেখাইল স্বরূপ।
'রসরাজ', 'মহাভাব'—দুই একরূপ ॥"

—চৈঃ চঃ ম ৮।৮১

রায় তখন সেই অপূর্ব্ব স্বরূপ দর্শনে প্রেমানন্দে মুর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। মহাপ্রভুর শ্রীহস্ত-স্পর্শে সংজ্ঞালাভান্তে রায় পুনরায় তাঁহার সন্ন্যাসিবেষ দর্শনে অতীব বিস্মিত হইলেন। প্রিয়তম ভক্তকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সান্ত্বনা প্রদান করিতে করিতে মহাপ্রভু কহিতে লাগিলেন—রায়, 'তোমা বিনা এই রূপ না দেখে অন্যজন'। এইজন্য শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য শ্যালক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বলিয়াছিলেন—

"ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে ॥"

—চৈঃ চঃ ম ৬।৮৪

শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধে ব্রহ্মস্তবেও (ভাঃ ১০।১৪। ২৯) আমরা দেখিতে পাই—স্বয়ং জগদ্গুরু ব্রহ্মাও বলিতেছেন—"হে দেব, আপনার বিন্দুমাত্র অনুগ্রহ দ্বারা অনুগৃহীত ব্যক্তিই আপনার মহিমার অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যের তত্ত্ব জানিতে পারেন। অন্যথা অনুমিতি-পন্থা অবলম্বনে শাস্ত্র বিচার পূর্ব্বক শ্রীভগবানের অন্বেষণরত ব্যক্তিগণের কেহই আপনার প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারে না।" এক জন্ম ত' দূরের কথা, বহু বহু জন্মেও আধ্যক্ষিকতা দ্বারা আরোহ পন্থায় তাঁহাকে জানা যায় না, অবরোহ পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক শুদ্ধভক্ত সদ্‌গুরু-পাদাশ্রয়ে তাঁহার নিষ্কপট সেবাফলে তৎকৃপালব্ধ অনন্যভক্তি দ্বারাই জীব তাঁহার প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে, তাঁহার সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ দর্শন করিতে এবং তাঁহার দুরবগাহ অপ্রাকৃত লীলারহস্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে সমর্থ হন। শ্রুতিও তারস্বরে বলেন—ভক্তিই জীবকে তাঁহার নিকট লইয়া যান, তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার অপ্রাকৃত মাধুর্য্য উপলব্ধি করান, সেই পুরুষটি ভক্তিবশ, এই ভক্তিরই প্রশস্তি সর্ব্বশাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। হে সার্ব্বভৌম, যদিও তুমি জগদ্গুরু — শাস্ত্রজ্ঞানবান্, পৃথিবীতে তোমার তুল্য পণ্ডিত কেহ নাই, তথাপি তোমাতে ঈশ্বরের কৃপালেশ নাই বলিয়াই তুমি ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে পারিতেছ না। অবশ্য ইহাতে তোমার কোন দোষ নাই, শাস্ত্র বলিতেছেন—প্রাকৃত পাণ্ডিত্যাদিদ্বারা কেহই ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। ইহা শুনিয়া সার্ব্বভৌম কহিলেন, 'আচার্য্য! তুমি একটু সাবধানে কথা বল, আমরা না হয় কৃপা নাই পাইলাম, কিন্তু তুমিই যে ঈশ্বরের কৃপা পাইয়াছ, ইহার প্রমাণ কি?' তখন আচার্য্য কহিতে লাগিলেন—"বস্তুবিষয়ে হয় বস্তুজ্ঞান। বস্তুতত্ত্বজ্ঞান হয়, কৃপাতে প্রমাণ ॥" অর্থাৎ "পরমতত্ত্ববস্তু-বিষয়ক জ্ঞানকেই বস্তুজ্ঞান বলে। সেই বস্তুতত্ত্বজ্ঞানই ঈশ্বরের কৃপার জ্বলন্ত নিদর্শন। তুমি সাক্ষাদ্‌ভাবে তাঁহার মহাপ্রেমাবেশরূপ ঈশ্বরলক্ষণ দেখিয়াছ, তথাপি ঈশ্বরের মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারিতেছ না। বহির্ম্মুখ ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিয়াও দেখে না। ঈশ্বরের কৃপার অভাবই তাহার একমাত্র কারণ।" তখন সার্ব্বভৌম তাঁহাকে শাস্ত্রযুক্তি দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন—'হাঁ, শ্রীচৈতন্যদেবকে একজন মহাভাগবত বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু ভগবানের অবতার কি করিয়া বলা

যায় ? শাস্ত্রে কলিযুগে বিষ্ণুর কোন অবতারের কথা নাই, তাঁহাকে এজন্য 'ত্রিযুগ' বলা হয়। 'ইহার উত্তরে শ্রীআচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা ইতঃপূর্ব্বে কিছু বলা হইয়াছে। কলিতে লীলাবতার না থাকিলেও যুগাবতার নিষিদ্ধ হয় নাই। কলিতে 'ছন্ন' বলিয়াই তাঁহাকে 'ত্রিযুগ' বলা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ভাঃ ৭।৯।৩৮ শ্লোকের টীকায় শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলিতেছেন—

"কলৌ তু (বধরক্ষণাদিকং) ন করোষি, যতস্তদা ত্বং ছন্নোঽভবঃ, অতস্ত্রিষু এব যুগেষু আবির্ভাবাৎ স এবম্ভূতস্ত্বং ত্রিযুগ ইতি প্রসিদ্ধঃ।"

অর্থাৎ হে ভগবন্, কলিতে আপনি লীলাবতারোচিত বধরক্ষণাদি লীলা করেন না, যেহেতু আপনি তৎকালে ছন্ন অর্থাৎ আত্মগোপন করিয়া থাকেন। অতএব তিনযুগে আপনার প্রকাশ্য আবির্ভাবহেতু আপনাকে 'ত্রিযুগ' বলা হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (ভাঃ ১০।৮।১৩ শ্লোকেও) বলা হইয়াছে—

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।।"

অর্থাৎ শ্রীগর্গঋষি শ্রীনন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণবলরামের নামকরণ-কালে বলিতেছেন—হে মহারাজ, "তোমার এই পুত্র প্রতিযুগেই স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে ইঁহার শুক্ল, রক্ত ও পীত—এই তিন বর্ণ প্রকটিত হইয়াছিল। সম্প্রতি ইনি কৃষ্ণবর্ণে প্রকটিত হইয়াছেন। অর্থাৎ ঐ শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ অবতারত্রয় সম্প্রতি কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন।

"ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু।।"
ভাঃ ১১।৫।৩৬

অর্থাৎ (সত্যযুগে শ্রীভগবান্ শুক্লবর্ণ, চতুর্ভুজ, জটা, বল্কলবসন, কৃষ্ণাজিন, উপবীত, অক্ষমাল্য, দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মচারিবেশে ; ত্রেতায় রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ, ত্রিগুণমেখলাযুক্ত, পিঙ্গল কেশবিশিষ্ট, বেদত্রয়প্রতিপাদিতবিগ্রহ, স্রুক্ স্রুব প্রভৃতি চিহ্নধারী রূপে এবং দ্বাপরে শ্রীভগবান্ পীতবসন, চক্রাদি নিজ অস্ত্র, শ্রীবৎসাদি চিহ্ন ও কৌস্তুভ প্রভৃতি লক্ষণে বিভূষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সত্যে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চ্চন বিধান দ্বারা শ্রীভগবানের আরাধনা হইয়া থাকে। কলিতে সাত্বত পঞ্চরাত্রবিহিত মার্গেরই প্রাধান্য থাকায় সেই মার্গে যে ভাবে শ্রীভগবানের আরাধনা হয়, তাহাই 'কৃষ্ণবর্ণং' শ্লোকে সুস্পষ্টরূপেই বলা হইয়াছে। সানুবাদ শ্লোকটি এইরূপ—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।

অর্থাৎ যিনি 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয় কীর্ত্তনপর কৃষ্ণোপদেষ্টা, অথবা 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয় কীর্ত্তনদ্বারা কৃষ্ণানুসন্ধানতৎপর, যাঁহার 'অঙ্গ'—শ্রীমন্নিত্যানন্দাদ্বৈতপ্রভুদ্বয় এবং উপাঙ্গ—তদাশ্রিত শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তগণ, যাঁহার 'অস্ত্র'—হরিনাম শব্দ এবং পার্ষদ—শ্রীগদাধর-দামোদর স্বরূপ-রামানন্দ-সনাতন-রূপাদি, যিনি কান্তিতে 'অকৃষ্ণ' অর্থাৎ পীতবর্ণ (গৌর), সেই অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর-রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীমদ্ গৌরসুন্দরকে কলিযুগে সুমেধোগণ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্ জনগণ) সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন।"

এই শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আবির্ভাবের কথা সুস্পষ্টরূপেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার বিদ্বদ্বরেণ্য মহাভাগবত প্রেমিকশিরোমণি শ্রীস্বরূপ-রূপ-রঘুনাথাদি প্রিয় পার্ষদগণ তাঁহার ভগবত্তা সাক্ষাদ্ভাবেই অনুভব করিয়াছেন। সকলেই তদ্গত প্রাণ, তদীয় প্রেমে উন্মত্ত।

শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রথমে তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার অভিনয় করিলেও পরিশেষে সপার্ষদ শ্রীগৌরকৃপালব্ধ স্বীয় শুদ্ধস্বরূপানুভূতি লাভ করতঃ তৎপ্রেমোন্মত্ত হইয়া বলিয়াছেন—

"বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে।।
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ।।"
—চৈঃ চঃ ম ৬।২৫৪-২৫৫

অর্থাৎ "বৈরাগ্য, বিদ্যা ও নিজভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপ ধারী এক সনাতন পুরুষ—সর্ব্বদা কৃপাসমুদ্র, তাঁহার প্রতি আমি প্রপন্ন হই।"

"কালে নিজভক্তিযোগকে বিনষ্টপ্রায় দেখিয়া যে কৃষ্ণচৈতন্য নামা পুরুষ তাহা পুনরায় প্রচার করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মে মদীয় চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়রূপে লীন হউক।" —অঃ প্রঃ ভাঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থানকালে বালগোপালোপাসক মহাভাগ্যবান্ তৈর্থিক বিপ্রকে অষ্ট-ভুজ গোপালমূর্ত্তিতে, শ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুকে এবং পুরীধামে মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র ও শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে (ষড়্‌ভুজরূপে) দর্শন দিয়াছেন। প্রবলপ্রতা-পান্বিত উৎকলাধীশ গজপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্র মহা-প্রভুর একটুকু কৃপাকটাক্ষ লাভের জন্য কিপ্রকার উন্মত্ত হইয়াছিলেন, তাঁরার প্রাণপ্রিয়তম পার্ষদবৃন্দ কিপ্রকারে তৎপাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা হইয়া তন্মনোঽভীষ্ট সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তাহা তৎপার্ষদগণপ্রণীত গ্রন্থাদি পাঠে জানিয়া অতীব বিস্মিত হইতে হয়।

শ্রীরূপ তদীয় ভ্রাতা অনুপমসহ মহাপ্রভুকে স্তুতি করিতেছেন—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"
—চৈঃ চঃ ম ১৯।৫৩

অর্থাৎ "মহাবদান্য, কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা, কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণচৈতন্য নামা গৌরাঙ্গরূপধারী প্রভু তোমাকে নমস্কার।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই নামরূপগুণলীলা কখনই প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহেন। সেবোন্মুখ জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়েই ইঁহারা স্বতঃস্ফূর্ত্ত হন অর্থাৎ আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন।

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

শ্রীভগবানের স্বরূপ যেমন চিন্ময়, তাঁহার স্বরূপ-বৈভব শ্রীধামও তদ্রূপ সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য চিন্ময় বস্তু, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার নহেন। যাঁহারা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জ বিচারবুদ্ধিদ্বারা সেই অসীম অপরি-মেয় তত্ত্বকে বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা নানা ভ্রমাত্মিকাধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অসত্যকে সত্য জ্ঞানে বঞ্চিত হন। এজন্য বাস্তববস্তুজ্ঞান-লাভ একমাত্র ভগবৎকৃপা-সাপেক্ষ বলিয়া এবং সেই ভগবৎকৃপা আবার ভক্তকৃপানুগামিনী হওয়ায় শুদ্ধভক্তচরণাশ্রয়ে তাঁহার নিষ্কপট সেবা-দ্বারা তাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদন পূর্ব্বক তৎকৃপালব্ধ ভক্তি দ্বারাই শ্রীভগবান্ ও তাঁহার ধামের অপ্রাকৃত স্বরূপানুভূতি লভ্য হয়। 'মহতের কৃপা বিনা ভক্তি নাহি হয়।' শ্রীভগবান্ সেই ভক্তিগ্রাহ্য বস্তু।

ব্রহ্মস্তুতি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ৯ পৃষ্ঠার পর]

[পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমদ্ বঙ্কিম চন্দ্র পাণ্ডা পঞ্চতীর্থ]

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ॥ ৭॥

অনুবাদ—হে দেব, এই বিশ্বের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ গুণাধিষ্ঠাতা আপনার গুণরাশি কে গণনা করিতে পারে? যে সকল অতি নিপুণ ব্যক্তি বহুজন্মে পৃথিবীস্থ ধূলিকণা, হিমকণা এবং নক্ষত্রাদির কিরণ-স্থিত পরমাণু-সমূহ গণনা করিয়াছেন, তাঁহারাও এবিষয়ে সমর্থ নহেন॥ ৭॥

বিশ্বনাথ টীকা—অপ্রাকৃত-কল্যাণ-গুণময়ং তদেবং ভগবৎস্বরূপন্তু প্রেমভক্ত্যা বিনা বিজ্ঞাতুং কেঽপি মায়া-সিন্ধূত্তীর্ণা অপি বিদ্যাবন্তোঽপি ন শক্নুবন্তি, যদি ন মে জগজ্জনা অস্মদাদয়স্ত্বাং পশ্যন্তোঽপি ন জানন্তীতি কিং বক্তব্যং তব মহামধুরান্ গুণানপি সংখ্যাতুমপি ন শক্নুবন্তি তন্মাধুর্য্যানুভববার্ত্তা দূরে বর্ত্ততামিত্যাহ—

গুণা আত্মনঃ স্বরূপভূতা যস্যেতি গুণানাং নিত্যত্বমপ্রাকৃতত্বঞ্চোক্তম্। তথাচ ব্রহ্মতর্কে "গুণৈঃ স্বরূপভূতৈস্তু গুণ্যসৌ হরিরীশ্বরঃ" ইতি। অপিত্বর্থে গুণাত্মনস্তু তব গুণান্ বিমাতুং এতাবন্ত ইতি গণয়িতুং কে ঈশিরে শক্নুবন্তি অপিতু নৈব। আমভাব আর্ষঃ। অস্য বিশ্বস্য হিতায় সংসাররোগনিবৃত্তয়ে অবতীর্ণস্য, বেতি বিতর্কে। যৈঃ সুকল্পৈরতিনিপুণৈঃ সঙ্কর্ষণাদিভির্ভূপরমাণবোঽপি বিমিতা গণিতা, ততোঽপ্যধিকাঃ খে মিহিকা হিমকণা অপি তথা, ততোঽপ্যধিকাদ্যুভাসঃ দিবি সূর্য্যাদীনাং কিরণপরমাণবস্তথাপি তে সঙ্কর্ষণাদ্যা যান্ অদ্যাপি গায়ন্তো গায়ন্তঃ সীমানং নৈবাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা, গুণে ত্রিগুণময়ে জগতি আত্মা পালনার্থং মনো যস্য তথা ভূতস্যাপি তব গুণান্ বিমাতুং ন ঈশিরে, কিং পুনর্গুণাতীতমহাচমৎকারিদধিচৌর্য্যাদিক্রীড়াত্মন ইতি ॥ ৭ ॥

টীকার ব্যাখ্যা—অপ্রাকৃত কল্যাণগুণময় এইপ্রকার সেই ভগবৎস্বরূপকে প্রেমভক্তি ব্যতীত মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ ও বিদ্যাবান্ কেহও জানিতে সমর্থ হয় না। আমি প্রভৃতি জগতের জনগণ দর্শন করিয়াও যে জানিতে পারে না, ইহা কি বলিব? আপনার মহামধুর গুণসকলও সংখ্যা করিতে সমর্থ হয় না,—তাহাদের মাধুর্য্যের অনুভবের কথা দূরে থাকুক্ ইহা বলিতেছেন—'গুণাত্মনঃ' ইতি। 'গুণ' সমূহ 'আত্মা' স্বরূপভূত যাঁহার, সেই আপনার, ইহার দ্বারা গুণসমূহের নিত্যত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব উক্ত হইয়াছে। সেইরূপও 'ব্রহ্মতর্কে'— 'গুণৈঃ স্বরূপভূতৈস্তু গুণ্যসৌ হরিরীশ্বরঃ' অর্থাৎ এই ঈশ্বর হরি স্বরূপভূত গুণসমূহের দ্বারা গুণবান্। 'অপি' 'তু' অর্থে। কিন্তু গুণাত্মা আপনার, গুণসমূহকে, 'বিমাতুং' এই পরিমাণে, এই প্রকার গণনা করিতে কাহারা 'ঈশিরে' সমর্থ হয়, কিন্তু কেহই হয় না। লিট্ লকারে 'আম্' এর অভাব আর্ষ (ঋষির প্রয়োগ) (আম্ হইলে 'ঈশাঞ্চক্রিরে' হইত)। 'অস্য' এই বিশ্বের 'হিত' সংসাররোগের নিবৃত্তির নিমিত্ত 'অবতীর্ণ' (আপনার), 'বা' এই পদ বিতর্ক অর্থে। 'যৈঃ সুকল্পৈঃ' যে অতি নিপুণ সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি কর্ত্তৃক, 'ভূপরমাণবঃ' অপি পৃথিবীর পরমাণু সকলও, 'বিমিতাঃ' গণিত হইয়াছে, তাহা হইতেও অধিক 'খেমিহিকাঃ' আকাশের হিমকণাসমূহ, সেইরূপ তাহা হইতেও অধিক 'দ্যুভাসঃ' অন্তরীক্ষে সূর্য্য প্রভৃতির কিরণপরমাণু সকল, তথাপি সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি যে সকল গুণ অদ্যাপি গান করিতে গান করিতে সীমা প্রাপ্ত হইতে পারেনই নাই, এই অর্থ। অথবা 'গুণে' ত্রিগুণময় জগতে 'আত্মা' পালনের নিমিত্ত মন যাঁহার তাদৃশও আপনার, গুণসমূহের পরিমাণ করিতে কেহই সমর্থ হয় নাই, গুণাতীত দধিচৌর্য্য প্রভৃতি মহাচমৎকারকারি ক্রীড়ামানস আপনার কথা কি?

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অতএব যিনি অনাসক্তভাবে আত্মকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে আপনার করুণার প্রতীক্ষায় কায়মনোবাক্যে প্রণতি সহকারে জীবন ধারণ করেন, তিনিই মুক্তিপদে দায়ভাগী অর্থাৎ অধিকারী হইয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ টীকা—তদেবমন্যৎ সর্ব্বসাধনং পরিত্যজ্য ভক্তিমেব কুর্ব্বংস্ত্বাং লভতে ইতি প্রকরণার্থোঽবগতস্তত্র কীদৃশঃ সন্ কুর্য্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ তত্তে ইতি। যস্মাদেবং তত্তস্মাদাত্মকৃতং বিপাকং "ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে" ইত্যত্র প্রতিপাদিতং ভক্তেরপ্যননুসংহিতং ফলং সুখং তদপরাধফলং দুঃখঞ্চ ভুঞ্জান এব তং তবানুকম্পাং সুষ্ঠুসম্যগীক্ষমাণঃ সময়ে প্রাপ্তং সুখং দুঃখঞ্চ ভগবদনুকম্পাফলমেবেদমিতি জানন্। পিতা যথা স্বপুত্রং সময়ে সময়ে দুগ্ধং নিম্বরসঞ্চ কৃপয়ৈব পায়য়তি, আশ্লিষ্য চুম্বতি পাণিতলেন প্রহরতি চেত্যেবং মম হিতাহিতং পুত্রস্য পিতেব মৎপ্রভুরেব জানাতি নত্বহং ময়ি ত্বদ্ভক্তে নাস্তি কালকর্ম্মাদীনাং কেষামপ্যধিকার ইতি। স এব কৃপয়া সুখদুঃখে ভোজয়তি চ। স্বং সেবয়তি চেতি বিমৃশ্য। "যথা চরেদ্বালহিতং পিতা স্বয়ং তথা ত্বমেবার্হসি নঃ সমীহিত" মিতি পৃথুরিব প্রত্যহং ভগবন্তং বিজ্ঞাপয়ন্ হৃদাদিভির্নমস্কুর্ব্বন্ নাতীব ক্লিশ্যন্ যো জীবেত স মুক্তিশ্চ পদঞ্চ তয়োর্দ্বন্দ্বৈক্যং তস্মিন্ সংসারমুক্তৌ ত্বচ্চরণসেবায়াঞ্চেত্যানুষঙ্গিকমুখ্যফলয়োর্দায়ভাগ্ ভবতি, যথা পুত্রস্য দায়প্রাপ্তৌ জীবনমেব কারণং তথা ভক্তস্য জীবনং তচ্চেহ ভক্তিমার্গে স্থিতিরেব "দৃতয় ইব

শ্বসন্ত্যসুভৃতো যদি তেঽনুবিধা” ইত্যাদ্যুক্তেরিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

টীকার ব্যাখ্যা—এইরূপে ‘অন্য সকল সাধন পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাঁহারা ভক্তিই করিয়া থাকেন, তাঁহারা আপনাকে প্রাপ্ত হন’ এই প্রকরণার্থ জ্ঞাত হইল, তাহাতে ‘কিরূপ হইয়া করিবে’? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন ‘তৎ তে’ ইতি। যেহেতু এইরূপ, ‘তৎ’ সেই হেতু, ‘আত্মকৃতং বিপাকং’ ‘ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে’ (ভাঃ ১৷২৷৯) ‘অর্থ অপবর্গ (মুক্তি) পর্য্যন্ত ধর্ম্মের ফলের নিমিত্ত যোগ্য হইতে পারে না’ এই প্রকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভক্তিরও অননুসংহিত (অনুসন্ধান রহিত) (বিপাক) ফল সুখ এবং তাহার অপরাধের ফল দুঃখ, ‘ভুঞ্জান এব’ ভোগ করিতে করিতেই, তাহাকে ‘তে’ আপনার ‘অনুকম্পাং’ (দয়া) ‘সুসমীক্ষমাণং’ সুষ্ঠু সম্যক্ ঈক্ষমাণঃ সময়ে প্রাপ্তসুখ ও দুঃখকে ‘ইহা ভগবানের অনুকম্পার ফল’ এইরূপ জানিয়া। পিতা যেমন পুত্রকে সময়ে সময়ে দুগ্ধ ও নিম্বরস কৃপা করিয়াই পান করাইয়া থাকেন, সময়ে আলিঙ্গন পূর্ব্বক চুম্বন করিয়া থাকেন এবং সময়ে হস্তের দ্বারা প্রহার করিয়া থাকেন, এইরূপ পিতা যেমন পুত্রের মঙ্গল অমঙ্গল জানেন, সেইরূপ আমার মঙ্গল ও অমঙ্গল আমার প্রভুই জানেন, আমি জানি না। আপনার ভক্ত আমার প্রতি কাল কর্ম্ম প্রভৃতি কাহারও অধিকার নাই। তিনিই কৃপা করিয়া সুখ ও দুঃখ ভোগ করাইতেছেন এবং নিজের সেবা করাইতেছেন, এইরূপ বিচার করিয়া। ‘যদা চরেদ্ বালাহিতং পিতা স্বয়ং তথা ত্বমেবার্হসি নঃ সমীহিতুম্’ (ভাঃ ৪৷২০৷৩১) ‘পিতা যেমন নিজে বালকের হিত করেন, সেইরূপ আপনিই আমাদের হিত চেষ্টা করিতে যোগ্য হইতেছেন’ এইরূপ পৃথু রাজার মত প্রতিদিন ভগবান্‌কে বিজ্ঞাপিত করতঃ মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা নমস্কার পূর্ব্বক (হৃদ্‌বাক্‌বপুর্ভিঃ নমঃ বিদধন্) অতিশয় ক্লেশ না করিয়া যিনি জীবন ধারণ করেন, তিনি ‘মুক্তিপদে’ ‘মুক্তি’ ও ‘পদ’, (দ্বন্দ্ব সমাস একবচন) সংসার হইতে মুক্তি ও আপনার চরণ সেবায় আনুষঙ্গিক ও মুখ্য ফলে ‘দায়ভাক্ ভবতি’—যেমন পুত্রের দায় প্রাপ্তিতে জীবনই কারণ,—সেইরূপ (মুক্তি ও ভগবানের চরণ সেবাপ্রাপ্তিতে) ভক্তের জীবন, এস্থলে ভক্তিমার্গে স্থিতিই কারণ, যেহেতু ‘দৃতয় ইব ভবন্ত্যসুভৃতো যদি তেঽনুবিধাঃ’ (ভাঃ ১০৷৮৭৷১৭) ‘ভক্তিহীন জনগণ ভস্ত্রার মত বৃথা শ্বাস গ্রহণ করে, কিন্তু যদি তাহারা আপনার অনুবর্ত্তন করেন, ভক্ত হন, তাহা হইলে জীবন ধারণ করিয়া থাকেন’ ইহা উক্ত হইয়াছে, এই ভাব।

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(১০)

শ্রীল মহেশ পণ্ডিত

“মহেশ পণ্ডিতঃ শ্রীমন্মহাবাহুর্ব্রজে সখা।” গৌঃ গঃ দীপিকা—১২৯। ইনি দ্বাদশগোপালের অন্যতম ‘মহাবাহুসখা’। ইঁহার শ্রীপাট প্রথমে জিরাটের পূর্ব্বপারে মসিপুরে ছিল। মসিপুর গঙ্গাগর্ভগত হইলে তথা হইতে শ্রীপাট সুখসাগরের নিকটবর্ত্তী বেলেডাঙ্গায় স্থানান্তরিত হয়। গঙ্গার ভাঙ্গনে বেলেডাঙ্গারও শ্রীপাট গঙ্গাগর্ভ গত হইলে উহা ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে পালপাড়ায় অবস্থিত হয়। পালপাড়া পাঁচনগর পরগণার অন্তর্গত। “সর্ব্বশেষ শ্রীপাট চাকদহের নিকট কাঁঠালপুলিতে স্থানান্তরিত হয়। —শ্রীল প্রভুপাদের অনুভাষ্য চৈঃ চঃ আদি ১১৷৩২। ইনি শ্রীচৈতন্যশাখা ও শ্রীনিত্যানন্দশাখা এই উভয় শাখায় গণিত হন। কেহ কেহ বলেন মহেশ পণ্ডিত যশড়া শ্রীপাটের শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহারা তিন ভাই—জগদীশ,হিরণ্য ও মহেশ।

শ্রীমহেশ পণ্ডিত শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত পানিহাটী মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং উৎসবান্তে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত সপ্তগ্রামেও

গিয়াছিলেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর যে সময়ে খড়দহে আসিয়াছিলেন, সেই সময় মহেশ পণ্ডিত তথায় উপস্থিত ছিলেন। "মহেশ পণ্ডিত আসি অতিশয় স্নেহে। নরোত্তমে বিদায় করিয়া স্থির নহে ॥" (—ভক্তিরত্নাকর ৮।২২০)। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু যেমন পতিতপাবন উদার ছিলেন, তদ্রূপ শ্রীনিত্যানন্দপার্ষদ মহেশ পণ্ডিতও অত্যন্ত উদার ও পতিতপাবন হইয়া জীবোদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেন। "মহেশ পণ্ডিত—ব্রজের উদার গোপাল। ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল ॥" (—চৈঃ চঃ আ ১১।৩২)। শ্রীচৈতন্য ভাগবতেও শ্রীমহেশ পণ্ডিতের কথা বর্ণিত আছে। "মহেশ পণ্ডিত অতি পরম মহন্ত।" (—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ষষ্ঠ অধ্যায়)।

"শ্রীপাটের মন্দিরটী সামান্য গৃহাকারে বর্ত্তমান। জীর্ণ মন্দিরে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দমূর্ত্তি। শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন, শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শালগ্রাম বিরাজিত। মন্দিরের সম্মুখে মহেশ পণ্ডিতের ফুলসমাজ বেদী।

পৌষী কৃষ্ণাত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীমহেশ পণ্ডিত তিরোধানলীলা করেন।

গঙ্গা-মাহাত্ম্য ও স্তব

[পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ৬২ অধ্যায় বসুমতী সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত]

দ্বিজা উচুঃ

মজ্জনাদখিলং পাপং ক্ষয়ং যাতি সুনিশ্চিতম্।
মহাপাতকমন্যচ্চ তদা দেশং বদস্ব নঃ ॥
পাপাৎ পূতোহক্ষয়ং নাকমশ্নুতে দিবি শক্রবৎ।
সুরযোনের্ন হানিঃ স্যাদুপদেশং বদস্ব নঃ ॥
অত্র ভোগ্যং পরং সর্ব্বং মৃতে স্বর্গে সুরোত্তমঃ।
কলিপাপহতানাঞ্চ স্বর্গসোপানমুচ্যতে ॥

ব্যাস উবাচ

গতিং চিন্তয়তাং বিপ্রাস্তূর্ণং সামান্যজন্মনাম্।
স্ত্রীপুংসামীক্ষণাদ্‌যস্মাদ্‌গঙ্গা পাপং ব্যপোহতি ॥
গঙ্গেতি স্মরণাদেব ক্ষয়ং যাতি চ পাতকম্।
কীর্ত্তনাদতিপাপানি দর্শনাদ্‌গুরুকল্মষম্ ॥
স্নানাৎ পানাচ্চ জাহ্নব্যাং পিতৄণাং তর্পণাত্তথা।
মহাপাতকবৃন্দানি ক্ষয়ং যান্তি দিনে দিনে ॥
অগ্নিনা দহ্যতে তুলং তৃণং শুষ্কং ক্ষণাদ্যথা।
তথা গঙ্গাজলস্পর্শাৎ পুংসাং পাপং দহেৎ ক্ষণাৎ ॥
সম্প্রাপ্নোত্যক্ষয়ং স্বর্গং গঙ্গাস্নানেন কেশবম্।
যশোরাজ্যং লভেৎ পুণ্যং স্বর্গমন্তেপরাং গতিম্ ॥
পিতৄনুদিশ্য গঙ্গায়াং যস্তু পিণ্ডং প্রযচ্ছতি।
বিধিনা বাক্যপূর্ব্বেণ তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥
অন্নেকেন তু সাহস্রং বর্ষং পূজ্যঃ সুরালয়ে।
তিলেন দ্বিগুণং বিদ্ধি তথা মেধ্যফলেন চ ॥
গব্যেন বিধিনা বিপ্রাঃ স্বর্গস্যান্তো ন বিদ্যতে।
এবং পিণ্ডপ্রদানেন নিত্যং ক্রতুশতং ভবেৎ ॥
পিতরো নিরয়স্থা যে ধন্যাস্তে মর্ত্ত্যবাসিনঃ।
ধনপুত্রযুতারোগ্যং সুখসম্মানপূজিতাঃ ॥
রসাতলগতা যে চ যে চ কীটা মহীতলে।
স্থাবরে পক্ষিসঙ্ঘাদৌ তে মর্ত্ত্যা ধনিনো নৃপাঃ ॥
তত্তৎপুত্রৈশ্চ পৌত্রৈশ্চ গোত্রৈর্দৌহিত্রকৈস্তথা।
জামাতৃভাগিনেয়ৈশ্চ সুহৃন্মিত্রৈঃ প্রিয়াপ্রিয়ৈঃ ॥
প্রদীয়তে জলং পিণ্ডং যথোপকরণান্বিতম্।
গঙ্গাতোয়েষু তীরেষু তেষাং স্বর্গোহক্ষয়োভবেৎ ॥
পিণ্ডাদূর্দ্ধং স্থিতা যে চ পিতরো মাতৃগোত্রজাঃ।
ভবন্তি সুখিনঃ সর্ব্বে মর্ত্ত্যাঃ শতসহস্রশঃ ॥
স্বর্গে তস্য স্থিতাঃ সত্বা অধঃস্থা মধ্যবাসিনঃ।
নিত্যং বাঞ্ছন্তি সদ্‌গঙ্গাং গচ্ছন্তু সুরনিম্নগাম্ ॥
একো গচ্ছতি গঙ্গাং যঃ পূয়ন্তে তস্য পুরুষাঃ।
এতদেব মহাপুণ্যং তরতে তারয়ত্যপি ॥
গঙ্গাকৃৎস্নগুণং বক্তুং ন শক্তশ্চতুরাননঃ।
অতঃ কিঞ্চিদ্বদাম্যত্র ভাগীরথ্যা দ্বিজা গুণম্ ॥
মুনয়ঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বা যে চান্যে সুরসত্তমাঃ।
গঙ্গাতীরে তপস্তপ্ত্বা স্বর্গলোকেঽচ্যুতা ভবন্ ॥
দিব্যেন বপুষা সর্ব্বে কামগেন রথেন চ।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে রত্নপূর্ণক্ষয়েষু বৈ ॥

প্রাসাদা যত্র সৌবর্ণাঃ সর্ব্বলোকোর্দ্ধগা শিবাঃ।
ইষ্টদ্রব্যৈঃ সুসম্পূর্ণাঃ স্ত্রিয়ো যত্র মনোরমাঃ ॥
পারিজাতসমাঃ পুষ্পবৃক্ষাঃ কল্পদ্রুমোপমাঃ।
গঙ্গাতীরে তপস্তপ্ত্বা তত্রৈশ্চর্য্যং লভন্তি হি ॥
তপোভির্বহুভির্যজ্ঞৈর্ব্রতৈর্নানাবিধৈস্তথা।
পুরুদানৈর্গতির্যা চ গঙ্গাং সংসেবতাঞ্চ সা ॥
জারজং পতিতং দুষ্টমন্ত্যজং গুরুঘাতিনম্।
সর্ব্বদ্রোহেণ সংযুক্তং সর্ব্বপাতকসংযুতম্ ॥
ত্যজন্তি পিতরং পুত্রাঃ প্রিয়ং পত্ন্যঃ সুহৃদ্গণাঃ।
অন্যে চ বান্ধবাঃ সর্ব্বে গঙ্গা তু ন পরিত্যজেৎ ॥
যথা মাতা স্বয়ং জন্মমলশৌচঞ্চ কারয়েৎ।
ক্রোড়ীকৃত্য তথা তেষাং গঙ্গা প্রক্ষালয়েন্মলম্ ॥
ভবন্তি তে সুবিখ্যাতা ভোগ্যালঙ্কারপূজিতাঃ।
দর্শনে ক্রিয়তে গঙ্গা সকৃদ্ভক্ত্যা নরস্তু যৈঃ ॥
তেষাং কুলানাং লক্ষন্তু ভবাত্তারয়তে শিবা।
স্মৃতার্ত্তিহর্ত্রী যৈর্ধাতা সংস্তুতা সাধুমোদিতা ॥
গঙ্গা তারয়তে নৃণামুভৌ বংশৌ ভবার্ণবাৎ।
সংক্রান্তিষু ব্যতীপাতে গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ॥
পুণ্যে স্নাত্বা তু গঙ্গায়াং কুলকোটিং সমুদ্ধরেৎ।
শুক্লপক্ষে দিবা মর্ত্ত্যা গঙ্গায়ামুত্তরায়ণে ॥
ধন্যাদেহং বিমুঞ্চন্তি হৃদিস্থে চ জনার্দ্দনে।
অনেন বিধিনা যস্তু ভাগীরথ্যা জলে শুভে ॥
প্রাণাং স্ত্যক্ত্বা ব্রজেৎ স্বর্গং পুনরাবৃত্তি বর্জ্জিতম্।
যো গঙ্গানুগতো নিত্যং সর্ব্বদেবানুগো হি সঃ ॥
সর্ব্বদেবময়ো বিষ্ণুর্গঙ্গা বিষ্ণুময়ী যতঃ।
গঙ্গায়াং পিণ্ডদানেন পিতৃণাং বৈ তিলোদকৈঃ ॥
নরকস্থা দিবং যান্তি স্বর্গস্থা মোক্ষমাপ্নুয়ুঃ।
পরদারপরদ্রব্যবাধাদ্রোহপরস্য চ ॥
গতির্মনুষ্যমাত্রস্য গঙ্গৈব পরমা গতিঃ।
বেদশাস্ত্রবিহীনস্য গুরুনিন্দাপরস্য চ ॥
সময়াচারহীনস্য নাস্তি গঙ্গাসমা গতিঃ।
কিং যজ্ঞৈর্বহুবিত্তাঢ্যৈঃ কিং তপোভিঃ সুদুষ্করৈঃ ॥
স্বর্গমোক্ষপ্রদা গঙ্গা সুখসৌভাগ্য পূজিতা।
নিয়মৈঃ পরমৈর্নিত্যং কিং যোগৈশ্চিত্তরোধকৈঃ ॥
ভুক্তিমুক্তিপ্রদা গঙ্গা সুখমোক্ষাগ্রতঃ স্থিতা।
অনেকজন্মসংঘাতপাপং পুংসাং বিনশ্যতি ॥
স্নানমাত্রেণ গঙ্গায়াং সদ্যঃ স্যাৎ পুণ্যভাঙ্নরঃ।
প্রভাসে গোসহস্রস্য রাহুগ্রস্তে দিবাকরে ॥
লভতে যৎফলং দানে গঙ্গাস্নানাদ্দিনেদিনে।
দৃষ্ট্বা তু হরতে পাপং স্পৃষ্ট্বা তু লভতে দিবম্ ॥
প্রসঙ্গাদপি সা গঙ্গা মোক্ষদা ত্ববগাহিতা।
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং চাপল্যং বাসনাশক্তিসম্ভবম্ ॥
নির্ঘৃণত্বং ততো গঙ্গাদর্শনাৎ প্রবিনশ্যতি।
পরদ্রব্যাভিকাঙ্ক্ষিত্বং পরদারাভিলাষিতা ॥
পরধর্ম্মে রুচিশ্চৈব দর্শনাদেব নশ্যতি।

বঙ্গানুবাদ— দ্বিজগণ কহিলেন,—যাহাতে মজ্জনে সর্ব্বসাধারণ পাপ এবং অন্য মহাপাতকও বিনষ্ট হইয়া থাকে। পরে পাপ হইতে পূত হইয়া স্বর্গে ইন্দ্রবৎ অক্ষয় স্বর্গসুখ ভোগ হয় এবং সুরযোনি হইতে কদাচ ভ্রষ্ট হইতে হয় না। ইহলোকে পরমভোগ্য-সকল উপভোগ হয় ও অন্তে স্বর্গে সুরোত্তম হইয়া বিরাজ করা যায় এবং যাহা স্বর্গের সোপান বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে, এরূপ কি পুণ্য নদী আছে, আপনি তাহা নির্দ্দেশ করুন এবং আমাদিগকে তাহার উপদেশ দিন। ব্যাস বলিলেন,—বিপ্রগণ! যাহারা সুগতি চিন্তা করে, তাদৃশ সামান্য-জন্মা স্ত্রীপুরুষের দর্শন মাত্রেই গঙ্গা পাপ নাশ করেন। গঙ্গা স্মরণ করিলেও পাতক লয়প্রাপ্ত হয়। গঙ্গার নামকীর্ত্তনে অতিপাতক, দর্শনে গুরুপাপ এবং গঙ্গায় স্নানে পানে ও পিতৃগণের তর্পণে মহাপাতকসমূহ দিনে দিনে ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়। অগ্নি যেমন শুষ্ক তৃণ বা তুল তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করে, গঙ্গাজল স্পর্শে পুরুষগণের পাপও তেমনি ক্ষণমাত্রে দগ্ধ হইয়া থাকে। গঙ্গাস্নানে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়, কেশবকে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং যশ, রাজ্য, পুণ্য, স্বর্গ ও অন্তে পরম গতিপ্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পিতৃ-গণোদ্দেশে যথাবিধি বাক্য করিয়া গঙ্গায় পিণ্ড প্রদান করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। অন্নদ্বারা পিণ্ড প্রদানে সহস্র বর্ষ স্বর্গে পূজ্য হইয়া থাকে। তিলদ্বারা বা ফল দ্বারা পিণ্ড দানে তাহার দ্বিগুণকাল স্বর্গভোগ এবং গব্য দ্বারা যথাবিধি পিণ্ডদানে অনন্তকাল স্বর্গ-ভোগ হইয়া থাকে। এইরূপে গঙ্গায় পিণ্ডদানে নিত্যই শতযজ্ঞ ফল হয়। যে সকল পিতৃপুরুষ নিরয়স্থ, যাহারা মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া ধন্য ধনপুত্রযুত, নীরোগ ও সুখসম্মানপূজিত, যাহারা রসাতলগত, যাহারা মহীতলে কীটযোনিতে স্থাবররূপে বা পক্ষি প্রভৃতির যোনিতে উৎপন্ন এবং যাহারা ধনী বা

নৃপতিরূপে জাত, তাহাদের পুত্র, পৌত্র, গোত্র, দৌহিত্র, জামাতা, ভাগিনেয়, সুহৃৎ, মিত্র, প্রিয় বা অপ্রিয়জন যদি গঙ্গাজলে বা গঙ্গাতীরে যথোপকরণান্বিত জল পিণ্ড দান করে, তবে তাহাদের অক্ষয় স্বর্গ হইয়া থাকে। ঐরূপ কার্য্যে অপিণ্ডভাগী মাতৃগোত্রজ শত সহস্র পিতৃপুরুষেরাও সুখী হইয়া থাকেন। জল-পিণ্ডদাতার আত্মীয়বর্গ স্বর্গে মর্ত্ত্যে বা পাতালে যেখানেই থাকুন, তাঁহারা নিত্যই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, আমাদের বংশধরেরা গঙ্গায় গমন করুক। একমাত্র ব্যক্তি গঙ্গায় গমন করিলেও তাহার পূর্ব্ব-পুরুষগণ পবিত্র হইয়া থাকেন। গঙ্গাসেবার ইহাই মহাপুণ্য যে, যে ব্যক্তি সেবা করে, সে নিজে উদ্ধার পায় এবং অন্যকেও উদ্ধার করিয়া থাকে। গঙ্গার সমস্ত গুণ বর্ণন করিতে চতুরাননও সমর্থ নহেন। তথাচ হে দ্বিজগণ! ভাগীরথীর কিঞ্চিৎ গুণ আমি প্রকাশ করিব। মুনি সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব এবং অপর যে সকল সুরসত্তম সকলেই গঙ্গাতীরে তপস্যা করিয়া স্বর্গলোকে অচ্যুত হইয়াছেন। তাঁহারা দিব্য-দেহে কামগামী রথে আরোহণ-পূর্ব্বক স্বর্গীয় রত্নপূর্ণ গৃহে বাস করেন, অদ্যাপি তাঁহাদের প্রত্যাগমন হয় নাই। যেখানে সর্ব্বলোকের ঊর্দ্ধস্থিত মঙ্গলময় সৌবর্ণ প্রাসাদসকল বিবিধ ইষ্ট দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া বিরাজিত এবং যথায় মনোরম স্ত্রীসকল ও পারিজাত ও কল্পদ্রুমোপম পুষ্প বৃক্ষাবলী অবস্থিত, গঙ্গাতীরে তপস্যা করিয়া তাঁহারা সেখানেই ঐশ্বর্য্যলাভ করেন। বিপুল তপস্যা, প্রচুর যজ্ঞ, নানাবিধ ব্রত এবং বহুল দান করিয়া যে গতি লাভ করা যায়, গঙ্গার সেবা করিয়াও নর সেই গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জারজ, পতিত, দুষ্ট, অন্ত্যজ, গুরুঘাতী, সর্ব্বদ্রোহ ও সর্ব্ব-পাতকযুত ব্যক্তিকে তাহার আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবগণ পরিত্যাগ করে, পুত্র পিতাকে এবং পত্নীও পতিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, কিন্তু গঙ্গা কাহাকেও পরি-ত্যাগ করেন না। মাতা যেমন কোলে তুলিয়া সন্তানের জন্মমল ধৌত করিয়া দেন, তেমনি গঙ্গা তাঁহার সেবকদিগের মলক্ষালন করিয়া থাকেন। যে সকল নর ভক্তিপূর্ব্বক একবার মাত্র গঙ্গা দর্শন করেন, তাঁহারাও ভোগ্য ও অলঙ্কারপূজিত হইয়া সুবিখ্যাত হইয়া থাকেন। যাহারা গঙ্গাকে স্মরণ করে, ধ্যান করে এবং স্তব করে, মঙ্গলময়ী গঙ্গা তাহাদের লক্ষকুল পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। গঙ্গা নরগণের উভয় কুলই ভবার্ণব হইতে উদ্ধার করিয়া দেন। সংক্রান্তি, ব্যতীপাত, চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ এই সকল পুণ্য যোগে গঙ্গাস্নানে কোটিকুল উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়। শুক্লপক্ষে, দিবাভাগে বা উত্তরায়ণে হৃদয়ে জনার্দ্দনকে চিন্তা করিয়া ধন্য মানবগণই গঙ্গাজলে দেহ পরিত্যাগ করেন, এই বিধি অনুসারে ভাগীরথীর শুভজলে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া নর স্বর্গে গমন করে। সে স্থান হইতে তাহাকে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। যে ব্যক্তি গঙ্গানুগত, সে নিত্যই সর্ব্বদেবানুগ। যেহেতু বিষ্ণু সর্ব্বদেবময় আর গঙ্গা সেই বিষ্ণুময়ী। গঙ্গায় পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ড ও তিলোদক দানে নরকস্থ পিতৃগণ স্বর্গে এবং স্বর্গস্থ পিতৃগণ মোক্ষপদে প্রয়াণ করিয়া থাকেন। পরদাররত, পরদ্রব্যে বাধা-প্রদ বা পরদ্রোহপর মনুষ্য মাত্রেরই গতি পরমা গতি গঙ্গা। বেদশাস্ত্রহীন, গুরুনিন্দারত, আচারবর্জ্জিত ব্যক্তির গঙ্গাসম গতি আর নাই। বহু বিত্তব্যয়ে যজ্ঞ করিয়া কি হইবে এবং দুষ্কর তপস্যা দ্বারাই বা কি ফল আছে? কেননা, সুখসৌভাগ্যপূজিতা একমাত্র গঙ্গাই স্বর্গমোক্ষপ্রদা। পরম নিয়মনিচয়ের অনুষ্ঠান এবং চিত্তরোধক যোগসমূহ দ্বারা কি হইবে? যেহেতু ভুক্তিমুক্তিপ্রদা গঙ্গাই সুখ ও মোক্ষের মূলীভূতা। গঙ্গা সেবায় নরগণের অনেক জন্মসঞ্চিত পাপরাশিও বিনষ্ট হইয়া যায়। নর গঙ্গায় স্নান করিবামাত্র সদ্যই পুণ্যভাজন হইয়া থাকে। প্রভাসে সূর্য্যগ্রহণে গোসহস্রদানে যে ফললাভ হয়, গঙ্গাস্নানে দিনে দিনে সেই ফল হইয়া থাকে। গঙ্গাদর্শনে পাপ নাশ এবং স্পর্শনে স্বর্গলাভ হয়। প্রসঙ্গক্রমেও গঙ্গায় অবগাহন করিলে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বেন্দ্রিয়ের চাপল্য এবং বাসনা-শক্তিজাত নির্ঘৃণত্ব সকলই গঙ্গা দর্শনে নষ্ট হইয়া থাকে। পরদ্রব্যে আকাঙ্ক্ষা, পরদার-ভোগ-বাসনা বা পরধর্ম্মে অভিরুচি, এসকলই গঙ্গা দর্শনমাত্রে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

যশড়ায় শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর শ্রীপাটের বার্ষিক উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শাখা যশড়াস্থিত শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর শ্রীপাটের (শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের) বার্ষিক উৎসব শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর তিরোভাব তিথি-বাসরে ২১ পৌষ, ৬ জানুয়ারী শুক্রবার মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ পাঁচ মূর্ত্তি ব্রহ্মচারী—শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী ও শ্রীমাধবানন্দদাস ব্রহ্মচারী সহ ৫ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে যশড়া শ্রীপাটস্থ মঠে শুভাগমন করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে আসেন কলিকাতা-নিবাসী মঠের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ মিত্র মহোদয়, তাঁহার দুই আত্মীয়া ও শ্রীমাণিক কুণ্ডু। শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীতীর্থপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীকানাইলাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী যশড়া শ্রীপাটে অগ্রিম আসিয়া উৎসবের আনুকূল্যসংগ্রহ ও বিবিধ সেবার জন্য যত্ন করেন। শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ একজন ব্রহ্মচারী সেবক সহ উক্ত দিবস সন্ধ্যায় যশড়া শ্রীপাটস্থ মঠে শুভপদার্পণ করেন। কলিকাতা, নদীয়া ও ২৪-পরগণা জেলা হইতেও ভক্তগণের শুভাগমন হয়।

৫ জানুয়ারী অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীল আচার্যদেবের অনুগমনে নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া চাকদহ সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করে।

৬ জানুয়ারী পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীরাধাবল্লভ ও শ্রীগৌরগোপাল শ্রীবিগ্রহগণের মহা-ভিষেক পূজা সম্পাদিত হয়। শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় শ্রীবিগ্রহগণের পূজা ও মালসাভোগ সজ্জিত-করণ বিষয়ে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পুরী গোস্বামী মহারাজকে মুখ্যভাবে সহায়তা করিয়া ধন্যবাদার্হ হন। ৬ জানুয়ারী পূর্ব্বাহ্নে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে যে সভার আয়োজন হয় তাহাতে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর পূতচরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে দীর্ঘ দুই ঘন্টাব্যাপী ভাষণ প্রদান করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগরাগান্তে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। ৫ জানুয়ারী ও ৬ জানুয়ারী সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ভাষণ প্রদান করেন।

যশড়া মঠের মঠরক্ষক শ্রীনিমাইদাস বনচারী, শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণশরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীতীর্থপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীদ্বারকেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীসুরেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅতুলানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদয়াল ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম দাস, শ্রীবলরাম মুখার্জ্জি পূজা, রন্ধন, কীর্ত্তনাদি সেবায় আনুকূল্য করিয়া উৎসবটীকে সাফল্যমণ্ডিত করেন।

শ্রীমতী সরলাদেবী অতিথিগণের থাকিবার সুব্যবস্থা করিয়া ধন্যবাদের পাত্রী হন।

নদীয়া ও ২৪-পরগণায় শ্রীল আচার্য্যদেব

কল্যাণী (নদীয়া) ঃ—কল্যাণীর মঠাশ্রিত গৃহস্থ-ভক্ত নেতাজী সুভাষ সেনাটোরিয়ামের ডাক্তার শ্রীপ্রাণশঙ্কর দত্তের বিশেষ আহ্বানে শ্রীল আচার্যদেব— শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস

(কাঁচড়াপাড়া) ও শ্রীবলরাম দাস (যশড়া) সহ যশড়া শ্রীপাট হইতে যাত্রা করতঃ ২৩ পৌষ, ৮ জানুয়ারী রবিবার প্রাতঃ ৯ ঘটিকায় কল্যাণী ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীল গুরুদেবের আলেখ্যার্চ্চার অনুগমনে শ্রীল আচার্য্যদেব সংকীর্ত্তন সহ ষ্টেশন হইতে পদব্রজে চলিয়া প্রাণশঙ্কর বাবুর নবনির্ম্মিত বাসভবনে শুভবিজয় করতঃ গৃহপ্রবেশোৎসব সম্পন্ন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার গৃহে ৮ ও ৯ জানুয়ারী দুই দিন অবস্থান করতঃ বিশেষ সভামণ্ডপে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমাবেশে ভাষণ প্রদান করেন। কলিকাতা, পায়রাডাঙ্গা, কাঁচড়াপাড়া, ইছাপুর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তবৃন্দ আসিয়া যোগ দেন। দ্বিতীয় দিবস মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ সেবনে বহু ভক্তের শুভাগমন হয়। প্রাণশঙ্করবাবু, তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও তাঁহার বাটীস্থ সকলের বৈষ্ণবসেবা-প্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়া।

রাজবেড়িয়া (২৪-পরগণা) ঃ— রাজবেড়িয়ার মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীঅন্নদাচরণ দেবনাথ ও ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণপদ দাসাধিকারীর বিশেষ প্রার্থনায় ও ব্যবস্থায় শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে ২৫ পৌষ, ১০ জানুয়ারী মঙ্গলবার রাজবেড়িয়ায় শ্রীঅন্নদাবাবুর গৃহে পূর্ব্বাহ্নে শুভপদার্পণ করেন। অন্নদাবাবু বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া ধর্ম্মসভার আয়োজন করিয়াছিলেন। ১০ ও ১১ জানুয়ারী দুইদিন সন্ধ্যায় ধর্ম্মসভায় প্রচুর নরনারীর সমাবেশ হয়। স্থানীয় ভক্তগণের হরিকথা শ্রবণাগ্রহ ও সংকীর্ত্তনে উৎসাহ দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব উল্লসিত হন। দুইদিনই মহোৎসবে বহু নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। অন্নদাবাবু ও তাঁহার পরিজনবর্গের এবং সস্ত্রীক ডাক্তার কৃষ্ণপদ দাসাধিকারীর বৈষ্ণবসেবার জন্য হার্দ্দী যত্ন দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব প্রসন্ন হন।

Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani'

1. Place of publication : Sri Chaitanya Gaudiya Math, 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
2. Periodicity of its publication : Monthly
3 & 4. Printer's and Publisher's name : Sri Mangalniloy Brahmachary
   Nationality : Indian
   Address : Sri Chaitanya Gaudiya Math, 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
5. Editor's name : Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj
   Nationality : Indian
   Address : Sri Chaitanya Gaudiya Math, 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
6. Name & Address of the owner of the newspaper : Sri Chaitanya Gaudiya Math, 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26

I, Mangalniloy Brahmachary, hereby, declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. MANGALNILOY BRAHMACHARY
Signature of Publisher

Dated 29. 3. 1984.

আসামে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য

গোয়ালপাড়া, তেজপুর, তিনসুকিয়া, গৌহাটী, সরভোগ, হাউলিতে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী প্রচারকবৃন্দসহ দীর্ঘ তিন বৎসর বাদে আসামের মঠগুলির বার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য এবং বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে বিগত ১১ মাঘ, ২৬ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার কলিকাতা হইতে কামরূপ এক্সপ্রেসে শুভযাত্রা করেন। কলিকাতা হইতে যাত্রাকালে পার্টির সহিত ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী। আসাম যাইবার পথে নিউ ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, ফলাকাটা প্রভৃতি ষ্টেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণববৃন্দের দর্শনাভিলাষে ভক্তবৃন্দ আসেন। ভুতনীঘাটের শ্রীগোপাল দাসাধিকারী প্রভু ফলাকাটা ষ্টেশনে উক্ত প্রচারপার্টির সহিত যোগ দেন। ২৭ জানুয়ারী অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় কামরূপ এক্সপ্রেস নিউ বঙ্গাইগাঁও ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছে। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক শ্রীসুমঙ্গলদাস ব্রহ্মচারী ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব পার্টিসহ নিউবঙ্গাইগাঁও ষ্টেশনে নামিয়া রিক্সা, বাস, পদব্রজে, লঞ্চে ও ট্রাকের সাহায্যে যে ভাবে গোয়ালপাড়া মঠে পৌঁছিয়াছিলেন তাহা খুবই রোমাঞ্চকর—জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত মনে থাকিবার মত। যে সময়ে রাত্রিতে ব্রহ্মপুত্র নদ পার হইয়া জঙ্গল সমাকীর্ণ পঞ্চরত্ন পাহাড়ের তলদেশে বৃক্ষের নীচে শীতের মধ্যে বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল—গোয়ালপাড়া সহরে পৌঁছিতে যানবাহন পাইবার কোনও আশা দেখা যায় নাই—সেই সময়ে বয়োবৃদ্ধ শ্রীপাদ গোবিন্দ মহারাজের নানাভাবে বর্ণিত খেদোক্তি এবং বৈষ্ণবগণের তৎশ্রবণে বিভিন্ন প্রকার রহস্যালাপ এখনও স্মরণ পথে আসিলে হাস্যরসের উদ্দীপনা করে। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় আমাদিগকে অবশ্য বৃক্ষের তলে রাত্রি যাপন করিতে হয় নাই—অপ্রত্যাশিতভাবে একটী ট্রাকওয়ালার সৌজন্যে রাত্রিতেই আমরা গোয়ালপাড়া মঠে পৌঁছিতে সক্ষম হই।

গোয়ালপাড়া মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ এবং শ্রীজগদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী গোয়ালপাড়া সহরের বিভিন্ন স্থানে প্রচারের বিপুল ব্যবস্থা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব গোয়ালপাড়া মঠে ৪ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত অবস্থান করতঃ স্থানীয় হরিসভায়, বিশিষ্ট উকীল শ্রীবিশ্বনাথ নাথের গৃহে, শ্রীযুক্তা ডালিমাদেবীর গৃহে, স্থানীয় শ্রীনরসিংহবাড়ীর সভামণ্ডপে, ডি-এফ্-ও (D.F.O.) শ্রীলক্ষেশ্বর দেব অধিকারীর বাসভবনে, স্বধামগত শ্রীপ্রতাপ ঘোষের গৃহে, ১ নম্বর কলোনীতে সভামণ্ডপে এবং কলিতা-পাড়ায় শ্রীনীরদ দাসের গৃহে শ্রীহরিকথামৃত পরিবেশন করেন। বহুদিন বাদে সহরবাসিগণ শ্রীল আচার্য্য-দেবের দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের সুযোগ লাভ করিয়া পরমোৎসাহিত হন। বিপুল সংখ্যক নরনারী প্রত্যহ সভায় যোগ দেন। শ্রীমঠে প্রাত্যহিক রাত্রির সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীভগবানদাস ব্রহ্ম-চারী ও শ্রীউদ্ধব দাসাধিকারী প্রভু বক্তৃতা করেন।

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় পরমগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গোয়ালপাড়া সহরে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার ইচ্ছা ও নির্দ্দেশক্রমে সহরের মধ্যে অবস্থিত হলুকান্দা পাহাড়ের উপর শ্রীপ্রপন্নাশ্রম সংস্থাপিত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাসিক্ত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীমৎ নিমানন্দ প্রভু উক্ত আশ্রমের সেবা

পরিচালনা করিতেন। কালক্রমে উক্ত আশ্রমটী লুপ্ত হইয়া যায়। এইজন্য গোয়ালপাড়ানিবাসী শ্রীশরৎনাথ মহোদয় গোয়ালপাড়া সহরে মঠ করিবার জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া জমি বাড়ী দানের প্রস্তাব করিলে শ্রীল প্রভুপাদের স্মৃতিসংরক্ষণকল্পে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব উহা গ্রহণে স্বীকৃত হন এবং তথায় প্রতিষ্ঠানের শাখা মঠ সংস্থাপিত করেন। একদিবস শ্রীল তীর্থ মহারাজ জ্যেষ্ঠ সতীর্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ এবং অন্যান্য বৈষ্ণবগণ সমভিব্যাহারে হলুকান্দা পাহাড়ে (একসময়ে উক্ত পাহাড়ে একসঙ্গে বহু উল্লুক ক্রন্দন করিত বলিয়া উহার নাম হলুকান্দা হয়) অবস্থিত উক্ত শ্রীপ্রপন্নাশ্রমের স্থানটী দর্শনের জন্য যান। তথায় পৌঁছিয়া উক্ত স্থানটীকে দণ্ডবৎ প্রণতি এবং শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের জয়গানমুখে তত্রস্থ সুপ্রাচীন কূপের সুমিষ্ট নির্ম্মল জল পান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব বৈষ্ণবগণ সমভিব্যাহারে পূজ্যপাদ নিমানন্দ প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের সহিত হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপ আলোচনাও করেন। তৎপর পাহাড়ের প্রায় শিরোদেশে উঠিয়া পর্ব্বতের তলদেশে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদ ও সহরের দৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হন।

প্রচারপার্টির সহিত যোগদানের জন্য শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ও শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী ২ ফেব্রুয়ারী কলিকাতা হইতে গৌহাটী মঠে আসিয়া পৌঁছেন। শ্রীজগবন্ধুদাস গোয়ালপাড়া জেলার বরদামাল হইতে আসিয়া যোগ দেন।

তেজপুর মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব ৫ ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালে পার্টিসহ গোয়ালপাড়া হইতে বাসযোগে যাত্রা করতঃ মধ্যাহ্নে গৌহাটী পৌঁছিয়া কিছুক্ষণের জন্য গৌহাটী মঠে আসেন, তৎপর মঠের শুভানুধ্যায়ী শ্রীভবেশ নিয়োগী মহোদয়ের সৌজন্যে একটী জীপের ব্যবস্থা হওয়ায় জীপের সাহায্যে পাঁচ মূর্ত্তিসহ উক্ত দিবস রাত্রি ৮ ঘটিকায় তেজপুর মঠে পৌঁছিয়াই ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে যোগদান করতঃ "শ্রীবিগ্রহসেবার প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। উক্ত সভার সভাপতিরূপে বৃত হইয়াছিলেন এডিশনাল চিফ জুডিসিয়েল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীসুনীল কুমার কর। প্রচার পার্টির অন্যান্য সকলে পরদিবস পূর্ব্বাহ্নে তেজপুর মঠে বাসযোগে গৌহাটী হইতে পৌঁছেন।

৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারী তেজপুর মঠের নাট্যমন্দিরে অনুষ্ঠিত বিশেষ ধর্ম্মসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে তেজপুরস্থ দরং কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীটঙ্কেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। "পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ", "শ্রীবিগ্রহসেবা ও শ্রীনামমহিমা" বক্তব্য বিষয়সমূহের উপর বক্তৃতা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের দীর্ঘ তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ ও রসদ ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। এতদ্ব্যতীত বক্তৃতা করেন তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ। শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীগোপাল দাসাধিকারী প্রভু সুললিত ভজন কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। ৬ ফেব্রুয়ারী শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়নমোহনের প্রকট তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের পৌরোহিত্যে শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগাদি সুসম্পন্ন হওয়ার পর সমাগত সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। ৭ ফেব্রুয়ারী শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহযোগে সহর পরিভ্রমণ করেন। দীর্ঘদিন বাদে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হওয়ায় সহরবাসিগণের মধ্যে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব স্থানীয় মঠের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ ভক্তদ্বয় শ্রীশ্যামল আচার্য্য ও শ্রীরবীন্দ্র মোদকের আহ্বানে তাঁহাদের বাটীতে শ্রীপাদ ভাগবত মহারাজ সহ ৮ই ফেব্রুয়ারী শুভপদার্পণ করতঃ তাঁহাদিগকে হরিগুরু-বৈষ্ণবসেবায় প্রোৎসাহিত করেন। শ্রীপুলক সরকার, শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীরামকুমারজী, শ্রীবৈষ্ণবদাস, শ্রীমঠের আনুকূল্য সংগ্রহকারী শ্রীরাধাগোবিন্দ বনচারী ও শ্রীকরুণা বনচারী প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হয়।

তিনসুকিয়ানিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীসদাশিব

দাসাধিকারীর (শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘোষ মহোদয়) বিশেষ প্রার্থনায় ও শ্রীপাদ ভাগবত মহারাজের পুনঃ পুনঃ অনুপ্রেরণায় শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীপাদ ভাগবত মহারাজ ও শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে তেজপুর হইতে বিমানযোগে যাত্রা করতঃ ৯ই ফেব্রুয়ারী পূর্ব্বাহ্নে আসামের উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তের শেষ সহর **তিনসুকিয়া সহরে** সর্ব্বপ্রথম শুভপদার্পণ করেন। তৎপূর্ব্বদিবস শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীপুলক সরকার ও শ্রীসতীশ ঘোষ তেজপুর হইতে ষ্টীমারে ও পরে বাসযোগে অধিক রাত্রিতে তিনসুকিয়ায় আসিয়া পৌঁছেন। ঝড়বৃষ্টির দরুণ রাস্তায় খুবই দুর্ভোগ হইয়াছিল। শ্রীসদাশিব দাসাধিকারী পাথেয়াদির জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। ৯ই ফেব্রুয়ারী শ্রীসদাশিব দাসাধিকারীর গৃহপ্রাঙ্গণে নির্ম্মিত সভামণ্ডপে সভা হয় এবং পরদিবস মধ্যাহ্নে তাঁহার বাড়ীতে মহোৎসব এবং রাত্রিতে সার্ব্বজনীন কালিমন্দিরে বিশেষ সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন। মাত্র দুইদিনের স্বল্প অবস্থিতিতে স্থানীয় নরনারীগণ সুখ লাভ করেন নাই। তাঁহাদের প্রার্থনা শ্রীল আচার্য্যদেব কিছু দীর্ঘ সময় লইয়া তিনসুকিয়ায় আসিলে হরিকথামৃত শ্রবণে তাহাদের অধিক সুযোগ এবং প্রচার কার্য্যের সুবিধা হইবে।

গোয়ালপাড়া মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্য প্রার্থিত হইয়া গোয়ালপাড়া মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ এবং তত্রস্থ বৈষ্ণববৃন্দকে বাক্য দেওয়ায় পুনরায় শ্রীল আচার্য্যদেবকে সদলবলে তিনসুকিয়া হইতে গোয়ালপাড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। যাতায়াতে প্রচুর অর্থ ব্যয় ও কায়িক পরিশ্রম হয়। তিনসুকিয়া হইতে প্রথমে ট্রেনযোগে গৌহাটী এবং তৎপরে তথা হইতে বাসযোগে গোয়ালপাড়া মঠে ১২ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ন ৩ টায় সকলে নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া পৌঁছেন। উক্ত দিবস রাত্রিতে এবং পরদিবস রাত্রিতে স্থানীয় হিন্দী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীতারিণী শর্ম্মা ও ডাঃ শ্রীঅন্নদাচরণ দাসের পৌরোহিত্যে বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীমঠের যুগ্ম সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীপ্রভাত চন্দ্র নাথ এড্‌ভোকেট মহোদয়, শ্রীউদ্ধব দাসাধিকারী ও শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী ভাষণ প্রদান করেন। বাংলা, অসমীয়া ও রাভা ভাষায় বক্তৃতা হয়। পাহাড়ী অঞ্চলের বহু মঠাশ্রিত ভক্ত উৎসবে যোগদান করায় তাহাদের বোধসৌকর্য্যার্থে শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী রাভা ভাষায় বক্তৃতা করেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় গোয়ালপাড়া মঠ হইতে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা দামোদর জীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে শুভযাত্রা করতঃ বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা ও বিচিত্র বাদ্যাদি সহযোগে সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করেন। গোয়ালপাড়া পাহাড়ী অঞ্চল হইতে আগত বিচিত্র ঢোলপার্টীর বাদ্য ও নৃত্যাদি শ্রবণ ও দর্শন করিয়া সহরবাসিগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোলোকনাথ দাস, শ্রীদীননাথ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌতমদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীফুলেশ্বরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দদুলাল দাস, শ্রীজগবন্ধু দাস প্রভৃতি মঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

১৪ই ফেব্রুয়ারী শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে গোয়ালপাড়া হইতে বাসযোগে রওনা হইয়া অপরাহ্নে প্রতিষ্ঠানের পূর্ব্বভারতের আঞ্চলিক প্রচারকেন্দ্র **গৌহাটী মঠে** শুভপদার্পণ করেন। গৌহাটী মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে ১৪ ফেব্রুয়ারী হইতে ১৬ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীল আচার্যদেব, শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ। ২ ফাল্গুন, ১৫ ফেব্রুয়ারী বুধবার শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-নয়নানন্দ-জীউ শ্রীবিগ্রহগণের পূর্ব্বাহ্নে বিশেষ মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিবস অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট

সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা ও বাদ্যাদি সহ শ্রীমঠ হইতে বহির্গত হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ রাত্রি ৭ ঘটিকায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরদিবস মহোৎসবে সমাগত সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ গৌহাটী মঠে চিত্তাকর্ষক মনোহর বিশাল মূর্ত্তির সাহায্যে প্রতি বৎসর গৌরলীলা, কৃষ্ণলীলা ও ভগবদ্ লীলার উদ্দীপক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। উক্ত প্রদর্শনী দর্শনের জন্য সারা বৎসর মঠে বহু দর্শনার্থীর সমাগম হয়। জনসাধারণের মধ্যে ভগবদ্‌ভাবোদ্দীপনার জন্য এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব পরমোৎসাহিত হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, শ্রীগোবিন্দসুন্দর ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাঘব ব্রহ্মচারী, শ্রীগদাধর ব্রহ্মচারী, শ্রীলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনীল বনচারী, শ্রীঘনশ্যাম দাসাধিকারী, শ্রীপুলীন বিহারী দাসাধিকারী, শ্রীমদনগোপাল দাস, শ্রীকানু দাস প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের হার্দ্দী সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

১৭ ফেব্রুয়ারী শ্রীল আচার্য্যদেব পার্টী সহ ট্রেনযোগে গৌহাটী হইতে শুভযাত্রা করতঃ পূর্ব্বাহ্নে সরভোগ ষ্টেশনে পৌঁছিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন ; ষ্টেশন হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী **চক্‌চকাবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে** পৌঁছিতে দ্বিপ্রহর হয়। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক শ্রীসুমঙ্গলদাস ব্রহ্মচারীর ব্যবস্থায় ও হাউলির বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীজগদীশ সাহার বিশেষ আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব বহু ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে ১৮ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় হাউলিতে শুভপদার্পণ করতঃ এক মহতী ধর্ম্মসভায় দীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ ও শ্রীমৎ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভুও বক্তৃতা করেন। সভায় হরিকথা শ্রবণে অগণিত নরনারীর সমাবেশ দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব বিস্মিত হন এবং শ্রোতৃবৃন্দকে হরিকথা শ্রবণাগ্রহের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন। শ্রীজগদীশ বাবু রাত্রিতে বৈষ্ণবগণের বিশেষ সেবার ব্যবস্থা করিয়া ধন্যবাদার্হ হন। জগদীশবাবু গাড়ীর ব্যবস্থা করায় উক্ত দিবস রাত্রিতেই সকলে সরভোগ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাবির্ভাব ও ব্যাসপূজা উপলক্ষে সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে ১৯ ফেব্রুয়ারী হইতে ২১ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সান্ধ্য বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে বড়পেটা রোডের খ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রীসর্ব্বানন্দ পাঠক, বরনগর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঘনশ্যাম তালুকদার ও হাউলি কলেজের অধ্যাপক শ্রীঅমল কুমার ভৌমিক। সরভোগ জলসিঞ্চন বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার শ্রীতরুণ চন্দ্র ডেকা দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনের প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন। ধর্ম্মসভার আলোচ্য বিষয় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল— "শ্রীবিগ্রহসেবার প্রয়োজনীয়তা", "শ্রীচৈতন্যদেব ও কলিযুগধর্ম্ম শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন", "বিশ্বশান্তি প্রদানে শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর"। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত সভায় বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীমৎ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী ও শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী। ১৯ ফেব্রুয়ারী রবিবার অপরাহ্ন ৩-৩০ টায় শ্রীমঠ হইতে বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সরভোগ সহর পরিক্রমা করতঃ শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ২১ ফেব্রুয়ারী পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের শুভাবির্ভাব তিথিতে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চার পূজা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজের পৌরোহিত্যে সর্ব্বক্ষণ হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইলে শ্রীল আচার্য্যদেব এবং ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ পর পর পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। মাধ্যাহ্নিক ভোগরাগান্তে অগণিত ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতুষ্ট করা হয়।

১৯ ফেব্রুয়ারী পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তবৃন্দসহ জ্যেষ্ঠ সতীর্থ সরভোগ মঠের একনিষ্ঠ নিষ্কপট সেবক শ্রীমৎ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভুর কৃপা

লাভের জন্য তাঁহার গৃহে পদার্পণ এবং তৎপর চক্‌-চকাবাজারস্থ স্বধামগত চক্রপাণি প্রভুর গৃহে যাইয়া হরিকথামৃত পরিবেশনের দ্বারা সকলকে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় প্রোৎসাহিত করেন।

শ্রীসুমঙ্গল প্রভুর বিশেষ ব্যবস্থায় শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে ২২ ফেব্রুয়ারী কলিকাতা যাত্রার জন্য রিজার্ভ বাসযোগে সরভোগ হইতে রওনা হইয়া পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকার মধ্যে নিউ বঙ্গাইগাঁও ষ্টেশনে আসিয়া পেঁছেন।

সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবটীকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্য মঠরক্ষক শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীমৎ গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীজগবন্ধু দাস, শ্রীদামোদর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহরমোহন দাসাধিকারী, শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীসনৎকুমার দাস (নন্দীবাবু), শ্রীঅনিরুদ্ধ দাস (অখিল), শ্রীগৌতম দাস, শ্রীব্রহ্মবিদ্ দাসাধিকারী প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের প্রাণপণ পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

তেজপুর, গোয়ালপাড়া ও গৌহাটী মঠের রথকে সুশোভিত করণে মুখ্যভাবে সাহায্য করেন শ্রীমদন-গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ও শ্রীপ্রেম-ময় ব্রহ্মচারী। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপাল দাসাধিকারী, শ্রীউপানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীবৈকুণ্ঠ দাসাধিকারী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে সুললিত ভজন কীর্ত্তন ও নামসংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের সেবোন্মুখ-কর্ণের পরিতৃপ্তি হয়। নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা-সমূহে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী।

এবৎসর আসামের বহু নরনারী শুদ্ধভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীগৌরবিহিত ভজনে ব্রতী হইয়াছেন।

বোলপুরে ধর্ম্মসভা

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় এবারও বোলপুর মহাপ্রভুর মন্দিরে গত ১১ই ফাল্গুন (১৩৯০), ইং ২৪শে ফেব্রুয়ারী (১৯৮৪) শুক্রবার হইতে ১৩ই ফাল্গুন, ২৬৷২৷৮৪ রবিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী প্রত্যহ সন্ধ্যায় ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট সজ্জনগণের সাদর আহ্বানে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও ঐ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ— শ্রীভূধারী দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদয়ালকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকান্ত দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপাল দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরামচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম দাস ব্রহ্মচারী হাওড়া হইতে সকাল ৬৷৷ ঘটিকায় মজঃফরপুর প্যাসেঞ্জারে বোলপুর যাত্রা করেন। বেলা ১১৷৷ ঘটিকায় ট্রেনখানি বোলপুরে পেঁছিলে শ্রীপ্রণতপাল দাসাধিকারী, শ্রীরাখাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুধীর কৃষ্ণ দাসাধিকারী (আমধড়া গ্রামবাসী), শ্রীবিদ্যুৎ কুমার বসু, শ্রীসুবোধ সাহা, শ্রীগোরাচাঁদ দাসাধিকারী, শ্রীরবীন্দ্রনাথ সাহা, শ্রীঅজিত বাবু, শ্রীমধুসূদন রায় প্রমুখ স্থানীয় সজ্জন-বৃন্দ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃষভানু দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী ও কাঁচড়াপাড়ার ভক্ত শ্রীগোবিন্দ দাস প্রমুখ ভক্তবৃন্দ তাঁহাদিগকে পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীযুক্ত অজিত বাবু তাঁহার মোটর দেন। মোটর ও রিক্সা-যোগে সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহ তাঁহাদিগকে ধর্ম্মশালায় আনিয়া দ্বিতলে তাঁহাদিগের বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীপ্রণতপাল দাসাধিকারী, শ্রীসুধীরকৃষ্ণ দাসা-ধিকারী ও শ্রীরাখাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রমুখ সজ্জনগণ সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের তত্ত্বাবধান করেন। প্রথম দিবস

মধ্যাহ্নে উৎসবের ব্যবস্থা করেন—পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ মহাশয়।

২৪।২ সকাল প্রায় ৮।। ঘটিকায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির হইতে বিরাট নগর সংকীর্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া নেতাজী রোড্, উকীল পট্টি, কোর্ট প্রাঙ্গণ, কাছারী পট্টি রোড, ষ্টেশন রোড, চৌরাস্তা, শ্রীনিকেতন রোড, কলেজ রোড, শান্তিনিকেতন রোড, লালপুল, ত্রিশূলাপট্টি প্রভৃতি ভ্রমণপূর্ব্বক বেলা ১১।। ঘটিকায় শ্রীমহাপ্রভুর মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিল ব্যাণ্ডপার্টি, তৎপশ্চাৎ স্থানীয় ভক্তবৃন্দের দুইটি কীর্ত্তনপার্টি, তৎপশ্চাৎ ছিলেন শ্রীমঠের ভক্তগণের কীর্ত্তন সম্প্রদায়। পদব্রজে চলিতে অসমর্থ পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ পুরী মহারাজের জন্য একখানি রিক্সার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীমহাপ্রভুর মন্দিরে সভার অধিবেশন হয়। দিবসত্রয় পৌরোহিত্য করেন—যথাক্রমে ডাক্তার শ্রীচপল কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী—অধ্যাপক বিশ্বভারতী এবং ডক্টর শ্রীদুর্গেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—অধ্যাপক বিশ্বভারতী। বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল—যথাক্রমে—'নামসংকীর্ত্তনের সর্ব্বোত্তমতা', 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অসমোর্দ্ধ বৈশিষ্ট্য' এবং 'সনাতন ধর্ম্মের শ্রীবিগ্রহতত্ত্ব'। ভাষণ দান করেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ।

শ্রীগোলোকনাথ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীবৃষভানু দাস ব্রহ্মচারীদ্বয় কলিকাতা মঠ হইতে একসপ্তাহ পূর্ব্বে আসিয়া অধ্যাপক শ্রীসুধীর কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমার জন্য কিছু সেবানুকূল্য সংগ্রহ করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী ও ভক্ত শ্রীগোবিন্দ দাস ২৪।২ পূর্ব্বাহ্নে বোলপুরে পৌঁছান। শ্রীল তীর্থ মহারাজ পার্টিসহ ঐ দিবস প্রায় ১১।। টায় শুভাগমন করেন।

২৬।২ তারিখে মধ্যাহ্নে মহাপ্রভুর মন্দিরে প্রায় ৩ হাজার লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই দিবস পূর্ব্বাহ্নে শ্রীপ্রণতপাল প্রভুর গৃহে এবং তৎপর শ্রীমন্মথনাথ ভৌমিক মহাশয়ের গৃহে অনেকক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন ও হরিকথা হয়।

ভৌমিক মহাশয়ের দুই কন্যা জ্যোৎস্না ও গৌরী—উভয়েই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারিণী বিদুষী মহিলা হইয়াও নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল মাধব গোস্বামিপাদের শ্রীচরণাশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক জন্মৈশ্বর্য্য শ্রুতশ্রীর সকল অভিমান বিসর্জ্জন করতঃ প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত ভগবদ্ভজন করিতেছেন, তাঁহাদের—শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব সেবাচেষ্টা আদর্শস্থানীয়া।

পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভাগবত মহারাজের শিষ্য ভক্তবর শ্রীসুধীর কৃষ্ণ ঘোষ অধ্যাপক মহোদয় অত্যন্ত অসুস্থ শরীরেও শ্রীপ্রণতপাল প্রভুর গৃহে আসিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দের সাক্ষাৎকারজনিত আনন্দাতিশয্য জ্ঞাপন করেন। বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহার ভজনানন্দময় দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব বোলপুরের প্রচারকার্য্য সমাপ্ত করিয়া ২৭।২ তারিখে পার্টিসহ আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেসে কলিকাতা মঠে যাত্রা করেন। সপরিবারে প্রণতপাল প্রভু, রাখাল বাবু, সুধীর কৃষ্ণ দাসাধিকারী (আমধড়া), মধুসূদন রায়, গোরাচাঁদ, সুবোধ প্রভৃতি বহু ভক্তসজ্জন ও মহিলা বোলপুর ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিয়া বৈষ্ণবগণকে ট্রেণে উঠাইয়া দেন।

ইং ১৯৮৪ সালে শ্রীধাম মায়াপুরে ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরপূর্ণিমা তিথিবাসরে গৃহীত ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার ফল

তৃতীয় বিভাগ

১। শ্রীসুজনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমায়াপুর—ঈশোদ্যান

২। শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমায়াপুর—ঈশোদ্যান

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০ পঃ, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় ঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

চতুর্বিংশ বর্ষ—৩য় সংখ্যা

বৈশাখ, ১৩৯১

সম্পাদক সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৪শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ ১৩৯১ { ৩য় সংখ্যা
১৩ মধুসূদন, ৪৯৮ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ বৈশাখ, শনিবার, ২৮ এপ্রিল, ১৯৮৪

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ২২ পৃষ্ঠার পর]

যাঁহারা—সত্য-সত্য হরিসেবক, অনুক্ষণ হরি-সেবা-রত, তাঁহাদিগের প্রতি অসূয়া না করিয়া তাঁহাদিগের আনুগত্য করিলেই আমরা ভগবানের 'প্রসাদ' লাভ করিতে পারিব। হরিজনের প্রসাদেই হরির প্রসাদ-লাভ হয়; হরিজনের অপ্রসাদে জীবের কোনও প্রকারেই মঙ্গল-লাভ হইতে পারে না; শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন ('গুর্ব্বষ্টকে' ৮ম শ্লোকে)—

"যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥"

ভক্তের মুখেই ভগবান্ ভোজন করেন; (ব্রহ্ম-পুরাণে)—

"নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তং দৃষ্ট্বৈব স্বীকৃতং ময়া।
ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ ॥"

—এইসকল পারমার্থিক বিচার স্থূলবুদ্ধি স্মার্ত্তের দ্রব্যশুদ্ধ্যশুদ্ধিবিচারের মধ্যে আমরা আদৌ লক্ষ্য করি না। ভগবদুচ্ছিষ্ট মহা-প্রসাদ, ভগবদ্ভক্তের উচ্ছিষ্ট মহা-মহা-প্রসাদ অশুচি কুক্কুরাদি-কর্ত্তৃক পুনঃ উচ্ছিষ্টীকৃত হইলেও তাহা সমগ্র ভগবদ্‌বিমুখ অশুচি-গ্রস্ত মানব বা জীবজাতিকে পবিত্র করিতে সমর্থ; স্কন্দপুরাণে—

"কুক্কুরস্য মুখাদ্ভ্রষ্টং তদন্নং পততে যদি।
ব্রাহ্মণেনাপি ভোক্তব্যং সর্ব্বপাপাপনোদনম্ ॥"

কুক্কুরের মুখ-স্পর্শে মহা-প্রসাদ অপবিত্র হইয়া যায় না;—পতিতপাবন বস্তু কখনও স্বয়ং নিজে পতিত হইয়া যান না। এ-কথার সাক্ষ্য—শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে অনাদিকাল হইতে এখনও প্রচারিত ও বিদ্যমান। শ্রীজগন্নাথ—জগতের সর্ব্বত্র বিরাজমান এবং তাঁহার ভক্তগণ জগতের যে-স্থানেই অবস্থান করুন না কেন, জগন্নাথের প্রসাদই সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার ভক্তের প্রদত্ত মহা-প্রসাদে বা ভক্তের উচ্ছিষ্ট মহা-মহা-প্রসাদে যাঁহারা প্রাকৃত-বুদ্ধি করেন এবং প্রাকৃতবুদ্ধি-নিবন্ধন অপ্রাকৃত-বস্তুকে দেশ, কাল ও পাত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত বা খণ্ডিত বলিয়া বিচার করেন, তাঁহারা স্বল্পপুণ্যবান্ অর্থাৎ পাপাত্মা। পদ্মপুরাণ বলেন,—

'অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্ব্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।

শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকীঃ সঃ ॥"

কর্ম্মজড়মতি উৎকৃষ্ট শাব্দিক বা বৈয়াকরণ মন্ত্র বা শব্দোচ্চারণ-পূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির নিকট যে নৈবেদ্য উপস্থিত করিবার ছলনা প্রদর্শন করেন, ভগবান্ সেই বৈয়াকরণের মন্ত্রপূত প্রদত্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করেন না। তাঁহার প্রদত্ত পাচিত আতপ-তণ্ডুলের ঘৃত সংযুক্ত অন্ন, নানাবিধ সুখাদ্য ব্যঞ্জন প্রভৃতি কিছুই ভগবানের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে না। কিন্তু অধোক্ষজ-সেবোন্মুখ ভিক্ষুকের যে-কোনরূপ অন্ন যে-কোন-প্রকারেই প্রদত্ত হউক না কেন, শ্রীভগবান্ প্রীতিভরে তাহা গ্রহণ করেন।

পাছে আমাদের বিষয়কথা ও গ্রাম্যকথা থামিয়া যায়,—পাছে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ভগবান্ আমাদের স্মৃতিপথে শ্রীহরি উদিত হইয়া পড়েন, পাছে আত্মা পবিত্র হয়,—এই ভয়ে আমরা কেহ-কেহ অপ্রাকৃত মহাপ্রসাদে শ্রদ্ধাযুক্ত হইবার পরিবর্ত্তে 'উইল্‌সন্ হোটেলে'র অমেধ্য খাদ্যের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়াকেই 'গৌরবের বিষয়' বলিয়া মনে করি। আবার, কেহ-কেহ আস্তিকতার আবরণে নাস্তিকতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-তর্পণ অবাধে চালাইবার জন্য পূর্ব্বেই ভগবানকে মুখ, হস্ত, পদাদি ইন্দ্রিয়ের বিলাস প্রভৃতি হইতে বঞ্চিত ও বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য ব্যস্ত হই!—তাঁহাকে 'নিরাকার' 'নির্ব্বিশেষ' কল্পনা করিয়া নিজেরাই 'সাকার' ও 'সবিশেষ' হইয়া একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা সেই ভগবানের ভোগ্যবস্তুগুলিকে ভোগ করিবার জন্য প্রধাবিত হই! 'পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ' (শ্বেঃ উঃ ৩।১৯) —এই শ্রুতির প্রকৃত অর্থ হরিবিমুখ-মোহিনী মায়াদেবী আমাদিগকে বুঝিতে দেন না। তাই আমরা ভগবানের নিত্য অপ্রাকৃত রূপকে অক্ষজ-জ্ঞানে মাপিতে গিয়া অধঃপতিত হইয়া পড়ি! আমাদের মধ্যে কেহ-কেহ আবার—'আমরা আগে খাইব, ভগবানকে দিতে গেলে যদি আমাদের ভোগ্য গরম খাদ্যগুলি জুড়াইয়া যায়'—এরূপ কু-বিচারের অনুসরণ করিয়া ভোগের আগেই 'প্রসাদ' করিয়া বসি! কেহ কেহ আবার—'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্', (ঋক্-সং ১ম মণ্ডল, ২২শ সূক্ত, ২০শ ঋক্) 'ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে' (শ্বেঃ উঃ ৬।৮) প্রভৃতি বেদমন্ত্র মুখে কপ্‌চাইয়াও শ্রীবিষ্ণুর পরমপদে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না! পরন্তু, নির্ব্বিশেষবুদ্ধি লইয়া পঞ্চোপাসক বা চিজ্জড়সমন্বয়বাদী হইয়া পড়ি এবং বিষ্ণুকেও অন্যান্য দেবতার সহিত 'সমান' বুদ্ধি করিয়া বিষ্ণুর অপ্রসাদকেই 'প্রসাদ' বলিয়া মনে করি! কখনও বা অন্য দেবতার প্রসাদ আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের অধিকতর অনুকূল জানিয়া তাহাতেই আসক্ত হই! তখন শাস্ত্রের বাক্য আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না; (পদ্মপুরাণে)—

'বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥'

সকল-জগতের সকল-বস্তুর একচ্ছত্র মালিক শ্রীভগবানেরও মালিক আবার—'তদীয়' বৈষ্ণব। বৈষ্ণবের চিত্তবৃত্তি কিরূপ ?—(ভাঃ ১০।১৪।৮)

'তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো
ভুঞ্জান এবাত্ম-কৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্‌বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত
যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥'

'ভগবান্ যাহা করেন, তাহা আমাদের মঙ্গলের জন্যই করেন'—এই সত্য ভুলিয়া গিয়া—এই বিশ্বাস ছাড়িয়া দিয়া আমরা বিপদে পতিত হই। সুতরাং যাঁহারা—ভগবদনুগ্রহপ্রাপ্ত, তাঁহাদের প্রসাদই যেন আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু হয়; সেই ভগবৎপ্রসাদলব্ধ মহাজনগণের চরণে আমি প্রণত হই।

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

[শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

ভগবচ্ছক্তি কার্য্যেষু ত্রিবিধেষু স্বশক্তিমান্ ।
বিলসন্ বর্ত্ততে কৃষ্ণশ্চিজ্জীবমায়িকেষু চ ॥

বেদান্ত হইতে অদ্বৈতবাদ ও সাংখ্য হইতে প্রকৃতিবাদ, এই দুইটী তর্ক বহুদিবস হইতে চলিয়া আসিতেছে। অদ্বৈতবাদটী পুনরায় বিবর্ত্তবাদ ও মায়াবাদরূপে দ্বিবিধ হইয়াছে। ঐ সকল মতবাদীরা, কেহ জগৎকে ব্রহ্ম পরিণাম, কেহ জগৎকে মিথ্যা, কেহ জগৎকে অনাদি প্রকৃতিপ্রসূত বলিয়া স্থাপন করিবার যত্ন পাইয়াছেন। কিন্তু সারগ্রাহীগণ বলেন যে, ভগবান কৃষ্ণ সমস্ত কার্য্যকরণ হইতে ভিন্ন, অথচ নিজ অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা শক্তির ত্রিবিধ কার্য্য অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ, জৈব ও মায়িক কার্য্যে বিলাসবান্ ও বিরাজমান আছেন।

চিৎকার্য্যেষু স্বয়ং কৃষ্ণো জীবে তু পরমাত্মকঃ ।
জড়ে যজ্ঞেশ্বরঃ পূজ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদঃ ॥

চিৎকার্য্যসকলে কৃষ্ণ স্বয়ং, জীবকার্য্যে পরমাত্মারূপে এবং জড়জগতে যজ্ঞেশ্বরস্বরূপে পূজ্য হয়েন। সমস্ত কর্ম্মের ফলদাতাই তিনি।

সর্ব্বাংশী সর্ব্বরূপী চ সর্ব্বাবতারবীজ কঃ ।
কৃষ্ণস্তু ভগবান্ সাক্ষান্ন তস্মাৎ পরএব হি ॥

চিদংশরূপে যে সকল স্বরূপ বর্ত্তমান হন এবং ভিন্নাংশরূপে যে সকল জীবনিচয় সৃষ্ট হইয়াছে, সে সকলই কৃষ্ণশক্তির পরিণতি, অতএব শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাংশী। তাঁহার শক্তি ব্যতীত কাহারও প্রকাশ নাই, অতএব তিনি সর্ব্বরূপী। সমস্ত ভগবদাবির্ভাবই তাঁহা হইতে, অতএব তিনি সর্ব্বাবতারবীজ। শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ ভগবান। তাঁহা অপেক্ষা পরতত্ত্ব আর নাই।

অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্নঃ স কৃষ্ণঃ করুণাময়ঃ ।
মায়াবদ্ধস্য জীবস্য ক্ষেমায় যত্নবান্ সদা ॥

সেই কৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ও করুণাময়। স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন করতঃ যে সকল জীবেরা মায়াবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের মঙ্গলসাধনে তিনি সর্ব্বদা যত্নবান্।

যদ্‌যদ্ভাবগতো জীবস্তত্তদ্ভাবগতো হরিঃ ।
অবতীর্ণঃ স্বশক্ত্যা স ক্রীড়তীব জনৈঃ সহ ॥

মায়াবদ্ধ জীব যে যে ভাব প্রাপ্ত হইয়া যে যে স্বরূপ পাইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার প্রাপ্তভাব স্বীকার করতঃ নিজ অচিন্ত্যশক্তির দ্বারা তাহার সহিত আধ্যাত্মিকরূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন।

মৎস্যেষু মৎস্যভাবো হি কচ্ছপে কূর্ম্মরূপকঃ ।
মেরুদণ্ডযুতে জীবে বরাহভাববান্ হরিঃ ॥

জীব যখন মৎস্যাবস্থা প্রাপ্ত, ভগবান্ তখন মৎস্যাবতার। মৎস্য নির্দ্দণ্ড, নির্দ্দণ্ডতা ক্রমশঃ বজ্রদণ্ডাবস্থা হইলে কূর্ম্মাবতার, বজ্রদণ্ড ক্রমশঃ মেরুদণ্ড হইলে বরাহ-অবতার হন।

নৃসিংহো মধ্যভাবো হি বামনঃ ক্ষুদ্রমানবে ।
ভার্গবোঽসভ্যবর্গেষু সভ্যে দাশরথিস্তথা ॥

নরপশুভাবগত জীবে নৃসিংহাবতার, ক্ষুদ্রমানবে বামনাবতার, মানবের অসভ্যাবস্থায় পরশুরাম, সভ্যাবস্থায় রামচন্দ্র।

সর্ব্ববিজ্ঞানসম্পন্নে কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং ।
তর্কনিষ্ঠনরে বুদ্ধো নাস্তিকে কল্কিরেব চ ॥

মানবের সর্ব্ববিজ্ঞানসম্পত্তি হইলে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হন। মানব তর্কনিষ্ঠ হইলে ভগবদ্ভাব বুদ্ধ এবং নাস্তিক হইলে কল্কি, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

অবতারা হরের্ভাবাঃ ক্রমোর্দ্ধগতিমদ্ধৃদি ।
ন তেষাং জন্ম কর্ম্মাদৌ প্রপঞ্চো বর্ত্ততে ক্বচিৎ ॥

জীবের ক্রমোন্নত হৃদয়ে যে সকল ভগবদ্ভাবের উদয়, কালে কালে দৃষ্ট হইয়াছে, সে সকলই অবতার, সেই সকল ভাবের উৎপত্তি ও কার্য্য সকলে প্রাপঞ্চিকত্ব নাই।

জীবানাং ক্রমভাবানাং লক্ষণানাং বিচারতঃ ।
কালো বিভজ্যতে শাস্ত্রে দশধা ঋষিভিঃ পৃথক্ ॥

তত্তৎকালগতো ভাবঃ কৃষ্ণস্য লক্ষ্যতে হি যঃ।
সএব কথ্যতে বিজ্ঞৈরবতারো হরেঃ কিল ॥

ঋষিরা জীবগণের উন্নতির ইতিহাস আলোচনা করতঃ ঐতিহাসিক কালকে দশ ভাগে বিভাগ করিয়াছেন। যে যে সময়ে একটী একটী অবস্থান্তর লক্ষণ, রূঢ়রূপে লক্ষিত হইয়াছে, সেই সেই কালের উন্নতভাবকে অবতার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

কেনচিত্তজ্যতে কালশ্চতুর্ব্বিংশতিধা বিদা।
অষ্টাদশবিভাগে বা চাবতারবিভাগশঃ ॥

কোন কোন পণ্ডিতেরা কালকে চব্বিশভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—কেহ কেহ অষ্টাদশ ভাগ করিয়া তৎসংখ্যক অবতার নিরূপণ করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

কলিযুগধর্ম্ম—নামসংকীর্ত্তন

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দর কলিযুগে কলিকলুষবিনাশী ষোলনাম বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্র শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া জানাইয়া তাহা স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক প্রচার করিয়াছেন। নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস—শ্রীস্বরূপ দামোদর—শ্রীরায় রামানন্দ—শ্রীরূপ—শ্রীসনাতন—শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী—শ্রীল শ্রীজীবাদি অন্তরঙ্গ পার্ষদবৃন্দও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই আচার-প্রচারাদর্শ অনুসরণ করিবার আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। অতঃপর পারম্পর্য্যক্রমে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং গুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদও সেই মহদাদর্শ অনুসরণের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আমাদিগকে তদনুসরণের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন।

প্রামাণিক মহাজন শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"নামবিনু কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।"

—চৈঃ চঃ আঃ ৩।৭৭

"নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্ব মন্ত্রসার নাম—এই শাস্ত্রমর্ম্ম ॥"

—চৈঃ চঃ আঃ ৭।৭৪

"হর্ষে প্রভু কহেন—শুন স্বরূপ রামরায়।
নাম সংকীর্ত্তন—কলৌ পরম উপায় ॥
সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন।
সেইত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০।৮-৯

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্ববঙ্গে পদ্মাবতীতীরে বিদ্যাবিলাসকালে শ্রীতপন মিশ্র নামক এক সারগ্রাহী সুকৃতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নিরূপণ করিতে না পারিয়া বড়ই উদ্বেগের সহিত কালযাপন করিতেছিলেন। সাধ্যসাধন-তত্ত্ববিৎ কোন উপযুক্ত আচার্য্যের সাক্ষাৎকারাভাবে সর্ব্বদা সংশয়োদ্বেলিত চিত্তে দিবারাত্র নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করেন, কিন্তু সাধনাঙ্গ জ্ঞানাভাবে চিত্তে কিছুতেই শান্তি পান না। এইরূপে শ্রীভগবৎপাদপদ্মে আর্ত্তি জানাইতে জানাইতে সেই ভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণ একদিন রাত্রিশেষে এক সুস্বপ্ন দেখিলেন—এক দেবতা মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন—"ব্রাহ্মণ তুমি আর চিন্তা করিও না, মন স্থির কর। সম্প্রতি শ্রীভাগীরথীর পূর্ব্বতটস্থিত শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে যে শ্রীনিমাই পণ্ডিত পূর্ব্ববঙ্গে শুভাগমন করিয়াছেন, তুমি অবিলম্বে তাঁহার নিকট গমন কর, তিনিই তোমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত সাধ্য-সাধনতত্ত্ব নিরূপণ করিয়া দিয়া তোমার বাঞ্ছা পূরণ করিবেন। তিনি সাধারণ মনুষ্য নহেন, নরাকৃতি সাক্ষাৎ পরংব্রহ্মতত্ত্ব। জগদুদ্ধারার্থ নররূপ

ধারণ করিয়া লীলা করিতেছেন। বেদগোপ্য এসকল কথা এখন ব্যক্ত করিও না।"

ব্রাহ্মণকে এই কথা বলিয়া সেই দেবতা অন্তর্হিত হইলেন। ব্রাহ্মণ জাগ্রত হইয়া সুস্বপ্ন স্মরণ করিতে করিতে কাঁদিতে লাগিলেন এবং ক্ষণমাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া পরম ভক্তিভরে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার শ্রীচরণসান্নিধ্যে উপনীত হইলেন। দেখিলেন— শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার পূর্ব্বক বসিয়া আছেন। ব্রাহ্মণ প্রভুপাদপদ্মে দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক সর্ব্বসমক্ষে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিতে লাগিলেন—প্রভো! আমি নিতান্ত দীনহীন ব্যক্তি, কৃপাদৃষ্টিপাতে এ দীনাধমের সংসার মোচন করুন। আমি বহু কালাবধি সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নির্ণয়ে অসমর্থ হইতেছি, জড় বিষয়সুখাদিতে আমার চিত্ত আর সতৃষ্ণ হইতেছে না, কিসে আমার চিত্তপ্রসাদ লাভ হয়, তাহা কৃপাপূর্ব্বক উপদেশ করুন—

"সাধ্য সাধনতত্ত্ব কিছুই না জানি।
কৃপাকরি' আমা প্রতি কহিবা আপনি॥
বিষয়াদি-সুখ মোর চিত্তে নাহি ভায়।
কিসে জুড়াইবে প্রাণ, কহ দয়াময়॥"

—চৈঃ ভাঃ আ ১৪।১৩০-১৩১

বিপ্রের নিষ্কপট আর্ত্তি শ্রবণে তুষ্ট হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিতে লাগিলেন—হে বিপ্র, তোমার ভাগ্যের কথা আর কি বলিব? তুমি কৃষ্ণভজন করিতে চাহিতেছ, ইহা অপেক্ষা মনুষ্যজীবনে উত্তমশ্রেয়ঃ আর কি হইতে পারে? শ্রীভগবান্ প্রতিযুগে অবতীর্ণ হইয়া চারিযুগের চারিধর্ম্ম স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সত্যে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চ্চন এবং কলি-যুগে নামসংকীর্ত্তন-দ্বারা তাঁহার আরাধনা হইয়া থাকে।

"কলিযুগধর্ম্ম হয় নামসংকীর্ত্তন।
চারিযুগে চারিধর্ম্ম জীবের কারণ॥"

সত্যে তিনি শুক্লবর্ণ জটাবল্কলধারী চতুর্ভুজ ব্রহ্মচারিরূপে, ত্রেতায় রক্তবর্ণ স্রুক্স্রুবাদি যজ্ঞচিহ্ন-সমন্বিত বেদত্রয়ী প্রতিপাদিত চতুর্ভুজ রূপে, দ্বাপরে পীতবসন চক্রাদি আয়ুধধারী শ্রীবৎস চিহ্ন ও কৌস্তু-ভাদিলক্ষণ ভূষিত বাসুদেব কৃষ্ণরূপে এবং কলিতে কৃষ্ণকীর্ত্তন পরায়ণ— কৃষ্ণোপদেষ্টা অঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদ সমন্বিত অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর রূপে আবির্ভূত হন। কলিতে বিবিধ তন্ত্র অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিক বিধানা-নুসারে নাম-সংকীর্ত্তনযজ্ঞ দ্বারা তাঁহার আরাধনাই পরম প্রশস্ত। যদিও অর্চ্চনাদি অন্যপ্রকার বিধান দ্বারা কেহ তাঁহার আরাধনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলেও সর্ব্বমুখ্য কীর্ত্তনাখ্যাভক্তি সহকারে তাঁহার আরাধনা করিতে হইবে—যদ্যপি অন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিসংযোগে-নৈব (তৎকর্ত্তব্যা)। 'সত্যে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চ্চন-দ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিতে এক-মাত্র শ্রীহরির নাম-সংকীর্ত্তন হইতেই তৎসমুদয় ফল লাভ হইয়া থাকে।' (ভাঃ ১২।৩।৫২ শ্লোক দ্রষ্টব্য)

"অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
শুন বিপ্র, কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ, তাঁর মহাভাগ্য॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটিনাটি পরিহরি' একান্ত হইয়া॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥

(বৃহন্নারদীয় পুরাণেও দেবর্ষি নারদ-বাক্য—)

'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥'
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥'
এই শ্লোক নাম বলি' লয় মহামন্ত্র।
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র॥
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে।
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানিবা সে তবে॥"

—চৈঃ ভাঃ আ ১৪।১৩৬-১৪৭ দ্রষ্টব্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপে মিশ্রবরকে শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র-কীর্ত্তনরূপ অভিধেয় বা সাধনাঙ্গ অনুশীলন-ক্রমে প্রেমাঙ্কুর ভাবভক্তি ও ক্রমশঃ প্রেমরূপ প্রয়োজন সিদ্ধি লাভের কথা জানাইলেন। মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-

নিঃসৃত উপদেশামৃত পান করতঃ বিপ্রবর তৎপাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ বহুতর প্রণতি জ্ঞাপন করিলেন। মিশ্র মহাপ্রভুর সঙ্গে অবস্থানের প্রার্থনা জানাইলে মহাপ্রভু তাঁহাকে শীঘ্র বারাণসীধামে গমন করিতে বলিয়া কহিলেন—

'তথাই আমার সঙ্গে হইবে মিলন।
কহিব সকলতত্ত্ব সাধ্য সাধন ॥'

—চৈঃ ভাঃ আ ১৪।১৫০

অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু শীঘ্রই কাশীতে যাইবেন, মিশ্র তথায় গমন করিলে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকার লাভ করিবেন। মহাপ্রভু সেখানে শ্রীসনাতন-শিক্ষাকালে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণন করিবেন, মিশ্রবরের তচ্ছ্রবণের সৌভাগ্য লাভ হইবে। এই মিশ্রবরই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর পিতৃদেব। মহাপ্রভু প্রীতিভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন দান করিলে মিশ্রের অঙ্গ প্রেম-পুলকিত হইল, মিশ্র পরানন্দ সুখ প্রাপ্ত হইলেন।

মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম হইতে বিদায় গ্রহণকালে মিশ্রবর মহাপ্রভুর চরণ ধরিয়া গোপনে তাঁহার সুস্বপ্ন-বৃত্তান্ত কহিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে গুপ্তকথা ব্যক্ত করিতে পুনঃ পুনঃ সযত্নে নিষেধ করিয়া দিলেন। কলিতে শ্রীভগবান্ ছন্নাবতার বলিয়া স্বস্ব রূপ গোপন করিতে চাহিলেও ভক্ত তাহা ধরিয়া ফেলেন। আবার স্কন্দপুরাণে কথিত আছে—

আনন্দরূপং দৃষ্ট্বাপি লোকো ভৌতিকমেব তু।
মন্যতে বিষ্ণুরূপং চ অহো ভ্রান্তির্বহুস্থিতা ॥

অর্থাৎ মায়ামূঢ় লোক শ্রীবিষ্ণুর (সৎ, চিৎ ও) আনন্দময় স্বরূপকে দেখিয়াও 'ভৌতিক' বলিয়া মনে করে। অহো, বহু লোকের কিরূপ ভ্রান্তি।

ঐ স্কান্দবাক্যটি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ ভাঃ ৩।২।১৩ শ্লোকের তৎকৃত 'ভাগবত-তাৎপর্য্য' নামক টীকায় উদ্ধার করিয়াছেন।

যাহা হউক, শ্রীমন্মহাপ্রভু যে শ্রীনাম উপদেশ করিয়াছেন, সেই নামের চরণে অপরাধ থাকিলে নামের অসংখ্যবার শ্রবণকীর্তন সত্ত্বেও কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেমধন লাভ হয় না। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

"বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তবু ত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥"

* * *

"এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদকম্পপুলকাদি গদ্‌গদাশ্রুধার ॥
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন ॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার ॥
তবে জানি, অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর ॥"

এক্ষেত্রে উপায় কি ? পরমদয়াল শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী কহিতেছেন—কৃষ্ণনামে অপরাধের বিচার থাকিলেও সেই মাধুর্য্যপ্রধান ঔদার্য্যলীল শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্যলীল গৌরাবতারের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার ভজন ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই—

"চৈতন্যনিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার ॥"

—চৈঃ চঃ আ ৮।৩১-৩২

অজ্ঞ ব্যক্তিগণ মনে করেন, শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ বুঝি অপরাধ থাকিতেই প্রেম দেন, তাহা নহে। তাঁহারা অপরাধের প্রশ্রয়দাতা কখনই নহেন। তবে মহাবদান্য শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সর্ব্বশক্তিচক্রবর্ত্তিনী কৃপাশক্তির এমনই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী-শক্তি যে, তাঁহাদের অশোক অভয় অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্মে নিষ্কপট শরণাগত ব্যক্তির অপরাধসকল অতি শীঘ্রই প্রশমিত হইয়া যায়। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার অমৃত-প্রবাহ ভাষ্যে লিখিতেছেন—

"যদি কেহ চৈতন্য নিত্যানন্দকে শ্রদ্ধা করিয়া আশ্রয় করেন, তাহা হইলে তাঁহার ক্ষণকালেই পূর্ব্বাপরাধ সকল মার্জ্জিত হয় এবং তাঁহার মুখে কৃষ্ণনামের উদয় হইতে হইতেই তিনি প্রেম দেন।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদপ্রবর শ্রীস্বরূপ-রামরায়ের কণ্ঠ ধারণ করিয়া যে নাম-সঙ্কীর্ত্তনকে

পরম উপায় বলিয়া জানাইয়াছিলেন, সেই নাম কিভাবে গ্রহণ করিলে শীঘ্র শীঘ্র প্রেমোদয় সম্ভব হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে নিজেই বলিয়াছেন—

"যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজায়।
তাহার লক্ষণ শ্লোক শুন স্বরূপ রামরায়॥
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥
উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুইপ্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেও কিছু না বোলয়।
শুকাঞা মৈলেও কারে পানী না মাগয়॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয়॥"

—চৈঃ চঃ অ ২০।২০-২৬

শ্রীভগবানের অনন্তনাম, অনন্তশক্তিমান্ তিনি তাঁহার নামেও অনন্তশক্তি অর্পণ করিয়াছেন। আর সেই নাম গ্রহণে কোন কালাকালও বিচার করেন নাই। তাঁহার এমনই করুণা, আর আমার এমনই দুর্দ্দৈব যে সেই নামে আমার একটুও অনুরাগ হইতেছে না। দশ অপরাধই ঐ দুর্দ্দৈব। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—

(১) সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্ বিগর্হাম্।
(২) শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥
(৩) গুরোরবজ্ঞা, (৪) শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনম্।
(৫) তথার্থবাদো, (৬) হরিনাম্নি কল্পনম্॥
(৭) নাম্নোবলাদ্ যস্য হি পাপ-বুদ্ধিঃ।
র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥
(৮) ধর্ম্ম-ব্রত-ত্যাগ-হুতাদি সর্ব্ব শুভক্রিয়া সাম্যমপি প্রমাদঃ॥
(৯) অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি।
যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ॥
(১০) শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতো নরঃ।
অহং মমাদি পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ॥

অর্থাৎ "সাধুবর্গের নিন্দা নামের নিকট পরম অপরাধ বিস্তার করে। যে সকল নামপরায়ণ সাধু হইতে জগতে কৃষ্ণনামমাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ হন, শ্রীনাম সেই সকল সাধুনিন্দা কিপ্রকারে সহ্য করিবেন? (২) এই সংসারে মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদিতে যে ব্যক্তি বুদ্ধিদ্বারা পরস্পর ভেদ দর্শন করে অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা—নামি শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্ন, এইরূপ মনে করে, অথবা শিবাদি দেবতাকে বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র বা সমান জ্ঞান করে, তাহার সেই হরিনাম (নামাপরাধ) নিশ্চয়ই অহিতকর। (৩) যে ব্যক্তি নামতত্ত্ববিদ্ গুরুতে প্রাকৃতবুদ্ধি, (৪) বেদ ও তদনুগ সাত্বত পুরাণাদির নিন্দা, (৫) হরিনাম-মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি, (৬) ভগবন্নাম সকলকে কল্পিত মনে করে বা হরিনামের অর্থান্তর কল্পনা করে, (৭) যাহার নামবলে পাপাচরণে প্রবৃত্তি হয়, বহু যম, নিয়ম, ধ্যানধারণাদি কৃত্রিম যোগপ্রক্রিয়াদ্বারাও তাহার নিশ্চয়ই শুদ্ধি ঘটে না। (৮) ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ, হোমাদি—এই সকল প্রাকৃত শুভকর্ম্মের সহিত অপ্রাকৃত নামকে সমান জ্ঞান করাও অনবধানতা। (৯) শ্রদ্ধাহীন, নাম শ্রবণে বিমুখ ব্যক্তিকে যেসকল উপদেশপ্রদান, তাহাও মঙ্গলপ্রদ নামের নিকট অপরাধ বলিয়া গণ্য। (১০) যে ব্যক্তি নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও 'আমি' ও 'আমার'— এইরূপ দেহাত্মবোধযুক্ত হইয়া তাঁহাতে প্রীতি বা অনুরাগ প্রদর্শন করে না, সে ব্যক্তিও নামাপরাধী।

"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥"

অর্থাৎ নামাপরাধিগণের অপরাধ নামই হরণ করেন। অবিশ্রান্ত অর্থাৎ নিরন্তর কীর্ত্তিত হইলেই কৃষ্ণনামে প্রেমরূপ প্রয়োজন লাভ হয়।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই 'নিরন্তর' শব্দের ব্যাখ্যায় জানাইতেছেন—'অন্তর' অর্থাৎ ব্যবধান যাহাতে নাই, অন্তর বা ব্যবধান—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও শৈথিল্যরূপ চেতনবৃত্তি-চালন-রাহিত্য অর্থাৎ জাড্য; যথা শ্রীরূপ প্রভু (ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব বিঃ ১ম লঃ)— 'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥' অথবা 'অন্তর'-শব্দে দেহ (ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি), দ্রবিণ (অশুক্ল অর্থ সংগ্রহ-চেষ্টা), জনতা (অসৎসঙ্গ বা দুঃসঙ্গ),

লোভ (জিহ্বালাম্পট্য বা লৌল্য) এবং পাষণ্ডতা (বিষ্ণুবিগ্রহে শিলা, কাষ্ঠ, স্বর্ণ, পিত্তল প্রভৃতি ধাতু-বুদ্ধি, গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতি বা পার্থিব বুদ্ধি, বিষ্ণুবৈষ্ণবের পাদোদকে সামান্য জল বুদ্ধি, বিষ্ণুর নামমন্ত্রে বা সদ্‌গুরুদত্ত নামে জাগতিক শব্দসামান্য বুদ্ধি, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুতে বা বিষ্ণুপরতত্ত্ব স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণে এবং তাঁহাদের স্ব স্ব শক্তিবর্গকে অপর ত্রিগুণাশ্রিত দেবতাবৃন্দের সহিত সমবুদ্ধি, ফলতঃ অনাত্মা বা অচিৎ এর আশ্রয়ে অথবা অচিৎ হইতে আত্মা বা চেতনের উপলব্ধি চেষ্টা, কিংবা অপ্রাকৃত বাস্তব বস্তুকে প্রাকৃত, খণ্ড, ইন্দ্রিয়পরিমেয় বস্তুর সম-পর্য্যায়ে জ্ঞান, অথবা অপর কথায় বলিতে গেলে দ্বৈত-বুদ্ধিতে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে অনাত্মীয় বলিয়া জ্ঞান —এই সমস্তই অপরাধের জনক। ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবপ্রভুর উক্তি (২৬৫ সংখ্যায়)— 'নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতম্ ইত্যাদৌ দেহদ্রবিণাদি নিমিত্তক 'পাষণ্ড' শব্দেন চ দশ অপরাধা লক্ষ্যন্তে পাষণ্ডময়ত্বাৎ তেষাম্।'

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।৭২ অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (১১শ বিঃ, ২৮৯ শ্লোক) উপরিউক্ত নামৈকং শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে—

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষণ্ড মধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥

অর্থাৎ "যাঁহার মুখে একটি হরিনাম উদিত, স্মরণপথগত বা শ্রোত্রমূল প্রাপ্ত হয়, তাহা শুদ্ধবর্ণেই উক্ত হউক বা ব্যবধানযুক্ত অশুদ্ধবর্ণেই উক্ত হউক, ব্যবধানরহিতই হউক অথবা খণ্ডোচ্চারিতই হউক, নামগ্রহীতাকে অবশ্যই উদ্ধার করিবে। হে বিপ্র, নামের এইরূপ মাহাত্ম্য বটে, কিন্তু যদি সেই নামাক্ষর দেহ, দ্রবিণ, জনতা, লোভ ইত্যাদি পাষাণস্বরূপ অপ-রাধ মধ্যে পতিত হয়, তাহা হইলে শীঘ্র ফলজনক হয় না অর্থাৎ নামাপরাধ নিবৃত্তির যে উপায় আছে, তাহা অবলম্বন না করিলে নামাপরাধ দূর হয় না।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ

কলিযুগধর্ম্মই যখন নামসংকীর্ত্তন, তখন কিভাবে সেই নাম গ্রহণ করিলে প্রেমরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, তাহা সর্ব্বক্ষণ বিশেষ যত্নসহকারে আলোচনা করিতে হইবে। দশ অপরাধ শূন্য হইয়া নাম গ্রহণ করিবার জন্য আমাদিগকে প্রাণপণ যত্ন করিতে হইবে। নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ কথা সর্ব্ব-প্রযত্নে আলোচ্য। সম্বন্ধজ্ঞান-সহ অপরাধশূন্য নামই শুদ্ধ নাম, সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় এখনও হয় নাই, অথচ অপরাধ নাই, এমতাবস্থায় যে নাম গ্রহণ, তাহাই নামসূর্য্যোদয়ের প্রাগবস্থা—নামাভাস। এই নামা-ভাসেও মহাপাতক ধ্বান্তরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিতেছেন—

নামাভাস হৈতে হয় সর্ব্বপাপক্ষয়।
নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয়॥

নামাভাসের ফলে মুক্তিলাভ হয়। শুদ্ধনামোদয়ে প্রেমরূপ প্রয়োজনসিদ্ধি লাভ করা যায়।

ব্রহ্মস্তুতি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ২৯ পৃষ্ঠার পর]

পশ্যেশ মেহনার্য্যমনন্ত আদ্যে
পরাত্মনি ত্বয্যপি মায়িমায়িনি।
মায়াং বিতত্যেক্ষিতুমাত্মবৈভবং
হ্যহং কিয়ানৈচ্ছমিবার্চিরগ্নৌ॥ ৯॥

অনুবাদ—হে প্রভো, আমার অন্যায় আচরণ দেখুন, কারণ আমি মায়াবিগণেরও মোহজনক অনন্ত আদিপুরুষ পরমাত্মরূপী আপনার প্রতি নিজ মায়া বিস্তার করিয়া ভবদীয় ঐশ্বর্য্য দর্শনে অভিলাষী হইয়াছিলাম। অহো! অগ্নি হইতে উদ্ভূত অগ্নিজ্বালা যেরূপ অগ্নির প্রতি নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, আপনা হইতে উদ্ভূত আমিও তদ্রূপ আপনার প্রতি প্রভাব বিস্তার করিতে বিন্দুমাত্র সমর্থ নহি॥ ৯॥

বিশ্বনাথ টীকা—অহন্তু ভক্তিলেশমপি ন কুর্ব্বে প্রত্যুতাপরাধপুঞ্জমেবেতি সানুতাপমাহ—পশ্যেতি। হে ঈশ, মে অনার্য্যং আর্য্যঃ সুজনো বিজ্ঞশ্চ তস্য ভাব আর্য্যং তদ্বিপরীতমনার্য্যং দৌর্জন্যং মৌঢ্যঞ্চ পশ্যেত্যবধায় সমুচিতং দণ্ডং ক্ষমাং বা কুরুষ্বান্যথা মাদৃশানাং দৌর্জন্যমৌঢ্যে এব বর্দ্ধিষ্যেতে ইতি ভাবঃ। কিং তদ্দৌর্জন্যং মৌঢ্যঞ্চেত্যত আহ—আদ্যে স্বকারণত্বাৎ পিতরি তত্রাপি ত্বয়ি সুখেন সহচরৈঃ সহ ভুঞ্জান এবেতি দৌর্জন্যম্। অনন্তেঽপরিচ্ছিন্নৈশ্বর্য্যে পরাত্মনি আত্মনোঽপ্যাত্মনীতি মূঢ়ত্বম্। মায়িমায়িনীতি পরমমূঢ়ত্বম্। এবম্ভূতেঽপি ত্বয়ি মায়াং প্রসার্য আত্মৈশ্বর্য্যমীক্ষিতুমহমৈচ্ছং হি অহো অহং ত্বয়ি কিয়ান্ কিম্পরিমাণকঃ অর্চ্চির্জ্বালা যথা মহাগ্নেরুদ্ভূয় তমেব দগ্ধুমিচ্ছেৎ॥ ৯॥

টীকার ব্যাখ্যা—'আমি ভক্তির লেশমাত্রও করি না, প্রত্যুত (বিপরীত ভাবে) অপরাধপুঞ্জই করিয়াছি' ইহা অনুতাপের সহিত বলিতেছেন 'পশ্য' ইতি। 'হে ঈশ!' আমার 'অনার্য্য', 'আর্য্য' সুজন ও বিজ্ঞ, তাহার ভাব আর্য্য, তাহার বিপরীত দৌর্জন্য ও মৌঢ্য (মূর্খতা), 'পশ্য' ইহা নিশ্চয় করিয়া দণ্ড বা ক্ষমা করুন। অন্যথা আমাদের মত দেবগণের দৌর্জন্য ও মৌঢ্য বর্দ্ধিত হইবে, এই ভাব। কি সেই দুর্জনতা ও মূঢ়তা, ইহার উত্তরে বলিতেছেন 'আদ্যে' নিজের কারণ এই হেতু পিতা, তাহাতেও 'ত্বয়ি' সুখে সহচরগণের সহিত ভোজনকারী আপনাতে, ইহা দৌর্জন্য। 'অনন্ত' অসীম যাঁহার ঐশ্বর্য্য, 'পরাত্মনি' আত্মার ও আত্মায়, ইহা মূঢ়তা। 'মায়ি মায়িনি' (মায়াবিগণেরও মোহকারীতে) ইহা অতিশয় মূর্খতা। এইরূপ আপনাতেও 'মায়া' 'প্রসারিত' করিয়া, 'আত্মবৈভবং' নিজের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিতে আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম। অহো 'অহং কিয়ান্' আমি (আপনার নিকট) কি পরিমাণ (কতটুকু), যেমন 'অর্চ্চিঃ' জ্বালা, মহা অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহাকেই দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করে॥ ৯॥

> অতঃ ক্ষমস্বাচ্যুত মে রজোভুবো
> হ্যজানতস্ত্বৎপৃথগীশমানিনঃ।
> অজাবলেপান্ধতমোঽন্ধচক্ষুষ
> এষোঽনুকম্প্যো ময়ি নাথবানিতি॥ ১০॥

অনুবাদ—হে অচ্যুত, আমি রজোগুণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্বভাবতঃই অজ্ঞান এবং স্বতন্ত্র ঈশ্বরাভিমানী, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া অহঙ্কারে আমার নেত্র অন্ধীভূত। অতএব "এই ব্রহ্মা আমার আজ্ঞাধীন ভৃত্য ও দয়ার পাত্র" এরূপ মনে করিয়া ক্ষমা করুন॥ ১০॥

বিশ্বনাথ টীকা—দৌর্জন্যোচিতস্য দণ্ডস্য মৌঢ্যোচিতায়াঃ ক্ষমায়াশ্চসম্ভবেঽপি মহাকৃপালোস্তব ক্ষমৈবোচিতেত্যাহ—অত ইতি। হে অচ্যুত, যতস্ত্বং মহাকৃপালুত্বাদিগুণেভ্যশ্চ্যুতিরহিতঃ অহঞ্চ মহানীচঃ অতো মমাপরাধং ক্ষমস্ব "নীচে দয়াধিকে স্পর্দ্ধে"তি নীতেরিতি ভাবঃ। মহানীচত্বমাহ, রজোভুবঃ শ্লেষেণ রজসো ধূলেঃ পুত্রস্য অত এবাজ্ঞস্য অতএব ত্বত্তঃ পৃথগেব ঈদৃশোঽহমিত্যভিমানবতঃ। ঈশমানিত্বং বিবৃণোতি। অজাবলেপঃ অজন্যত্বমদ এবান্ধতমঃ সমাসান্তাভাব আর্ষঃ তেনান্ধানি চক্ষূংষি যস্য। তেন ময়ি ত্বৎকারুণ্যচন্দ্রোদয়েনৈব মদ্গর্ব্বতমস্যপহৃতে সতি ত্বং দৃশ্যো ভবিষ্যসি নান্যথেতি ভাবঃ; কেন বিচারেণ ক্ষমে ইতি চেত্তত্রাহ—এষ ব্রহ্মা অনুকম্প্যো মদনুকম্পার্হঃ যতোঽন্যত্র নাথত্বাভিমানবানপি ময়ি তু নাথবান্ দাস এব। যদ্বা, মৌঢ্যান্ময্যপি স্বাতন্ত্র্যং কুর্ব্বন্নপি বস্তুতো মন্মায়াধীনত্বাৎ অধীন এবেতি মত্বা। "পরতন্ত্রঃ পরাধীনঃ পরবান্নাথবানপী"ত্যমরঃ॥ ১০॥

টীকার ব্যাখ্যা—'দুর্জনতার উচিত দণ্ড এবং মূঢ়তার উচিত ক্ষমার সম্ভবেও মহাকৃপালু আপনার ক্ষমাই উচিত' ইহা বলিতেছেন 'অতঃ' ইতি। হে 'অচ্যুত'! যেহেতু আপনি মহাকৃপালুতা প্রভৃতি গুণসমূহ হইতে চ্যুতি রহিত, এবং আমি মহানীচ, 'অতঃ' এই কারণে আমার অপরাধ 'ক্ষমস্ব' ক্ষমা করুন। কারণ, 'নীচের প্রতি দয়া, অধিকের প্রতি স্পর্দ্ধা ইহা নীতি' এই ভাব। মহানীচতা বলিতেছেন 'রজোভুবঃ' (রজোগুণ হইতে আমার উৎপত্তি) শ্লেষে 'রজসঃ' ধূলির পুত্রের, অতএব 'অজানতঃ' অজ্ঞের, অতএব 'ত্বৎ' (আপনা হইতে) 'পৃথক্-ঈশমানিনঃ' 'পৃথক্ই ঈশ্বর আমি' এই প্রকার অভিমানকারী। ঈশমানিত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন 'অজাবলেপ' ইতি। 'অজ-অবলেপ' 'অজন্য' এই গর্ব্বই 'অন্ধতমঃ' (গাঢ় অন্ধকার), 'সমাসান্তের (অৎ প্রত্যয়ের) অভাব আর্ষ। তাহার দ্বারা 'অন্ধ' হইয়াছে 'চক্ষু' সকল যাহার, তাহার ('অজ* *

চক্ষুষঃ')। তাহার দ্বারা 'আমার প্রতি আপনার করুণারূপ চন্দ্রের উদয়ের দ্বারাই আমার গর্ব্বরূপ অন্ধকার অপহৃত হইলে আপনি দৃশ্য হইবেন' এই ভাব। কি বিচারে ক্ষমা করিব? এই যদি বলেন, তাহাতে বলিতেছেন। 'এষঃ' এই ব্রহ্মা, 'অনুকম্প্যঃ' আমার অনুকম্পার যোগ্য। যেহেতু অন্যের প্রতি 'আমি নাথ' (প্রভু) এই অভিমানী হইলেও, 'ময়ি' আমার প্রতি কিন্তু 'নাথবান্' দাসই (এই বিচারে ক্ষমা করুন) অথবা 'আমার প্রতি স্বাতন্ত্র্য করিলেও বস্তুতঃ আমার মায়ার অধীন, এই কারণে আমার অধীনই এই মনে করিয়া (ক্ষমা করুন)। পরতন্ত্র, পরাধীন, পরবান্ নাথবান্ পর্য্যায় শব্দ (অমর কোষ) ॥ ১০ ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(১১)

শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত

"অপরে যজ্ঞপত্ন্যৌ শ্রীজগদীশ হিরণ্যকৌ।
একাদশ্যাং যয়োরন্নং প্রার্থয়িত্বাহঘসৎ প্রভুঃ ॥"
—গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা ১৯২ শ্লোক।

"আসীদ্ ব্রজে চন্দ্রহাসো নর্ত্তকো রসকোবিদঃ।
সোহয়ং নৃত্যবিনোদী শ্রীজগদীশাখ্যঃ পণ্ডিতঃ।"
—গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ১৪৩ শ্লোক।

শ্রীকৃষ্ণলীলায় যাঁহারা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নী ছিলেন, তাঁহারাই শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ও শ্রীহিরণ্য পণ্ডিতরূপে গৌরলীলাপুষ্টির জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। ব্রজে রসকোবিদচন্দ্রহাস নর্ত্তকরূপেও শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভুর পূর্ব্বলীলার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ইনি শ্রীচৈতন্যশাখা ও নিত্যানন্দশাখা—উভয় শাখায় গণিত হন।

শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে গৌহাটীতে (প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃদেব ছিলেন শ্রীকমলাক্ষ ভট্ট। শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের পিতামাতা পরম বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ছিলেন। পিতামাতার অপ্রকটের পর শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু ভার্য্যা দুঃখিনী ও ভ্রাতা হিরণ্য পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গার তীরে বাসের জন্য শ্রীমায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তথায় বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতে থাকেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সহিত শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভুর অন্তরঙ্গ সৌহার্দ্য ছিল। নিমাইর প্রতি শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ও শচীমাতার যেপ্রকার বাৎসল্যভাব বিদ্যমান, শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু ও দুঃখিনী মাতারও নিমাইর প্রতি তদ্রূপ বাৎসল্য ছিল। দুঃখিনী মাতা নিমাইকে স্তন্যপান করাইতেন। যশোদানন্দন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শচীসুত নিমাইরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদভক্ত ব্যতীত নিমাইকে পুত্ররূপে স্নেহ করিবার পরম সৌভাগ্য লাভ সম্ভব নহে। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর কত প্রিয়, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু বাল্যলীলাচ্ছলে প্রদর্শন করিয়াছেন। সংকীর্ত্তনপিতা শ্রীমন্মহাপ্রভু বাল্যলীলাচ্ছলে সকলকে হরিনাম করাইতেন। শচীমাতা ও অন্যান্য সকলে হাতে তালি দিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিলে শিশু নিমাইর ক্রন্দন থামিত।

একদিন একাদশী তিথিতে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র, শচীমাতা এবং অন্যান্য সকলে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে থাকিলেও শিশু নিমাইর ক্রন্দন থামিতেছে না, দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন, স্নেহসিক্ত হইয়া নিমাইকে বলিলেন—"বাছা তুই কি চাস্, কি দিলে তোর ক্রন্দন থাম্‌বে বল্"। শিশু বলিলেন, "জগদীশ পণ্ডিতের গৃহে আজ যে বিষ্ণুর নৈবেদ্য তৈরী হয়েছে তা আমি খেতে চাই। তা খেলে আমার কান্না থাম্‌বে"। শুনিয়া শ্রীজগন্নাথ মিশ্র বিস্মিত হইলেন—

আজ একাদশী তিথি শিশু জানিল কি করিয়া, একাদশীতে জগদীশ পণ্ডিত বিষ্ণুর নৈবেদ্য রচনা করিয়াছেন, ইহাই বা জানিল কি করিয়া ? শ্রীজগন্নাথ মিশ্র, জগদীশ পণ্ডিতের বাড়ীতে যাইয়া বিষ্ণুর নৈবেদ্যের বিপুল আয়োজন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পুত্রের নৈবেদ্য গ্রহণের ইচ্ছা এবং তাহা গ্রহণ না করিতে পারিলে তাহার ক্রন্দন থামিবে না, ইত্যাদি সব জানাইলেন। বিষ্ণুর নৈবেদ্য গ্রহণ করিতে চাহিতেছে, ইহা পুত্রের পক্ষে অকল্যাণকর হইতে পারে—এই প্রকার ভয়ের কথাও ব্যক্ত করিলেন। নিত্যপার্ষদ শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু অনুভব করিলেন, নন্দনন্দন শ্রীগোপালই নিমাইরূপে উহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কোনও দ্বিধা না করিয়া শ্রীজগন্নাথ মিশ্রকে সমস্ত নৈবেদ্য অর্পণ করিলেন। ভক্তের প্রদত্ত নৈবেদ্য পাইয়া শিশুর ক্রন্দন থামিল। নিমাই পরমানন্দে তাহা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

"জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য মহাশয়।
যারে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময়।
এই দুই ঘরে প্রভু একাদশী দিনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি খাইল আপনে ॥"

চৈঃ চঃ আদি ১০।৭০-৭১

"শ্রীজগদীশ পণ্ডিত হয় জগৎ পাবন।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে যেন বর্ষাঘন ॥"

—চৈঃ চঃ আদি ১১।৩০

শ্রীচৈতন্যভাগবত আদিলীলা ৪র্থ অধ্যায়ে এই লীলা বর্ণিত আছে।

"ভক্তের দ্রব্য প্রভু কাড়ি কাড়ি খায়।
অভক্তের দ্রব্য পানে উলটি না চায় ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু যেরূপ শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভুর বিশুদ্ধভক্তিতে বশীভূত ছিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিন্ন বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও তদ্রূপ শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভুর প্রেমে বশীভূত হইয়া তাঁহাকে নিজজনবোধে অত্যন্ত প্রীতি করিতেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর প্রাণ ছিলেন ! "জগদীশ পণ্ডিত পরম জ্যোতির্ধাম। সপার্ষদে নিত্যানন্দ যাঁর ধনপ্রাণ ॥" শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পানিহাটীতে যে চিড়াদধি মহোৎসব করিয়াছিলেন, তৎকালে শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু তথায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দেশে পরবর্ত্তিকালে শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু কৃষ্ণভক্তি ও যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম প্রচারের জন্য নীলাচলে গিয়াছিলেন। শ্রীনন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র-তনয় শ্রীগৌরহরি ও শ্রীজগন্নাথ একই তত্ত্ব। পুরুষোত্তমে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু প্রেমে আপ্লুত হইলেন। পুরুষোত্তম হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে শ্রীজগন্নাথ-বিরহে ব্যাকুল হইলেন। পুরীতে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি জগন্নাথ দর্শনে যান, কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তনকালে কাহারই বা বিরহ-ব্যাকুলতা দৃষ্ট হয় ? কদাচিৎ কোনও ভাগ্যবান্ জীবের হয়ত সে ভাবের উদয় হয়। যাঁহার হৃদয়ে সত্যসত্যই বিরহ-ব্যাকুলতা আসে, তাঁহার প্রতিই শ্রীজগন্নাথদেবের যথার্থ কৃপা বর্ষিত হইয়াছে প্রমাণিত হয়, নতুবা প্রমাণিত হয় না। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু বিরহ-ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলে শ্রীজগন্নাথদেব কৃপাপরবশ হইয়া স্বপ্নে তাঁহার শ্রীবিগ্রহ লইয়া সেবা করিবার জন্য তাঁহাকে নির্দ্দেশ প্রদান করিলেন। তদানীন্তন মহারাজকে শ্রীজগন্নাথদেব নবকলেবর সময়ে তাঁহার সমাধিস্থ বিগ্রহ শ্রীজগদীশ পণ্ডিতকে দিবার জন্য নির্দ্দেশ দিলেন। মহারাজ জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর সহিত মিলিত হইয়া নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিলেন। তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের সমাধিস্থ বিগ্রহ জগদীশ পণ্ডিত প্রভুকে অর্পণ করিলেন। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে তাঁহার ভারী বিগ্রহ কি প্রকারে বহন করিয়া লইয়া যাইবেন জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীজগন্নাথদেব এইরূপ নির্দ্দেশ দেন—তিনি শোলার ন্যায় হাল্কা হইবেন, নববস্ত্রের দ্বারা আবৃত করিয়া একটী যষ্টির সাহায্যে তাঁহাকে স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে, যেখানে স্থাপন করিবার ইচ্ছা, সেখানেই রাখিতে হইবে। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু তাঁহার সঙ্গী ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে শ্রীমূর্ত্তি বহন করিয়া পশ্চিমবঙ্গে চক্রদহের অন্তর্গত গঙ্গার তটবর্ত্তী যশড়া শ্রীপাটে আসিয়া উপনীত হন। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু একজন ব্রাহ্মণ সেবকের স্কন্ধে জগন্নাথদেবকে রাখিয়া গঙ্গায় স্নান তর্পণের জন্য গেলে অকস্মাৎ শ্রীজগন্নাথদেব অত্যন্ত ভারী হইলেন। সেবক স্কন্ধে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া মৃত্তিকায়

নামাইয়া রাখিলেন। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু স্নান ও তর্পণান্তে ফিরিয়া শ্রীজগন্নাথদেব অবতরণ করিয়াছেন দেখিয়া বুঝিলেন, শ্রীজগন্নাথদেব সেখানেই অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। চক্রদহ একটী ঐতিহাসিক পবিত্র স্থান। পৌরাণিক যুগে উক্ত স্থান 'রথবর্ম্ম' নামে খ্যাত ছিল। দ্বাপরান্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শ্রীপ্রদ্যুম্ন এক সময়ে সম্বরাসুরকে উক্ত স্থানে নিধন করিয়াছিলেন। তৎপর হইতে উহা 'প্রদ্যুম্ন নগর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পরবর্ত্তিকালে সগর বংশ উদ্ধার মানসে শ্রীভগীরথ গঙ্গা আনয়নকালে উক্ত স্থানে তাঁহার রথচক্র প্রোথিত হওয়ায় 'প্রদ্যুম্ন নগর' চক্রদহ নামে প্রচারিত হয়। অধুনা উক্ত স্থানই 'চাকদহ নামে' খ্যাত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

২৪-পরগণা জেলার ক্যানিং-এ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য

ক্যানিং-নিবাসী শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন সাহা ও শ্রীগৌরাঙ্গ সাহা মহোদয়ের বিশেষ আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ৮ মূর্ত্তি ব্রহ্মচারী ভক্তবৃন্দসহ গত ১৬ ফাল্গুন, ২৯ ফেব্রুয়ারী বুধবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় ট্রেণযোগে ক্যানিং ষ্টেশনে পৌঁছিলে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী প্রচারকার্য্যের প্রাক্-ব্যবস্থায় সহায়তার জন্য পূর্ব্ব দিবস ক্যানিং-এ পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহারা সংকীর্ত্তন পার্টিসহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে রেল ষ্টেশন হইতে সমস্ত রাস্তা সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান চিত্তবাবুর নবনির্ম্মিত বাসভবনে আসিয়া উপনীত হন। উক্ত দিবস ও পরদিবস রাত্রিতে স্থানীয় হরিসভায় বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। সভায় নরনারী বিপুল সংখ্যায় যোগ দেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে দীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন। সভার আদি ও অন্তে শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীগোপাল দাসাধিকারী প্রভুর সুললিত ভজন কীর্ত্তন শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধিত হয়। মহোৎসবে রন্ধনাদিসেবায় শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী এবং মৃদঙ্গ বাদনাদি বিবিধ সেবায় শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী আনুকূল্য করতঃ প্রচার-সাফল্য বিধান করেন।

১লা মার্চ্চ চিত্তবাবুর বাড়ীতে এবং ২রা মার্চ্চ শ্রীগৌরাঙ্গ সাহার বাড়ীতে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উভয় গৃহেতেই প্রাতে শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথা উপদেশ প্রদান করেন। ১লা মার্চ্চ অপরাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তবৃন্দসহ শ্রীদেবেন সাহার বাড়ীতে শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথা বলেন।

শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা, শ্রীগৌরাঙ্গ সাহা, শ্রীদেবেন সাহা ও তাঁহাদের পরিজনবর্গ বৈষ্ণবসেবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্নকরিয়া সাধুগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

২ মার্চ্চ অপরাহ্নে ক্যানিং হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বহুভক্ত ষ্টেশনে সমবেত হইয়া সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীল আচার্য্যদেবকে বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

চিত্তবাবুর ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী পুত্রশোক-জনিত মর্ম্মবেদনা জ্ঞাপনমুখে দ্বিতীয় পুত্রটী যাহাতে চিরজীবী হয়, তাহার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জানাইতে থাকিলে শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সমবেত সকলকে শাস্ত্রাবলম্বনে সান্ত্বনা বাক্যের দ্বারা প্রবোধ-প্রদানমুখে বলেন—

"শরীরধারী জীবের শরীর কখনও চিরজীবী হ'তে পারে না। যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু হবেই—আজ হউক অথবা একশত বৎসর বাদে হউক। পুত্র আসন্ন দুর্ঘটনা হ'তে রক্ষা পেলেও একদিন তার মৃত্যু হবেই। সকল দেহধারী জীবকে শরীর ছাড়তেই হবে, আগে পরে যেতেই হবে। 'আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ।' প্রারব্ধ কর্ম্মের নির্ব্বাণ হ'লেই পাঞ্চভৌতিক শরীরের পতন ঘটবে। একপুত্র চলে গেছে, তার জন্য শোকসন্তপ্ত আছেন। পুনঃ

আরও একটী পুত্রে আসক্ত হলে, সে চলে গেলে অধিকতররূপে শোকসন্তপ্ত হবেন। এজন্য যে পুত্র মরে যায়, যা নাশবান্ তার প্রতি আসক্ত হওয়াটা বুদ্ধিমত্তা নহে। শ্রীকৃষ্ণকে পুত্রভাবে ভালবাসুন। যশোদার পুত্র গোপাল কখনও মরে না। যদি বলেন, দেহ-সম্পর্কিত পুত্রের সঙ্গে আদান-প্রদান হয়, কথাবার্ত্তা হয়, সে কাঁদে, হাসে, খায়, তার প্রতি সহজে প্রীতি মমতা জন্মে। কিন্তু গোপাল মূর্ত্তি কাঁদেও না, হাসেও না হামাগুড়ি দিয়ে চলেও না, খায় না, কথাবার্ত্তা বলে না, কি ক'রে তার প্রতি ভালবাসা জম্‌বে। বিশ্বাস করুন, সেই প্রকার শুদ্ধ প্রেমিক ভক্ত হ'লে গোপাল তাঁর সঙ্গে কথা বলেন, চলেন, হাসেন, কাঁদেন, খান সবই করেন। গোপাল নিত্য হওয়ায় প্রাকৃত স্থূল নহেন, তাঁর স্বরূপ অপ্রাকৃত। আমরা সকলেই গোপালের শক্ত্যংশ, তাঁর সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধযুক্ত, আমরাও স্বরূপতঃ অপ্রাকৃত। যখন তাঁকে আমরা ভুলে যাই, তাঁকে ভাল বাসি না, তখনই দণ্ডস্বরূপ জগতে আমরা স্ত্রী-পুত্রাদি নশ্বর সম্পর্ক লাভ করি। যদি পুনঃ গোপালের চরণে প্রণত হয়ে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করি, নিজ অপরাধের মার্জ্জনা ভিক্ষা চাই এবং তাঁর নিকট হৃদয় হ'তে প্রার্থনা জ্ঞাপন করি—'হে কৃষ্ণ তুমি আমার পুত্র হও' তখন বাঞ্ছাকল্পতরু সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ আমার ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ করবেন। তিনি নন্দমহারাজ-যশোদাদেবীকে, বসুদেব-দেবকীকে, দশরথ-কৌশল্যাকে কশ্যপঋষি-অদিতিমাতাকে, কর্দ্দমঋষি-দেবহূতিকে কৃপা ক'রে তাঁদের পুত্রত্ব অঙ্গীকার করেছেন, তা হ'লে অন্যের পুত্র কেন হ'বেন না ? অবশ্য নন্দ-যশোদাদি নিত্যসিদ্ধপার্ষদ, তাঁ'দের অনুগত হ'য়ে বাৎসল্যরসের সেবা জীব লাভ ক'রতে পারে। শ্রীকৃষ্ণে পক্ষপাতিত্ব দোষ থাক্‌তে পারে না। আমরা যদি শুদ্ধান্তঃকরণে তাঁকে পুত্ররূপে ভাল বাসতে ইচ্ছা করি, তিনি নিশ্চয়ই সেই বাঞ্ছা পূর্ত্তি ক'রবেন। অসুবিধা এই, আমরা অন্তঃকরণ হ'তে কৃষ্ণকে চাই না, এজন্য কৃষ্ণকে পাই না। যে মুহূর্ত্তে হৃদয় হ'তে আমরা তাঁকে চাইব, সে মুহূর্ত্তেই পাব। [শ্রীকৃষ্ণকে চাওয়া অর্থ নিজ স্থূল সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য নহে, কেবলমাত্র তাঁর প্রীতি বিধানের জন্যই।] শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় কৃপালু ভক্তবৎসল আর কেহ নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণভজনের জন্য উপদেশ প্রদান ক'রেছেন, কেন ? শ্রীকৃষ্ণ 'ভক্তবৎসল কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য। হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য ॥' অন্তঃকরণ দিয়ে কৃষ্ণকে ডাক্‌তে থাকুন্। গৌরহরিকে ডাকুন্—নিত্যানন্দকে ডাকুন এবং নিজ অভিলাষ জ্ঞাপন করুন্। জীবসমূহ তাঁর শক্ত্যংশ, এক বিচারে তাঁরই নিজধন, তাঁদের ইচ্ছা নিশ্চয়ই তিনি পূর্ত্তি ক'রবেন। যদি কৃষ্ণকে পুত্ররূপে পান, আর পুত্রশোক হ'বে না। প্রেমবর্দ্ধনের জন্য গোপালের ইচ্ছায় বিরহ হ'তে পারে, কিন্তু কখনও শোক হ'বে না।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাব উপলক্ষে আনন্দপুরে বার্ষিক সম্মেলন

আনন্দপুরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সেবাশ্রমের সদস্যবৃন্দের, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত সেবকবৃন্দের এবং স্থানীয় সজ্জনগণের উদ্যোগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাব উপলক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় এই বৎসরও মেদিনীপুর জেলান্তর্গত আনন্দপুর গ্রামে ৯ চৈত্র, ২৩ মার্চ্চ, শুক্রবার হইতে ১১ চৈত্র, ২৫ মার্চ্চ, রবিবার পর্য্যন্ত বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কলিকাতা হইতে সদলবলে ২৩ মার্চ্চ শুক্রবার মধ্যাহ্নে আনন্দপুরে পৌঁছিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। ভক্তবৃন্দ শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে সমস্ত রাস্তা সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমৎ সনাতন দাসাধিকারী প্রভুর (ডাঃ সরোজ রঞ্জন সেনের) বাসভবনে আসিয়া উপনীত হন। শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারানুকূল্যের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে আসেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময়

ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীসনন্দন দাস ব্রহ্মচারী। শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভাগমন সংবাদ দিতে ও প্রাক্‌ব্যবস্থাদির জন্য শ্রীত্রিভুবন দাসাধিকারী (শ্রীতারক রায়) ও শ্রীচিন্ময়ানন্দ দাসাধিকারী (শ্রীচন্দ্রকান্ত মিদ্যা) পূর্ব্ব দিবস তথায় আসিয়া উপস্থিত হন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের পৌরোহিত্যে আনন্দপুর পুরাতন হাইস্কুলের সম্মুখস্থ সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে বিরাট্ সভামণ্ডপে প্রত্যহ রাত্রি ৭-৩০ টায় ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যহ সভায় সহস্রাধিক নরনারীর সমাবেশ হয়। রামগড়ের রাজা মহোপাধ্যায় শ্রীরণজিৎ কিশোর ভক্তি-শাস্ত্রী, বেদান্ত-দর্শন-তীর্থ, বিদ্যাবিনোদ, ডি-লিট্‌মহোদয় প্রথম দুইদিনের সভায় প্রধান অতিথি রূপে থাকিয়া তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করেন! সভায় আলোচ্য-বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে—'জৈবধর্ম্ম', 'জীবের সাধ্য ও সাধন' এবং 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন'। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ হৃদয়গ্রাহী দীর্ঘ অভিভাষণে উপরিউক্ত বিষয়সমূহের উপর প্রচুর আলোক-সম্পাত করেন। এতদ্‌ব্যতীত প্রত্যহ ভাষণ দেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ। স্থানীয় ভক্তগণের মুখপাত্র হিসাবে সভার প্রস্তাবনা-কালে বলেন শ্রীসনাতন দাসাধিকারী প্রভু। সভার আদি ও অন্তে সুললিত ভজন কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃ-বৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-বিজয় বামন মহারাজ, রামগড় রাজা শ্রীরণজিৎ কিশোর মহোদয়, শ্রীগোপাল দাসাধিকারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীশশাঙ্কশেখর দাসাধিকারী। রামগড়ের রাজা স্থূল শরীর লইয়াও নিজেই মৃদঙ্গ বাদন করিয়া যেভাবে মধুর কণ্ঠে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিলেন, তাহা দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব বিস্মিত হইলেন। তিনি নাকি দীর্ঘ সময় নিজেই মৃদঙ্গ বাজাইয়া নৃত্যকীর্ত্তন করিতে অভ্যস্ত আছেন। ইনি শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর পরিবারভুক্ত বৈষ্ণব। ইনি তাঁহার ভাষণেও হাস্য-রসোদ্দীপক বহু প্রকার দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

২৫ মার্চ্চ রবিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় সভা-মণ্ডপ হইতে বিরাট্ নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া গ্রামের সমস্ত রাস্তা পরিভ্রমণ করে। আনন্দ-পুর গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে বহু কীর্ত্তন-পার্টি বহুমৃদঙ্গসহ আসিয়া যোগ দেন। নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলেই উল্লাসভরে কীর্ত্তন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে গুরু-বৈষ্ণবের জয়-গানমুখে নৃত্যকীর্ত্তন আরম্ভ করিলে পর শ্রীগোপাল দাসাধিকারী প্রভু, শ্রীশশাঙ্কশেখর দাসাধিকারী ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মূল কীর্ত্তনীয়া রূপে কয়েকটি কীর্ত্তন পার্টিতে নৃত্য কীর্ত্তন করেন। উৎসবের ব্যবস্থাপক-গণ কীর্ত্তনপার্টির কীর্ত্তনান্তে মালসা ভোগ প্রসাদ দেন এবং যোগদানকারী অগণিত নরনারীগণকে প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করেন। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নেও সনাতন দাসাধিকারী প্রভুর গৃহে মহোৎসবে বহুনরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

শ্রীসনাতন দাসাধিকারী প্রভু, তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও পরিজনবর্গ এবং স্থানীয় ভক্ত শ্রীতারক রায় বৈষ্ণব-গণের সেবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করেন। মহোৎসবের রন্ধন সেবায় মুখ্যভাবে আনুকূল্য করেন শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী। উৎসব ও ধর্ম্মসম্মেলনকে সাফল্য মণ্ডিত করিতে যাঁহারা যত্ন করেন, তন্মধ্যে বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য—ডাঃ শ্রীতারাপদ দত্ত, ডাঃ শ্রীসরোজ সেন, শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী, শ্রীবনবিহারী দাসা-ধিকারী, শ্রীবিশ্বনাথ দাসাধিকারী, শ্রীকমল দাসাধি-কারী, শ্রীকিঙ্কর চাবরি, শ্রীসত্যকিঙ্কর মান্না, শ্রীমুরলী মোহন সিংহ, শ্রীবিমল চন্দ্র মান্না এবং শ্রীবাদল চন্দ্র সিংহ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরথযাত্রা উপলক্ষে পুরুষোত্তমধামে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত নাট্যমন্দিরের

দ্বারোদ্ঘাটন মহোৎসব

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন,—

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রিয়পার্ষদ ও অধস্তন নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ তদীয় ঐকান্তিকী সেবাপ্রচেষ্টায় জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপুরীধামস্থ আবির্ভাব-পীঠ সংগ্রহ করতঃ তথায় শ্রীমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। পরে তাঁহারই শুভ ইচ্ছাশক্তি-প্রভাবে তথায় অভ্রভেদী সুরম্য শ্রীমন্দির নির্ম্মিত এবং তাহাতে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধানয়নমণি জিউ, শ্রীজগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা-সুদর্শন জিউ ও বৈষ্ণবাচার্য্য চতুষ্টয়ের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হন। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে ও গভর্ণিং-বডির সেবাপরিচালনায় উক্ত শ্রীমন্দিরের সমক্ষে নবনির্ম্মিত 'সংকীর্ত্তন সদনের' দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব আগামী ১৪ আষাঢ় (১৩৯১), ২৯ জুন (১৯৮৪), শুক্রবার শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিতে শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন-শুভবাসরে প্রাতে বেদোক্ত স্বস্তিবাচন সহকারে মহাসংকীর্ত্তনমুখে সম্পাদিত হইবে। অনন্তর শ্রীমঠ হইতে ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে গমন করতঃ শ্রীমন্দির-মার্জ্জন-রহস্য আলোচনামুখে শ্রীমন্দির মার্জ্জন করিবেন। উক্তদিবস শ্রীমঠে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইবে।

১৫ আষাঢ়, ৩০ জুন শনিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

১৬ আষাঢ়, ১ জুলাই ও ১৭ আষাঢ়, ২ জুলাই প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশন হইবে। ১ জুলাই হইতে ৪ জুলাই পর্য্যন্ত প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ পুরীধামের দর্শনীয় স্থানসমূহ এবং ৫ জুলাই সাক্ষীগোপাল ও শ্রীভুবনেশ্বর দর্শন করা হইবে।

১২ আষাঢ়, ২৭ জুন বুধবার কলিকাতা হইতে শুভযাত্রা করতঃ ২১ আষাঢ়, ৬ জুলাই শুক্রবার শ্রীপুরীধাম হইতে কলিকাতয় প্রত্যাবর্ত্তন করা হইবে।

মহাশয়/মহাশয়া, উপরি উক্ত সংকীর্ত্তন-সদনের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব, শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা, ধর্ম্মসভা ও সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সভ্যগণ পরমোৎসাহিত হইবেন।

ইতি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা-২৬

নিবেদক—
গভর্ণিং-বডিপক্ষে
শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সম্পাদক

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—উপরিউক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ বিস্তৃত বিবরণের জন্য সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন ৪৬-৫৯০০, ঠিকানায় সাক্ষাতে কিংবা ফোনে যোগাযোগ করিতে পারেন।

স্বধামে শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সাহা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী কলিকাতা—হিন্দুস্থান পার্কস্থিত শ্রীজিতেন্দ্র মোহন সাহা বিগত ১৭ মাঘ ১৩৯০, ১ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ বুধবার তাঁহার পরিজনবর্গ ও গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধবগণকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। অবিভক্ত বঙ্গদেশের টাঙ্গাইল মহকুমায় ইনি ১৩১৯ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অল্পবয়সে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইলেও তিনি নিজ অধ্যবসায়ের দ্বারা প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং মাত্র তের টাকা সম্বল লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া অতি কষ্টের মধ্যে জীবন-যাপন করতঃ কি ভাবে তিনি টিটাগড় পেপার মিলের সহিত যুক্ত হন এবং তথায় ক্রমশঃ বাঁশ সরবরাহের সাব-কণ্ট্রাক্টরির কার্য্য করিতে করিতে টিটাগড় পেপার মিলের বাঁশ সরবরাহের মুখ্য কণ্ট্রাক্টর হন। রাণীগঞ্জ পেপার মিল ও নৈহাটী পেপার মিলেও বাঁশ সরবরাহের কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং আসামের বহুস্থানে কেন্দ্র স্থাপন করতঃ একই জীবনে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কিভাবে তিনি ব্যবসায় ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জ্জন করেন, তাহা খুবই রোমাঞ্চকর। তাঁহার জীবন বঙ্গবাসী চাকুরী-প্রিয় যুবকগণকে ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রোৎসাহ প্রদান করিবে। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থা হইতে নিজ অধ্যবসায়ে ধনী হওয়ায় দরিদ্রের দুঃখ উপলব্ধি করতঃ তাঁহাদের প্রতি বরাবর বিশেষভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, কোনও প্রার্থীকে তিনি প্রত্যাখ্যান করিতেন না। তিনি বহুজনহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং বহু প্রতিষ্ঠানকে বহুভাবে অর্থের দ্বারা সহায়তা করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সারদা জনকল্যাণ সংসদের তিনি মুখ্য সদস্য ও সাহায্যকারী ছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, বিভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিতেন, প্রতিষ্ঠানের পুরুষোত্তমধামস্থিত শাখা মঠে একটী কামরা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং সম্প্রতি গোকুল মহাবনস্থ শাখা মঠের পানীয় জলসরবরাহের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতঃ সাধুগণের আশীর্ব্বাদভাজন হন। তাঁহার স্ত্রী পরিজনবর্গ প্রতিষ্ঠানের প্রতি, বিশেষত প্রতিষ্ঠানের ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীমঠের প্রতি, বিশেষভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন। প্রতিষ্ঠানের সভাপতি আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজের সহিত জিতেন বাবুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। জিতেন বাবুর অকস্মাৎ স্বধাম-প্রাপ্তিরূপ দুঃসংবাদে শ্রীমঠের আচার্য্য, মঠের সদস্যগণ ও ভক্তবৃন্দ মর্ম্মান্তিকরূপে ব্যথিত হন। করুণাময় শ্রীগৌরহরি তাঁহার সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল বিধান করুন—এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীমদ্ ব্রজবিহারীদাস বাবাজী মহারাজ

পূজ্যপাদ শ্রীল ব্রজবিহারীদাস বাবাজী মহারাজ গত ১২ দামোদর (৪৯৭), ১৫ কার্ত্তিক (১৩৯০), ২রা নভেম্বর (১৯৮৩), কৃষ্ণাদ্বাদশী (দি ৯১৭) শ্রীধাম বৃন্দাবন কালিয়দহস্থিত শ্রবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে শ্রীব্রজরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম ছিল আসাম প্রদেশস্থ গোয়ালপাড়া জেলান্তর্গত রংজুলি নামক গ্রামে। তিনি বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণান্তিকে কায়মনোবাক্য সমর্পণপূর্ব্বক পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী নামে পরিচিত হন। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের নিষ্কপট সেবাচেষ্টা দর্শনে তুষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে শ্রীমঠের অনেক দায়িত্বপূর্ণ সেবাভার প্রদান করিতেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত কটক, পুরী, কাশী, গয়া, নৈমিষারণ্য, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের মঠসমূহের

মঠরক্ষক হিসাবে বহুদায়িত্বপূর্ণ সেবা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিয়া প্রভুপাদের যথেষ্ট স্নেহভাজন হইয়াছেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও হরিকথায় আকৃষ্ট হইয়া বহু ব্যক্তি পরমারাধ্য প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয়ের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক থাকাকালে কটক র‍্যাভেন্স্ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল মহোদয় ইঁহারই নিকট হরিকথা শ্রবণ করতঃ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ আশ্রয়ের সৌভাগ্য বরণ করিয়াছিলেন। শ্রীমঠ হইতে গৃহীত সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য পরীক্ষায় তিনি ভালভাবেই উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী প্রভু বলেন—তিনি ঐ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলাবিষ্কারের কয়েক বৎসর পরে তিনি একান্তভাবে হরিভজন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীল প্রভুপাদের নিজজন ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের নিকট হইতে নিষ্কিঞ্চন বাবাজীর বেষ গ্রহণ করতঃ শ্রীপাদ ব্রজবিহারীদাস বাবাজী নামে খ্যাত হইয়া ব্রজমণ্ডলান্তর্গত নন্দগ্রাম, গোবর্দ্ধন প্রভৃতি অঞ্চলে সুদীর্ঘকাল মাধুকরী ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করতঃ কঠোর বৈরাগ্যের সহিত ভজন-সাধন করিতেন। অতঃপর বিগত ১৫।১৬ বৎসর যাবৎ শ্রীধাম বৃন্দাবনকালিয়দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠটি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সেবাপরিচালনাধীনে আসার সময় হইতেই শ্রীল বাবাজী মহারাজ উক্ত মঠে অবস্থান পূর্ব্বক একান্তভাবে ঐকান্তিকী নিষ্ঠার সহিত ভজন সাধন করিতে করিতে ঐ মঠেই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীপাদপদ্মে চিরতরে আত্মোৎসর্গ করেন। উক্ত কালিয়দহস্থিত মঠে অবস্থানকালে তিনি প্রত্যহই শেষরাত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া একলক্ষ শ্রীহরিনাম গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত জল গ্রহণ করিতেন না। আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের ন্যায় ভজনানন্দী নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব-সঙ্গ একে একে হারাইয়া তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপাপ্রার্থনামুখে অত্যন্ত দুঃখের সহিত কালাতিপাত করিতেছি।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুব্রত পরমার্থী মহারজ

পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুব্রত পরমার্থী মহারাজ বিগত ৯ মাধব (৪৯৭ গৌরাব্দ), ১২ মাঘ (১৩৯০ বঙ্গাব্দ), ২৭ জানুয়ারী (১৯৮৪ খৃষ্টাব্দ) শুক্রবার কৃষ্ণা-দশমী (রা ১।৩—ষট্‌তিলা একাদশীর পূর্ব্বদিবস) রাত্রি ৮ ঘটিকায় শ্রীধাম বৃন্দাবন কালিয়-দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী জিউর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে শ্রীশ্রীব্রজরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মহারাজ ময়মনসিংহ জেলার সদর সাব্‌ডিভিশনের অন্তর্গত আঠারবাড়ী নামক গ্রামে ১৩১৫ বঙ্গাব্দে কার্ত্তিক মাসে সম্ভ্রান্ত কায়স্থ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম ছিল শ্রীইন্দুভূষণ চৌধুরী। তিনি ঢাকা ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল হইতে ওভারসিয়ারী পাশ করার পর উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে Competition পরীক্ষায় পাশ করিয়া কলিকাতায় Training লইতে আসিয়া (খুব সম্ভব ইংরাজী ১৯৩১ সালে) পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দর্শন লাভ করেন। তাঁহার দর্শন লাভের পর তিনি উক্ত Training সম্পূর্ণ না করিয়াই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ আশ্রয় করতঃ বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠেই অবস্থান করিতে থাকেন। তাঁহার দীক্ষার নাম হয় শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী। পরমারাধ্য প্রভুপাদ তাঁহাকে শ্রীমঠের পারমার্থিক গ্রন্থ ও পত্রিকাদির মুদ্রণযন্ত্র শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্ক্‌সের দায়িত্বপূর্ণ সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করেন। তাঁহার সেই সেবাকার্য্যে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা ও উৎসাহ দর্শনে তুষ্ট হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদস্বরূপ 'সেবাব্রত' এই ভক্তি-সূচক উপাধি প্রদান করেন। উক্ত প্রেসে ক্রমশঃ তিনি Assistant Manager পদে উন্নীত হইয়া বিভিন্ন পারমার্থিক গ্রন্থ এবং 'গৌড়ীয়' (সাপ্তাহিক), 'হার্মণিষ্ট' (মাসিক) প্রভৃতি পত্রিকা মুদ্রণের ভার প্রাপ্ত হন। এইসকল দায়িত্বপূর্ণ সেবাকার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালন-জন্য তিনি পরমারাধ্য প্রভুপাদের প্রচুর স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার অপ্রকটলীলাবিষ্কারের পরও তিনি বাগবাজার গৌড়ীয় মিশনের রেজিষ্ট্রীকৃত সোসাইটীর গভর্ণিং বডির মেম্বার পদেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে তথাকার management ব্যাপারে মতানৈক্য হওয়ায় তিনি উক্ত মঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক পূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের (অধুনা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট) শ্রীধাম বৃন্দাবন

কালিয়দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে কএক-বৎসর অবস্থান করিয়া ভজন করিতে থাকেন।

নন্দগ্রাম পাবনসরোবরতটস্থ শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের ভজনাশ্রমেও তিনি কিছুকাল ভজনসাধন করিয়াছেন। পরে শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীচৈতন্যসারস্বত মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামি মহারাজের নিকট ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসবেষ গ্রহণ করতঃ তিনি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুব্রত পরমার্থী মহারাজ নামে খ্যাত হন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পূজনীয় ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ কর্তৃক পুরীতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠ সংগৃহীত হইলে তত্রত্য সুবৃহৎ শ্রীমন্দির ও নাট্যমন্দির নির্ম্মাণকার্য্যে শ্রীপাদ পরমার্থী মহারাজ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। অসুস্থ বৃদ্ধ শরীরেও তিনি কোনরূপ শৈথিল্য প্রকাশ না করিয়া ঐ দুইটি বৃহৎকার্য্য অভাবনীয় ক্ষিপ্রতার সহিত সুসম্পন্ন করাইয়াছেন। তিনি শৈথিল্য প্রকাশ করিলে সম্ভবতঃ উহা এত শীঘ্র সম্পন্ন হইতে পারিত না। তাঁহার সেবাচেষ্টায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে নাট্যমন্দিরের কার্য্য শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন হৃদয়ে প্রেরণা দিয়া শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীধাম একচক্রা ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন করাইয়া এবং কার্ত্তিকমাসে শ্রীগোবর্দ্ধনে শ্রীঊর্জ্জব্রত সম্পাদন করাইয়া তাঁহাকে নিজপাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়াছেন। অপ্রকটের দিনও সারাদিন তিনি বাহিরে হাটিয়া সেবাকার্য্যাদি করিয়াছিলেন।

এই সকল ভুবনপাবন বৈষ্ণব ভগবদিচ্ছায় জগতে অবতীর্ণ হইয়া তদভীপ্সিত কৃষ্ণকার্ষ্ণকৈঙ্কর্য্য সম্পাদন করতঃ তদিচ্ছায়ই আবার তাঁহার নিত্যধামে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। ইঁহারাই ধরিত্রী-বক্ষের মহামূল্য রত্নস্বরূপ, ইঁহাদের বিহনে ধরিত্রী সত্যসত্যই রত্নশূন্যা হইয়া পড়েন। "সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ শেবধির্নৃণাম্।"—(ভাঃ ১১।২।৩০)

"কৃপা করি' কৃষ্ণ মোদের দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গভঙ্গ॥"

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ

ইনি পূর্ব্ববঙ্গ নিবাসী ছিলেন। অতি অল্প বয়সেই শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠে আসিয়া পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয়ের সৌভাগ্য বরণ পূর্ব্বক মঠে থাকিয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার সুবর্ণসুযোগ প্রাপ্ত হন। তাঁহার দীক্ষার নাম হইয়াছিল শ্রীপরানন্দ ব্রহ্মচারী। তিনি শ্রীচৈতন্য মঠের মূল মন্দিরে বহুকাল ধরিয়া শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনাদি সেবাভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলাবিষ্কারের পর তিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদেরই শ্রীচরণাশ্রিত ও তৎসমীপে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসবেষাশ্রিত পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজের নিকট শ্রীপুরীধামে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস-বেষ আশ্রয় করেন। তাঁহার সন্ন্যাসনাম হইয়াছিল— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ। অতঃপর তিনি শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের নিকটেই একটি ভজনাশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া তথায় ভজন করিতে থাকেন। সম্প্রতি গত ১৬ মাধব (৪৯৭), ১৯ মাঘ (১৩৯০), ৩ ফেব্রুয়ারী (১৯৮৪) শুক্রবার শ্রীনামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের শ্রীপাট ফুলিয়ায় এক শিষ্যগৃহে অন্নপ্রাশন-উৎসবসম্পাদনকালে অকস্মাৎ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে তিনি সজ্ঞানেই দেহরক্ষা করেন। অবিলম্বেই তাঁহার শ্রীঅঙ্গ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ তাঁহার আশ্রমে আনিয়া ধামবাসীবৈষ্ণবগণের সহায়তায় শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদোক্ত সংস্কার-দীপিকাবিধানানুযায়ী কীর্ত্তনমুখে সমাধিস্থ করা হয়। ইঁহার প্রয়াণলীলাও অদ্ভুত—সাক্ষাৎ শ্রীনামাচার্য্য ঠাকুরের শ্রীপাটে নামসংকীর্ত্তন মধ্যেই। একে একে বৈষ্ণবগণ এইভাবেই আত্মসঙ্গোপন করিবার আদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাদিগকে সাবধান করিতেছেন।

শ্রীপাদ হরিচরণ দাসাধিকারী

ইনি পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে মন্ত্র ও মহামন্ত্র দীক্ষা লাভ করতঃ মঠে থাকিয়া কিছুকাল নিষ্ঠার সহিত সাধনভজন করেন। পরে তিনি গার্হস্থ্যাশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক নিজজন্মস্থান কামরূপ জেলান্তর্গত কাহারপাড়া গ্রামে আসিয়া ভজন করেন।

গত ২৯ গোবিন্দ(৪৯৭ গৌরাব্দ), ৩ চৈত্র (১৩৯০), ১৭ মার্চ্চ (১৯৮৪) শনিবার শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাবপৌর্ণমাসী শুভবাসরে প্রাতে তিনি স্নানাহ্নিকাদি যথাবিধি সমাপনান্তে গৃহের পরিজনবর্গ—সকলকেই শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব পৌর্ণমাসীর উপবাসব্রত পালনার্থ সাবধান করতঃ নিজ ভজনাসনে বসিয়া বহুস্তব স্তুতি পাঠ করেন।

পরে মধ্যাহ্নে সামান্য একটু চিনির সরবত সেবন করিয়া শ্রীহরিনাম করিতে থাকেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীনামের মালিকা হস্তে জপ করিতে করিতে উপবিষ্ট অবস্থায়ই তিনি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী জিউর শ্রীপাদপদ্মে চির আশ্রয় প্রাপ্ত হন। অদ্ভুত প্রয়াণ-লীলা তাঁহার !

গত ১৯৮১ সালে (অক্টোবর-নভেম্বর মাসে) শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ও ১২।১১।৮১ তারিখে দেরাদুন মঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-রাধারমণ-শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা-মহোৎসবকালে আমরা নিষ্কিঞ্চন ভক্তপ্রবর শ্রীপাদ হরিচরণ প্রভুর সঙ্গলাভের সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। তিনি দেরাদুন মঠে কিছুদিন অবস্থান করিয়া ভজনও করিয়াছিলেন। হায়, অধুনা তাঁহার প্রকটসঙ্গ হইতে চিরবঞ্চিত।

"দুঃখ-মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর ?
কৃষ্ণভক্ত বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর ॥"

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকৃপায় অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের (রেজিষ্টার্ড) পক্ষ হইতে পরিচালিত শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ২২ গোবিন্দ (৪৯৭), ২৬শে ফাল্গুন (১৩৯০), ১০ই মার্চ্চ (১৯৮৪) শনিবার সন্ধ্যায় পরিক্রমার অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমঠের অধ্যক্ষ ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কতিপয় হিন্দী ভাষাভাষী শ্রোতৃবৃন্দের বোধসৌকর্য্যার্থ হিন্দীভাষায় ভাষণ দেন। শ্রীধামমহিমা, পরিক্রমার উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী যাত্রিগণকে শুনান' হয়। অতঃপর শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় পাঠ করেন। সভার উপক্রমে ও উপসংহারে মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হন। পরিক্রমার প্রথম দিবস ২৭শে ফাল্গুন আত্মনিবেদনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ যজনস্থল শ্রীঅন্তর্দ্বীপ, দ্বিতীয় দিবস ২৮শে ফাল্গুন শ্রবণাখ্য ভক্ত্যঙ্গযজনস্থল শ্রীসীমন্তদ্বীপ এবং তৃতীয় দিবস ২৯ ফাল্গুন কীর্ত্তনাখ্য ও স্মরণাখ্য ভক্ত্যঙ্গযজনস্থল শ্রীগোদ্রুম ও শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমা করা হয়। তৃতীয় দিবস একাদশীর উপবাস ছিল। ভক্তবৃন্দ শ্রীনৃসিংহ মন্দির বারচতুষ্টয় কীর্ত্তনমুখে প্রদক্ষিণ করিয়া নাট্যমন্দিরে শ্রীনৃসিংহ সমক্ষে বহুক্ষণ নৃত্য কীর্ত্তন করেন। অতঃপর উক্ত শ্রীনৃসিংহক্ষেত্রে তিন্তিড়ীবৃক্ষতলে সভার অধিবেশন হয়। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ও শ্রীনবদ্বীপভাব-তরঙ্গ গ্রন্থদ্বয় হইতে স্থানমাহাত্ম্য ও শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপাপ্রার্থনাদি পাঠ করতঃ শ্রীমন্দিরে গিয়া শ্রীনৃসিংহ-পাদপদ্ম পূজা ও শ্রীমঠের তরফ হইতে প্রদত্ত ফলমূল মিষ্টান্নাদি এবং পরমান্নভোগ নিবেদন করেন। পরমান্ন ভোগ পরদিবসে পারণের জন্য মঠে লইয়া যাওয়া হয়। শ্রীধামমাহাত্ম্যাদি পাঠের পর শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেবের ভক্তবাৎসল্য সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ ভাষণ দান করেন। অতঃপর ফলমূলাদি অনুকল্প প্রসাদ গ্রহণান্তে ভক্তবৃন্দ শ্রীহরিহরক্ষেত্রে গমন করেন। এস্থানমাহাত্ম্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে এখান হইতেই মধ্যদ্বীপ-উদ্দেশ্যে প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক তৎ-স্থানমাহাত্ম্য পাঠ করিয়া দেওয়া হয়। এইস্থান হইতেই আমরাও মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করি। চতুর্থ দ্বাদশী দিবস ৩০ ফাল্গুন শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের তিরোভাব তিথি-পূজা বাসর। সেদিন আর পরিক্রমা বাহির হয় নাই। মঠেই অবস্থান করা হয়। ঐ দিন সন্ধ্যায় শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে উক্ত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ গত বর্ষের কার্য্য-বিবরণী আলোচনাপ্রসঙ্গে দেবভাষা সংস্কৃত চর্চ্চার একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ ভাষণ দান করেন। তাঁহার ভাষণের পর শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের পূত চরিতামৃত কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী প্রভুও কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিলে কীর্ত্তনমুখে সভার পরিসমাপ্তি হয়।

১লা চৈত্র, ১৫ মার্চ্চ—পরিক্রমার পঞ্চমদিবস।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমান (পালকী) পরিক্রমার প্রথমদিবস ২৭ ফাল্গুন ও অদ্য ১লা চৈত্র পঞ্চম দিবস—এই দুই দিবস মাত্র বাহির হন। অদ্য শ্রীকোলদ্বীপ, শ্রীঋতুদ্বীপ, শ্রীজহ্নুদ্বীপ ও শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ—এই চারিটি দ্বীপ একদিনেই পরিক্রমা করা হয়। বিদ্যানগর হাইস্কুলের নিকট এক পুষ্করিণীতটস্থ প্রাচীন বটবৃক্ষমূলে মধ্যাহ্নে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগরাগ ও আরাত্রিক সম্পন্ন হইলে আমরা তথায় প্রসাদ পাই। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর বিপুল জয়ধ্বনিমধ্যে পুনরায় পরিক্রমা আরম্ভ হয়। কোলদ্বীপে পোড়ামা (প্রৌঢ়া মায়া) তলায় শ্রীশ্রীভবতারিণী মায়ের মন্দিরালিন্দে ও শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে; ঋতুদ্বীপে ভক্তবর শ্রীসমুদ্রসেন রাজার স্থান সমুদ্রগড়ে ও শ্রীগৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথভবন চাঁপাহাটী শ্রীগৌরগদাধর মন্দিরে; জহ্নুদ্বীপে বিদ্যানগরে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীসার্ব্বভৌম গৌড়ীয় মঠে, শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম-ভবনে, এক প্রাচীন বটবৃক্ষতলে ও জান্নগর বটবৃক্ষতলে এবং মোদদ্রুমদ্বীপে শ্রীশার্ঙ্গমুরারি ঠাকুরের শ্রীপাটে ও শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের আবির্ভাবপীঠস্থ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীমোদদ্রুম গৌড়ীয় মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাল্কী নামাইয়া শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য গ্রন্থ হইতে তত্তৎস্থানমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা হয়। শ্রীশার্ঙ্গমুরারি শ্রীপাটে শ্রীশার্ঙ্গমুরারি ঠাকুরের পূজিত শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ ও শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের পূজিত শ্রীরাধামদনগোপাল বিগ্রহ পূজিত হইতেছেন। শ্রীমোদদ্রুম গৌড়ীয় মঠে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পূজিত শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ সেবা বিরাজিত। চাঁপাহাটীতে শ্রীশ্রীগৌর গদাধর-সেবাও বহু প্রাচীন। এই সেবাটি লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল, পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদই এই লুপ্ততীর্থের সেবার পুনরৌজ্জ্বল্য সম্পাদন করেন। অপূর্ব্ব নয়নমনোভিরাম শ্রীমূর্ত্তি। বর্ত্তমানে শ্রীগৌর গদাধরের একটি সুন্দর মন্দিরও হইয়াছে।

শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যায়। এজন্য আমাদের উহার অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুর ও মহৎপুরে যাওয়া আর সম্ভব হইল না। আমরা এস্থান হইতেই ঐ স্থানদ্বয় উদ্দেশ্যে প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক উহার মাহাত্ম্য শুনাইয়া দিই। মহৎপুরে পঞ্চবটবৃক্ষ এবং 'যুধিষ্ঠিরবেদী' নামক এক উচ্চটিলা বিরাজিত ছিল। বনবাস কালে পঞ্চ পাণ্ডব এস্থানে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীগৌরচন্দ্র রূপে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে দর্শন দিয়াছিলেন। এস্থানে বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্বও শ্রীগৌরকৃপা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠপুরে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণোপাসক শ্রীরামানুজাচার্য্যও শ্রীগৌরকৃপা লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হন। বহু যাত্রী লইয়া নবদ্বীপঘাটে খেয়া পার হইতে রাত্রি একটু অধিক হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু পরমদয়াল শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অপার কৃপায় যাত্রিগণ সকলেই নির্ব্বিঘ্নে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রতিদিবসের নিয়মরক্ষার জন্য শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নাট্য-মন্দিরে রাত্রিতে কিছুক্ষণের জন্য সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীমৎ পুরী মহারাজ সভায় বসেন। শ্রীল আচার্য্যদেব আগামীকল্যকার রুদ্রদ্বীপ পরিক্রমার কথা শুনাইয়া দেন।

২রা চৈত্র শুক্রবার—অদ্য পরিক্রমার শেষদিবস—সখ্যাখ্য ভক্ত্যঙ্গ যজনস্থল শ্রীরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা। পথিমধ্যে ভারুইডাঙ্গা নামক স্থানে এক বটবৃক্ষতলে বসিয়া শ্রীভরদ্বাজ মুনির শ্রীগৌরকৃপা লাভের কথা পাঠ করা হয়। পরে শ্রীরুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয় মঠে গিয়া তৎস্থান-মাহাত্ম্য পঠিত হয়। এই রুদ্রদ্বীপে শ্রীরুদ্রসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী আসিয়া শ্রীগৌরকৃপা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীবিল্বপুষ্করিণী গ্রামে শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য শ্রীগৌরকৃপা প্রাপ্ত হন। চারিজন বৈষ্ণবাচার্য্যই শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করেন। এমন কি আচার্য্য শঙ্করও দিগ্বিজয়কালে এখানে আসিয়াছিলেন। সেস্থান এখনও শঙ্করপুর নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু তিনি স্বপ্নে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন ও কৃপাদেশ পাইয়া তাঁহার ধামে অসচ্ছাস্ত্র মায়াবাদ প্রচার করেন নাই। অদ্য পরিক্রমার সমাপ্তি দিবসে এই রুদ্রদ্বীপে আমাদের অষ্টাদশাধ্যায়াত্মক শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থ-পাঠ সমাপ্ত হয়।

শ্রীধাম-মাহাত্ম্যের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি প্রভুর দুইটি প্রশ্ন ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু প্রদত্ত তাহার উত্তর এবং সর্ব্বশেষে গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত বৈষ্ণবচরণে প্রার্থনা বিশেষ আলোচ্য। ১ম প্রশ্ন—"এই নবদ্বীপ ধাম হয় বৃন্দাবন। তবে কেন বৃন্দাবন গমনে যতন॥", ২য় প্রশ্ন—"এই নবদ্বীপে বাস করে বহুজন। সবে কেন কৃষ্ণভক্তি না করে অর্জ্জন॥"

১ম প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে—অপ্রাকৃত রসের আধার শ্রীবৃন্দাবন ধামে সর্ব্বরসসার শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলারস বিরাজিত। কিন্তু তাহাতে সহসা কাহারও অধিকার হয় না। ঘোর কলিকালে, সর্ব্বকালেই অপরাধ জীবকে সেই ব্রজরসাস্বাদনে বাধা প্রদান করে। এজন্য শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কৃপাপূর্ব্বক তৎস্বরূপশক্তি শ্রীশ্রীরাধিকার ভাবকান্তি সুবলিত হইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে মায়াপুরে ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্যলীল মহাবদান্যাবতার—শ্রীশচীজগন্নাথ মিশ্র-সুত গৌরহরি রূপে আত্মপ্রকাশ করতঃ জীবকে সেই অনর্পিতচর অপ্রাকৃত ব্রজরসাস্বাদনে অধিকার প্রদান করেন। নিজনামবিনোদিয়া গোরা নিজেই নিজনাম কীর্ত্তনাদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক শিক্ষা দেন—হে জীব, তোমরা অবিলম্বে এই ষোলনাম বত্রিশাক্ষরাত্মক মহা-মন্ত্র নাম নির্ব্বন্ধ সহকারে জপ কর। অচিরেই 'ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার'। জীব নামাশ্রয়ে নামকৃপায় শীঘ্রই ব্রজরসাস্বাদনে অধিকার লাভ করেন। নামাশ্রিতের নামকৃপায় শীঘ্র শীঘ্র অপরাধ অনর্থ দূরীভূত হইয়া যুগলরসের পীঠ শ্রীবৃন্দাবন-ধামবাসে অধিকার হয়। এজন্য ব্রজরসে অধিকার লাভ করিতে হইলে শ্রীগৌরধাম নবদ্বীপাশ্রয়ে শ্রীগৌর-শিক্ষাদীক্ষানুসরণে নামাশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীনামকৃপায়ই রসপীঠ বৃন্দাবনবাস ও ব্রজরসাস্বাদন-সৌভাগ্য লাভ হইবে। গৌরধামে বসিয়াই বৃন্দাবন-বাস, আবার শ্রীবৃন্দাবনেও গৌরধাম-বাস সাধিত হয়। গৌরবন ও ব্রজবনে ভেদবুদ্ধি থাকিলে ব্রজবাস হয় না। "গৌড় ব্রজবনে ভেদ না হেরিব, হইব বরজ-বাসী। ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে হইব রাধার দাসী॥" "শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তার হয় ব্রজভূমে বাস॥" শ্রীগৌরকৃপায়ই যুগল-রসের পীঠ বৃন্দাবন লভ্য হয়। "নবদ্বীপকৃপা যবে লভে সাধুজন। তবে অনায়াসে লভে ধাম বৃন্দাবন॥"

২য় প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে—শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির যে সন্ধিনীপ্রভাব, শ্রীধাম তাহারই পরি-ণতি। ইহা নিত্য বিশুদ্ধ চিন্ময়—জড়দেশকালাতীত চিদানন্দময় তত্ত্ব। লীলাময় শ্রীভগবানের ইচ্ছায় তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিক্রমে ইহা অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র জীবের প্রতি অত্যন্ত কৃপাবশতঃ অনর্পিতচর পরম দুর্ল্লভ ব্রজপ্রেম বিতরণার্থ স্বীয় পার্ষদ ও ধামসহ কলিযুগারম্ভে কলি-যুগপাবনাবতারী গৌররূপে প্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীভগবান্ যেমন বলেন—"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ। মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥" (গীঃ ৭।২৫) [অর্থাৎ আমি যোগমায়াদ্বারা সমাচ্ছাদিত থাকায় সকলের নিকট প্রকাশিত হই না। এইজন্য এইসকল মূঢ় লোক শ্যামসুন্দরাকার বসুদেবাত্মজ আমাকে মায়িক জন্মাদিশূন্য ও অবিনশ্বর স্বরূপ বলিয়া জানিতে পারে না। শ্রীল স্বামিপাদ 'যোগমায়য়া সমাবৃতঃ' বাক্যের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"যোগঃ যুক্তির্মদীয়ঃ কোঽপি অচিন্ত্যঃ প্রজ্ঞাবিলাসঃ স এব মায়া অঘটন ঘটনা-পটীয়স্ত্বাৎ তয়া আচ্ছন্নঃ"—অর্থাৎ 'যোগ' শব্দে যুক্তি—আমার কোনরূপ অচিন্ত্য জ্ঞানের প্রভাব, তাহাই মায়া—অঘটন ঘটাইতে নৈপুণ্য যাহার, তদ্দ্বারা সম্যগ্‌রূপে আবৃত।] শ্রীভগবানের স্বরূপের ন্যায় স্বরূপবৈভব শ্রীধামও তদ্রূপ যোগমায়া সমাবৃত। তাই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শিক্ষা দিলেন—

"ধামের উপরে জড় মায়া পাতি জাল।
আচ্ছাদিয়া রাখে এই ধাম চিরকাল॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে যার নাহিক সম্বন্ধ।
জালের উপরে বাস করে সেই অন্ধ॥
মনে ভাবে আমি থাকি নবদ্বীপ পুরে।
প্রৌঢ়ামায়া মুগ্ধ করি রাখে তারে দূরে॥
যদি কোন ভাগ্যোদয়ে সাধুসঙ্গ পায়।
তবে কৃষ্ণচৈতন্য সম্বন্ধ আসে তায়॥
সম্বন্ধ নিগূঢ় তত্ত্ব বল্লভনন্দন।
সহজে না বুঝে বদ্ধজীব সেই ধন॥
মুখে বলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু মোর।
হৃদয় সম্বন্ধহীন সদা মায়াভোর॥
সেই সব লোক বৈসে মায়াজালোপরি।
কভু শুদ্ধ ভক্তি নাহি পায় হরি হরি॥"

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চমুখ্যরসাস্বাদনের অধিকার লাভ হয়। শান্তদাস্যভাবে গৌরাঙ্গ ভজনক্রমে জীব সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে কৃষ্ণভজনের অধিকার লাভ করেন। সম্বন্ধজনিত যাঁহার যেই সিদ্ধভাব স্ফূর্ত্ত হয়, তাঁহার

ভজনকালে সেই ভাবের প্রভাব লক্ষিত হয়। শ্রীগৌর কৃষ্ণে যাঁহার ভেদবুদ্ধি থাকে, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ কখনও লভ্য হয় না। সাধুসঙ্গে দৈন্যাদি সদ্‌গুণোদয়ে ভাগ্যবান্ জীবের দাস্যরসে গৌরাঙ্গ-ভজনলিপ্সা উদিত হয়। গৌরাঙ্গ ভজনে দাস্যরস পরাকাষ্ঠা বিদ্যমান। দাস্যরসে প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ বলিয়া শুদ্ধ-ভক্ত সাধুজন শ্রীগৌরসুন্দরকে 'মহাপ্রভু' বলিয়া সম্বোধন করেন। দাস্যরসে মহাপ্রভুর ভজন করিতে করিতে যখন জীবের মধুরপ্রেমে অধিকারোদয় হয়, তখন তিনি গৌরকে রাধাকৃষ্ণ যুগলরূপে দর্শন ও ভজন করেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিততনুই গৌরসুন্দর, কিন্তু ঐক্যাবস্থায় যুগলবিলাস স্বতঃ স্ফূর্ত্ত নহে—

"যুগলবিলাস ঐক্যে স্বতঃ নাহি ভায়।"

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"এইমত চাপল্য করেন সবা সনে।
সবে স্ত্রী-মাত্র না দেখেন দৃষ্টি-কোণে ॥
'স্ত্রী' হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা—বিদিত সংসারে ॥
অতএব যত মহামহিম সকলে।
'গৌরাঙ্গ নাগর' হেন স্তব নাহি বলে ॥
যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে।
তথাপি স্বভাব সে গায় বুধজনে ॥"

—চৈঃ ভাঃ আ ১৫।২৮-৩১

দাস্যরসে শ্রীগৌরাঙ্গ ভজন করিতে করিতে দাস্য-রসের পরিপক্বাবস্থায় যখন ভজনবিজ্ঞ জীব-হৃদয়ে মধুররস মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠেন, তখন ভজনীয় তত্ত্ব গৌরহরি রাধাকৃষ্ণ রূপে ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া সেই ভক্তকে তাঁহার রাধাকৃষ্ণ যুগল স্বরূপের নিত্যলীলারসে ডুবাইয়া রাখেন। তখন সেই পরম ভাগ্যবান ভক্ত ব্রজধামে রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় নিত্যলীলারসাস্বাদনে কৃতকৃতার্থ হন। নবদ্বীপে যিনি রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু 'এক' তত্ত্ব, তিনিই ভক্তের অধিকার ভেদে ব্রজে 'দুই' তত্ত্ব—যুগল-বিলাস। মধুররসেই গৌর যুগল আকার ধারণ করেন,—

"নবদ্বীপে ব্রজে যেই নিগূঢ় সম্বন্ধ।
এক হ'য়ে দুই হয়, নাহি দেখে অন্ধ ॥
সেইত সম্বন্ধ গৌরে কৃষ্ণে জান সার।
মধুর রসেতে গৌর যুগল আকার ॥"

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুসঙ্গে গৌরধাম ভ্রমণ এবং তন্মুখে শ্রীগৌরকৃষ্ণতত্ত্ব-কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহাকে ধন্যাতিধন্য জ্ঞানে তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া ও তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া শ্রীশচীমাতার ও অন্যান্য বন্দনীয় বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করতঃ শ্রীধাম বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ধামমাহাত্ম্য কীর্ত্তন-সমাপ্তিকালে শ্রীবৈষ্ণবচরণে ও শ্রীধামচরণে 'শ্রীগৌর-সম্বন্ধ মোর হউক যোজনা', 'শ্রীগৌরসম্বন্ধসহ নবদ্বীপ-বাস হউক' এইরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপন পূর্ব্বক প্রৌঢ়ামায়া ও বৃদ্ধশিব ক্ষেত্রপালের নিকট কৃপাপ্রার্থনামূলে বলিতেছেন—

"নিত্যানন্দ শ্রীজাহ্নবা আদেশ পাইয়া।
বর্ণিলাম নবদ্বীপ অতি দীন হৈয়া ॥"

মা জাহ্নবা ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সাক্ষাৎ আদেশ পাইয়া ও কৃপাশক্তি সঞ্চারিত হইয়াই যে ঠাকুর এই অপূর্ব্ব গ্রন্থরত্ন প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা ধ্রুব সত্য।

শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমণকালে প্রত্যব্দ এই গ্রন্থ-রত্নের বর্ণনানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলাস্থান-সমূহের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এবারও তদ্রূপ কীর্ত্তিত হইলে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ উহা হিন্দী-ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন। মধ্যে মধ্যে শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজও হিন্দী বা বাংলাভাষায় তাহা কীর্ত্তন করেন। প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠের সুবিস্তৃত নাট্যমন্দিরে অপতিত-ভাবে ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইয়াছে। নববিধ ভক্ত্যঙ্গ-সম্বন্ধে বিভিন্ন দিবসে ভাষণ দিয়াছেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ মোহনানন্দ বন মহারাজ (বৃন্দাবন, ভজন কুটীর), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্

ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজ (উদালা) প্রমুখ ত্রিদণ্ডি-পাদগণ এবং পূজ্যপাদ শ্রীল গিরিধারীদাস বাবাজী মহারাজ ও পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশবদাস ব্রহ্মচারী প্রভু প্রভৃতি।

শ্রীগৌরধামেশ্বর শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরই ভক্তি-বিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহরূপে আমাদের এবারকার পরিক্রমা একরূপ নির্ব্বিঘ্নেই সুসম্পন্ন করাইলেন। এবার ঝড়বৃষ্টি নাই বটে, কিন্তু রৌদ্রতাপ অত্যন্ত প্রখর। তথাপি করুণাময় শ্রীভগবানের এমনই কৃপা যে, ভক্তবৃন্দ সঙ্কীর্ত্তনপিতা শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের পরম মধুর নামসংকীর্ত্তন শ্রবণ ও কীর্ত্তনানন্দে তাঁহাদের কোটিচন্দ্রসুশীতল— চরণছায়াতলে স্থিত হইয়া বহির্জ্জগতের সকল তাপ অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছেন।

উক্ত ১৬ই মার্চ্চ, ২রা চৈত্র শুক্রবার সন্ধ্যায় শ্রীগৌরাবির্ভাবের অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব সম্পাদিত হয়। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বসন্তোৎসব ও দোল-যাত্রারও অধিবাস—শ্রীকৃষ্ণের বহ্ন্যুৎসব বা চাঁচরও অদ্য সন্ধ্যায় সম্পাদিত হইয়া থাকে। শ্রীমঠের নাট্য-মন্দিরে ভক্তবৃন্দের বহুক্ষণ যাবৎ উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন-মহোৎসবের পর পূর্ব্ববৎ ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশন হয়। সভার উপক্রমে ও উপসংহারে মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হন।

২৯ গোবিন্দ, ৩রা চৈত্র, ১৭ই মার্চ্চ শনিবার—শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-পৌর্ণমাসীর উপবাস। শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের বসন্তোৎসব ও দোলযাত্রা মহোৎসবও অদ্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধামদনমোহন জিউর মঙ্গলারতি, শ্রীমন্দির পরিক্রমা ও প্রভাতী কীর্ত্তনের পর শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের উদয়াস্ত পারায়ণ আরম্ভ হয়। মধ্যে মধ্যে বিশিষ্ট বক্তার ব্যাখ্যাও চলিতে থাকে। সন্ন্যাসিগণ যতিধর্ম্ম বিধি অনুসারে মস্তকমুণ্ডনাদি ক্ষৌরকর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক শ্রীভাগীরথী ও সরস্বতী সঙ্গমে স্নানাদি সম্পাদনান্তে তিলকাহ্নিক পূজা-পাঠাদি নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সপরিকর শ্রীগৌরকৃপাভিক্ষা-মূলে নাম-সঙ্কীর্ত্তনে ব্রতী হন। নামের মধ্যেই তাঁহার আবির্ভাব।

"তীর্থফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণ-ভজন মনোহর।" —এই মহাজনবাক্যানুসারে বহু ভাগ্যবান্ ও ভাগ্যবতী নরনারী মহাতীর্থ শ্রীনবদ্বীপ-ধাম কৃপাবলে সাধুসঙ্গক্রমে সদ্গুরুপদাশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই যে মনুষ্যজীবনের চরম ও পরম সার্থকতা, ইহা উপলব্ধি করিয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প হন। তজ্জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবকে প্রায় সমস্ত দিবসব্যাপী বহু দীক্ষার্থী নরনারীকে মহামন্ত্র বা মন্ত্র ও মহামন্ত্র উভয়-প্রকার দীক্ষাদানে ব্যস্ত থাকিতে হয়। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন আরম্ভ হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবই সভা-পতির আসন অলঙ্কৃত করেন। উদ্বোধন সঙ্গীতাদির পর সভাপতি মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীগৌরাবির্ভাব সম্বন্ধে ভাষণ দেন। নামসংকীর্ত্তন দ্বারাই সত্ত্ব অর্থাৎ অন্তঃকরণ শুদ্ধ এবং সেই শুদ্ধসত্ত্বেই শ্রীভগবানের আবির্ভাব উপলব্ধির বিষয় হয়—ইত্যাদি কীর্ত্তনান্তে শ্রীগৌরজন্ম-অভিষেকের সময় নিকটবর্ত্তী হওয়ায় সভাপতির অনুমোদনক্রমে শ্রীমন্দিরে যান। শ্রীশ্রীগিরিধারী, শ্রীশালগ্রাম ও দর্পণাদিতে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী জিউর যথাবিধি অভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি অনুষ্ঠিত হয়। এদিকে নাট্যমন্দিরে সভার কার্য্য চলিতে থাকে। সভাপতি শ্রীল আচার্য্য-দেব দ্রুতগতিতে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার আনুকূল্য সংগ্রহ সেবার জন্য যাঁহারা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া-ছেন, তাঁহাদের নাম উল্লেখ করতঃ তাঁহাদের প্রতি প্রচুর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন ঃ—

(১) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও তাঁহার পার্টি—শ্রীমাধবানন্দদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীসনন্দনদাস ব্রহ্মচারী।

(২) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ ও তাঁহার পার্টি—শ্রীগৌরগোপাল দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাইমোহন দাস ব্রহ্মচারী।

(৩) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ ও তাঁহার পার্টি—শ্রীবংশীবদন দাস ব্রহ্মচারী।

(৪) শ্রীকৃষ্ণশরণদাস (কানাই) ব্রহ্মচারী ও তাঁহার পার্টি—শ্রীবলরাম দাস (যশড়া)।

অতঃপর শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার সভ্যবৃন্দ ও সভার পক্ষ হইতে বোলপুর নিবাসী সজ্জনবর শ্রীমদ্ রাখাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 'শ্রীভগবান্ গৌর-সুন্দর, তদ্ভক্ত ও তদ্ধামসেবায়' উত্তরোত্তর ক্রমবর্দ্ধমান উৎসাহ দর্শনে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-সূচক 'সেবাব্রত' এই উপাধি ভূষণে ভূষিত করেন।

তদনন্তর সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেব নিম্নলিখিত নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরম পূজনীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের বিভিন্ন গুণাবলী স্মরণমুখে বিরহ দুঃখ জ্ঞাপন করেন ঃ—

(১) পূজ্যপাদ শ্রীল মুকুন্দদাস বাবাজী মহারাজ— শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—ইং ১৯শে মে, ১৯৮৩

(২) পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ তাঁহার রিষড়াস্থিত শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সর-স্বতী গৌড়ীয় মঠে—ইং ৩১শে আগষ্ট, ১৯৮৩

(৩) পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ব্রজবিহারী দাস বাবাজী মহারাজ— শ্রীধাম বৃন্দাবন কালিয়দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে—ইং ২রা নভেম্বর, ১৯৮৩

(৪) পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ তাঁহার কলিকাতাস্থিত ১০৬নং হাজরা রোডস্থ শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দিরে—ইং ৯ই নভেম্বর, ১৯৮৩

(৫) পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুব্রত পরমার্থী মহারাজ—শ্রীধাম বৃন্দাবন কালিয়দহস্থিত শ্রী-বিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে—ইং ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৮৪ রাত্রি ৮ ঘটিকায়

(৬) পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ [দেহরক্ষা করেন তদীয় ফুলিয়াস্থ (শান্তিপুর) শিষ্যভবনে, সমাধিস্থ হন তদীয় শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ নিজ মঠে]—ইং ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪

অনন্তর নিম্নলিখিত আরও তিন মূর্ত্তি ভক্তের জন্য বিরহ বেদনা প্রকাশ করেন—

(৭) শ্রীগায়ত্রী দেবী—৯ই নভেম্বর, ১৯৮৩

(৮) শ্রীগজেন্দ্র নাথ দাস

(৯) শ্রীঅমরচাঁদ সৈনী

ইহার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ সুকণ্ঠে শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃত আদিলীলা ১৩শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের জন্মলীলা কীর্ত্তন করেন। অনন্তর ভোগারতি কীর্ত্তনের পর সন্ধ্যারতি কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। অবশ্য শ্রীগৌরাবির্ভাবের ভোগারতি ও দৈনন্দিন সন্ধ্যারতি একসঙ্গেই সম্পাদিত হয়। অনন্তর শ্রীতুলসী আরতি কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির বার চতুষ্টয় প্রদক্ষিণ করতঃ ভক্তবৃন্দ নাট্যমন্দিরে বহুক্ষণ যাবৎ উর্দ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন করেন। পরিশেষে জয়গান ও দণ্ডবৎ প্রণতি বিধানের পর ভক্তগণ শ্রীচরণামৃত ও ফল-মূলাদি অনুকল্প প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম করেন। কোন কোন ভক্ত দিবারাত্র নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া পরদিন প্রাতে যথাসময়ে পারণ করেন। পরম করুণাময় মহাবদান্য শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের অপার অনুগ্রহে তাঁহার আবির্ভাবোৎসব একরূপ নির্ব্বিঘ্নেই সমাপ্ত হইল।

১ বিষ্ণু (৪৯৮ গৌরাব্দ), ৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ্চ রবিবার—অদ্য ৪৯৮ গৌরাব্দের প্রথম দিবস—শ্রীশ্রী-জগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব। পরিক্রমার যাত্রিগণ ও মঠসেবক ব্যতীত বাহিরের অগণিত নরনারী অদ্য অযাচিতভাবে প্রসাদ সম্মান করেন। পূজারী ঠাকুর আজ সকাল সকাল পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পাদন করেন। দূরদেশাগত গৃহস্থভক্তবৃন্দের অনেকেই অদ্য প্রসাদ প্রাপ্তির পর বিদায় গ্রহণ করেন। অবশিষ্ট সকলে আগামীকল্য বা পরশ্ব রওনা হইবেন। শ্রীমঠের আচার্য্য এবং অন্যান্য সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী ভক্তবৃন্দ যাত্রিগণকে বিদায় অভি-নন্দন প্রদানকালে প্রত্যব্দ শ্রীগৌরধামে আসিবার আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০ পঃ, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা		১.২০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত	,,	১.০০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,,	,,	১.২০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৬)	জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,,	,,	২০.০০
(৭)	শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,	,,	১৫.০০
(৮)	শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,	,,	৫.০০
(৯)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—	ভিক্ষা	২.৭৫
(১০)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ	,,	২.২৫
(১১)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	১.০০
(১২)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	১.২০
(১৩)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode	,,	২.৫০
(১৪)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত—	,,	২.৫০
(১৫)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত—	,,	৩.০০
(১৬)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — —	,,	১৪.০০
(১৭)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) —	,,	.৫০
(১৮)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত —	,,	৩.০০
(১৯)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — —	,,	৩.০০
(২০)	শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র —	,,	৮.০০

(২১) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক।

ভিক্ষা—১'০০ পয়সা। **অতিরিক্ত ডাকমাশুল**—০'৩০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় ঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

চতুর্বিংশ বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯১

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৪শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯১
১৪ ত্রিবিক্রম, ৪৯৮ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ২৯ মে, ১৯৮৪ { ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

স্থান—শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, মেদিনীপুর

সময়—পূর্ব্বাহ্ন, শনিবার ২০শে চৈত্র, ১৩৩২

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥"

বর্ত্তমানকালে এই চতুর্ব্বিধ বৈকুণ্ঠবস্তুতে বিশ্বাস হারাইয়াছি বলিয়াই আমাদিগকে নানাবিধ অনর্থ গ্রাস করিয়াছে! 'মহা-প্রসাদ', 'গোবিন্দ', 'নাম' ও 'বৈষ্ণব'—এই চারিটী বস্তুই অভিন্ন-'বিষ্ণু'; কিন্তু আমরা মায়ার জগতে — পাপের রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি বলিয়া এই বস্তুবিজ্ঞানে বিশ্বাস হারাইয়াছি! 'মীয়তে অনয়া ইতি মায়া'—যাহা-দ্বারা মাপা যায়, তাহাই 'মায়া', কিন্তু উপরি-উক্ত চারিটী বস্তু মাপিয়া লইবার বস্তু নহেন। 'বৈষ্ণব'কে আমরা মাপিয়া লইতে পারি না—'বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয়', আমরা অনেক-সময়ে 'শ্রীগোবিন্দ'কেও মাপিয়া লইতে চাই! এদিকে শব্দটীকে মুখে 'বৈকুণ্ঠ' ('কুণ্ঠা' অর্থাৎ মায়িকধর্ম্ম তিরোহিত যাঁহাতে অর্থাৎ অপ্রাকৃত) বলি, আবার তাঁহাকে মাপিয়া লইতেও কৃতসঙ্কল্প হই! —যে-ডালে বসিয়া আছি, সেই ডালই কাটিয়া ফেলিতে চাই!

চতুঃসীমাযুক্ত বস্তুকেই মাপিয়া লওয়া যায়; কিন্তু 'গোবিন্দ' প্রভৃতি বস্তুচতুষ্টয় সেই সসীম-জাতীয় বস্তু নহেন। বৈকুণ্ঠ-বস্তুকে মাপিবার ধৃষ্টতা করিলে উহাকে কুণ্ঠ-ধর্ম্মে প্রবেশ করাইবার চেষ্টাই দেখান হয়। তাই সাত্বত-শাস্ত্র তারস্বরে বলিয়াছেন,—ইঁহারা সকলেই অধোক্ষজ-বস্তু,—ইঁহারা সকলেই স্বতন্ত্র ও স্বরাট্ বস্তু,—ইঁহারা অন্যের দ্বারা সৃষ্ট ও লালিত-পালিত হইয়া সম্বর্দ্ধিত হন না। 'শ্রীগোবিন্দ'—স্বতঃ-প্রকাশ চিদুদয়' বাস্তব-বস্তু, অন্য আলো জ্বালিয়া তাঁহাকে দেখিতে হয় না।

'গাং বিন্দতি ইতি গোবিন্দঃ'—'গো' অর্থে 'বিদ্যা' 'ইন্দ্রিয়', 'পৃথিবী', ও গাভি ইত্যাদি। (ঈশোপনিষৎ—১৮) "অগ্নে নয় সুপথ রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো, ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম ॥"

—এইসকল বেদোক্ত স্তবে আমাদিগের ইন্দ্রিয়-তর্পণোপযোগিনী বস্তু-ধারণায় গোবিন্দের বাহিরের দিকের 'চেহারা' বর্ণিত হইয়াছে। এইসকল স্তবদ্বারা

আমরা গোবিন্দের বিভেদাংশের কথা—কুণ্ঠ-ধর্ম্মের কথা বলিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের পরিতৃপ্তি সাধন করি। কিন্তু তিনি—স্বতন্ত্র। তিনি পঞ্চরূপে প্রকাশিত হন—(১) স্বরূপ বা স্বয়ংরূপ, (২) পরস্বরূপ, (৩) বৈভবরূপ, (৪) অন্তর্য্যামিরূপ ও (৫) অর্চ্চা-রূপ।

(১) স্বরূপ বা স্বয়ংরূপই ব্রজেন্দ্রনন্দন। তাঁহার রূপ নশ্বর পরিবর্ত্তনীয় রূপ নহে—কাল্পনিক রূপ নহে; বা তিনি আমার বিচারের বা ধারণার কারখানায় গঠিত একটী দ্রব্যবিশেষ নহেন। তিনি—স্বতঃস্বরূপবিশিষ্ট। 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনম্'—মনোধর্ম্মজীবিগণের এরূপ কাল্পনিক বিচার আদৌ স্বতঃসিদ্ধ-স্বরূপবিশিষ্ট অধোক্ষজ-গোবিন্দে প্রযুজ্য নহে। গোবিন্দই সমস্ত বহিঃপ্রজ্ঞাগ্রাহ্য দেবতাগণের পোষ্টা,—শ্রীগোবিন্দই অগ্নিকে দাহিকা-শক্তি, সূর্য্যকে তেজঃশক্তি ইত্যাদি অধিকার প্রদান করিয়াছেন। তিনিই সকলের মূল—পরাৎপরবস্তু। শ্রীব্রহ্মসংহিতা গোবিন্দকেই 'পরমেশ্বর', 'সর্ব্বকারণ-কারণ', 'অনাদি', 'আদি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ॥
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥"

কাল-সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে গোবিন্দ বর্ত্তমান ছিলেন, গোবিন্দ হইতেই কালের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু আমরা অনেক-সময়ে 'বিবর্ত্তবাদী' হইয়া মনে করি,—কালের মধ্যে 'গোবিন্দ' সৃষ্ট হইয়াছেন। আবার কখনও বলি বা বিচার করি,—'আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানজ সামাজিক-কারখানায় আমরা দয়া করিয়া গোবিন্দকে গড়িয়াছি!' 'আমাদের কারখানার গোবিন্দ' — 'আমাদের মনের ছাঁচে গড়া গোবিন্দ'—প্রকৃত অধোক্ষজ-গোবিন্দ বা স্বরূপতত্ত্বের সহিত 'এক' নহেন। আমাদের মনগড়া বিচার-দ্বারা আমরা গোবিন্দের শ্রীবিগ্রহকে কলঙ্কিত করিতে পারিব না। তিনি—স্বতন্ত্র। কাল তাঁহাকে গ্রাস করিতে পারিবে না,—তাঁহা হইতেই কাল প্রসূত হইয়া তদ্ব্যতীত তাঁহার বহিরঙ্গ-প্রসূত অন্যবস্তুর পরিচ্ছেদ সাধন করে। অধোক্ষজ গোবিন্দ জীবের মনঃকল্পিত নহেন (not a concoction of human mind)। 'গোবিন্দই একমাত্র পরমেশ্বর অধোক্ষজ-বস্তু'—ইহাই সত্য অর্থাৎ গোবিন্দই নিত্যচিন্ময়বিগ্রহস্বরূপ; সুতরাং 'জড়েন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে দৃশ্য-জগতের অন্যতম বস্তু বলিয়া অচিৎএর হেয়তা, জড়ের জাড্য ও অস্বতন্ত্রতা স্বরাট্-পুরুষ গোবিন্দের পাদপদ্মে আরোপিত হইতে পারে না—এই নিত্যসত্য যিনি আমাদিগকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করিয়া জানাইয়া দেন, তিনিই আমাদের পরমহিতকারী দিব্য-কৃষ্ণজ্ঞান-প্রদাতা বৈষ্ণব-ঠাকুর শ্রীগুরুদেব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৪৪ পৃষ্ঠার পর]

মায়য়া রমণং তুচ্ছং কৃষ্ণস্য চিৎস্বরূপিণঃ।
জীবস্য তত্ত্ববিজ্ঞানে রমণং তস্য সম্মতং ॥

কেহ কেহ বলেন যে, পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, অতএব অচিন্ত্যশক্তিক্রমে মায়িক দেহ ধারণ করত সময়ে সময়ে অবতার হইতে পারেন। অতএব অবতার সকলকে ঐতিহাসিক সত্ত্ব বলিতে পারা যায়। সারগ্রাহী বৈষ্ণবমতে ইহা নিতান্ত অযুক্ত, চিৎস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের মায়ারমণ অর্থাৎ মায়িক শরীর গ্রহণ ও তদ্দ্বারা মায়িক কার্য্য সম্পাদন নিতান্ত অসম্ভব, যেহেতু ইহা তাঁহার পক্ষে তুচ্ছ ও হেয়। তবে চিৎকণস্বরূপ জীবের তত্ত্ববিজ্ঞানবিভাগে তাঁহার আবির্ভাব ও লীলা সাধুদিগের ও কৃষ্ণের সম্মত।

ছায়ায়াঃ সূর্য্যসম্ভোগো যথা ন ঘটতে কৃচিৎ।
মায়ায়াঃ কৃষ্ণসম্ভোগস্তথা ন স্যাৎ কদাচন ॥

যেরূপ ছায়ার সহিত সূর্য্যের সম্ভোগ হয় না, তদ্রূপ মায়ার সহিত কৃষ্ণের সম্ভোগ নাই ॥

মায়াশ্রিতস্য জীবস্য হৃদয়ে কৃষ্ণভাবনা।
কেবলং কৃপয়া তস্য নান্যথা হি কদাচন ॥

সাক্ষাৎ মায়ার সহিত সম্ভোগ দূরে থাকুক, মায়াশ্রিত জীবের পক্ষেও কৃষ্ণসাক্ষাৎকার অত্যন্ত দুরূহ। কেবল কৃষ্ণকৃপা বশতই সমাধিযোগে ভগবৎসাক্ষাৎকার জীবের পক্ষে সুলভ হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচরিতং সাক্ষাৎ সমাধিদর্শিতং কিল।
ন তত্র কল্পনা মিথ্যা নেতিহাসো জড়াশ্রিতঃ ॥

নির্ম্মল কৃষ্ণচরিত্র ব্যাসাদি সারগ্রাহী জনগণের সমাধিতে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। জড়াশ্রিত মানবচরিত্রের ন্যায় উহা ঐতিহাসিক নয় অর্থাৎ কোন দেশে বা কালে পরিচ্ছেদ্যরূপে লক্ষিত হয় নাই। অথবা নর-চরিত্র হইতে কোন কোন ঘটনা সংযোগপূর্ব্বক উহা কল্পিত হয় নাই।

বয়ন্তু চরিতং তস্য বর্ণয়ামঃ সমাসতঃ।
তত্ত্বতঃ কৃপয়া কৃষ্ণচৈতন্যস্য মহাত্মনঃ ॥

আমরা কৃষ্ণচরিত্রব্রতী, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপাবলে তত্ত্ব-বিচার পূর্ব্বক সংক্ষেপতঃ বর্ণন করিব।

সর্ব্বেষামবতারাণামর্থো বোধ্যো যথা ময়া।
কেবলং কৃষ্ণতত্ত্বস্য চার্থো বিজ্ঞাপিতোঽধুনা ॥

সম্প্রতি এই গ্রন্থে যেরূপ কৃষ্ণতত্ত্বের তাৎপর্য্য বিজ্ঞাপিত হইবে, অন্যান্য অবতার সকলের অর্থও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। ইহার মধ্যে বিচার এই যে, শ্রীকৃষ্ণ সকল অবতারের বীজস্বরূপ মূলতত্ত্ব, তিনি জীবশক্তিগত পরমাত্মারূপে জীবাত্মার সহিত নিয়ত ক্রীড়া করেন। জীবাত্মা কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিতে করিতে যে যে অবস্থা প্রাপ্ত হন, সেই সেই অবস্থায় পরমাত্মা তত্তদ্ভাবগত হইয়া জীবের বিজ্ঞানবিভাগে লীলা করেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত চিদ্বিলাসরতি জীবের হৃদয়ে উদিত না হয়, সে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়াবির্ভাব হয় না। অতএব অন্য সকল অবতার পরম-পুরুষ পরমাত্মা হইতে নিঃসৃত হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ঐ পরমপুরুষের বীজস্বরূপ। (দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২২।২৩ শ্লোক দৃষ্টি করুন)।

বৈষ্ণবাঃ সারসম্পন্নাস্ত্যক্ত্বা বাক্যমলং মম।
গৃহ্ণন্তু সারসম্পত্তিং শ্রীকৃষ্ণচরিতং মুদা ॥

সারসম্পন্ন বৈষ্ণব সকল আমার বাক্যমল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বজীবের সারসম্পত্তি শ্রীকৃষ্ণচরিত্র পরমানন্দে গ্রহণ করুন।

বয়ন্তু বহুযত্নেন ন শক্তা দেশকালতঃ।
সমুদ্ধর্ত্তুং মনীষাং নঃ প্রপঞ্চপীড়িতা যতঃ ॥

কৃষ্ণচরিত্র বর্ণন সম্বন্ধে আমরা অনেক যত্ন করিয়াও দেশবুদ্ধি ও কালবুদ্ধি হইতে আমাদের বুদ্ধিশক্তিকে উদ্ধার করিতে পারিলাম না, যেহেতু এ পর্য্যন্ত প্রপঞ্চপীড়া হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই।

তথাপি গৌরচন্দ্রস্য কৃপাবারিনিষেবণাৎ।
সর্ব্বেষাং হৃদয়ে কৃষ্ণরসাভাবো নিবর্ত্ততাং ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণসংহিতায়াং অবতারলীলাবর্ণনং নাম
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

তথাপি আমাদের সারগ্রাহী পথদর্শক শচীকুমার শ্রীগৌরচন্দ্রের কৃপাবারি সেবন করিয়া আমরা যাহা কিছু বর্ণন করিলাম, তাহা সর্ব্বজীবের হৃদয়ে প্রবেশ করত শ্রীকৃষ্ণরসাভাব নিবৃত্ত করুক অর্থাৎ সকলেই কৃষ্ণরসাস্বাদন করুন। শ্রীকৃষ্ণসংহিতায় অবতার-লীলা বর্ণননামা তৃতীয় অধ্যায়। শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে প্রীত হউন।
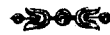
শ্রীধাম মায়াপুরই—প্রাচীন নবদ্বীপ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

সুপ্রসিদ্ধ 'বিশ্বকোষ'-সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্‌-এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর) বেদান্তভূষণ মহোদয়ের সঙ্কলিত 'চিত্রে নবদ্বীপ' নামক গ্রন্থের যে 'পরিচয়' নামক একটি ভূমিকা স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে—তিনি

ময়ূরভঞ্জের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কার্য্যভার গ্রহণকালে দুর্গম অরণ্যানীবেষ্টিত ময়ূরভঞ্জের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিম্বকাষ্ঠের যে প্রাচীন মূর্ত্তি আবিষ্কার করেন, তাহা তৎসঙ্কলিত প্রত্নতত্ত্বসম্বন্ধীয় ইংরাজী গ্রন্থে সবিস্তার বর্ণিত আছে। মহাত্মা শ্রীল শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় তখন জীবিত ছিলেন। তিনি তাঁহার অমৃতবাজার পত্রিকায় ঐ শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন। ঐ অপূর্ব্বসুন্দর শ্রীমূর্ত্তির একটি চিত্র উক্ত ইংরাজী গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। উহা মহাপ্রভুর পরমভক্ত উৎকলপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রই উপযুক্ত শিল্পী আনাইয়া প্রস্তুত করাইয়াছিলেন বলিয়া কথিত। অদ্যাপি সেই সুপবিত্র শ্রীমূর্ত্তি ময়ূরভঞ্জের প্রাচীন রাজধানী হরিপুরের নিকটবর্ত্তী প্রতাপপুরে বিরাজ করিতেছেন। ঐ শ্রীবিগ্রহের মন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণের পরিচয়-সূচক বহু প্রাচীন গৌড়ীয় বৈষ্ণবগ্রন্থ সংরক্ষিত ছিল। দৈবক্রমে অগ্নিদাহে ঐ সকল অমূল্য গ্রন্থরাজির অনেকগুলি ভস্মীভূত হইয়া যায়। ভগবদিচ্ছায় মহাপ্রভুর বিগ্রহটি একটি পর্ণকুটীরে আনিয়া রাখা হইয়াছিল। পরে ঐ স্থানের কএকজন পাণ্ডা ময়ূরভঞ্জ ও মেদিনীপুরের সীমায় অবস্থিত 'পেরাগড়ি' গ্রামে আসেন। তাঁহাদের নিকট অনেক গৌড়ীয় বৈষ্ণবগ্রন্থ রহিয়াছেন সংবাদ পাইয়া বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয় কিছুদিন পরে স্বয়ং ঐ গ্রামে গিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বহু প্রাচীন গ্রন্থ দর্শনের সুযোগ পান। ঐ সকল গ্রন্থমধ্য হইতে 'ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড' নামক একখানি প্রাচীন পুঁথির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ইহার বহু পূর্ব্বেই বিশ্বকোষ সম্পাদন কালে তিনি ঐ প্রাচীন পুঁথির সন্ধান পান এবং তাহার কিছু কিছু অংশ বিশ্বকোষের নানা শব্দে প্রকাশ করেন। ইতঃপূর্ব্বে বাঙ্গালায় তিনি উহার সম্পূর্ণ পুঁথি পান নাই, এক্ষণে ঐ পেরাগড়ি গ্রামে উক্ত ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডের সম্পূর্ণ পুঁথিখানি পাইয়া তিনি খুবই চমৎকৃত হন। বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ ইংরাজ পণ্ডিত H. H. Wilson সাহেব ঐ পুঁথিখানির বিষয় সর্ব্বপ্রথম আলোচনা করেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের Indian Antiquary নামক পত্রিকায় উইলসন সাহেবের আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাতে সমগ্র উত্তর ভারতের ভূবৃত্তান্ত, প্রাচীন নগর ও পুণ্য-স্থান সমূহের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে সুললিত সংস্কৃত ছন্দে বিবৃত আছে। শ্রীযুক্ত উইলসন সাহেবের মতে উহা ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের অল্পকাল পরে রচিত। উক্ত ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড মতে পুণ্ড্রদেশ—গৌড়, বরেন্দ্র, নিবৃত্তি, নারীখণ্ড, বরাহভূমি, বর্দ্ধমান ও বিন্ধ্যপার্শ্ব—এই সপ্তপ্রদেশে বিভক্ত। উহার মধ্যে বর্দ্ধমানমণ্ডল ২০ যোজন বিস্তৃত। ইহার বিস্তৃত ভৌগোলিক বর্ণনা ঐ গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। বর্দ্ধমানে চারিবর্ণের নিবাসস্থান বারহাজার গ্রাম বর্ত্তমান। তন্মধ্যে ব্রহ্মখণ্ডকার সর্ব্বপ্রথমেই খাটুল ও **"মায়াপুরের"** কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ভাগীরথীর পার্শ্বভাগে মায়াপুর, নবদ্বীপের প্রাদুর্ভাব এবং ঐ নবদ্বীপে মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লোকানুগ্রহ হেতু ভক্তিযোগপ্রকাশাদির কথা আছে। বিশ্বকোষ সম্পাদক মহাশয় লিখিতেছেন—"সুতরাং এই স্থানটিকে (অর্থাৎ শ্রীমায়াপুরকে) নবদ্বীপের কেন্দ্র বলিয়া গণ্য করিতে পারি।" "আজও 'বল্লাল-ঢিপি' ও 'বল্লালদীঘী' মায়াপুরের অতীত সাক্ষীস্বরূপ বিরাজ করিতেছে।" "মায়াপুর-সংলগ্ন প্রাচীনস্থানই আদি নবদ্বীপ"।

প্রাক্ত রায় মহোদয়ের 'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থের প্রচুর প্রশংসাসহকারে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহোদয় বলিতেছেন—"বলিতে কি, নবদ্বীপ সম্বন্ধে এরূপ সুন্দর ও সুলিখিত চিত্র আর কেহ দিতে পারেন নাই।"

শ্রীধাম অপ্রাকৃত চিন্ময় ক্ষেত্র হওয়ায় ইহা কোন আধ্যক্ষিকের প্রাকৃত জ্ঞানগম্য বিষয় নহে। নির্ম্মৎসর বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, জগদ্‌গুরু প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রমুখ লোকোত্তর মহাপুরুষগণ তাঁহাদের অপ্রাকৃত দর্শন বা চিন্ময় অনুভব হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান শ্রীধামনবদ্বীপ-মায়াপুরের অবস্থিতি সম্বন্ধে যাহা কিছু অনুভব বা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, মাৎসর্য্যপ্রপীড়িত আধ্যক্ষিক ব্যক্তিগণ তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে গেলেই অমার্জ্জনীয় মহদপরাধে লিপ্ত হইবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীন নবদ্বীপনগর যে ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে অবস্থিত, ইহা উর্দ্ধাম্নায় মহাতন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীভক্তি-

রত্নাকর প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপেই উল্লিখিত আছে। তৎসত্ত্বেও বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিবার জন্য কতকগুলি লোক উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন! ষোলক্রোশ ব্যাপী শ্রীনবদ্বীপধাম অভিন্ন শ্রীবৃন্দাবনধাম— মহাতীর্থ। বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ কোলদ্বীপেরই অন্তর্গত। অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ—এই নবদ্বীপাত্মক নবদ্বীপধামান্তর্গত কোলদ্বীপ সাক্ষাৎ শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন তত্ত্ব। এইস্থানে সত্যযুগে শ্রীকোল বা বরাহ মূর্ত্তির উপাসক শ্রীবাসুদেব নামক এক ব্রাহ্মণকুমারকে শ্রীভগবান্ বরাহদেব বা কোলদেব পর্ব্বতপ্রমাণ উচ্চশরীর ধারণপূর্ব্বক দর্শন দিয়াছিলেন। এইজন্য এস্থানের নাম কুলিয়া পাহাড়পুর হইয়াছে। তিনশত বৎসরেরও কিছু অধিক পূর্ব্বে প্রকাশিত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে ১২শ তরঙ্গে ইহার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, এই গ্রন্থের লেখক শ্রীঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী বা শ্রীনরহরি দাস। ইনি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শিষ্য শ্রীল জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র, ইঁহার শ্রীঘনশ্যাম দাস ও শ্রীনরোত্তম দাস—এই দুই নামে প্রসিদ্ধি। তিনি নিজেই নিজ পরিচয় এইরূপ প্রদান করিয়া লিখিতেছেন—

"বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বত্র বিখ্যাত।
তাঁর শিষ্য মোর পিতা-বিপ্রজগন্নাথ ॥
না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম।
নরহরি দাস, আর দাস ঘনশ্যাম ॥"

ইঁহারই প্রণীত শ্রীনরোত্তমবিলাস নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—"মোর ইষ্টদেব শ্রীনৃসিংহ চক্রবর্ত্তী। জন্মে জন্মে সে চরণ সেবি এই আর্ত্তি ॥" শ্রীঘনশ্যাম দাস মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জঙ্গিপুরের সন্নিহিত রেঞ্চাপুরে বাস করিতেন। (শ্রীধাম নবদ্বীপ, শ্রীহরিবোল কুটীর হইতে শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী মহাশয় সঙ্কলিত ও প্রকাশিত শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবজীবন ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।)

উক্ত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের দ্বাদশতরঙ্গের প্রথমেই লিখিত আছে—

"পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ শ্রীসীমন্তদ্বীপ হয়।
গোদ্রুমদ্বীপ, শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয় ॥
কোলদ্বীপ ঋতু জহ্নু মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার ॥"

*　　*　　*

নবদ্বীপ-মধ্যে 'মায়াপুর' নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্ ॥

যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর ॥
মায়াপুরশোভা সদা ব্রহ্মাদি ধিয়ায়।
মায়াপুর মহিমা কেবা নাহি গায় ॥
যে দেখে বারেক তার তাপ যায় দূর।
হেন মায়াপুরে চলে আচার্য্য ঠাকুর ॥"

'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীঘনশ্যামদাস অবশ্য গৌড়ীয় মঠের সহিত পরামর্শ করিয়া উক্ত শ্রীমায়াপুর-মহিমা বর্ণন করেন নাই। তিনি তাঁহার শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা নামক গ্রন্থেও লিখিতেছেন—

"নদীয়া পৃথক্ গ্রাম 'নয়'।
নবদ্বীপ নবদ্বীপ-বেষ্টিত যে হয় ॥
নবদ্বীপে নব দ্বীপ নাম।
পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয় এক গ্রাম ॥
শ্রীসুরধুনীর পূর্ব্ব তীরে।
অন্তর্দ্বীপাদিক চতুষ্টয় শোভা করে ॥
জাহ্নবীর পশ্চিম কূলেতে।
কোলদ্বীপাদি পঞ্চ বিখ্যাত জগতে ॥

নবদ্বীপমধ্যে মায়াপুর।
যথা জন্ম হৈল কৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর ॥"

ঊর্দ্ধাম্নায় মহাতন্ত্রে—

বর্ত্ততেহ নবদ্বীপে নিত্যধাম্নি মহেশ্বরি।
ভাগীরথীতটে পূর্ব্বে মায়াপুরন্তু গোকুলম্ ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আ ১৷৮৬ ও ১৩৷১৮)—
"গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে করিল উদয়।"
"নদীয়া উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপা করি' হইল উদয়।"

শ্রীনবদ্বীপের মধ্যে বহু গ্রামের সমাবেশ, শ্রীভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান শ্রীমায়াপুরে আসিতে হইয়াছিল, 'নবদ্বীপ' নামই সর্ব্বসাধারণে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ ঃ—

"নবদ্বীপ-মধ্যে গ্রাম-নাম বহু হয়।
লোকে জিজ্ঞাসিয়া মায়াপুরে প্রবেশয় ॥"
—ভক্তিরত্নাকর ৮ম তরঙ্গ

বড়ই দুঃখের বিষয়—কতকগুলি লোকের ধারণা যে, 'মায়াপুর' নামটি যেন আমাদেরই একটা গড়িয়া তোলা নাম! ধন্যকলি! অনেকের নিকট হইতে আবার এতাদৃশ কূটপ্রশ্নও উত্থিত হয় যে, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবতের ন্যায় প্রামাণিক গ্রন্থেও কেন 'মায়াপুর' নামের উল্লেখ দেখা যায় নাই? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে—নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপকে তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া উল্লেখ করেন নাই বলিয়া তৎকালে সেই সকল দ্বীপের অবস্থিতি ছিল না, তাহা নহে। 'নবদ্বীপ' নামটিই সর্ব্বতঃ প্রসিদ্ধ বলিয়া তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুর পরগণা একটি সর্ব্বজন-বিদিত প্রসিদ্ধ স্থান। উহার মধ্যে বহুগ্রাম বিদ্যমান। তত্তৎস্থানের অধিবাসিবৃন্দ তাঁহাদের নিবাসের পরিচয় দিবার সময় সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ বিক্রমপুরেরই নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে ঊর্দ্ধাম্নায় মহাতন্ত্রবাক্যে মায়াপুর নামোল্লেখ দেখাইয়াছি। কাপিলতন্ত্রেও লিখিত আছে—

নবদ্বীপে কলৌ ঘোরে মায়াপুরে দ্বিজালয়ে।
জনিত্বা পার্ষদৈঃ সাকং কীর্ত্তনং কারয়িষ্যতি ॥

ব্রহ্মযামলে—

অথবাহং ধরাধামে ভূত্বা মদ্ভক্তরূপধৃক্।
মায়ায়াঞ্চ ভবিষ্যামি কলৌ সংকীর্ত্তনাগমে ॥

শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদকৃত নবদ্বীপশতকে—

'যে মায়াপুরবৈভবে শ্রুতিগতেঽপ্যুল্লাসিনো নো খলাঃ।'

ভক্তিরত্নাকর ১২শ তরঙ্গধৃত প্রাচীনবাক্যে—

"মায়াপুরঞ্চ তন্মধ্যে যত্র শ্রীভগবদ্গৃহম্।"

ভক্তিরত্নাকরে যেরূপ শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল ও শ্রীব্রজ-মণ্ডল পরিক্রমা বিবরণ বিশদ্‌রূপে বর্ণন করা হইয়াছে, তাদৃশ বিভিন্ন দ্বীপ বা বনপ্রসঙ্গ অন্য গ্রন্থে নাই বলিয়া তৎসমুদয় যে অপ্রামাণিক হইয়া পড়িবে, ইহা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে?

শ্রীধাম মায়াপুর সংলগ্ন স্থানই যে প্রাচীন নবদ্বীপ, ইহার বহু প্রমাণ 'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা তন্মধ্যে কএকটি এই প্রবন্ধ-পাঠক-গণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে খুব সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি—

(১) প্রাচীন কুলিয়া নবদ্বীপ সহরের প্রাচীন অধিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীঅজিত নাথ ন্যায়রত্ন মহোদয়ের স্বহস্তলিখিত পত্রে প্রকাশ—

"আমি স্বর্গীয় কেদার বাবুর (অর্থাৎ শ্রীশ্রীসচ্চিদা-নন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের) মতের বিরুদ্ধ কোন মত প্রকাশ করি নাই। * * আমি কেদার বাবুর মুখে (যাহা শুনিয়াছি) এবং তাঁহার পুস্তকে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই আমার মত।

ঐ পত্রখানি ব্লক করিয়া উক্ত 'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থে মুদ্রিত করা হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় ন্যায়রত্ন মহোদয় বহু প্রকাশ্য সভায় শ্রীধাম মায়াপুরকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

(২) শ্রীশ্রীনিত্যানন্দবংশাবতংস আদর্শ চরিত্র বহু গ্রন্থলেখক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ শ্যামলাল গোস্বামি-মহোদয়ও তাঁহার রচিত শ্রীগৌরসুন্দর গ্রন্থে বল্লাল-দীঘির নিকটস্থ শ্রীমায়াপুরধামকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত-বংশাবতংস স্বধামগত শ্রীমৎ লোকনাথ গোস্বামী, শ্রীমদ্ রাধিকানাথ গোস্বামী, শ্রীমদ্ জয়গোপাল গোস্বামী, মাননীয় বিচারপতি স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, ডি-এল্; সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ—এম্-এ, পি-এইচ্-ডি; শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম, রাজর্ষি বনমালী রায় ভক্তিভূষণ, রায় বাহাদুর মহেন্দ্র-নাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারণ্য—এম্-এ, বি-এল্; ঐতি-হাসিক পণ্ডিতবর রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর; কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্; শান্তিপুর নিবাসী সুকবি মৌলবী মোজাম্মেল হক্ সাহেব প্রমুখ বহু তদানীন্তন প্রসিদ্ধ গণ্যমান্য নিরপেক্ষ সজ্জন শ্রীমায়াপুরকেই শ্রীমন্মহা-প্রভুর জন্মস্থান বলিয়া একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

(৩) গৌড়ীয়বৈষ্ণব সমাজের পরম বান্ধব শ্রীভগবানের শাব্দিক অবতার শ্রীমদ্ভাগবত-দাতা স্বধামগত স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর পঞ্চশ্রীক বীরচন্দ্র দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর; তৎপরে তদীয় পুত্র বদান্যবর বারাণসীলব্ধ মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য ধর্ম্মরাজ বাহাদুর; তৎপরে তদীয় সুযোগ্য পুত্র মহারাজ বীরকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর এবং তৎপুত্র মহারাজ কিরীটবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর ক্রমান্বয়ে আমাদের শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া আসিয়াছেন। এই সভার কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি ছিলেন—পরলোকগত দিনাজপুরাধিপতি মহারাজ বাহাদুর দি অনারেব্‌ল্ গিরিজানাথ রায় ভক্তিসিন্ধু এবং সহকারী সম্পাদক ছিলেন—রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী এম্-এ, বি-এল্, শ্রীকণ্ঠ ভক্তিভূষণ মহাশয়।

১২৯৯ সালের ২রা মাঘ, রবিবার কৃষ্ণনগর আমিনবাজার এ, ভি স্কুল-প্রাঙ্গণে একটি বিশিষ্ট বিদ্বন্মণ্ডলিমণ্ডিত বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় বহু প্রাচীন প্রমাণ, প্রাচীন দলিলপত্র ও মানচিত্রাদি অকাট্য প্রমাণ-দর্শনে সভাস্থ সকলেই বল্লালদীঘির নিকটস্থ মায়াপুরকেই একবাক্যে 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান' বলিয়া প্রচারার্থ বদ্ধপরিকর হন এবং 'শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা' নাম্নী একটি সভাও গঠিত হয়। এই সভায় মঃ মঃ ন্যায়রত্ন মহোদয় এবং নদীয়ার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকার ৫ম বর্ষ ১১শ সংখ্যায় ২০১—২০৭ পৃষ্ঠায় এই সভার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

(৪) সুপ্রসিদ্ধ 'বিশ্বকোষ' অভিধানে যে 'নবদ্বীপ' শব্দ সংযোজিত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত অভিধান-সম্পাদক মহোদয় বল্লালদীঘির নিকটস্থ শ্রীধামমায়াপুরই যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান, তাহা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন।

(৫) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'গোবিন্দদাসের কড়চা' নামক গ্রন্থেও লিখিত আছে—

"নদীয়ার নীচে গঙ্গা নাম মিশ্রঘাট।
*   *   *
শ্রীবাস অঙ্গন হয় ঘাটের উপরে।
প্রকাণ্ড এক দীঘি হয় তাহার নিয়ড়ে॥
বল্লালরাজার বাড়ী তাহার নিকটে।
ভাঙ্গাচূর প্রমাণ আছয়ে তার বটে॥"
(১ম—২য় পৃষ্ঠা)

"গঙ্গার উপরে বাড়ী অতি মনোহর।
পাঁচখানি বড় ঘর দেখিতে সুন্দর॥
প্রকাণ্ড এক দীঘি হয় নিয়ড়ে তাহার।
কেহ কেহ বলে যারে বল্লাল-সাগর॥"
(৪র্থ পৃষ্ঠা)

(৬) বঙ্গাব্দ ১২৫২ সালে ১লা আশ্বিন আন্দুলের রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং নবদ্বীপ ও বহুস্থানের যাবতীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর স্বাক্ষর সমন্বিত পত্রিকাযুক্ত 'কায়স্থ কৌস্তুভ' নামক গ্রন্থে সেন রাজবংশীয়গণের রাজধানীতেই মায়াপুর গ্রাম এবং সেই মায়াপুরেই শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির আবির্ভাবের কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে—

"এই (সেনবংশীয়) রাজা নব উত্থাপিত দ্বীপে রাজধানী করিলেন। গঙ্গাদেবী মায়ায়াৎ এই নগর সর্ব্বতীর্থময় সর্ব্ববিদ্যালয় হইয়াছিল, এইজন্য ইহার এক নাম মায়াপুর। 'মায়াপুরে মহেশানি বারমেকং শচীসুতঃ' ইতি উর্দ্ধাম্নায়তন্ত্র।"
(—কায়স্থকৌস্তুভ ৯৮ পৃষ্ঠা)

"লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপের রাজা হইলেন।" (ঐ১২৪ পৃঃ)

"নবদ্বীপ গঙ্গাবেষ্টিত স্থানে রাজধানী ও এক নগর নির্ম্মাণ করিলেন; ইহার এক নাম মায়াপুর শাস্ত্রে কহিয়াছেন।" (ঐ ১২৩ পৃঃ)

অবতীর্ণো ভবিষ্যামি কলৌ নিজগণৈঃ সহ।
শচী-গর্ভে নবদ্বীপে স্বর্ধুনী-পরিবারিতে॥
—অনন্তসংহিতা ৫৭ অঃ (কাঃ কৌঃ ১২৪ ও ১৩০ পৃঃ)

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার অংশাবতারগণ প্রকটিত হইয়া ভারতকে ধন্য করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীভগবান্ বৃন্দাবনে মাধুর্য্যপ্রধান ঔদার্য্যলীলা প্রকট করায় তাঁহার সেই লীলা, প্রেম, বেণু ও রূপের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য অত্যন্ত ভজনোন্নত ভাগ্যবান্ ভক্ত ব্যতীত অপর কাহারও অনুভূতি বা আস্বাদনের বিষয়ীভূত হয় নাই, তাই প্রবর্ত্তক, সাধক, সিদ্ধ—সকল শ্রেণীর ভক্তের জন্য বা মাদৃশ—নিতান্ত

পতিত দুর্গত অতি শোচ্য-জীব-সাধারণের কল্যাণার্থ অপার করুণাময় শ্রীভগবান্ আজ ভারতান্তর্গত এই বঙ্গভূমিতে ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্যলীল প্রকট করতঃ শ্রীরাধাভাবকান্তিসুবলিত গৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাব আর হয় নাই। তাই আপামরে প্রেমপ্রদানলীলা মহাবদান্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবপূত বঙ্গদেশ আজ অতীব ধন্য—ধন্যাতিধন্য। আমরা সেই দেশে জন্মগ্রহণের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া সত্যই আপনাদিগকে খুবই ধন্য—গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করিতেছি। কিন্তু যাঁহার জন্য আমাদের এই গৌরব—আত্মশ্লাঘা, সেই পরমোদার শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের শিক্ষায় দীক্ষায় অনুপ্রাণিত হইবার চেষ্টা না করিলে সেই গৌরব প্রকাশের কি মূল্য থাকিতে পারে? কৃষ্ণগতপ্রাণা শ্রীমতী একসময়ে শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—"তোমার গরবে গরবিণী হাম, রূপসী তোমার রূপে।" তদাদর্শানুসরণে প্রকৃত গৌরগত-প্রাণ হইতে পারিলেই আমরা প্রকৃত গৌর গৌরবে গৌরবান্বিত হইবার সার্থকতা লাভ করিতে পারি। শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীজগদানন্দ বলিয়াছেন—" 'গোরার আমি' 'গোরার আমি' মুখে বলিলে নাহি চলে। গোরার আচার গোরার বিচার লইলে ফল ফলে।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু ৮৯২ বঙ্গাব্দে ২৩শে ফাল্গুন, ইং ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারী বাসন্তী বা ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যাকালে চন্দ্রগ্রহণের ছলে সমগ্রনবদ্বীপধাম—শ্রীহরিনামে মুখরিত করিয়া সেই নামের মধ্যে শ্রীভাগীরথী-পূর্ব্বকূলে গৌড়দেশ বা বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রপুরন্দরকে পিতৃরূপে ও শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী-দুহিতা শ্রীশচীদেবীকে মাতৃরূপে বরণপূর্ব্বক শ্রীশচী-জগন্নাথ-মিশ্রনন্দন গৌরবিশ্বম্ভররূপে আবির্ভূত হন।

খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবদ্বীপ সেনবংশীয়-গণের রাজধানী ছিল। বর্ত্তমান শ্রীমায়াপুর সংলগ্নভূমিই যে প্রাচীন নবদ্বীপ, তাহার জাজ্জ্বল্যনিদর্শনস্বরূপ এখনও 'বল্লালদীঘি' নামক একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার খাত এবং তদুত্তরে 'বল্লাল ঢিপি' নামক মাহারাজ বল্লাল সেনের রাজপ্রাসাদের মৃত্তিকাচ্ছাদিত ভগ্নস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি কিছুদিন হইল ১৯৮২ সালের ডিসেম্বরে এই স্তূপটীর খনন আরম্ভ হইয়াছে। শুনিয়াছি, ঐ স্তূপমধ্য হইতে অনেক পুরাতন বস্তু পাওয়া যাইতেছে। ৩৭ ফুট মাত্র খনিত হইয়াছে। (যুগান্তর ১৮ ফাল্গুন, ১৩৯০; ২ মার্চ্চ, ১৯৮৪ শুক্রবার সংখ্যা দ্রষ্টব্য।) প্রাচীন গৌড়নগর মালদহ হইতে সেনবংশীয় রাজগণ তাঁহাদের রাজসিংহাসন এই নবদ্বীপে ভাগীরথীতটে আনয়ন করায় কেহ কেহ বলেন, এই স্থানকে এজন্য 'গৌড়ভূমি'ও বলা হয়।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে (১৪৯৮-১৫১১) বাঙ্গালার স্বাধীন নৃপতি আলাউদ্দীন সৈয়দ হুসেন সাহ ফৌজদার মৌলানাসিরাজউদ্দীন চাঁদকাজীকে এই নবদ্বীপের শাসন পরিচালনার্থ নিযুক্ত করেন। উক্ত বল্লালঢিপির নিকটবর্ত্তী বামনপুকুর গ্রামে ঐ চাঁদকাজীর সমাধি এখনও প্রায় পাঁচশত বৎসরের একটি গোলোকচাঁপা বৃক্ষ বক্ষে লইয়া বিদ্যমান।

নদীয়া গেজেটীয়ারে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে—

"Nabadwip is a very ancient city and is reported to have been founded in 1063 A. D. by one of the Sen Kings of Bengal. In the 'Aini Akbari' it is noted that in the time of Laxman Sen Nadia was the capital of Bengal."

(Nadia Gazetteer).

অর্থাৎ নবদ্বীপ একটি অতি প্রাচীন নগর এবং ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে সেনবংশীয় কোন নৃপতিদ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। 'আইন-ই-আকবরী'তে বর্ণিত আছে যে, লক্ষ্মণসেনের সময়ে নদীয়া বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল।

Sir Willium Hunter's Statistical Account—Page 142 এ লিখিত আছে—

"Nadia was founded by Laxman Sen in 1063."

অর্থাৎ নদীয়া লক্ষণসেনের দ্বারা ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৮৪৬ সালের ক্যাল্‌কাটা রিভিউ ৩৯৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

"The earliest that we know of Nadia is that in 1203 it was the Capital of Bengal."

—Calcutta Review, 1846—page 398

অর্থাৎ নদীয়া সম্বন্ধে আমরা যে সর্ব্বপ্রাথমিক বিবরণ পাই, তাহা হইতে জানা যায় যে, ঐ নগরী ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল।

উক্ত হান্টার্স ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল য়্যাকাউন্ট ১৪২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

"It was on the east of the Bhagirathi and on the West of Jalangi."

অর্থাৎ নবদ্বীপনগর ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে এবং জলঙ্গী অর্থাৎ খড়িয়ার পশ্চিমে অবস্থিত ছিল।

লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও য়্যাড্‌মিরালটি ভবনে সংরক্ষিত দুইটি মানচিত্র জলঙ্গী বা খড়িয়ানদীর উত্তরাংশে ও ভাগীরথীর পূর্ব্বাংশে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নবদ্বীপের তাৎকালিক স্থিতি-সংস্থানের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর হিজ্‌ এক্সেলেন্সী দি রাইট্‌ অনারেব্‌ল্‌ স্যর জন্‌ য়্যাণ্ডারসন্‌ গত ১৯৬৫ সালের ১৫ই জানুয়ারী যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপ দর্শনের জন্য আগমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে ঐ মানচিত্রদ্বয় প্রদর্শিত হইয়াছিল। তদ্দর্শনে তিনি খুবই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

[বর্ত্তমান প্রবন্ধ বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে বলিয়া আমরা এসম্বন্ধে আরও কিছু বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় পরবর্ত্তী প্রবন্ধে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছি।]

ব্রহ্মস্তুতি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৫০ পৃষ্ঠার পর]

ক্বাহং তমোমহদহংখচরাগ্নিবার্ভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
ক্বেদৃগ্বিধা বিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা-
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্‌ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্‌, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং ভূমিদ্বারা সংবেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ডরূপ ঘট মধ্যবর্ত্তী, সপ্ত বিতস্তি পরিমিত শরীরধারী এই ব্রহ্মাই বা কোথায় আর যাঁহার রোমকূপরূপ গবাক্ষ পথে ঈদৃশ অগণিত ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুর ন্যায় বিচরণ করিতেছে, তাদৃশ আপনার মহিমাই বা কোথায়? (অতএব এই নগণ্যের অপরাধ ক্ষমার যোগ্য) ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ টীকা—ননু বিশ্বস্রষ্টাতিপ্রসিদ্ধ এব নত্বমীশমানী মম তু কিমৈশ্বর্য্যং তদ্‌ব্রূহীত্যত আহ—ক্বেতি। তমঃ প্রকৃতিশ্চ মহাংশ্চ অহমহঙ্কারশ্চ খমাকাশঞ্চ চরো বায়ুশ্চ অগ্নিশ্চ বার্জলঞ্চ ভূশ্চেত্যেভিস্তত্ত্বৈঃ সংবেষ্টিতো যোহণ্ডঘটস্তস্মিন্‌ পাতালাদিসত্যলোকান্তৈঃ স্বমানেন সপ্তবিতস্তিনিকৃষ্টলক্ষণঃ কায়ো যস্য সোহহং ক্ব, ঈদৃগ্বিধানি যান্যবিগণিতান্যণ্ডানি তান্যেব পরমাণবস্তেষাং চর্য্যা নিষ্ক্রমপ্রবেশরূপং পরিভ্রমণং তদর্থং বাতাধ্বানো গবাক্ষা ইব রোমবিবরাণি যস্য তস্য তব মহিত্বমৈশ্বর্য্যং ক্বেতি মহৎস্রষ্টা প্রথমপুরুষেণ কৃষ্ণস্যৈক্যবিবক্ষয়োক্তম্‌। তেন মমৈশ্বর্য্যং বিক্রমো বা ত্বাং প্রতি শলভস্য গরুড়ং প্রতীব ন গণনার্হমিতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

টীকার ব্যাখ্যা—'আপনি বিশ্বের স্রষ্টা প্রসিদ্ধই, ঈশ্বর অভিমানী নহেন, আমার ঐশ্বর্য্য কি, তাহা বলুন', ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'ক্ব' ইতি। 'তমঃ' প্রকৃতি, 'মহান্‌', 'অহং' অহঙ্কার, 'খ' আকাশ, 'চর' বায়ু, অগ্নি, 'বার্‌' জল, 'ভূ'—এই তত্ত্বসকলের দ্বারা 'সংবেষ্টিত' যে 'অণ্ডঘট' (ব্রহ্মাণ্ড), তাহাতে পাতাল প্রভৃতি সত্যলোকান্ত নিজের প্রমাণে 'সপ্তবিতস্তি' (সাত বিঘত, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্য) নিকৃষ্ট লক্ষণ 'কায়' যাহার, সেই আমি 'ক্ব' (কোথায়), আর

ঈদৃক্ বিধ' (এই প্রকার) 'অবিগণিত' (অসংখ্য) 'ব্রহ্মাণ্ড' রূপ 'পরমাণু', তাহাদের 'চর্য্যা' নিষ্ক্রমণ ও প্রবেশরূপ পরিভ্রমণ, তাহার নিমিত্ত, 'বাতাধ্বা' গবাক্ষ (জানালা), তাহার মত 'রোমবিবর' (রোমকূপ) সমূহ যাঁহার, সেই আপনার 'মহিত্ব' ঐশ্বর্য্য, 'ক্ব' (কোথায়)। ইহা মহৎ তত্ত্বের স্রষ্টা (প্রথম) পুরুষাবতারের সহিত কৃষ্ণের ঐক্য (অভেদ) বলিবার অভিপ্রায়ে উক্ত হইয়াছে। তাহার দ্বারা 'আপনার প্রতি আমার বিক্রম' গরুড়ের প্রতি শলভের (ফড়িং) মত গণনার যোগ্য নহে, এইভাব ॥ ১১ ॥

উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্য পাদয়োঃ
কিং কল্পতে মাতুরধোক্ষজাগসে।
কিমস্তিনাস্তিব্যপদেশভূষিতং
তবাস্তি কুক্ষেঃ কিয়দপ্যনন্তঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে অধোক্ষজ, গর্ভগত সন্তান মাতার উদরে থাকিয়া পাদযুগল ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ করিলে কি মাতা তাহাতে অপরাধ মনে করেন ? সেইরূপ নিজ কুক্ষিতে চরাচর ধারণ করায় আপনিও মাতৃস্বরূপ বলিয়া সন্তান তুল্য আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। এই ব্রহ্মাণ্ডে ভাব, অভাব, অথবা স্থূল, সূক্ষ্ম, কার্য্য, কারণ প্রভৃতি শব্দ-বাচ্য কোন পদার্থ আপনার বাহিরে আছে কি ? ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ টীকা—কিঞ্চ মমাপরাধোঽবশ্যসোঢ়ব্যো যতস্ত্বং মাতেতি দ্বিতীয় পুরুষেণ পদ্মনাভেন সহৈক্যং ভাবয়ন্নাহ—উৎক্ষেপণমিতি। গর্ভগতস্য শিশোঃ পাদ-য়োরুৎক্ষেপণং মাতুঃ কিমপরাধায় ভবতি নৈব। অস্তীতি নাস্তীতি বা ব্যপদেশেন ভূষিতং পরমতং বিখণ্ড্য স্বমতস্থাপনসমুচিতোপপত্তিভিঃ সত্যত্বেন মিথ্যা-ত্বেন বা সুস্থিরীকৃতং বস্তু জগদ্রূপং কিয়দপি একত্ব-ভুবনাত্মকমপি কিং তব কুক্ষেরন্তর্বহিরস্তি অপি তৃন্তরেব অতো মমাপি ত্বৎ কুক্ষিগতত্বাৎ পুত্রস্য মাত্রা ত্বয়া অপরাধঃ সোঢ়ব্য এব "পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহ" ইতি তদুক্তেরিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

টীকার ব্যাখ্যা—আমার অপরাধ অবশ্য ক্ষমা করিবেন, যেহেতু আপনি মাতা। দ্বিতীয় পুরুষ পদ্মনাভের সহিত (কৃষ্ণের) ঐক্য ভাবনা করিয়া বলিতেছেন—'উৎক্ষেপণং' ইতি। 'গর্ভগত' শিশুর পদদ্বয়ের ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ, 'মাতুঃ' (মাতার) কি 'আগসে' অপরাধের নিমিত্ত হয়, হয় না। 'অস্তি' 'নাস্তি' (আছে বা নাই) এই শব্দ দ্বারা ভূষিত (কথিত) পরমত খণ্ডন পূর্ব্বক নিজমত স্থাপনের সমুচিত যুক্তি-সমূহের দ্বারা সত্যরূপে অথবা মিথ্যারূপে সুস্থিরীকৃত জগদ্রূপ বস্তু, 'কিয়দপি' একত্ব ভুবনরূপ (কিঞ্চিৎ-মাত্রও) কি আপনার 'কুক্ষির' (উদরের) 'অনন্তঃ' বাহিরে আছে ? কিন্তু অন্তরেই (ভিতরেই), এই হেতু আমিও আপনার কুক্ষিগত, আপনার পুত্র, পুত্রের অপরাধ মাতা আপনি ক্ষমাই করিবেন, কারণ 'আমি এই জগতের পিতা মাতা ধাতা ও পিতামহ' (গীতা) ইহা আপনিই বলিয়াছেন এই অর্থ ॥ ১২ ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৫২ পৃষ্ঠার পর]

পুরুষোত্তমধাম হইতে শ্রীজগন্নাথদেব যশড়া শ্রীপাটে শুভবিজয় করিয়াছেন, এই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে অগণিত নরনারী যশড়া শ্রীপাটে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শনের জন্য আসিতে থাকেন। শ্রীজগন্নাথদেবের অবস্থিতি যশড়া শ্রীপাটে হওয়ায় শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু, শ্রীমায়াপুরে তাঁহার গৃহে না যাইয়া যশড়াতে অবস্থানের সংকল্প গ্রহণ করিলেন। প্রথমে গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষের নীচে শ্রীজগন্নাথ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, পরে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সাহায্যে তথায় একটী মন্দির নির্ম্মিত হয়। উক্ত মন্দির জীর্ণ হইলে উমেশচন্দ্র মজুমদার মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী মোক্ষদা দাসী শ্রীমন্দিরের সংস্কার করেন। মন্দিরটী চূড়াবিহীন সাধারণ গৃহাকার। শ্রীমন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীরাধাবল্লভ

জীউ ও শ্রীগৌরগোপাল বিগ্রহগণ বিরাজিত আছেন। যে যষ্টির সাহায্যে শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু পুরী হইতে শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে অদ্যাপি রক্ষিত আছে। শ্রীজগন্নাথ দেবের সেবার জন্য ভক্তগণের দানে প্রচুর ভূসম্পত্তি হইয়াছিল। পরবর্ত্তিকালে উক্ত জমিসমূহ শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভুর অধস্তন সেবায়েতগণ সেবা পরিচালনের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বিক্রয় করিতে থাকিলে উহা নিঃশেষিত হয়। শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা হয় না। শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উৎসব প্রতি বৎসর বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। সুবিশাল ময়দানে শ্রীস্নানযাত্রার বেদী আছে। মূলমন্দির হইতে শ্রীজগন্নাথ স্নানযাত্রাতিথিতে উক্ত বেদীতে শুভবিজয় করিলে স্নানযাত্রা মহোৎসব তথায় সম্পন্ন হয়। ময়-দানে মেলা বসে, তাহাতে অগণিত নরনারীর ভীড় হয়। যশড়ায় শ্রীজগন্নাথের মেলার প্রসিদ্ধি আজ পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে। পাঁচশত বৎসরের পুরাতন একটী জীর্ণ দোলমঞ্চও আছে। উক্ত দোলমঞ্চে দোলপূর্ণিমাতিথিতে শ্রীরাধাবল্লভ বিগ্রহগণ শুভবিজয় করেন।

শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর বাৎসল্য প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যশড়া শ্রীপাটে দুইবার শুভপদার্পণ করতঃ সংকীর্ত্তন বিহার ও মহোৎসব করিয়াছিলেন। যে সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু যশড়া হইতে নীলাচলে যাইতে উদ্যত হইলেন, সেই সময় দুঃখিনী মাতা বিরহকাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু দুঃখিনী মাতার বিরহদুঃখ দূর করিবার জন্য শ্রীগৌরগোপাল বিগ্রহরূপে তথায় বিরাজিত থাকিতে স্বীকৃত হন। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু গৃহস্থলীলাভিনয় করিয়াছিলেন। শ্রীরামভদ্র গোস্বামী তাঁহার পুত্ররূপে প্রকটিত হইয়া-ছিলেন।

যশড়া শ্রীপাটে কালনার সিদ্ধ ভগবান্‌দাস বাবাজী মহারাজ কিছুদিন অবস্থান করতঃ ভজন করিয়া-ছিলেন। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভুর তিরোভাব দিবস পৌষী শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে যশড়া শ্রীপাটে বার্ষিক মহোৎসব হইয়া থাকে। শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের আবির্ভাব পৌষী শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে।

শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটের সেবা বর্ত্তমানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার ২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যায় উক্ত সেবাপ্রাপ্তি বিষয়টী এইরূপভাবে বর্ণিত আছে।

"ভক্তপ্রেমবশ্য ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার ভক্তের সেবা গ্রহণ করিবার জন্য কতই না ছল অবলম্বন করেন! লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমান গোবিন্দেরও যেন সেবকের অভাব হইয়া যায়, সেবাতে যেন বিঘ্ন উপস্থিত হয়! অভীপ্সিত সেবককে সেবা দিবার জন্য লীলাময় শ্রীহরি কতই না লীলাভঙ্গী প্রকট করেন। শ্রীগোবর্দ্ধনধারী গোপাল তাঁহার প্রিয় ভক্ত শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী পাদের সেবা স্বীকারের জন্য কতই না ভঙ্গী উত্থাপন করিলেন! পূর্ব্ব-সেবককে ম্লেচ্ছভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক তৎস্কন্দারোহণে শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতোপরি জঙ্গলাভ্যন্তরে আগমন এবং পুরীপাদের সেবা-প্রতীক্ষায় তথায় অবস্থান—'বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ। কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন॥" —লীলা-ময়ের এইরূপ কতই না লীলাভঙ্গী! শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের ও তাঁহার ভক্তিমতী ভার্য্যা দুঃখিনী মায়ের স্বহস্ত সেবিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীগৌরগোপাল বিগ্রহও তদ্রূপ এক অপূর্ব্ব লীলাভঙ্গী করিয়া ভক্তরাজ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সেবা অযাচিতভাবে অঙ্গীকার করিলেন।"

শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভুর বংশপরম্পরায় অধস্তনগণ শ্রীবিশ্বনাথ গোস্বামী, শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় মহোদয়গণ আর্থিক অবস্থা-বৈগুণ্যক্রমে শ্রীবিগ্রহগণের যথারীতি দৈনন্দিন ও নিত্য-নৈমিত্তিক সেবা-পরিচালন এবং বার্ষিক উৎসবাদি অনুষ্ঠান-বিষয়ে এবং জীর্ণ মন্দিরের সংস্কার সাধনে অসামর্থ্য হেতু যশড়া শ্রীপাটের শ্রীপাঁচু ঠাকুর মহা-শয়ের ও রাণাঘাটের শ্রীসন্তোষ কুমার মল্লিকের প্রেরণায় বিগত ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে যশড়া শ্রীপাটের সেবাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীহস্তে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেন। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা সেবা-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন্দিরের

জীর্ণোদ্ধার ও নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণের এবং মঠের বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থাদির জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব যশড়া শ্রীপাটের সেবাপ্রাপ্তির পর প্রথম বার্ষিক মহোৎসবে ময়দানে বসাইয়া সহস্র সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা যে ভাবে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন এবং তাহাতে যে আনন্দের প্লাবন আসিয়াছিল, তাহা আজও স্মরণ করিয়া সকলে পুলকিত হন।
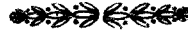
গঙ্গা-মাহাত্ম্য ও স্তব

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ৩২ পৃষ্ঠার পর]

যদৃচ্ছালাভসন্তোষঃ স্বধর্ম্মেষু প্রবর্ত্ততে।
সর্ব্বভূতসমত্বঞ্চ গঙ্গায়াং মজ্জনাদ্ভবেৎ ॥
যস্তু গঙ্গাং সমাশ্রিত্য সুখং তিষ্ঠতি মানবঃ।
জীবন্মুক্তঃ স এবেহ সর্ব্বেষামুত্তমোত্তমঃ ॥
গঙ্গাং সংশ্রিত্য যস্তিষ্ঠেত্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে।
কৃতকৃত্যঃ স বৈ মুক্তো জীবন্মুক্তশ্চ মানবঃ ॥
যজ্ঞো দানং তপোজপ্যং শ্রাদ্ধঞ্চ সুরপূজনম্।
গঙ্গায়ান্তু কৃতং নিত্যং কোটি কোটি গুণং ভবেৎ ॥
অন্যস্থানে কৃতং পাপং গঙ্গাতীরে বিনশ্যতি।
গঙ্গাতীরে কৃতং পাপং গঙ্গাস্নানেন নশ্যতি ॥
আত্মনো জন্মনক্ষত্রে জাহ্নবী গাঙ্গতে দিনে।
নরঃ স্নাত্বা তু গঙ্গায়াং স্বকুলঞ্চ সমুদ্ধরেৎ ॥
আদরেণ যথা স্তৌতি ধনকস্তং সদা নরঃ।
সকৃদ্ গঙ্গাং তথা স্তুত্বা ভবেৎ স্বর্গস্য ভাজনম্ ॥
অশ্রদ্ধয়াপি গঙ্গায়াং যোহসৌ নামানুকীর্ত্তনম্।
করোতি পুণ্য বাহিন্যাঃ স বৈ স্বর্গস্য ভাজনম্ ।
ক্ষিতৌ তারয়তে মর্ত্ত্যান্নাগাংস্তারয়তেহপ্যধঃ।
দিবি তারয়তে দেবান্ গঙ্গা ত্রিপথগা স্মৃতা ॥
জ্ঞানতোহজ্ঞানতো বাপি কামতোহকামতোহপি বা।
গঙ্গায়াঞ্চ মৃতো মর্ত্ত্যঃ স্বর্গং মোক্ষঞ্চ বিন্দতি ॥
যা গতির্যোগযুক্তস্য সত্ত্বস্থস্য মনীষিণঃ।
সা গতিস্ত্যজতঃ প্রাণান্ গঙ্গায়ান্তু শরীরিণঃ ॥
চান্দ্রায়ণ সহস্রাণি যশ্চরেৎ কায়শোধনম্।
পানং কুর্যাদ্‌যথেচ্ছঞ্চ গঙ্গাম্ভঃ স বিশিষ্যতে ॥
তাবৎ প্রভাবস্তীর্থানাং দেবানাং তু বিশেষতঃ।
তাবৎ প্রভাবো দেবানাং যাবন্নাপ্নোতি জাহ্নবীম্ ॥
তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ।
দিবি ভুব্যন্তরিক্ষে চ তানি তে সন্তি জাহ্নবি ॥
বিষ্ণুপাদাব্জসম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি।
ধর্ম্মদ্রবেতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি ॥
বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুপূজিতা।
ত্রাহি মামেনসস্তস্মাদাজন্মমরণান্তিকাৎ ॥
শ্রদ্ধয়া ধর্ম্মসম্পূর্ণে শ্রীমাতারজসাচ তে।
অমৃতেন মহাদেবি ভাগীরথি পুনীহি মাম্ ॥
ত্রিভিঃ শ্লোকবরৈরেভির্যঃ স্নায়াজ্জাহ্নবীজলে।
জন্মকোটিকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
মূলমন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি জাহ্নব্যা হরভাষিতম্।
সকৃজ্জপান্নরঃ পূতো বিষ্ণুদেহে প্রতিষ্ঠতি ॥
মন্ত্রশ্চায়ম্—
ওঁ নমো গঙ্গায়ৈ বিশ্বরূপিণ্যৈ নারায়ণ্যৈ নমো নমঃ।
জাহ্নবীতীরসম্ভূতাং মৃদং মূর্দ্ধ্না বিভর্ত্তি যঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো গঙ্গাস্নানং বিনা নরঃ ॥
গঙ্গাজলোর্ম্মিনির্ধূতপবনং স্পৃশতে যদি।
স পূতঃ কল্মষাদ্ঘোরাৎ স্বর্গং চাক্ষয়মশ্নুতে ॥
যাবদস্থি মনুষ্যস্য গঙ্গাতোয়ে প্রতিষ্ঠতি।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥
পিত্রোর্ব্বন্ধুজনানাঞ্চ অনাথানাং গুরোরপি।
গঙ্গায়ামস্থিপাতেন নরঃ স্বর্গান্ন হীয়তে ॥
গঙ্গাং প্রতিবহেদ্‌যস্তু পিতৄণামস্থিখণ্ডকম্।
পদেপদেহশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥
ধন্যা জানপদা যে চ পশবঃ পক্ষিকীটকাঃ।
স্থাবরা জঙ্গমাশ্চান্যে গঙ্গাতীরসমাশ্রিতাঃ ॥
ক্রোশান্তরমৃতা যে চ জাহ্নব্যা দ্বিজসত্তমাঃ।
মানবা দেবতাঃ সন্তি ইতরে মানবা ভুবি ॥
গঙ্গাস্নানায় সংগচ্ছন্ পথি সংম্রিয়তে যদি।
স চ স্বর্গমবাপ্নোতি গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥

গঙ্গাজলে প্রযাস্যন্তি তে জীবাঃ পথি যে মৃতাঃ।
কীটাঃ পতঙ্গাঃ শলভাঃ পাদাঘাতেন গচ্ছতাং ॥
যে বদন্তি সমুদ্দেশং গঙ্গাং প্রতি জনং দ্বিজাঃ।
তে চ যান্তি পরং পুণ্যং গঙ্গাস্নানফলং নরাঃ ॥
জাহ্নবীং যে চ নিন্দন্তি পাষণ্ডৈর্হতচেতসঃ।
তে যান্তি নরকং ঘোরং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥
দুস্থো বাপি স্মরন্নিত্যং গঙ্গেতি পরিকীর্ত্তয়ন্।
পঠন্ স্বর্গমবাপ্নোতি কিমন্যৈর্ব্বহুভাষিতৈঃ ॥
গঙ্গাগঙ্গেতি যো ব্রূয়াদ্ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥
অন্ধাশ্চ পঙ্গবস্তে চ বৃথা ভবসমুদ্ভবাঃ।
গর্ভপাতাদ্বিপদ্যন্তে যে গঙ্গাং ন গতা নরাঃ ॥
ন কীর্ত্তয়ন্তি যে গঙ্গাং জড়তুল্যা নরাধমাঃ।
পরান্নোপদিশন্তিস্ম বাতুলাশ্চিত্তবিভ্রমাঃ ॥
ন পঠন্তি জনা যে চ তেষাং শাস্ত্রং বিনিষ্ফলম্।
গঙ্গাপুণ্যফলং বিপ্রাঃ কুধিয়ঃ পতিতাধমাঃ ॥
পাঠয়ন্তি জনাঃ যে চ শ্রদ্ধয়া নিপঠন্তি চ।
গচ্ছন্তি তে দিবং ধীরাস্তারয়ন্তি পিতৄন্ গুরূন্ ॥
পাথেয়কং গচ্ছতাং যো বসুশক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
ভাগীরথ্যা লভেৎ স্নানং যঃ পরান্নেন গচ্ছতি ॥
কর্ত্তুঃ স্নানফলং বিদ্যাদ্দ্বিগুণং প্রেরকস্য চ।
ইচ্ছয়ানিচ্ছয়া চাপি প্রেরণেনান্যসেবয়া ॥
জাহ্নবীং যো গতঃ পুণ্যাং স গচ্ছেন্নির্জরালয়ম্

দ্বিজা উচুঃ

গঙ্গায়াঃ কীর্ত্তনং ব্যাস শ্রুতং ত্বত্তো বিনির্মলম্।
গঙ্গা কস্মাৎ কিমাকারা কুতঃ সা হ্যতিপাবনী ॥

ব্যাস উবাচ

শৃণুধ্বং কথয়াম্যদ্য কথাং পুণ্যাং পুরাতনীম্।
যাং শ্রুত্বা মোক্ষমার্গঞ্চ প্রাপ্নোতি নরসত্তমঃ ॥
ব্রহ্মলোকং পুরা গত্বা নারদো মুনিপুঙ্গবঃ।
নত্বা বিধিঞ্চ পপ্রচ্ছ পূতং ত্রৈলোক্যপাবনম্ ॥
কিং সৃষ্টঞ্চ ত্বয়া তাত সম্মতং শম্ভুকৃষ্ণয়োঃ।
সর্ব্বলোকহিতার্থায় ভুবঃ স্থানে সমীহিতম্ ॥
দেবী বা দেবতা কা বা সর্ব্বাসামুত্তমোত্তমা।
যাং সমাসাদ্য দেবাশ্চ দৈত্যমানুষপন্নগাঃ ॥
অণ্ডজাঃ স্বেদজা বৃক্ষা যে চান্য উদ্ভিদাদয়ঃ।
সর্ব্বে যান্তি শিবং ব্রহ্মন্ সমগ্রং বিভবং ধ্রুবম্ ॥

যদৃচ্ছালাভে সন্তোষ, স্বধর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং সর্ব্বভূতে সমত্ব, এ সকলেই গঙ্গাবগাহনের ফল। যে মানব গঙ্গাকে আশ্রয় করিয়া সুখে অবস্থান করে, সে জীবন্মুক্ত হইয়া এ সংসারে সর্ব্বোত্তমভাবে অবস্থান করিয়া থাকে। গঙ্গা আশ্রয় করিয়া যে ব্যক্তি অবস্থান করে, তাহার কোন কার্য্যই নাই। সে মানব কৃতকৃত্য, জীবন্মুক্ত ও মুক্তপুরুষ হয়। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, জপ, শ্রাদ্ধ বা দেবপূজা এ সকল অনুষ্ঠান নিত্য গঙ্গায় করিলে কোটিগুণ ফল হইয়া থাকে। অন্যস্থান কৃত পাপ গঙ্গাতীরে ক্ষয় হয়। গঙ্গাতীরে কৃত পাপ গঙ্গাস্নানেই নষ্ট হইয়া থাকে। নিজের জন্ম-নক্ষত্র দিনে এবং পৃথিবীতে জাহ্নবীর অবতরণ দিনে জাহ্নবীজলে স্নান করিলে নর স্বীয় কুলের উদ্ধার সাধন করে। নর সর্ব্বদা ধনবান্ ব্যক্তিকে যেমন সাদরে স্তব করে, সেইরূপ একবার মাত্র গঙ্গাস্তব করিলেও স্বর্গভাগী হয়। যে ব্যক্তি গঙ্গায় অশ্রদ্ধার সহিতও পুণ্যবাহিনী গঙ্গানাম কীর্ত্তন করে, তাহারও স্বর্গ লাভ হয়। ক্ষিতিতলে নরগণকে, পাতালে নাগ-গণকে এবং স্বর্গে দেবগণকে তারণ করেন, এই জন্য তিনি ত্রিপথগা নামে বিখ্যাত। জ্ঞানে, অজ্ঞানে, কামে বা অকামে গঙ্গায় মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলে মানব স্বর্গ এবং মোক্ষ লাভ করে। সত্ত্বস্থ যোগযুক্ত মনীষী ব্যক্তির যে গতি, গঙ্গায় প্রাণ পরিত্যাগকারী মানবেরও সেই গতি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দেহশুদ্ধির জন্য সহস্র চান্দ্রায়ণ করে, আর যে নর যথেচ্ছ গঙ্গাজল পান করে, এতদুভয়ের মধ্যে গঙ্গাজলপায়ী ব্যক্তিই বিশিষ্ট। যাবৎ জাহ্নবীজল প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তীর্থ, দেব ও বেদসমূহের তাবৎ কালই প্রভাব। বায়ু বলিয়াছেন, হে জাহ্নবি! স্বর্গে, ভূতলে এবং অন্তরীক্ষে যে সার্দ্ধ ত্রিকোটি তীর্থ আছে, তৎসমস্তই তোমাতে অবস্থিত। হে গঙ্গে! তুমি বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে উদ্ভূতা, ত্রিপথগা এবং ধর্ম্মদ্রবা নামে বিখ্যাতা, হে জাহ্নবি! তুমি আমর পাপ হরণ কর। তুমি বিষ্ণুপাদ-প্রসূতা, বিষ্ণুপূজিতা বৈষ্ণবী, আমাকে আজন্ম মরণান্তিক পাপ হইতে পরিত্রাণ কর। হে ভাগীরথি! হে মহা-দেবি! তোমার শ্রদ্ধা-গৃহীত শ্রীসম্পন্ন পঙ্ক এবং জল দ্বারা আমাকে পবিত্র কর। এই তিনটি শ্রেষ্ঠ শ্লোক পাঠ করিয়া যে ব্যক্তি জাহ্নবীজলে স্নান করে, সে জন্মকোটিকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে,

সন্দেহ নাই। এক্ষণে হরপ্রোক্ত জাহ্নবীর মূলমন্ত্র বলিতেছি, নর এই মন্ত্র একবার মাত্র জপ করিয়া পূত ও বিষ্ণুদেহে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। মন্ত্র যথা (মূল দ্রষ্টব্য।) যে ব্যক্তি জাহ্নবীতীরসম্ভূত মৃত্তিকা মস্তকে ধারণ করে, সে গঙ্গাস্নান ব্যতিরেকেও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। গঙ্গা জলোর্ম্মি-নির্দ্ধূত পবনস্পর্শেও নর ঘোর পাপ হইতে পূত হইয়া অক্ষয় স্বর্গ লাভ করে। যাবৎকাল মনুষ্যাস্থি গঙ্গাজলে থাকে, তাবৎ সেই মনুষ্য স্বর্গলোকে পূজা প্রাপ্ত হয়। পিতা, মাতা, বন্ধুজন, অনাথ ও গুরুজনের অস্থি গঙ্গায় পড়িলে নর স্বর্গ হইতে কখনও ভ্রষ্ট হয় না। যে ব্যক্তি পিতৃগণের অস্থিও গঙ্গাভি-মুখে লইয়া যায়, তাহার পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। গঙ্গাতীরস্থ জনপদ, পশু, পক্ষী, কীট, স্থাবর জঙ্গম—সকলই ধন্য। হে দ্বিজ-সত্তমগণ! জাহ্নবীর একক্রোশ ব্যবধানেও যে সকল মানব মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহারা দেবতা হইয়া থাকে, তদিতর সকলেই ভূতলস্থ মানব মাত্র। গঙ্গা-স্নানে যাত্রা করিয়া যদি পথিমধ্যে মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে তাহার গঙ্গাস্নান ফল লাভ হয়, সে স্বর্গ লাভ করে। গঙ্গাস্নানে যাইবার পথে যেসকস কীট পতঙ্গ ও শলভ পদাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহারাও গঙ্গাজলে উপনীত হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! যে সকল ব্যক্তি অন্যকে গঙ্গাস্নানে যাইবার উপদেশ দেয়, তাহারাও পরম পুণ্য গঙ্গাস্নান-ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পাষণ্ডগণ কর্ত্তৃক হতচিত্ত হইয়া যে সকল মানব জাহ্নবীর নিন্দা করে, তাহারা ঘোর নরকে নিপতিত হয়; সেই নরক হইতে তাহাদের আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। অন্য বহু বাক্য বলিয়া কি হইবে? যদি দুঃস্থ ব্যক্তিও নিত্য গঙ্গা স্মরণ করে, গঙ্গানাম কীর্ত্তন করে বা পাঠ করে, তাহারও স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। শত যোজন দূর হইতেও যে ব্যক্তি গঙ্গা গঙ্গা বলিয়া ডাকে, সেও সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে উপনীত হইয়া থাকে। যে সকল নর গঙ্গায় গমন করে না, তাহারা অন্ধ বা পঙ্গু হইয়া বৃথা জীবন ধারণ করে অথবা গর্ভপাতেই বিপন্ন হইয়া থাকে। যাহারা গঙ্গা-নাম কীর্ত্তন করে না, তাহারা জড়তুল্য নরাধম; যাহারা অন্যকে গঙ্গাস্নানে উপদেশ দেয় না, তাহারা ভ্রান্তচিত্ত বাতুল আর যাহারা গঙ্গামাহাত্ম্য পাঠ করে না, তাহা-দের শাস্ত্র-জ্ঞান নিষ্ফল, তাহারা কুবুদ্ধিশালী পতিত অধম জীবমাত্র। যে সকল ধীর ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত নিত্য গঙ্গাসেবার পুণ্যফল পঠন পাঠন করেন, তাঁহারা স্বর্গপ্রাপ্ত হন এবং পিতৃ ও গুরুগণের উদ্ধার সাধন করেন। যে ব্যক্তি গঙ্গাযাত্রী জনগণের যথাশক্তি পাথেয় প্রদান করেন, তিনি ভাগীরথী স্নানের ফল লাভ করিয়া থাকেন। গঙ্গাস্নানকর্ত্তার যে ফল হয়, গঙ্গা-স্নানপ্রেরক ব্যক্তির তদপেক্ষা দ্বিগুণ ফল হইয়া থাকে। ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, কিংবা অন্য দ্বারা প্রেরিত হইয়াই হউক, যে ব্যক্তি পুণ্য জাহ্নবীজলে গমন করে, তাহার দেবালয়ে গতি হইয়া থাকে। দ্বিজগণ কহিলেন, হে ব্যাস! আপনার নিকট গঙ্গার নির্ম্মল কীর্ত্তন-কথা শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি গঙ্গা কোথা হইতে আসিলেন? তাঁহার আকার কি? কি নিমিত্ত তিনি অতি পাবনী? ব্যাস বলিলেন, আপনারা পুণ্য পুরাতনী কথা শ্রবণ করুন। ইহা শ্রবণে নরশ্রেষ্ঠগণ মোক্ষমার্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পুরাকালে মুনিপুঙ্গব নারদ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া বিধাতাকে নমস্কারপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—তাত! আপনি সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত হরি-হরের সম্মত এমন কি ত্রৈলোক্য-পাবন বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন? হে ব্রহ্মন্! সর্ব্বোত্তমা দেবী বা দেবতা কে এমন আপনা কর্ত্তৃক ভূতলে সৃষ্ট হইয়াছেন, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া দেব, দৈত্য, মানুষ, পন্নগ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও বৃক্ষাদি উদ্ভিজ্জ সকলেই পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হইতে পারে?

(ক্রমশঃ)

চণ্ডীগড় মঠে ও জালন্ধরে বার্ষিক অনুষ্ঠান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ—প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী ও ইঞ্জিনিয়ার শ্রীবিজয়রঞ্জন দে সমভিব্যাহারে হিমগিরি এক্সপ্রেসে ২২ চৈত্র, ৫ এপ্রিল বৃহস্পতিবার

আম্বালা ক্যান্ট ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে চণ্ডীগঢ় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ভক্তবৃন্দসহ উপস্থিত থাকিয়া সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। তাঁহাদের ব্যবস্থায় দুইটী মোটরকারযোগে স্বামীজীগণ পূর্ব্বাহ্নে চণ্ডীগঢ় মঠে আসিয়া পৌঁছেন। চণ্ডীগঢ়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ৬ এপ্রিল হইতে ১০ এপ্রিল পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রি ৮ ঘটিকায় বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে পৌরোহিত্যপদে বৃত হন যথাক্রমে পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীএম্ আর্ শর্ম্মা, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীএইচ্ আর শোধি, মেজর জেনারেল শ্রীরাজেন্দ্র নাথ, মাননীয় বিচারপতি শ্রীআর এল মিত্তল ও ব্রিগেডিয়ার শ্রীপি এস যশপাল। চণ্ডীগঢ় সহরের প্রাক্তন চিফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীপি এল্ বার্ম্মা এবং হরিয়াণা রাজ্য সরকারের এড্ভোকেট্ জেনারেল শ্রীহরভগবান্ সিংহ তৃতীয় ও চতুর্থ অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। "ধর্ম্মহীন ও নীতিহীন জীবনে পার্থিব সুখও লভ্য নহে", "গীতার সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ", "প্রেমভক্তি ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু", "ধর্ম্ম—সমাজের ও দেশের হিতকর অথবা অহিতকর", "ভবব্যাধির মহৌষধ শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন"—এইসকল বক্তব্যবিষয় সভায় আলোচিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত সভায় বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। ৮ এপ্রিল পূর্ব্বাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক, পূজা ও মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে সমাগত সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

চণ্ডীগঢ় মঠের বার্ষিক উৎসবের সংবাদ পাঞ্জাবের হিন্দী, ইংরাজী, উর্দ্দু, পাঞ্জাবী দৈনিক পত্রিকাসমূহে, রেডিও ও টেলিভিসনযোগে বিপুলভাবে প্রচারিত হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব ১৪ এপ্রিল পর্য্যন্ত চণ্ডীগঢ়ে অবস্থান করিয়া শ্রীযুক্তা বিদ্যাপতি দেবী সেক্টর ৩০, শ্রীনন্দকিশোর বিন্দ্‌লিশ—সেক্টর ২০এ, শ্রীপবন কুমার গর্গ—সেক্টর ২০বি, শ্রীযশপাল শর্ম্মা—সেক্টর ৩০এ, শ্রীজগমোহন মোহন—সেক্টর ২০এ, শ্রীমামচাঁদ গুপ্ত—সেক্টর ২০এ, ডাক্তার আর্ পি মিত্তল—সেক্টর ২০বি ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তাঁহাদের গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনঙ্গমোহনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস বনচারী, শ্রীননীগোপাল বনচারী, শ্রীদীনার্ত্তিহর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীফাল্গুনী সখা, শ্রীঅভয়চরণ দাস, শ্রীশচীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাইদাস, শ্রীধনঞ্জয় দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণগোপাল দাসাধিকারী, শ্রীশুকদেবরাজ বক্সী, শ্রীকলিরামজী, শ্রীকে এল্ আবরোল, শ্রীউদ্ধব দাসাধিকারী, শ্রীজয়প্রকাশ, শ্রীচৈতন্যচরণদাস, শ্রীগৌরসুন্দরদাস, শ্রীপরমহংস প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

হিন্দী পাঞ্জাব কেশরী, জালন্ধর ১৬।৪।৮৪ তারিখে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে—

"চণ্ডীগঢ়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তা হিংসাত্মক প্রবৃত্তির তীব্র নিন্দা করেন। ৬ এপ্রিল হইতে ১০এপ্রিল পর্য্যন্ত আয়োজিত বার্ষিক মহদনুষ্ঠানে সমাজের মধ্যে এক শ্রেণী ব্যক্তির অমানবীয় মনোবৃত্তির সমালোচনামুখে বক্তাগণ বলেন—শিক্ষাবিভাগে ধর্ম্ম ও নীতির কোন স্থান না থাকায় সমাজে অমানুষিক মনোবৃত্তির বৃদ্ধি হইতেছে। তাঁহারা আরও বলেন কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য যুবশক্তির অপপ্রয়োগ করিতেছেন।"

পাঁচদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে পাঞ্জাব ও হরিয়াণার উচ্চ ন্যায়ালয়ের ন্যায়াধীশ শ্রীএম্ আর্ শর্ম্মা, ন্যায়াধীশ শ্রীআর্ এল্ মিত্তল, অবসরপ্রাপ্ত ন্যায্যাধীশ শ্রীএইচ আর্ শোধি, অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল শ্রীরাজেন্দ্র নাথ, ব্রিগেডিয়ার পি এস্ যশপাল, অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য ইঞ্জিনীয়ার শ্রীপি এল্ বর্ম্মা এবং হরিয়াণার মহাধিকর্ত্তা (Advocate General) শ্রীভগবান্ সিংহ বিভিন্ন দিনে সভার অধ্যক্ষতা করিয়াছেন।

বক্তাগণ তাঁহাদের ভাষণে সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যে যে কল্যাণকর উপদেশ আছে, তাহা ছাত্রগণের মধ্যে প্রবর্ত্তনদ্বারা তাহাদের কল্যাণমুখী সংস্কার বর্দ্ধনের উপর জোর দেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ অখিল ভারতীয় সংস্থার অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী বি বি তীর্থ মহারাজ তাঁহার ভাষণে বলেন—আজ সমগ্র বিশ্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের বাণী সমাদৃত হইতেছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু—শ্রীভগবৎপ্রেম ও তৎসম্বন্ধে সর্ব্বজীবে প্রীতি বিধানের জন্য শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনকেই ভগবৎ প্রাপ্তির সর্ব্বোত্তম উপায়রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাঁচদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে শত শত ব্যক্তি যোগদান করিয়াছেন। ৮ এপ্রিল মহোৎসবে সহস্র সহস্র নরনারী মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

জালন্ধর (পাঞ্জাব) ঃ— জালন্ধর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্ত্তন সভার সদস্যবৃন্দের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলনে যোগদানের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে গত ২ বৈশাখ, ১৫ এপ্রিল রবিবার শ্রীকৃষ্ণের বসন্তরাস পূর্ণিমা তিথিবাসরে জালন্ধর সহরে শুভপদার্পণ করেন। জালন্ধর যাত্রার পূর্ব্বে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের তারবার্ত্তায় আশীর্ব্বাণী লাভ করিয়া সকলে পরমোৎসাহিত হন। জালন্ধরে প্রচারানুকূল্যের জন্য আসেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, শ্রীমন্ মদনমোহনদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস বনচারী, শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী ও শ্রীগৌরসুন্দরদাস। স্থানীয় শ্রীবাবালাল মন্দিরে অপরাহ্ণকালীন ধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন—শ্রীল আচার্য্যদেব, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ এবং উক্ত দিবস সায়ংকালীন ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করেন শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ। ভক্তগণের ইচ্ছাক্রমে শ্রীল আচার্যদেব সায়ংকালীন ধর্ম্মসভান্তে নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে শ্রীবাবালাল মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া তন্নিকটবর্ত্তী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণের জন্য সংগৃহীত জমীতে উপনীত হন। তথায় ভক্তগণ উল্লাসভরে উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন করেন। বহু অর্থব্যয়ে উক্ত জমীতে শ্রীমন্দির ও শ্রীনাট্যমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপিত, বাসস্থানের জন্য কক্ষ, স্নানাগার, শৌচাগারাদি নির্ম্মিত হইতে দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব উল্লসিত হন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্যতম মুখ্য সাহায্যকারী গৌড়ীয় বৈষ্ণব শ্রীহিন্দ্‌লালজী আগামী ১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যাহাতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-মাধব জীউ তথায় প্রকটিত হন, এইরূপ হার্দ্দী ইচ্ছা শ্রীল আচার্যদেবের নিকটে প্রকাশ করেন, কারণ—জালন্ধরে আজ পর্য্যন্ত কোনও শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হন নাই। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ইচ্ছা হইলে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবেন বলিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব আশ্বাসবাণী প্রদান করেন।

১৫ এপ্রিল মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীল আচার্যদেব পরদিবস সদলবলে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীপুরুষোত্তমলাল সগ্গরের নূতন বাসগৃহে এবং সন্ধ্যায় শ্রীহিন্দ্‌লালজীর আলয়ে শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীহরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

জালন্ধরে বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন ও উৎসবটীকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে মুখ্যভাবে প্রচেষ্টা করেন মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তদ্বয় শ্রীরামভজন পাণ্ডে এবং শ্রীধর্ম্মপাল শর্ম্মা।

পারমহংস্য বেষাশ্রয়

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমপূজনীয় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত ৮৬ বৎসরের বানপ্রস্থাশ্রমী বৃদ্ধশিষ্য ডাক্তার শ্রীমৎ সর্ব্বেশ্বর দাস বনচারী প্রভু এবার শ্রীগৌরাবির্ভাব-পৌর্ণমাসী শুভবাসরে শ্রীমঠের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নিকট শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদ প্রবর পরম প্রপূজ্যচরণ শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ প্রণীত সংস্কারদীপিকা বিধানানুযায়ী পারমহংস্য বেষাশ্রয় (বাবাজীর বেষ) গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার বেষাশ্রিত নাম হইয়াছে—শ্রীমৎ সর্ব্বেশ্বরদাস বাবাজী মহারাজ।

ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস বেষাশ্রয়

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্যভাগবত মঠের অধ্যক্ষ ও আচার্য্য প্রপূজ্যচরণ ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ আমাদের পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শেষ সন্ন্যাসী শিষ্য—প্রভুপাদের অত্যন্ত স্নেহপাত্র 'কনিষ্ঠ সন্তান'রূপে প্রসিদ্ধ। তাঁহারই স্নেহধন্য সুযোগ্য শিষ্যবর পণ্ডিত শ্রীমদ্ বঙ্কিম চন্দ্র পাণ্ডা পঞ্চতীর্থ [কাব্য—তর্ক (ক)—তর্ক (খ)—বেদান্ত-ভক্তিতীর্থ] বিদ্যালঙ্কার মহোদয় গত ২৯ গোবিন্দ (৪৯৭ গৌরাব্দ), ৩রা চৈত্র (১৩৯০), ১৭ই মার্চ্চ (১৯৮৪) শনিবার শ্রীগৌরাবির্ভাবপৌর্ণমাসী শুভবাসরে পূর্ব্বাহ্নে উক্ত শ্রীমঠে পূজ্যপাদ যাযাবর গোস্বামিমহারাজের নিকট ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস বেষাশ্রয় গ্রহণ করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদর্শন আচার্য্য মহারাজ নামে অভিহিত হইয়াছেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০ পঃ, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় ঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

চতুর্বিংশ বর্ষ — ৫ম সংখ্যা

আষাঢ়, ১৩৯১

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্তমান আচার্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৪শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ়, ১৩৯১
১৭ বামন, ৪৯৮ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ আষাঢ়, শনিবার, ৩০ জুন, ১৯৮৪ { ৫ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৬৬ পৃষ্ঠার পর]

এই জড়জগৎ—গোবিন্দ হইতে বিচ্ছিন্ন, অক্ষজ-জ্ঞানের অভ্যন্তরে গোবিন্দই অন্তর্য্যামিরূপে আবৃত হইয়া রহিয়াছেন। বেদোক্ত বহু-দেবতা জড়েন্দ্রিয়ের অগোচর আবৃত-বিষ্ণুর জীবেন্দ্রিয়োপযোগী বাহ্য-পরিচয়ই প্রদান করেন। তখন আমরা বিত্তৈষণা, পুত্রৈষণা প্রভৃতি দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের এষণা-দ্বারা আচ্ছন্ন হই, তখনই বিষ্ণুমায়া আমাদের নিকট তত্তৎ-ফলদাত্রী দেবতারূপে প্রকাশিত হন। শ্রীগোবিন্দ যে প্রকৃত্যতীত চিচ্ছক্তি বিশেষরূপে গ্রহণ করিতেছেন, অর্থাৎ তিনি যে সম্বিদ্বিগ্রহ, তাহা আমরা আমাদের জড়েন্দ্রিয়তর্পণ-পর জড়ধর্ম্ম থাকা-কালে উপলব্ধি করিতে পারি না। তিনি স্বয়ং অবিমিশ্র পরমানন্দ-বিগ্রহ (Unceasing Love and Bliss-Incarnate); তাঁহাতে কোনও মিশ্র বা কেবল-চিদ্বিপরীত অচিৎ সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না। কিছুকালের জন্য যাহা আমাদের অক্ষজজ্ঞানে 'সত্য' বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহা—তাৎকালিক সত্য-মাত্র (Apparent truth বা Local truth),—উহা নিত্যসত্যবস্তু (Positive বা Absolute Truth) হইতে পারে না। অনাদি-কালের বিচারে গোবিন্দের আদিতে কোনও বস্তু ছিল না। গোবিন্দসেবা-বিমুখ জনগণের দণ্ডের জন্যই জড়জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। অখণ্ড-কালও গোবিন্দ হইতেই প্রকটিত হইয়াছে; মানবজ্ঞানের অজ্ঞেয় জড়ের অনুভব-রাজ্যের অতীত ব্রহ্মার অহোরাত্র বা সম্বৎসর বা কল্পাদি-মাত্রও নহে—এইরূপ অখণ্ড-কালও গোবিন্দ হইতেই প্রকাশিত।

'কার্য্যের—ব্যক্তের—পরিণামের পিতা-মাতা কে?—কারণ কে?—আবার, তাহারও কারণ কে?' ইত্যাদি বিষয়ে যখন আমরা অনুসন্ধান করি, তখনই দেখি,—তাহা শ্রীগোবিন্দ-পাদপদ্ম। 'কারণ'কেই যখন 'কার্য্য' বলিয়া উপলব্ধি করি, তখন দেখি,—সকল-কারণের কারণ সেই 'গোবিন্দ'; —ইহাই স্ব-স্বরূপের পরিচয়।

(২) 'পরস্বরূপ' বা 'পরতত্ত্বস্বরূপ' বলিতে বৈকুণ্ঠ-পরব্যোম-নাথ শ্রীবিষ্ণু নারায়ণ। বেদাদি নিখিলশাস্ত্র বিষ্ণুকেই 'পরতত্ত্ব' বলিয়া কীর্ত্তন করেন। দিব্যসূরিগণ নিত্যকাল অপ্রাকৃত ভক্তি-লোচনে বিষ্ণুর পরম পদই দর্শন করেন।

(৩) বৈভবপ্রকাশ মূল-নারায়ণ বলদেবপ্রভু—আমার গোবিন্দেরই প্রকাশমূর্ত্তি। সকল-বিষয়ের

মূলকারণ—স্বয়ংরূপের বৈভব—Individualityর Propagating Prime Causeই অর্থাৎ Personal God-headএর All-Pervading Function-holderই বলদেব ; তিনি স্বয়ং-প্রকাশ। তাঁহার বর্ণ—শ্বেতবর্ণ—কৃষ্ণ হইতে পৃথক্। কৃষ্ণের বাঁশী অপেক্ষা অধিক শব্দ করিবার জন্যই তিনি শিঙ্গা-ধৃক্। 'প্রকাশ' অর্থে তদ্বস্তুপরতা, এবং 'বিলাস' অর্থে তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতা, 'প্রভুতা' অর্থে নিগ্রহানুগ্রহ-সামর্থ্য, 'বিভুতা' অর্থে সর্ব্বালিঙ্গন-যোগ্যতা ; শ্রীবলদেব --তাদৃশ গুণবিশিষ্ট (Fountain-head or Prime Source of All-embracing, All-pervading, All-extending Energy)। এইসকল পরিভাষা পরিমিত রাজ্যের ভাষা-দ্বারা আচ্ছন্ন হইলেও উহাদের প্রকৃত অর্থ কখনই সম্যগ্রূপে বুঝা যাইবে না। 'বিভু ও প্রভু'—পরস্পর অন্যোহন্যাশ্রিত। বৈভব-প্রকাশরূপে যিনি—প্রকাশমান, তিনিই 'বিভু'; আর যাঁহা হইতে তিনি প্রকাশমান, তিনিই 'প্রভু'। 'বিভু'তে ও 'প্রভু'তে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। 'প্রভু'—বাসুদেব; 'বিভু'—সঙ্কর্ষণ। 'বিভুর' ও 'প্রভুর' একদিক্—তৃতীয় দর্শন প্রদ্যুম্ন; 'বিভু'র ও 'প্রভু'র অন্যদিক্—চতুর্থ দর্শন অনিরুদ্ধ। দ্বারকায় সকল-চতুর্ব্যূহের অংশিস্বরূপ — আদি-চতুর্ব্যূহ, এবং পরব্যোমে বা বৈকুণ্ঠে তাঁহাদেরই দ্বিতীয়-প্রকাশ—দ্বিতীয়-চতুর্ব্যূহ। ইঁহারাও আদি-চতুর্ব্যূহের প্রকাশানুরূপ তুরীয় ও বিশুদ্ধ। কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি বলদেব—মূলসঙ্কর্ষণ ; পরব্যোমে সেই শ্রীবলরামের স্বরূপাংশই মহা-সঙ্কর্ষণ। তাঁহা হইতেই কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুরূপী প্রথম-পুরুষাবতার। তিনি রাম-নৃসিংহাদি অবতারের কারণ, গোলোক-বৈকুণ্ঠের কারণ, ভূমার কারণ ও বিশ্বের কারণ। গৌরসুন্দরের বৈভববিচারে ভ্রান্ত ব্যক্তিগণই ব্রহ্মাণ্ডে 'বিদ্ধ-বৈষ্ণব' আখ্যায় পরিচিত হইয়া আউল, বাউল, সহজিয়া, গৌরনাগরী প্রভৃতি অপসম্প্রদায়।

(৪) অন্তর্য্যামি-রূপ—ত্রিবিধ,—(ক) প্রকৃতির অন্তর্য্যামী কারণার্ণবশায়ী, (খ) হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টি-জীবের অন্তর্য্যামী গর্ভোদকশায়ী, (গ) ব্যষ্টি অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ জীবের অন্তর্য্যামি-পুরুষ ক্ষীরোদকশায়ী পরমাত্মা।

(৫) অর্চ্চা—অষ্টবিধ (ভাঃ ১১।২৭।১২)—

"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥"

শ্রীগোবিন্দ অর্চ্চা-রূপে অবতীর্ণ হন বলিয়া জড়বদ্ধ লোকসকল অর্চ্চা, দেহ ও দেহীতে ভেদ-বুদ্ধি করিয়া বঞ্চিত হয়। Henotheism অর্থাৎ পঞ্চোপাসনা বা চিজ্জড়সমন্বয়বাদ—পৌত্তলিকতা বা ব্যুৎ-পরস্তের চরম সীমা। গণদেবতা-পূজা হইতে বৌদ্ধ শাক্যসিংহ-বাদ প্রসূত হইয়াছে। 'ললিত-বিস্তর-গ্রন্থে তেত্রিশ-কোটি গণদেবতার অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে শাক্যসিংহকে বর্ণন করা হইয়াছে। জড়জগতে বর্ত্তমান-সময়ে কৃষ্ণজ্ঞানহীন বদ্ধজীবগণ—মাটিয়া-বুদ্ধিতে মাটির পূজায় ব্যস্ত। অধিকাংশ লোকই মাটিয়া (materialist) বা জড়োপাসক এবং পঞ্চোপাসক (Henotheist) অর্থাৎ চিজ্জড়সমন্বয়বাদী।

ভগবানের অর্চ্চা-মূর্ত্তির কৃপাই সমস্তবাহ্যজ্ঞানের কবল হইতে জীবকে অপসারিত করিতে পারেন। বৈষ্ণবের সহিত সম্বন্ধজ্ঞান-হীন পূজা-বঞ্চিত ব্যক্তিই অর্চ্চক। ভগবানের পূজা অপেক্ষা ভক্তের পূজা, রামচন্দ্রের পূজা অপেক্ষা বজ্রাঙ্গজীর পূজা—বড়। গুরুকে লঙ্ঘন করিয়া—বৈষ্ণবকে লঙ্ঘন করিয়া বিষ্ণুপূজার আবাহন করিলে কয়েকদিন পরে চিজ্জড়-নির্ভেদবাদী অথবা ব্যুৎপরস্ত বা 'পৌত্তলিক' হইয়া যাইতে হয়। 'অর্চ্চন'—বাহ্য উপাচার-মুখে এবং 'ভজন'—ভাবপথে কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হয়। যাঁহাদের নামভজনের বিষয়ে উপলব্ধি নাই, তাঁহারা ভগবদ্ভক্তের পূজার বিধেয়ত্ব বুঝিতে পারেন না।

বিষ্ণুর পূর্ব্বোক্ত পঞ্চস্বরূপ, সকলেই সমানধর্ম্মা—মূলদীপ হইতে যেরূপ বহু দীপের প্রজ্বলন, তদ্রূপ ; মূলদীপ—স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ। যেমন, প্রথম দীপ হইতে প্রজ্বলিত দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমাদি যে-কোনও একটী দীপ—সমস্তবস্তুকে দগ্ধ করিতে সমর্থ, তদ্রূপ দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বিষ্ণুবিগ্রহের যে-কোনও একটী স্বরূপের সহিত অপর বিষ্ণুবিগ্রহের তত্ত্বতঃ কোনও ভেদ নাই, কেবল লীলা-গত বৈচিত্র্য-ভেদমাত্র। কিন্তু বিষ্ণু হইতে বিকৃত হইয়া যদি ভগবদ্বস্তু প্রকাশিত হন, তবে তাদৃশ বহির্দর্শনকে 'আবরণ' বা 'গুণাবতার' জানিয়া তাঁহাকে আর বিষ্ণুর সহিত সমতত্ত্বে গণনা

করা যাইতে পারে না; যেমন, দুগ্ধ বিকৃত হইয়া দধি হইলে, দধিকে আর দুগ্ধের সহিত সমান জ্ঞান করা যাইতে পারে না, তদ্রূপ ক্ষীরোদকশায়ি পর্য্যন্ত দুগ্ধোপম অর্থাৎ বিষ্ণু-তত্ত্ব। ক্ষীরকে অম্লসংযোগে বিকৃত করিবার চেষ্টা অর্থাৎ যে-স্থলে বিষ্ণুত্বের সহিত মানবের কাল্পনিক জ্ঞান মিশাইবার চেষ্টা প্রদর্শিত হয়, সেস্থানেই Henotheism বা পঞ্চো-পাসনা।

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

[শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

যদা হি জীববিজ্ঞানং পূর্ণমাসান্মহীতলে।
ক্রমোর্দ্ধগতিরীত্যা চ দ্বাপরে ভারতে কিল ॥

তদা সত্ত্বং বিশুদ্ধং যদ্বসুদেব ইতীরিতঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানবিভাগে হি মথুরায়ামজায়ত ॥

কোমলশ্রদ্ধ ও উত্তমাধিকারী এই দুই প্রকার মানব শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের অধিকারী হয়েন। মধ্যমাধি-কারীগণ এতত্তত্ত্বে সংশয়বশতঃ অবস্থিত হইতে পারেন না। তাঁহারা হয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী, নতুবা ঈশো-পাসকরূপে পরিচিত হইয়া থাকেন। সৌভাগ্যক্রমে তত্ত্ববিৎ সাধুসঙ্গ হইলে তাঁহারাও উত্তমাধিকার প্রাপ্ত হইয়া সমাধিলব্ধ কৃষ্ণচরিত্রের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন। উত্তমাধিকার যদিও কৃষ্ণকৃপাক্রমে জীব-চৈতন্যের পক্ষে নিতান্ত সহজ, তথাপি মায়াগত সম্বিৎ কর্ত্তৃক উৎপন্ন যুক্তিযন্ত্রের প্রতি অধিকতর বিশ্বাস করতঃ মানবগণ প্রায়ই সহজ সমাধিকে কুসংস্কার বলিয়া তাচ্ছিল্য করেন। এতদ্ধেতু তাঁহারা সশ্রদ্ধ হইলে প্রথমে স্বভাবতঃ কোমলশ্রদ্ধ ও পরে সাধুসঙ্গ সাধূপদেশ ও ক্রমালোচনা প্রভাবে উত্তমাধিকারী হইয়া থাকেন। তাঁহারা প্রথমতঃ সংশয়াপন্ন হইলে, হয় তর্কসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া সৌভাগ্যক্রমে উত্তমাধিকারী হন, নতুবা ভগবত্তত্ত্ব হইতে অধিকতর বিমুখ হইয়া মোক্ষতত্ত্ব হইতে দূরে পড়েন। অতএব সশ্রদ্ধ আলো-চনা করিতে করিতে মানবগণের বিজ্ঞান যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল, সেই দ্বাপরান্তকালে মহাপুণ্যভূমি ভারতবর্ষে, ব্রহ্মজ্ঞানবিভাগরূপ মথুরায়, বিশুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপ বসুদেব জন্মগ্রহণ করিলেন।

সাত্ত্বতাং বংশসম্ভূতো বসুদেবো মনোময়ীং।
দেবকীমগ্রহীৎ কংস-নাস্তিক্য-ভগিনীং সতীং ॥

সাত্ত্বতদিগের বংশসম্ভূত বসুদেব নাস্তিক্যরূপ কংসের মনোময়ী ভগিনী দেবকীকে বিবাহ করিলেন।

ভগবদ্ভাবসম্ভূতেঃ শঙ্কয়া ভোজপাংশুলঃ।
অরুন্ধদ্দম্পতী তত্র কারাগারে সুদুর্ম্মদঃ ॥

ভোজাধম কংস ঐ দম্পতি হইতে ভগবদ্ভাবের উৎপত্তি আশঙ্কা করিয়া স্মৃতিরূপ কারাগারে তাহা-দিগকে আবদ্ধ করিলেন। যদুবংশের মধ্যে সাত্ত্বতকুল ভগবৎপর ছিলেন এবং ভোজবংশ নিতান্ত যুক্তি-পর ও ভগবদ্বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন, এরূপ বোধ হয়।

যশঃ কীর্ত্ত্যাদয়ঃ পুত্রাঃ ষড়াসন্ ক্রমশস্তয়োঃ।
তে সর্ব্বে নিহতা বাল্যে কংসেনেশবিরোধিনা ॥

সেই দম্পতীর যশ, কীর্ত্তি প্রভৃতি ছয়টী পুত্র ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়, কিন্তু ঈশ-বিরোধী কংস তাহাদিগকে বাল্যকালেই হনন করে।

জীবতত্ত্বং বিশুদ্ধং যদ্ভগবদ্দাস্যভূষণং।
তদেব ভগবান্ রামঃ সপ্তমে সমজায়ত ॥

ভগবদ্দাস্যভূষিত বিশুদ্ধ জীবতত্ত্ব বলদেব তাঁহাদের সপ্তম পুত্র।

জ্ঞানাশ্রয়ময়ে চিত্তে শুদ্ধজীবঃ প্রবর্ত্ততে।
কংসস্য কার্য্যমাশঙ্ক্য স যাতি ব্রজমন্দিরং ॥

জ্ঞানাশ্রয়ময় চিত্তরূপ দেবকীতে শুদ্ধ জীবতত্ত্বের প্রথমোদয়, কিন্তু মাতুল কংসের দৌরাত্ম্যকার্য্য আশঙ্কা করিয়া সেই তত্ত্ব ব্রজমন্দিরে গমন করিলেন।

তথা শ্রদ্ধাময়ে চিত্তে রোহিণ্যাঞ্চ বিশত্যসৌ।
দেবকী-গর্ভনাশস্তু জ্ঞাপিতশ্চাভবত্তদা ॥

তিনি বিশ্বাসময় ধাম ব্রজপুরী প্রাপ্ত হইয়া শ্রদ্ধাময় চিত্ত রোহিণীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন; এদিকে দেবকীর গর্ভনাশ বিজ্ঞাপিত হইল।

অষ্টমে ভগবান্ সাক্ষাদৈশ্বর্য্যাখ্যাং দধত্তনুং।
প্রাদুরাসীন্মহাবীর্য্যঃ কংসধ্বংসচিকীর্ষয়া ॥

শুদ্ধ জীবভাব আবির্ভাবের অব্যবহিত পরেই ভগবদ্ভাব জীবহৃদয়ে উদিত হয়। অতএব সাক্ষাৎ ঐশ্বর্যনামা নারায়ণ স্বরূপে স্বয়ং ভগবান্ অষ্টম পুত্র হইয়া অবতীর্ণ হইলেন। নাস্তিক্যনাশরূপ কংসধ্বংস ইচ্ছা করিয়া মহাবীর্য্য ভগবান্ প্রাদুর্ভূত হইলেন।

ব্রজভূমিং তদানীতঃ স্বরূপেণাভবদ্ধরিঃ।
সন্ধিনীনির্ম্মিতা সা তু বিশ্বাসো ভিত্তিরেব চ ॥

চিচ্ছক্তিগত সন্ধিনী নির্ম্মিত ব্রজভূমিতে ভগবান্ স্বস্বরূপে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে নীত হইলেন। সেই ভূমির ভিত্তিমূল বিশ্বাস ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জীবের যুক্তিবিভাগে বা জ্ঞানবিভাগে ঐ ভূমি থাকে না, কিন্তু বিশ্বাসবিভাগেই তাহার অবস্থান হয়।

ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং তত্র দৃশ্যং ভবেৎ কদা।
তত্রৈব নন্দগোপঃ স্যাদানন্দ ইব মূর্ত্তিমান্ ॥

জ্ঞান বা বৈরাগ্য তথায় দৃশ্য হয় না, আনন্দমূর্ত্তি নন্দগোপ তথায় অধিকারী, এতত্তত্ত্বে জাতির উচ্চত্ব বা নীচত্ব বিচার নাই, এই জন্যই আনন্দমূর্ত্তি গোপত্বে লক্ষিত হইয়াছেন। বিশেষতঃ গোচারণ ও গোরক্ষণ এবং অনৈশ্বর্য্যাত্মক মাধুর্য্যাত্মক মাধুর্য্যত্বও লক্ষিত হয়।

উল্লাসরূপিণী তস্য যশোদা সহধর্ম্মিণী।
অজীজনন্মহামায়াং যাং শৌরিনীতবান্ ব্রজাৎ ॥

উল্লাসরূপিণী নন্দপত্নী যশোদা, যে অপকৃষ্ট-তত্ত্ব মায়াকে প্রসব করেন, তাহা ব্রজ হইতে বসুদেবকর্ত্তৃক নীত হইল। পরানন্দধামচিন্তায় বদ্ধজীবের পক্ষে যে মায়িক ভাব অনিবার্য্য, তাহা শ্রীকৃষ্ণাগমনে দূরীকৃত হইল।

ক্রমশো বর্দ্ধতে কৃষ্ণঃ রামেণ সহ গোকুলে।
বিশুদ্ধপ্রেমসূর্য্যস্য প্রশান্তকরসঙ্কুলে ॥

বিশুদ্ধপ্রেম সূর্য্যকিরণসমূহ পরিপূরিত গোকুলে শুদ্ধজীবতত্ত্বরূপ রামের সহিত অচিন্ত্য ভগবত্তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন।

প্রেরিতা পূতনা তত্র কংসেন বালঘাতিনী।
মাতৃব্যাজস্বরূপা সা মমার কৃষ্ণতেজসা ॥

নাস্তিক্যরূপ কংস শ্রীকৃষ্ণকে বিনাশ করিবার বাসনায় বালঘাতিনী পূতনাকে ব্রজে প্রেরণ করিলেন। মাতৃস্নেহ ছলনা করিয়া পূতনা কৃষ্ণকে স্তন্যদান করিয়া কৃষ্ণতেজে নিহত হইল।

তর্করূপস্তৃণাবর্ত্তঃ কৃষ্ণভাবান্মমার হ।
ভারবাহিস্বরূপং তু বভঞ্জ শকটং হরিঃ ॥

ভগবদ্ভাবের প্রভাবে তর্করূপ তৃণাবর্ত্ত প্রাণত্যাগ করিল। ভারবাহিত্যরূপ শকট ভগবৎকর্ত্তৃক ভগ্ন হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধাম মায়াপুরই—প্রাচীন নবদ্বীপ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

(২)

'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থে ম্যাথু ভাণ্ডার ব্রুকের (Mathew Vander Broucke) নির্দ্দেশানুসারে নির্ম্মিত বঙ্গের একটি প্রাচীনতম মানচিত্রের যে কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে নদীয়াকে Nudia— এইরূপ লেখা হইয়াছে। উহাতে নদীয়ার অবস্থিতি যে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হয়।

জন থরটন (John Thorton)-কৃত বঙ্গের আর একটি প্রাচীন মানচিত্র—যাহা ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়া 'The Third Book of the English Pilot' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেও প্রাচীন নদীয়ার অবস্থিতি যে ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে, তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। উহাতে নদীয়াকে 'Neddia' এইরূপ লেখা হইয়াছে।

পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রবন্ধে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের 'ক্যালকাটা রিভিউ'এর ৩৯৮ পৃষ্ঠায় ১২০৩ খৃষ্টাব্দে নদীয়া বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল বলিয়া লিখিত আছে।

হান্টার্স ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল য়্যাকাউন্টের ১৪২ পৃষ্ঠায়ও নদীয়া লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃক ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে। আইনী আকবরীতেও লিখিত আছে—লক্ষ্মণসেনের সময়ে নদীয়া বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। এইরূপে বহু প্রমাণই প্রাচীন নবদ্বীপই যে সেনবংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল, তাহা স্পষ্ট করিয়াই নির্দ্দেশ করিতেছে।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ট্রাভেল্স্ অফ্ এ হিন্দু' (Travels of a Hindu) গ্রন্থের ২৭শ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

"In the 12th century it was the Capital of Luchmunya, the last of the Sen Kings."

অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বাদশশতাব্দীতে নবদ্বীপ সেনবংশীয় রাজগণের শেষ রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল।

নদীয়া গেজেটিয়ারেও লিখিত আছে—

"On the east bank of the river, immediately opposite the present Nabadwip, is the village Bamanpukur, in which are to be found a large mound known as Ballaldhibi, said to be the ruins of the King's Palace."

অর্থাৎ "নদীর (ভাগীরথীর) পূর্ব্বপারে, বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহরের ঠিক বিপরীত পার্শ্বে 'বামনপুকুর' নামক গ্রামে 'বল্লালঢিবি' নামে খ্যাত একটি বৃহৎ উচ্চ স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বলিয়া কথিত।"

'হান্টার্স ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল য়্যাকাউন্ট' গ্রন্থে ১৪২ পৃষ্ঠায়ও 'বল্লালঢিবি' সম্বন্ধে স্পষ্টই লিখিত আছে—

"On the other side of the river there is a large mound still called after Ballal Sen. The founder Lakhan Sen built a palace of which the ruins are still extent."

অর্থাৎ "নদীর (ভাগীরথীর) অপর পার্শ্বে একটি বৃহৎ স্তূপ এখনও বল্লালসেনের নামানুসারে পরিচিত রহিয়াছে। লক্ষ্মণসেন যে একটি রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও বিরাজমান।"

বিল্বপুষ্করিণীর পণ্ডিত শ্রীসারদাকান্ত পদরত্ন মহাশয় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"আমরা বিশেষ অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি যে, এক্ষণে যেস্থান 'নবদ্বীপ' বলিয়া লোকসমাজে পরিচিত, তাহা ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দের 'নবদ্বীপ' নহে। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, রাজা বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপে বাস করিতেন। তাঁহাদের ভগ্নপ্রাসাদের স্তূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং ঐ রাজাদিগের প্রাসাদের দক্ষিণে যে দীর্ঘিকা ছিল, তাহাও 'বল্লাল দীঘি' নামে খ্যাত হইয়া অতীতকালের নবদ্বীপের পরিচয় দিতেছে। ঐস্থানের দক্ষিণপশ্চিমে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর। ঐস্থানের নিকটবর্ত্তী স্থান মুসলমানগণকর্ত্তৃক ভক্তগণের খোল-ভাঙ্গার ডাঙ্গা বলিয়া অদ্যাপি পরিচিত আছে। ঐস্থানের অব্যবহিত উত্তর-পশ্চিমে শ্রীনাথপুর প্রভৃতি গ্রামে, রাজদত্ত ব্রহ্মোত্তর ভূমির দানপত্রে 'নবদ্বীপের মাঠ" বলিয়া দাতা ও ভূপতিগণ ভূমির পরিচয় দিয়াছেন।"

শ্রীঅদ্বৈতবংশীয় পণ্ডিত পরলোকগত 'শ্রীল রাধিকা নাথ দেবগোস্বামী, সুপ্রসিদ্ধ অমৃতবাজার পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক পরলোকগত শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয়, (১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর দেওঘর হইতে) মহাত্মা শ্রীল শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা সুস্পষ্টভাবে শ্রীধাম মায়াপুরকেই 'প্রাচীন নবদ্বীপ' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর টাকীর প্রসিদ্ধ জমিদার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম স্তম্ভ স্বনামধন্য দেশমান্য পরলোকগত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা থিওসফিক্যাল সোসাইটী হলে যে বিদ্বন্মণ্ডলীমণ্ডিত বিরাট্ সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম-এ, পিএইচ-ডি মহোদয় বক্তৃস্বরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লুপ্তজন্মস্থানের উদ্ধার বিষয়ে যে সারগর্ভ ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অনেক অনুসন্ধান করিয়া গৌরাঙ্গের প্রকৃত জন্মভূমি নির্দ্দেশ করেন। প্রকৃত নবদ্বীপ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য

তিনি লোকের গঞ্জনা সহ্য করিয়াও শ্রীমায়াপুরকেই মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান নির্দ্ধারণ করেন * * *।"

শ্রীমদ্ভাগবতে যেমন দেখা যায়—

["দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোঽপ্লাবয়ৎ ক্ষণাৎ।
বর্জ্জয়িত্বা মহারাজ শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্ ॥"
—ভাঃ ১১।৩১।২৩

(অর্থাৎ "হে মহারাজ, শ্রীহরি দ্বারকাপুরী পরিত্যাগ করিলে সমুদ্র তদীয় নিবাসস্থান ব্যতীত সমগ্রপুরীকে ক্ষণকাল মধ্যে জলপ্লাবনে বিধ্বস্ত করিল।")

"নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ।
স্মৃত্যাশেষাশুভহরং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্ ॥"
—ভাঃ ১১।৩১।২৪

(অর্থাৎ "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাস্থিত নিজমন্দিরে নিত্যকাল বিরাজমান রহিয়াছেন। উক্তমন্দিরের স্মরণমাত্রই মানবগণের সকল প্রকার বিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া পরমমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে।")]

—কৃষ্ণের গৃহ ব্যতীত সমগ্র দ্বারকাপুরী জলমগ্ন হইয়া গিয়াছিল, শ্রীধাম মায়াপুরেও তদ্রূপ দেখা যায়। মহাযোগপীঠ গৌরজন্মস্থান ব্যতীত মায়াপুরের অনেক স্থানই গঙ্গাগর্ভগত হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রামগুলি একস্থান হইতে অন্যস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, গ্রামের অধিবাসিগণ নানাস্থানে সরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সেনরাজবংশের ভগ্ন প্রাসাদস্তূপ ও প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন মৌলানা সিরাজুদ্দিন চাঁদকাজীর সমাধি গঙ্গাগর্ভগত না হইয়া অদ্যাপি শ্রীভগবানের নিরঙ্কুশ ইচ্ছায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থলীর অক্ষুণ্ণ ও জাজ্বল্যমান নিদর্শনস্বরূপে বিরাজমান আছে। আর একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে, মায়াপুর গ্রামের ভূমি প্রাচীন এঁটেল মাটি, চরজমি—বালিয়া মাটি নহে। কুইন-কুইনিয়াল কাগজে এই স্থানকে শ্রীমায়াপুর বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে।

বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ তদানীন্তন বৈষ্ণবসমাজে 'সিদ্ধ মহাজন' বলিয়া সর্ব্বত্র পূজিত, এবিষয়ে কাহারও কোন মতভেদ দৃষ্ট হয় না। এখনও শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজ সর্ব্বত্র তাঁহাকে 'পরমারাধ্য গুরুদেব' বলিয়া ভক্তিভরে পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীল বিহারী দাস বাবাজী নামক একজন বলিষ্ঠ ব্রজবাসী তাঁহাকে একটি চুপড়ীতে রাখিয়া মস্তকে করিয়া বহন করিতেন। বাবাজী মহারাজের বয়ঃক্রম ১৫০ বা ততোঽধিক হইবে। তথাপি তাঁহার দৃষ্টিশক্তি অটুট ছিল, কেবল ভ্রূ নামিয়া গিয়া চক্ষু আবৃত করিয়া ফেলিত। একজন ভ্রূ টানিয়া উঠাইলে তিনি বেশ ভাল ভাবেই দেখিতে পাইতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থলী আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন শুনিয়া বাবাজী মহারাজ তাঁহার কীর্ত্তনদলসহ পরমোল্লাসভরে শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে উপনীত হন, মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়, বাবাজী মহাশয় একদিব্যভাবাবেশে 'এই সেই মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমি' বলিয়া হুঙ্কার করিতে করিতে সমাধিস্থ হন। এইজন্য আমরা তাঁহাকে 'গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ। বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ ॥" মন্ত্রে প্রণাম করিয়া থাকি। বাবাজী মহারাজ অতঃপর তাঁহার সঙ্কীর্ত্তন-গোষ্ঠী-সহ শ্রীবাস-অঙ্গনে গমন করেন। এস্থানে বৈষ্ণবগণের পরমোল্লাসে উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন-কালে তাঁহার কীর্ত্তনের বৃহৎ মৃদঙ্গখানি ভাঙ্গিয়া যায়। বাবাজী মহারাজ অপূর্ব্বভাবাবেশে হুঙ্কার করিয়া উঠেন—'এই সেই খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা'। এসকল ঘটনা—সম্পূর্ণ সত্য, কোন অলীক কল্পনাপ্রসূত অতিরঞ্জিত বর্ণনা নহে। মহাজনবাক্য, তাঁহাদের দিব্যানুভূতি, নির্দ্দেশ অপেক্ষা আর অকাট্য প্রমাণ কি থাকিতে পারে ?

আমাদের পরমগুরুদেব পরমহংস শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজও বৈষ্ণবজগতে একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ রূপে সর্ব্বত্র পূজিত। তাঁহার শ্রীগৌরধাম মায়াপুরানুরাগ আমাদের ক্ষুদ্র প্রাকৃত লেখনী বর্ণনে সম্পূর্ণ অসমর্থ। তিনি কোলদ্বীপে গঙ্গাতটে একটি ছুঁইএর মধ্যে থাকিয়া ভজন করিতেন। পরমারাধ্য প্রভুপাদই তাঁহার একমাত্র শিষ্য ছিলেন ; তিনি তখন শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে অবস্থানপূর্ব্বক ভজন করিতেন। গৌরগতপ্রাণ বাবাজী মহাশয় প্রায়ই মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান দর্শনে আসিতেন। তখনও উচ্চচূড় বৃহৎ মন্দিরটি প্রকটিত হন নাই। ঐস্থানে একটি বৃহৎ কাঁঠাল গাছ ছিল। তাহাতে বারমাস কাঁঠাল ফলিত। একদা প্রায় অর্দ্ধরাত্রে বাবাজী মহারাজ কি এক দিব্য ভাবাবেশে ঐ কাঁঠালতলায় আসিয়া উপবিষ্ট হন। পরমারাজ্য প্রভুপাদ গভীর রাত্রে তাঁহাকে ঐস্থান উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বাবাজী মহাশয়

তৎকালে তাঁহার উভয়নেত্রেই দৃষ্টিশক্তিহীনতার লীলা অভিনয় করিতেছেন। রাত্রি ১০টার পর খেয়া থাকে না, কে তাঁহাকে খেয়া পার করিয়া দিল, তখন হুলোর ঘাট হইতে শ্রীমায়াপুরে আসিবার কোন ভাল পথও ছিল না, কেই বা তাঁহাকে পথ দেখাইয়া এখানে লইয়া আসিল! প্রভুপাদ অতীব বিস্ময়াবেশে বাবাজী মহারাজকে তাঁহার শুভাগমন-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে বাবাজী মহারাজের 'পার করিয়া দিল একজন, পথ দেখাইয়া হাত ধরিয়া আনিল একজন'—এইরূপ ইঙ্গিত পাইয়া বুঝিলেন, সে 'একজন' তাঁহার ইষ্টদেবতা ব্যতীত আর কে হইবেন? শ্রীলীলাশুক অন্ধ বিল্ব-মঙ্গলের হাত ধরিয়া আনিয়া যিনি বৃন্দাবনের পথে পথে ভ্রমণ করাইয়াছিলেন, তিনিই বাবাজী মহাশয়কেও এত রাত্রে এখানে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, প্রভুপাদ বাবাজী মহাশয়ের অনেক সেবা করিলেন। পরবর্ত্তিকালে বাবাজী মহারাজের এই উপবেশন-স্থানেই বর্ত্তমান বৃহৎ মন্দিরের ভিত্তি খননকালে প্রায় দেড় হাত দুই হাত মাটির নিম্নে শ্রীঅধোক্ষজ নামধেয় চতুর্ভুজ শৈলী বিষ্ণুমূর্ত্তি পাওয়া যায়। প্রভুপাদ কএকজন বিশেষজ্ঞ প্রত্নতত্ত্ববিৎকে ঐ মূর্ত্তি দেখান। তাঁহারা সকলেই উহা খুব প্রাচীন মুদ্রা বলিয়া মন্তব্য করেন। প্রভুপাদ কহিলেন—উহা শ্রীজগন্নাথ মিশ্রেরই পূজিত বিগ্রহ। ঐ মূর্ত্তিটি এখনও শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠস্থ শ্রীমন্দিরে সযত্নে পূজিত হইতেছেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের উক্ত কাঁঠাল তলায় বসিবার কারণ শীঘ্রই ব্যক্ত হইয়া পড়িল।

এইরূপে কোলদ্বীপ—নবদ্বীপের সিদ্ধ শ্রীচৈতন্য দাস বাবাজী মহারাজ এবং তৎসমসাময়িক যাবতীয় মহাজনই সুপ্রসিদ্ধ বল্লালদীঘির নিকটবর্ত্তী স্থানকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার কোন জড়ীয় স্বার্থসাধনোদ্দেশে শ্রীমন্মহা-প্রভুর জন্মস্থান আবিষ্কার করিবার জন্য ব্যস্ত হন নাই। মহাপ্রভুর নিজজন তিনি, প্রভুর আবির্ভাব-স্থান দর্শনার্থ তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, তাই শ্রীগৌরধাম অবিলম্বে তাঁহার সেবোন্মুখ চিদিন্দ্রিয়ের—চিন্ময় নেত্রের গোচরীভূত হইলেন, শাস্ত্রও বলিতেছেন—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য-লীলা এবং ধামাদি কখনও প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন, তাঁহারা স্বপ্রকাশ বস্তু, সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়াদির নিকট স্বতঃই স্ফূর্ত্ত হইয়া থাকেন।

ঠাকুর তাঁহার স্বলিখিত জীবনচরিতে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"আমি ভক্তিশাস্ত্র বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলাম। কএকটি ভক্তের সঙ্গে আমার মনে বিশেষ বৈরাগ্য জন্মিতে লাগিল। মনে করিলাম—মথুরা বৃন্দাবনের মধ্যে কোন যামুনপুলিনময় বনে একটু স্থান করিয়া তথায় নির্জ্জন ভজন করিব। * * সেই সময় আমি শ্রীআম্নায়সূত্র রচনা করিতেছিলাম। * * কোন কার্য্যোপ-লক্ষে একবার তারকেশ্বর গেলাম। তথায় রাত্রে নিদ্রা-কালে প্রভু আমাকে বলিলেন যে,—'তুমি বৃন্দাবনে যাইবে; কিন্তু তোমার গৃহের নিকটবর্ত্তী শ্রীনবদ্বীপ-ধামে যে সমস্ত কার্য্য আছে, তাহার কি করিলে?'"

১৮৮৭ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যভাগে ঠাকুর কৃষ্ণনগরে আসেন। এবং তথায় বিশেষভাবে ভক্তি-শাস্ত্র আলোচনা করিতে থাকেন। ঐ সময়ে উপরিউক্ত স্বপ্ন দর্শনের পর ঠাকুর ঐ সালের বড়দিনের সময় কুলিয়া নবদ্বীপে (বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপে) আসিলেন এবং মহাপ্রভুর লীলাস্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ের কথা তিনি তাঁহার আত্মচরিতে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"নবদ্বীপে যাইয়া প্রভুর লীলাস্থান অন্বেষণ করিয়া কিছুই পাই না, তাহাতে বড়ই দুঃখ হয়। এখানকার লোকেরা * * প্রভুর লীলাস্থান সম্বন্ধে কিছুই যত্ন করেন না। একদিন সন্ধ্যার পর আমি ও কমল এবং একজন কেরাণী ছাদের উপর উঠিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি-পাত করিতেছি। ১০টা রাত্রে খুব অন্ধকার ও মেঘ হইয়াছে, গঙ্গা পার উত্তরদিকে একটি আলোকময় অট্টালিকা দেখিলাম। কমলকে জিজ্ঞাসা করায় সেও তদ্রূপ দেখিয়াছে বলিল। তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। প্রাতে সেই রাণীর বাড়ীর ছাদ হইতে সেই স্থানটি ভাল করিয়া দেখিলে দেখিলাম যে, তথায় একটি তাল গাছ আছে। অন্য লোককে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল,

ঐস্থান বল্লালদীঘী, তথায় লক্ষ্মণসেনের দুর্গচিহ্ন ইত্যাদি আছে। সেই সোমবারে কৃষ্ণনগর গিয়া পর শনিবারে বল্লালদীঘী গেলাম। তথায় রাত্রে আবার ঐ প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া পরদিন পদব্রজে ঐ সব স্থান দর্শন করিলাম এবং তত্রস্থ পুরাতন লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঐ স্থানটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া জানিলাম। শ্রীনরহরি ঠাকুরের 'পরিক্রমা-পদ্ধতি', 'ভক্তিরত্নাকর' এবং শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের 'চৈতন্য-ভাগবতে' যে সমস্ত গ্রাম-পল্লীর উল্লেখ আছে, ক্রমশঃ সমস্ত দেখিলাম। কৃষ্ণনগরে বসিয়া 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য' রচনা করিয়া কলিকাতায় ছাপিতে পাঠাইলাম। কৃষ্ণনগরের ইঞ্জিনীয়ার দ্বারিকা বাবুকে সমস্ত কথা বুঝাইলে তিনি স্বীয় বিদ্যা-বুদ্ধি-বলে সকল বুঝিতে পারিলেন এবং আমার জন্য একখানা নবদ্বীপমণ্ডলের নকসা করাইয়া দিলেন। তাহাও ধামমাহাত্ম্যে স্বল্পাকারে ছাপা হইল। * * ।"

শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ২৩শ অধ্যায় কাজী-উদ্ধার-দিবসে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নগরসংকীর্ত্তনের পথ এইরূপ বর্ণিত আছে—

"গঙ্গা তীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায়।
আগে সেই পথে নাচি' যায় গৌর-রায়। ২৯৮ ॥

আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি'।
তবে **মাধায়ের ঘাটে** গেলা গৌরহরি ॥ ২৯৯ ॥

বারকোণা ঘাটে, নগরিয়া ঘাটে গিয়া।
গঙ্গার নগর দিয়া গেলা **সিমুলিয়া** ॥ ৩০০ ॥

নদীয়ার একান্তে নগর সিমুলিয়া।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিল গিয়া ॥ ৩৫৭ ॥

কাজীর বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর।
বাদ্যকোলাহল কাজি শুনয়ে প্রচুর ॥ ৩৫৮ ॥

সর্ব্বলোকচূড়ামণি প্রভু বিশ্বম্ভর।
আইলা নাচিয়া যথা **কাজীর নগর** ॥ ৩৭৭ ॥

অনন্ত অর্ব্বুদ লোক সঙ্গে বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা **শঙ্খবণিকনগর** ॥ ৪২৪ ॥
এইমত সকল নগরে শোভা করে।
আইলা ঠাকুর **তন্তুবায়ের নগরে** ॥ ৪২৯ ॥
সর্ব্বমুখে হরিনাম শুনি' প্রভু হাসে।
নাচিয়া চলিলা প্রভু **শ্রীধরের বাসে** ॥ ৪৩২ ॥

নর্ব্বনবদ্বীপে নাচে ত্রিভুবন রায়।
গাদিগাছা পারডাঙ্গা মাজিদা দিয়া যায় ॥৪৯৪॥"

উপরিউক্ত নগরসংকীর্ত্তন-পথ বিবরণ হইতে জানা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু সংকীর্ত্তনসহ নিজের ঘাট, মাধায়ের ঘাট, বারকোণা ঘাট, নগরিয়া ঘাটে নৃত্য করিয়া, গঙ্গানগর হইয়া সীমুলিয়া পৌঁছিয়া কাজীর বাড়ীর পথ ধরিয়া কাজীর বাড়ীতে গিয়াছিলেন এবং কাজী উদ্ধার করতঃ শঙ্খবণিক্ নগর, তন্তুবায়ের নগর, শ্রীধরের বাড়ী গিয়াছিলেন এবং তৎপর গাদিগাছা, পারডাঙ্গা, মাজিদা হইয়া গঙ্গা তীরে তীরে নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই কীর্ত্তনের পথটি মানচিত্রের সহিত মিলাইয়া লইলে শ্রীমায়াপুরই যে মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান, ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধ্যাহ্নভোজনের পর শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি ১২শ অধ্যায়ে যে ভ্রমণবিবরণ আছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত কীর্ত্তনপথের বিবরণের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান যে শ্রীমায়াপুরই, তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

কুমারহট্ট হইতে তিনমাইলদূরে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে কএকবৎসর হইল 'কুলিয়া পাটের মেলা' বলিয়া একটি মেলা সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রতিবৎসর পৌষ মাসে ঐ মেলা বসে। কতিপয় ব্যক্তি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থোক্ত 'অপরাধ ভঞ্জনের পাট বা দেবানন্দ পণ্ডিতের পাট' কুলিয়ার সহিত এক মনে করিয়া থাকেন, বস্তুতঃ উহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মিকা ধারণা। প্রাচীন গ্রন্থোক্ত কুলিয়া ষোলক্রোশ পরিধি মধ্যে বিরাজ-মান, পরন্তু ঐ কুলিয়া তদ্‌বহির্ভূত কোন স্থানবিশেষ। শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্য ৩য় অধ্যায়ে লিখিত আছে—

কুলিয়া নগর আইলেন ন্যাসিমণি।
সেইক্ষণে সর্ব্বদিকে হইল মহাধ্বনি ॥
সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।
শুনি' মাত্র সর্ব্বলোকে মহানন্দে ধায় ॥

ঐ গ্রন্থে স্থানান্তরে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নবদ্বীপে থাকার সময় এইরূপ বর্ণন আছে—

খালাছাড়া, বড়গাছি, আর দোগাছিয়া।
গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া ॥

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে লিখিত আছে—

"গঙ্গাস্নান করি' প্রভু রাঢ় দেশ দিয়া।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিল নগর কুলিয়া॥

পূর্ব্বাশ্রম দেখিবেন সন্ন্যাসের ধর্ম্ম।
নবদ্বীপ আইলা প্রভু এই তাঁর মর্ম্ম॥

মায়ের বচনে পুনঃ গেলা নবদ্বীপ।
বারকোণা ঘাট নিজ বাড়ীর সমীপ॥"

উল্লিখিত বর্ণনে স্পষ্টই দৃষ্ট হয়—কুলিয়া গ্রাম নবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত। কেবল এক গঙ্গা পার। তথা হইতে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমে মায়াপুরস্থ ঘর দেখা যায়। তাঁহার ঘরও বারকোণা ঘাটের নিকটে অবস্থিত।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে লিখিত আছে—

"অতঃ কুমারহট্টে শ্রীবাসপণ্ডিতবাট্যামভ্যাযযৌ। ততো অদ্বৈত বাটীমভ্যেত্য হরিদাসেনাভিবন্দিতস্তথৈব তরণীবর্ত্মনা নবদ্বীপস্য পারে কুলিয়ানামগ্রামে মাধবদাসবাট্যামুত্তীর্ণবান্। এবং সপ্তদিনানি তত্র স্থিত্বা পুনস্তটবর্ত্মনৈব চলিতবান্।"

ঐ বর্ণন হইতে স্পষ্টই দৃষ্ট হয়, নবদ্বীপ দুইপারে বিদ্যমান হইলেও তৎকালে গঙ্গার পূর্ব্বপারে নবদ্বীপ নামক বিপুল গ্রাম এবং গঙ্গার সাক্ষাৎ পশ্চিমপারে কুলিয়া গ্রাম অবস্থিত।

শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্যে বিংশতি সর্গে লিখিত আছে—শ্রীবাসের বাটি হইতে রাত্রিযোগে কাঞ্চনপল্লীগ্রামে শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর ও শ্রীশিবানন্দ সেনের গৃহে একরাত্র থাকিয়া শান্তিপুর হইয়া নবদ্বীপের অপর পারে কোন গ্রামে গিয়া থাকিলেন, যথা—

"অন্যেদ্যুঃ স শ্রীনবদ্বীপভূমেঃ পারে গঙ্গং পশ্চিমে ক্বাপি দেশে শ্রীমান্ সর্ব্বপ্রাণিনাং তত্তদঙ্গৈর্নেত্রানন্দং সম্যগাগত্য তেনে।"

উল্লিখিত বর্ণনসমূহ হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্বপারে এবং কুলিয়ানগর গঙ্গার পশ্চিম পারে। কাঁচড়াপাড়ার তিন মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত কুলিয়া কখনও দেবানন্দাদির অপরাধভঞ্জনের পাট হইতে পারে না। আবার 'সাতকুলিয়া' বলিয়া যে গ্রামটি আছে, তাহাও প্রাচীন নবদ্বীপ হইতে তিনচারি ক্রোশ দূরে গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত। সুতরাং তাহাও অপরাধ ভঞ্জনের পাট হইতে পারে না।

আরও দেখা যায়, বিদ্যাবাচস্পতির গৃহ হইতে কুলিয়া গ্রাম অধিক দূরে অবস্থিত নহে। যেহেতু মহাপ্রভুর কুলিয়া গ্রামে উপস্থিতি শুনিবামাত্র বাচস্পতি ক্ষণেকের মধ্যে কুলিয়ায় উপস্থিত হইলেন। আর কুলিয়ায় যাইতে তাঁহাকে পারও হইতে হয় নাই। সুতরাং কুলিয়া ও বিদ্যানগর একপারেই অবস্থিত।

শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ২১শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—

সার্ব্বভৌমপিতা বিশারদ মহেশ্বর।
তাঁহার জাঙ্গালে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর॥
সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস।
পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ অভিলাষ॥

অর্থাৎ মহেশ্বর বিশারদের পুত্র বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও বিদ্যাবাচস্পতি। যে জাঙ্গালের উপর তাঁহার ঘর ও টোলবাড়ী ছিল, সেই স্থানেই দেবানন্দ পণ্ডিতের বাসগৃহ ও ভাগবতের টোল ছিল। সুতরাং দেবানন্দের অপরাধ ভঞ্জনের পাট অন্যত্র কি করিয়া হইতে পারে?

অতএব নির্ম্মৎসর হইয়া নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে ভাগীরথীর পূর্ব্ব ও জলঙ্গীর পশ্চিমে অবস্থিত, বল্লালদীঘী, বল্লালঢিপি ও চাঁদকাজীর সমাধিসন্নিহিত শ্রীমায়াপুর সংলগ্ন স্থানই প্রাচীন নবদ্বীপ এবং এই প্রাচীন নবদ্বীপস্থ শ্রীমায়াপুর ভূখণ্ডই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবিসংবাদিত প্রকৃত আবির্ভাবস্থান।

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(১২)

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে তল্লীলাপার্ষদ গুরুবর্গরূপ সেবকগণের আবির্ভাব হইয়াছিল।

"কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে করেন অবতার।
প্রথমে করেন গুরুবর্গের সঞ্চার ॥
পিতা মাতা গুরু আদি যত মান্যগণ।
প্রথমে করেন সবার পৃথিবীতে জনম ॥
মাধব-ঈশ্বর পুরী, শচী, জগন্নাথ।
অদ্বৈত আচার্য্য প্রকট হৈলা সেই সাথ ॥"
—(চৈঃ চঃ আদি ৩।১২-১৪)

অন্যান্য গুরুবর্গের সঙ্গে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী, শ্রীঈশ্বর পুরী. শ্রীশচী, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রকট হইয়াছিলেন। পুনঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি লীলা ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে (৫২-৫৬) এইরূপ লিখিত আছে—

"কোন বাঞ্ছা পূরণ লাগি ব্রজেন্দ্রকুমার।
অবতীর্ণ হৈতে মনে করিলা বিচার ॥
আগে অবতারিলা যে যে গুরু-পরিবার।
সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার ॥
শ্রীশচী-জগন্নাথ **শ্রীমাধব পুরী**।
কেশব ভারতী, আর ঈশ্বর পুরী ॥
অদ্বৈত আচার্য্য আর পণ্ডিত শ্রীবাস।
আচার্য্যরত্ন, বিদ্যানিধি, ঠাকুর হরিদাস ॥
শ্রীহট্ট নিবাসী শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র নাম।
বৈষ্ণব, পণ্ডিত, ধনী, সদ্‌গুণ প্রধান ॥"

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ কলিকালে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক এই চারিটী ভুবনপাবন সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের বা মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত গুরু। শ্রীমাধ্ব-পরম্পরায় শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবশাখা 'শ্রীগৌর-গণোদ্দেশে', 'প্রমেয় রত্নাবলীতে' ও শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীভক্তিরত্নাকরেও তদুল্লেখ দেখা যায়। শ্রীগৌরগণোদ্দেশে শ্রীমাধ্ব-শাখা এরূপ বর্ণিত আছে—"পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ। তস্য শিষ্যো নারদোঽভূৎ ব্যাসস্তস্যাপ শিষ্যতাম্। শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাবরোধনাৎ। ব্যাসলব্ধ-কৃষ্ণদীক্ষো মধ্বাচার্য্যো মহাযশাঃ। তস্য শিষ্যোঽভবৎ পদ্মনাভাচার্য্য মহাশয়ঃ। তস্য শিষ্যো নরহরিস্তচ্ছিষ্যো মাধবদ্বিজঃ। অক্ষোভ্যস্তস্য শিষ্যোঽভূত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ। তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধুঃ তস্য শিষো মহানিধিঃ। বিদ্যানিধিস্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্রস্তস্য সেবকঃ। জয়ধর্ম্মা মুনিস্তস্য শিষ্যো যদ্গণমধ্যতঃ। শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী যস্ত ভক্তিরত্নাবলীকৃতিঃ। জয়ধর্ম্মস্য শিষ্যোঽভূদ্‌ব্রহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ব্যাসতীর্থস্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাম্। **শ্রীমান্ লক্ষ্মীপতিস্তস্য শিষ্যো** ভক্তিরসাশ্রয়ঃ। **তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো** যদ্ধর্ম্মোঽয়ং প্রবর্ত্তিতঃ। তস্য শিষ্যোঽভবৎ শ্রীমানীশ্বরাখ্য পুরী যতিঃ ॥ কলয়ামাস শৃঙ্গারং যঃ শৃঙ্গার ফলাত্মকঃ। অদ্বৈতঃ কলয়ামাস দাস্যসখ্যে ফলে উভে ॥ ঈশ্বরাখ্য-পুরীং গৌর উররীকৃত্য গৌরবে। জগদাপ্লাবয়ামাস প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মকম্ ॥"

শ্রীলক্ষ্মীপতির শিষ্য শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী পাদের শিষ্য শ্রীঈশ্বর পুরী, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীপরমানন্দ পুরী (ত্রিহুত দেশীয় বিপ্র), শ্রীব্রহ্মানন্দ পুরী, শ্রীরঙ্গ পুরী, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় প্রভৃতি। [শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর গুরু মাধবেন্দ্র পুরী, মতান্তরে শ্রীলক্ষ্মীপতি, প্রেমবিলাসমতে শ্রীঈশ্বর পুরী] "শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী শ্রীমধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ে একজন প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী। ইঁহার অনুশিষ্য শ্রীচৈতন্যদেব। শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ে ইঁহার পূর্ব্বে প্রেমভক্তির কোন লক্ষণ ছিল না। ইঁহার কৃত 'অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ' শ্লোকে মহাপ্রভুর শিক্ষিত তত্ত্ব বীজরূপে ছিল।"—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। "ইনিই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়সেবিত ভক্তি-কল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর। ইঁহার পূর্ব্বে শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ে শৃঙ্গার রসাত্মিকা ভক্তির কোন লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইত না।"—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ।

তীর্থভ্রমণকালে পশ্চিম ভারতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের সহিত শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর মিলন হয়। মিলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উভয়ে প্রেমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি ৯ম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে — "এইমত নিত্যানন্দ প্রভুর ভ্রমণ। দৈবে মাধবেন্দ্রসহ হৈল দরশন ॥ মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমময়-কলেবর। প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর ॥ কৃষ্ণরস বিনু আর নাহিক আহার। মাধবেন্দ্রপুরী-দেহে কৃষ্ণের বিহার ॥ যাঁর শিষ্য প্রভু আচার্য্যবর-গোসাঞি। কি কহিব আর তাঁর প্রেমের বড়াই ॥ মাধব পুরীরে দেখিলেন নিত্যানন্দ। ততক্ষণে প্রেমে মূর্চ্ছা হইলা নিস্পন্দ ॥ নিত্যানন্দে দেখি' মাত্র শ্রীমাধব পুরী। পড়িলা মূর্চ্ছিত হই' আপনা পাসরি' ॥ **ভক্তিরসে মাধবেন্দ্র আদি সূত্রধার**। গৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বারেবার ॥" শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু বলিলেন—তীর্থ অনেক

দর্শন করিয়াছি, কিন্তু আজ মাধবেন্দ্র পুরীপাদকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। তীর্থদর্শনের সম্যক্ ফল লাভ করিয়াছি। এই প্রকার প্রেম বিকার কুত্রাপি দেখি নাই। মেঘ দর্শনে যিনি অচেতন হন। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী নিত্যানন্দ প্রভুকে ক্রোড়ে করিয়া প্রেম-জলে সিক্ত করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীনিত্যানন্দ মহিমা বর্ণনে প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন। "মাধবেন্দ্র পুরী নিত্যানন্দে করি কোলে। উত্তর না স্ফুরে কণ্ঠরুদ্ধ প্রেমজলে।। হেন প্রীত হইলেন মাধবেন্দ্র পুরী। বক্ষ হইতে নিত্যানন্দে বাহির না করি।।" "জানিলুঁ কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি। নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সংহতি।। নিত্যানন্দে যাঁহার তিলেক দ্বেষ রহে। ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে।।" শ্রী—চৈতন্যভাগবত আদি ৯ম অধ্যায়। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের মহিমা এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু মাধবেন্দ্র পুরীকে গুরুবুদ্ধি করিতেন, তাহা স্পষ্টভাবে শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থেও বর্ণিত হইয়াছে।

"মাধবেন্দ্র পুরী প্রেমভক্তি রসময়।
যাঁর নামস্মরণে সকল সিদ্ধি হয়।।
শ্রীঈশ্বরপুরী, রঙ্গপুরী-আদি যত।
মাধবের শিষ্য সবে ভক্তিরসে মত্ত।।
গৌড় উৎকলাদি দেশে মাধবের গণ।
সবে কৃষ্ণভক্ত, প্রেমভক্তিপরায়ণ।।"

(ভক্তিরত্নাকর ৫।২২৭২-৭৪)

"কথোদিন পরে মাধবেন্দ্রের সহিতে।
দেখা হৈল প্রতীচী-তীর্থের সমীপেতে।
যে প্রেম প্রকাশ হইল দোঁহার মিলনে।
তাহা কে বর্ণিবে ?—যে দেখিল সেই জানে।।
নিত্যানন্দে বন্ধুজ্ঞান করে মাধবেন্দ্র।
মাধবেন্দ্রে গুরুবুদ্ধি করে নিত্যানন্দ।।
জানিলুঁ কৃষ্ণের প্রেম আছে মোর প্রতি।
নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সম্প্রতি।।
মাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়।
গুরুবুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয়।।"

(ভক্তিরত্নাকর ৫।২৩৩০-৩৪)

(ক্রমশঃ)

ব্রহ্মস্তুতি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৭৪ পৃষ্ঠার পর]

জগত্ত্রয়ান্তোদধিসংপ্লবোদে
নারায়ণস্যোদরনাভিনালাৎ।
বিনির্গতোঽজস্ত্বিতি বাঙ্ ন বৈ মৃষা
কিন্ত্বীশ্বর ত্বন্ন বিনির্গতোঽস্মি।। ১৩।।

অনুবাদ—যৎকালে প্রলয়বারিতে এই ত্রিলোক নিমগ্ন হইয়াছিল, তখন ঐ সলিলে অবস্থিত নারায়ণের উদরস্থ নাভিনাল হইতে ব্রহ্মা প্রকাশিত হইয়াছেন বলিয়া পুরাণ-কর্ত্তা ঋষিগণ বর্ণনা করিয়াছেন। একথা বস্তুতঃ মিথ্যা নহে, তথাপি হে ঈশ্বর, আমি কি আপনা হইতে বহির্গত হই নাই ?

বিশ্বনাথ টীকা—ননু পুত্রো হি মাতুঃ কুক্ষেরুদ্‌গচ্ছতি। ন তু সদা কুক্ষাবেব তিষ্ঠতীতি চেদত আহ—জগত্ত্রয়স্যান্তে প্রলয়ে য উদধীনাং সংপ্লবঃ একীভাবস্তদুদকে অজস্ত্বিতি অন্যো নির্গতোঽস্তু ন বাস্ত্বিত্যর্থঃ। নু ভো স্তদপি ত্বত্তেঽহং ন বিনির্গতঃ অপি তু নির্গত এবেত্যর্থঃ।। ১৩।।

টীকার ব্যাখ্যা—'পুত্র মাতার উদর হইতে বহির্গত হয়, সকল সময়ে উদরেই অবস্থান করে না', এই যদি বলেন, তাহাতে বলিতেছেন। 'জগৎত্রয়ে'র 'অন্তে' প্রলয়ে, 'উদধি' (সমুদ্র সমূহের) 'সংপ্লব' একীভাব, সেই 'উদে' উদকে' (নারায়ণের উদরে যে নাভি, তাহার নাল হইতে) 'অজ' (ব্রহ্মা) 'বিনির্গত' 'তু' ইহার দ্বারা 'অন্য নির্গত হউক বা না হউক' এই অর্থ। (এই বাক্য মিথ্যা নহে, নিশ্চিত), 'নু' ভোঃ তথাপি 'ত্বৎ' (আপনা হইতে) আমি বিনির্গত হই নাই ; কিন্তু 'বিনির্গতই হইয়াছি' এই অর্থ।। ১৩।।

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোহঙ্গং নরভূজলায়নাৎ
তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—(বস্তুতঃ আমি আপনা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছি।) আপনি কি নারায়ণ নহেন ? আপনিই নারায়ণ, কেননা আপনি সর্ব্বদেহধারী জীবসমূহের আত্মস্বরূপ — অর্থাৎ নার শব্দের অর্থ জীবসমূহ, তাহাদের অয়ন (আশ্রয়) যিনি, তিনি নারায়ণ— আপনিই সেই। হে অধীশ, (আপনার নারায়ণত্বের আরও কারণ এই যে) আপনি অখিল লোকসাক্ষী অর্থাৎ লোকসমূহকে যিনি জানেন, তিনিই নারায়ণ। অতএব ত্রিকালজ্ঞ আপনিই নারায়ণ। নর হইতে উদ্ভূত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, তাহা হইতে জাত জল যাঁহার অয়ন—আশ্রয়, তিনি নারায়ণ। সেই নারায়ণ আপনার অঙ্গ অর্থাৎ বিলাসমূর্ত্তি। (অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ আপনার আশ্রয় জল কিরূপে হইতে পারে ? তদুত্তরে বলিতেছেন) আপনার পরিচ্ছিন্নত্ব সত্য নহে, পরন্তু উহা আপনার মায়া অর্থাৎ অচিন্ত্য-শক্তির পরিচয় অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও পরিচ্ছিন্নের ন্যায় অবস্থান আপনার অচিন্ত্য-শক্তির পরিচয়, কিম্বা উহা পরম সত্য, বিরাট্ স্বরূপের ন্যায় আপনার নারায়ণরূপ মায়িক নহে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ টীকা—তর্হি ত্বং নারায়ণস্য পুত্রঃ স্যাস্তেন মম কিং তত্রাহ—নারায়ণস্ত্বং ন হীতি কাক্বা নারায়ণো ভবস্যেবেত্যর্থঃ। হে অধীশ, ঈশানামপ্যধিপতে, "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগ"দিতি ত্বদুক্তেঃ সর্ব্বদেহিনামাত্মাসি আত্মত্বাদেবাখিললোক-সাক্ষী চ সচ নারায়ণো জীবমাত্রান্তর্য্যামিত্বাদাত্মা সাক্ষী চেত্যতস্ত্বদেকাংশ এব সোহবগম্যতে ইতি ত্বমেব স ইত্যর্থঃ। ননু ব্রহ্মন্নহং কৃষ্ণবর্ণত্বাৎ কৃষ্ণনামা বৃন্দা-বনস্থঃ। সতু নারশব্দোক্ত জলস্থত্বান্নারায়ণনামেত্যতঃ। কথমহমেব স ইতি তত্রাহ—নরভূজলায়নাৎ" "আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ" ইতি নিরুক্তের্ন-রোদ্ভূতজলবর্ত্তিত্বাৎ যো নারায়ণঃ স তবাঙ্গং ত্বদংশত্বা-দিতি ভাবঃ। অতস্তৎকুক্ষিগতোহপ্যহং ত্বৎকুক্ষিগত এব। কিঞ্চ স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্যেত্যুক্ত্যা তব বালবপুর্ব্বাসুদেববপুশ্চ সচ্চিদানন্দময়ত্বেনৈব বর্ণিতং, তথা তচ্চাপ্যঙ্গং নারায়ণাখ্যং সত্যং সর্ব্বকালদেশবর্ত্তি শুদ্ধসত্ত্বাত্মকমেব ন তু বৈরাজস্বরূপমিব মায়য়া মায়িক-মিত্যর্থঃ। চকারাদন্যদপি মৎস্যকুর্ম্মাদ্যঙ্গং সত্যম্॥১৪॥

টীকার ব্যাখ্যা—তাহা হইলে আপনি নারায়ণের পুত্র হইবেন, তাহাতে আমার কি ? তাহাতে বলিতেছেন —'নারায়ণস্ত্বং ন হি' ইতি, আপনি কি নারায়ণ নহেন ? কাকু (স্বরের বিকারে) নারায়ণ হইতেছেনই এই অর্থ। হে 'অধীশ' ! ঈশ্বরগণেরও অধিপতি। যে হেতু আপনি বলিয়াছেন 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ' (গীতা ১০।৪২) আমি এই সমগ্রজগৎ এক অংশে ধারণ করিয়া স্থিত। সকল দেহীর আত্মা হইতেছেন। আত্মা এই কারণেই 'অখিললোকসাক্ষী চ' (সকলের দ্রষ্টাও) সেই নারায়ণ জীবমাত্রের অন্তর্য্যামী এই হেতু আত্মাও সাক্ষী। অতএব আপনার একাংশই জানা যায়। এই হেতু আপনিই সেই নারায়ণ, এই অর্থ। হে ব্রহ্মন্ ! আমি কৃষ্ণবর্ণ এই হেতু আমার নাম কৃষ্ণ, আমি বৃন্দাবনে অবস্থান করি, আর তিনি 'নার' শব্দে কথিত জলে অবস্থান করেন, এই কারণে তাঁহার নাম নারায়ণ। অতএব কিপ্রকারে নারায়ণ হইলাম ? তাহাতে বলিতেছেন 'নরভূজলায়-নাৎ'। "আপো 'নারা' ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ, অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ," জলকে 'নার' বলে। জল নরের পুত্র, অয়ন সেই নার তাঁহার পূর্ব্ব অয়ন (আশ্রয়) এজন্য তিনি নারায়ণ নামে স্মৃত। নর হইতে উদ্ভূত জলবর্ত্তী এই হেতু যিনি নারায়ণ, তিনি আপনার অঙ্গ, কারণ আপনার অংশ, এই ভাব। অতএব তাঁহার কুক্ষিগত হইয়াও আমি আপনার কুক্ষিগতই। স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য, (১৪।২) 'নিজের ইচ্ছাময়, ভূতময় নহে'—এই উক্তির দ্বারা আপনার বাল বপু এবং বাসুদেব বপু সচ্চিদানন্দময় রূপে বর্ণিত হইয়াছে, সেই রূপ 'তচ্চাপি' সেই নারায়ণ নামকও, 'অঙ্গ' 'সত্য' সর্ব্বদেশকালবর্ত্তি (নিত্য) শুদ্ধসত্ত্ব-রূপই, কিন্তু বিরাট্ রূপের মত 'মায়া' মায়িক নহে, এই অর্থ, 'চ' কারের দ্বারা অন্য মৎস্য প্রভৃতি অঙ্গ সত্য ॥ ১৪ ॥

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব এবং ভক্ত শ্রীরসিকানন্দ

[পণ্ডিত শ্রীমদ্ গতিকৃষ্ণ দাসাধিকারী]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ ষড়্‌গোস্বামীর অন্তর্দ্ধানের পর যে সমস্ত ভুবনপাবন গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী জগতে প্রচার করিয়া জগৎকে ধন্য করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীশ্রীল রসিকানন্দ দেবগোস্বামী অন্যতম। শ্রীল রসিকানন্দ প্রভু ছিলেন শ্রীশ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে (মতান্তরে ১৫১২ শকাব্দায়) সুবর্ণরেখা নদীর তীরে 'রোহিণী' নামক গ্রামে তিনি আবির্ভূত হন। ইনি রাজপুত্র ছিলেন। পিতা রাজা শ্রীঅচ্যুতানন্দ ও মাতা শ্রীভবানী দেবী। অষ্টাদশবর্ষ বয়সে ইনি শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় করেন। ইনি অত্যধিক ধীশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, তর্ক, মীমাংসা, সাংখ্য, বেদান্তাদি শাস্ত্র সহ গোস্বামিষট্‌ক কৃত সমস্ত ভক্তিশাস্ত্রে সবিশেষ প্রবীণ হইয়া উঠিলেন। ইঁহার রচনা শ্রীশ্যামানন্দ-শতক ও শ্রীমদ্‌ভাগবতাষ্টক।

"শ্রেষ্ঠ শাখা রসিকানন্দ আর শ্রীমুরারি।
যাঁর যশোগুণ গায় উৎকল দেশ ভরি' ।।
শ্যামানন্দের প্রিয় শিষ্য দুই মহাশয়।
সুবর্ণরেখা নদীর তীরে রয়ণী আলয় ।।"

শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু গোপীবল্লভপুরের শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউর সেবা-ভার ইঁহার হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন।

"গোপীবল্লভপুরে প্রেম-বৃষ্টি কৈলা।
শ্রীগোবিন্দ সেবা রসিকে সমর্পিলা ।।"

শ্রীল রসিকানন্দ প্রভু উৎকলে বিশেষভাবে শ্রীমহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। ইঁহার অলৌকিক প্রতিভা ও মহিমা দর্শন ও শ্রবণ করিয়া উৎকলের অনেক রাজা মহারাজা ইঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ইঁহার অলৌকিক প্রতিভা শ্রবণে একজন মুসলমান ফকির তাঁহার স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন করিবার জন্য এক ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে চড়িয়া রসিকানন্দ প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। শীতকাল। শ্রীল রসিকানন্দপ্রভু তখন এক বৃহৎ শিলা-পৃষ্ঠে বসিয়া দন্ত মার্জ্জন করিতেছিলেন। এমন সময়ে একজন সেবক আসিয়া তাঁহাকে ফকিরের আগমন-সংবাদ দিলেন। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীল রসিকানন্দ প্রভু ফকিরের মনের অভিমান বুঝিতে পারিয়া যে প্রস্তরোপরি বসিয়াছিলেন, তাহাকেই চেতন করিয়া তিনি তৎপৃষ্ঠে বসিয়া ফকিরের কাছে চলিলেন। ফকির যখন দেখিলেন, শ্রীল রসিকানন্দ প্রভু পাথরের উপর চড়িয়া আসিতেছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ ব্যাঘ্রপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। আর একটি অলৌকিক ঘটনা শুনা যায়, তখন মুসলমান বাদশাহ মির্জ্জা আহম্মদ বেগ উৎকল আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু তাঁহাকে ঐ কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি শ্যামানন্দ প্রভুকে পরীক্ষা করিবার জন্য এক উন্নতদন্তা হস্তীকে শ্যামানন্দ প্রভুকে মারিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু তাঁহার কৃপাশক্তির দ্বারা হস্তীকে বশীভূত করিয়া তাহাকে হরিনাম দিয়াছিলেন। এই ঘটনা মির্জ্জা আহম্মদ বেগকে স্তম্ভিত করিয়াছিল। তিনি তাঁহার কৃপা-প্রভাব দ্বারা আরও অনেক মুসলমান দস্যুকে তাহাদের অসৎ স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া শিষ্য করিয়াছিলেন।

"রসিকানন্দের মহা প্রভাব প্রচার।
কৃপা করি কৈল দস্যু পাষণ্ডি উদ্ধার ।।
ভক্তিরত্ন দিলা কৃপা করিয়া যবনে।
গ্রামে গ্রামে ভ্রমিলেন লৈয়া শিষ্যগণে ।।
দুষ্টের প্রেরিত হস্তী তারে শিষ্য কৈল।
তারে কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-সেবায় নিয়োজিল ।।
সে দুষ্ট যবন রাজা প্রণত হৈলা।
না গণিলা আর কত জীব উদ্ধারিলা ।।"

শ্রীল রসিকানন্দপ্রভু ৬২ বর্ষ ৮ মাস বয়ঃ প্রকটকালে বহু অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এসব ঘটনা ইঁহার শিষ্য শ্রীল গোপীবল্লভ দাস প্রভু রসিক-মঙ্গল নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীল রসিকানন্দ প্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের একান্ত ভক্ত ছিলেন। যাঁহার জন্য শ্রীজগন্নাথদেবের রথ আটকাইয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বে ভক্ত শালবেগ এবং ভক্ত বলরাম দাসের জন্য শ্রীজগন্নাথদেবের রথ দুইবার আটকাইয়াছিল। আর

একবার শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর জন্য আটকাইল।

একবার শ্রীরসিকানন্দ প্রভু শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা দর্শন করিবার জন্য শ্রীগোপীবল্লভপুর হইতে অনেক শিষ্য এবং শ্রীজগন্নাথের জন্য অনেক উপহার লইয়া পদব্রজে আগমন করিতেছিলেন। আসিতে আসিতে পথের মধ্যে অনেক দিন পরে রথযাত্রার দিন বৈকালে আসিয়া তুলসী চৌরা (চবুতরা) অধুনা মালতী-পাটপুরের কাছে পেঁছাইলেন। অনেক রাস্তা পদব্রজে আসিয়া পথশ্রান্ত হইয়া সেখানেই স্নান আদি করিয়া বিশ্রাম করিলেন। এদিকে শ্রীজগন্নাথদেব রথে আরোহণ করিয়া বলগণ্ডি পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। আর অল্প সময় পরে শ্রীগুণ্ডিচা মন্দিরের নিকটে পেঁছাইবেন; কিন্তু করুণাময় শ্রীজগন্নাথদেব নিজ ভক্তের মনোব্যথা বুঝিতে পারিলেন, শ্রীল রসিকানন্দ প্রভু অনেক পথ পদব্রজে আসিয়া ক্লান্ত হইয়া রাস্তায় বিশ্রাম করিতে-ছেন। তাঁহাকে দর্শন না দিয়া শ্রীজগন্নাথদেব কি করিয়া শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরের ভিতরে যাইবেন, এই ভাবিয়া মহাপ্রভু রথকে সেখানেই আটকাইয়া দিলেন। রথ বলগণ্ডির কাছে আসিয়া আর চলিল না। লক্ষ লক্ষ লোক যথাশক্তি চেণ্টা করিলেও সব বিফল হইল। এ সংবাদ রাজা পাইয়া পারিষদগণসহ স্বয়ং আসিয়া হস্তী অশ্ব আদি সংযোগ করতঃ রথ টানিতে লাগিলেন। মহারাজ নিজে টানিতেছেন দেখিয়া লক্ষ লক্ষ লোক প্রবল উৎসাহের সহিত রথ টানিতে লাগিলেন। কিন্তু রথ এক ইঞ্চিও নড়িল না।

"যাত্রা দিনে উত্তরিলা তুলসীচুরায়।
পথশ্রান্তে স্নান প্রভু করয়ে তথায়॥

এথা রথে বিজয় কৈল জগন্নাথ রায়।
তিন রথ লাগিলেন বালিগুণ্ডিচায়॥

বলগণ্ডি হইতে রথ না চলেন আয়।
লক্ষ সহস্র কালাপিঠা টানি যায়॥

তবু না চলে রথ রহিলা সেখানে।
টানিবারে লাগিলেন যত যাত্রিগণে॥

লক্ষ লক্ষ লোক টানে রথ দড়ি ধরি'।
তবুও না চলে রথ রহে ভূমে পড়ি'॥

ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা রথ টানিতে লাগিলা।
পাত্র মন্ত্রী যত লোক সঙ্গেতে আছিলা।

দ্বিজগণ সহিতে টানেন সর্ব্বজনে।
যার যত শক্তি ছিল টানে প্রাণপণে॥
গাড়ী বহা হালিয়া টানিল শতে শতে।
গজ বাজি টানে তবু নাহি চলে রথে॥"

ক্রমে সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। রথ টানা সেই দিনের জন্য বন্ধ হইল। মহারাজা বিষম চিন্তায় মগ্ন হইয়া সারা রাত্রি জাগিয়া থাকিলেন। সেই রাত্রে মহাপ্রভু মুদিরথকে (মহারাজার প্রতিনিধি ইনি, মহা-রাজার অনুপস্থিতিতে শ্রীমন্দির মধ্যে সমস্ত রাজসেবা নির্ব্বাহ করেন) স্বপ্নে বলিলেন, 'আমার ভক্ত রসিকা-নন্দ আমাকে দর্শন করিবার জন্য অনেক পথ অতি-ক্রম করিয়া পথশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আসিতে না পারিয়া তুলসী চৌরার (চবুতরার) কাছে বিশ্রাম করিতেছেন। তিনি আসিয়া রথ না টানা পর্য্যন্ত রথ চলিবে না। তুমি এই কথা রাজাকে বল।' তখন মুদিরথ অতিশীঘ্র প্রাতে রাজার নিকট গিয়া এই সংবাদ দিলেন। রাজা সারারাত্রি দুশ্চিন্তায় কাটাইয়াছিলেন। স্বয়ং শ্রীজগন্নাথের এই আদেশ পাইয়া আনন্দে আত্ম-হারা হইয়া মহারাজ নিজেই রসিকানন্দ প্রভুকে স্বাগত করিয়া আনিতে চলিলেন।

"দেখি মহারাজা কত আচম্বিত হৈলা।
মুদিরথে হেন কালে প্রভু আজ্ঞা কৈলা॥
মোর প্রিয় নিজ ভক্ত মুরারি আইলা।
তুলসী চৌরাতে আসি প্রবেশ হৈলা॥
রসিক আসিয়া রথ করিব দর্শন।
তবে সে চলিব রথ না করহ যতন॥
আপনি টানিব রথ রসিক শিখরে।
তবে শীঘ্র যাবে রথ কহ নৃপবরে॥"

এদিকে রসিকানন্দ প্রভু গজপতি তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া লইবার জন্য স্বয়ং আগমন করিতেছেন জানিয়া আর কালবিলম্ব না করিয়া পুরী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আঠারনালার কাছে শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর সঙ্গে গজপতি মহারাজার সাক্ষাৎ হইল। দুইজনে কিছুকাল পরস্পরে প্রেমভক্তির আদান প্রদানের পর ভক্তরাজার সহিত রসিকানন্দপ্রভু রথ-নিকটে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে আনীত সমস্ত উপহার তিন রথে প্রদান করিয়া প্রেম-পুলকনয়নে জগন্নাথ দর্শনে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন।

"তবে প্রভু রথে আসি কৈলা দর্শন।
ভেটিলেন পঞ্চ রত্নে বস্ত্র আভরণ ॥

তিন রথে দিল ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য ভার।
দ্রব্য দেখি সবাকারে লাগে চমৎকার ॥

শ্রীচন্দ্রবদন দেখি অচ্যুত নয়নে।
শত শত ধারা গলে সে দুই নয়নে ॥

কদম্ব কলিকা সম পুলকিত অঙ্গে।
অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশে শ্রীঅঙ্গে ॥

রসময় গোষ্ঠী শ্রীতুলসীদাস সঙ্গে।
সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলা মহারঙ্গে ॥

আপনি করিলা নৃত্য রসিক শেখর।
মহাভাব প্রকাশে শ্রীঅঙ্গ জর জর ॥"

যখন সকলে জানিতে পারিলেন যে, এই মহা-পুরুষের জন্যই রথ এতক্ষণ আটকাইয়াছিল, তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে লোক ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন রসিকানন্দ প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য।

"রথ ছাড়ি' সবে আসি' দেখিতে লাগিলা।
রসিকের রূপ দেখি' সবে মুগ্ধ হৈলা ॥

সবে বলে এই প্রভু দ্বিতীয় নারায়ণ।
জগন্নাথ সঙ্গে যার অভেদ মিলন ॥

যাহার কারণ রথ না চলেন আর।
এই সে করিলা কৃষ্ণভক্তির প্রচার ॥"

এই সময়ে প্রতিহারী আসিয়া রসিকানন্দ প্রভুকে বলিলেন, আপনার জন্যই রথ এতক্ষণ এখানে আট-কাইয়াছিল। এখন আসুন, আপনি না টানিলে রথ চলিবে না। কালবিলম্ব না করিয়া রসিকানন্দ প্রভু রথস্তম্ভে মাথা লাগাইয়া ঠেলিবার পরই রথ হড় হড় করিয়া চলিতে লাগিল।

"এক আরে সবে কহে রসিকের কথা।
হেন কালে প্রতিহারী জানাইল বার্ত্তা ॥

তোমার কারণে রথ রহিলা এখানে।
এবে রথ দড়ি তুমি টানহ আপনে ॥

শুনিয়া রসিক মহা আনন্দ উল্লাস।
রথস্তম্ভে মাথা দিয়া টানে এক পাশ ॥

রসিক পরশে রথ পবন গমনে।
তিন রথ উত্তরিলা শ্রদ্ধাবালি স্থানে ॥"

উক্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল গজপতি নরসিংহ দেবের রাজত্ব কালে। এই রাজা ১৬২১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। রসিকা-নন্দ প্রভুর অলৌকিক প্রতিভা ও জগন্নাথ-ভক্তি দেখিয়া মহারাজা বালিসাহি শ্রীরাধাকান্ত মঠ সন্নিকটে অনেক ভূসম্পত্তি দান করিলেন। শ্রীল রসিকানন্দ প্রভু উক্ত জমির উপর এক মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহার নাম কুঞ্জ মঠ। এই মঠ হইতে শ্রীজগন্নাথ সেবার জন্য প্রতি দিন ১২ হাত লম্বা তিনখানি মালা প্রদত্ত হয়।

"রাজাস্থানে ভূমি মাগি দক্ষিণ পারশে।
ফুল টোটা মঠ কৈল মনের হরিষে ॥

বার হাত তিন খণ্ড মালা হয় নিতি।
নিয়োজিত কৈল দশ পাঁচ সেবাইতি ॥"

শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর প্রতিষ্ঠিত উক্ত কুঞ্জ মঠ অদ্যাপি শ্রীজগন্নাথের সেবা করিয়া আসিতেছেন।

আনন্দের কথা, এই ঘটনার আবার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছিল পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জন্ম বর্ষে—যে বর্ষে প্রভুপাদ শ্রীনারায়ণছাতা মঠসংলগ্ন শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের গৃহে আবির্ভূত হন, তাহার ছয়মাস পরে রথযাত্রার সময় উপস্থিত হয়। শ্রীজগন্নাথদেবের রথ গুণ্ডিচা-যাত্রাকালে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাসস্থানের সম্মুখে আটকাইয়া যায়, তিনদিন যাবৎ সেখানে থাকে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তখন পুরীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং মন্দিরের প্রশাসক (Administrator) ছিলেন। তিনি এই তিনদিন রথের সম্মুখে বিশেষভাবে অহোরাত্র নামসংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন। শেষ দিন শ্রীল প্রভুপাদকে ক্রোড়ে করিয়া মা ভগবতী দেবী শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনে আসেন। শ্রীজগন্নাথদেবের চরণে যখন শিশুকে অর্পণ করা হইল, তখন শ্রীজগন্নাথদেবের গলদেশ হইতে এক পুষ্পমাল্য আপনা আপনি খসিয়া শিশুর শ্রীঅঙ্গে পড়ে, তখন পাণ্ডারা বলিলেন এ শিশু নিশ্চয়ই একদিন জগদ্-বিখ্যাত হইবেন। তাহার পর সেই দিনই রথ তিন দিন পরে চলিতে আরম্ভ করিল। সত্য সত্যই যেন শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহার প্রিয় ভক্তকে দর্শন দিবার জন্যই তাঁহার ঘরের সম্মুখে তিন দিন অপেক্ষা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে অবিসংবাদিত সত্যরূপে দেখা গেল—এই শিশুই সমগ্র বিশ্বে শ্রীজগন্নাথদেবের মহিমা প্রচার

করিলেন। আর এই শিশুর কৃপাতেই সমগ্র জগদ্বাসী শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন।

লণ্ডনে, আমেরিকার বহু স্থানে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা বিপুল সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইতেছে।

জয় শ্রী জগন্নাথদেব !
ধন্য তোমার ভক্তবাৎসল্য !
জয় প্রভু রসিকানন্দ !
জয় শ্রীল প্রভুপাদ !

শিমলায় শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের আচার্য্য ও প্রচারকবৃন্দ

শিমলা শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভা মন্দিরের সভাপতি ও সদস্যগণের বিশেষ আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট প্রচারকত্রয়—শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, সহ-সম্পাদকদ্বয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ এবং ব্রহ্মচারী সেবকগণ—শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীবীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে গত ৫ বৈশাখ, ১৮ এপ্রিল বুধবার চণ্ডীগড় হইতে বাসযোগে শুভযাত্রা করতঃ মধ্যাহ্নে হিমাচলপ্রদেশের রাজধানী শিমলা সহরে শুভপদার্পণ করেন। প্রাক্ ব্যবস্থাদির জন্য শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীদীনার্ত্তিহরদাস ব্রহ্মচারী একদিন পূর্ব্বে চণ্ডীগড় হইতে শিমলায় আসিয়া পৌঁছেন। চণ্ডীগড় মঠের মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীশচীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅভয়চরণদাস, শ্রীযশপাল শর্ম্মা, ইঞ্জিনীয়ার শ্রীবিজয়রঞ্জন দে নগর-সংকীর্ত্তনে যোগদানের জন্য ২৭ এপ্রিল মধ্যাহ্নে শিমলায় আসেন। শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরের (গঞ্জ মন্দিরের) দ্বিতল সাধুনিবাসে সাধুগণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। পাঞ্জাবের ভাটিণ্ডার কতিপয় ভক্ত এবং পাতিয়ালার শ্রীরাম সিংজীও শিমলা-প্রচার প্রোগ্রামে যোগদানের জন্য আসেন।

শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরের সঙ্কীর্ত্তনভবনে অধিকাংশ দিবস প্রত্যহ প্রাতঃকালীন ও অপরাহ্ণকালীন ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে বলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ।

শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভা মন্দির হইতে ২৭ এপ্রিল শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত লক্কর বাজার, লোয়ার বাজার গঞ্জবাজার প্রভৃতি মালরোড পর্য্যন্ত অঞ্চলসমূহ পরিভ্রমণ করতঃ শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ভক্তবৃন্দের প্রেমবিহ্বল নৃত্যকীর্ত্তন দর্শন করিয়া সহরবাসিগণের মধ্যে যথেষ্ট উদ্দীপনা ও উল্লাস পরিলক্ষিত হয়।

প্রত্যহ প্রাতে শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দির পরিক্রমাকালে, নগর-সংকীর্ত্তনে ও সভার আদি ও অন্তে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে মুখ্যভাবে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী।

শ্রীল আচার্য্যদেব সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রীরামগোপাল সুদ, শ্রীসোহনলাল গুপ্ত, শ্রীযুক্তা এড্ভোকেট সুদ, শ্রীশক্তি চন্দ্র কনোয়ার কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তাঁহাদের আলয়ে কীর্ত্তনপার্টিসহ শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরের সভাপতি শ্রীরামগোপাল সুদ, সেক্রেটারী এবং সদস্যগণ সাধুগণের যথোচিত সৎকার ও শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ ২৮ এপ্রিল শিমলা হইতে ট্রেণযোগে কলিকাতা যাত্রা করেন।

ভ্রম-সংশোধন

"শ্রীচৈতন্য-বাণী" পত্রিকার গত ২৪।৪ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত 'শ্রীধামমায়াপুরই— প্রাচীন নবদ্বীপ' শীর্ষক প্রবন্ধের শেষভাগে পত্রিকার ৭৩ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভে ৬ষ্ঠ পংক্তিতে '১৯৬৫' স্থানে '১৯৩৫' পাঠ হইবে। বঙ্গের গভর্ণর বাহাদুর স্যর জন এণ্ডারসন্ ১৯৩৫ সালের ১৫ই জানুয়ারী তারিখেই শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপ দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। ঐ পত্রিকার ৬৯ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভে ২০শ পংক্তিতে 'নরোত্তম' স্থানে 'নরহরি'; ৭১ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভে ১২শ পংক্তিতে 'মায়ায়াৎ' স্থলে 'মায়ায়াং', ৭২ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভে ৩য় পংক্তিতে 'মাধুর্য্যলীল' স্থলে 'মাধুর্য্যলীলা' এবং ঐ সপ্তম পংক্তিতে 'প্রেমপ্রদানলীলা' স্থলে 'প্রেমপ্রদানলীল' পাঠ হইবে।

পত্রিকার সহৃদয় পাঠকবর্গ কৃপাপূর্ব্বক ঐ সকল মুদ্রাকর-প্রমাদ সংশোধন করিয়া লইবেন।

আসাম প্রচার-ভ্রমণে পুনঃ শ্রীল আচার্য্যদেব

কাশীকোট্‌রা, কোকরাঝাড় (আসাম)—আসামের ভক্তগণের প্রার্থনায় আসামে পুনঃ প্রচারের বাক্য রক্ষার্থে শ্রীল আচার্য্যদেব মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে গত ২৪ বৈশাখ ৭মে সোমবার নিউবঙ্গাইগাঁও ষ্টেশনে পৌঁছিলে কাশী-কোট্‌রা ভক্তগণের পক্ষ হইতে শ্রীসজ্জনকিঙ্কর দাসাধি-কারী প্রভু রিজার্ভ মিনিবাসসহ ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া সাধুগণকে নিউবঙ্গাই গাঁও ষ্টেশন হইতে কাশীকোট্‌রায় পৌঁছাইবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। সরভোগ মঠের শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারীও ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। মিনিবাস কাশীকোট্‌রার মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীমৎ ভবমোচন দাসাধিকারী প্রভুর গৃহে উপনীত হইলে শ্রীল আচার্য্যদেব সহ সাধুবৃন্দ স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদি ও সংকীর্ত্তন সহযোগে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। এইবার আসামে প্রচারানু-কূল্যের জন্য আসেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহা-রাজ, শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী। মঠাশ্রিতভক্ত সেবক শ্রীনন্দসুতদাসও পরবর্ত্তিকালে আসিয়া পার্টিতে যোগ দেয়। শ্রীমদ্ ভবমোচন দাসাধিকারী প্রভুর গৃহে সাধুগণ অবস্থান করেন।

৮ ও ৯ মে কাশীকোট্‌রা বাজারে এবং ১০মে সিদলীতে বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বক্তৃতা করেন অসমীয়া ভাষায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, বাসুগাঁও মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ ও সরভোগের শ্রীমৎ অচ্যুতানন্দ দাসা-ধিকারী প্রভু এবং বাংলা ভাষায় বলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ।

শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ বিশ্বেশ্বর দাসাধিকারী প্রভু, শ্রীক্ষীরোদকশায়ী দাসাধিকারী প্রভু ও শ্রীসজ্জনকিঙ্কর দাসাধিকারী প্রভুর আহ্বানে তাঁহাদের গৃহে প্রত্যহ মধ্যাহ্নে ভক্তগণসহ শুভপদার্পণ করেন। তাঁহাদের গৃহে হরিসংকীর্ত্তন ও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

সরভোগ মঠের মঠরক্ষক শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারী এবং শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভু, শ্রীগোপাল দাসাধিকারী প্রভু প্রভৃতি সরভোগের গৃহস্থ ভক্তবৃন্দও কাশীকোট্‌রার প্রচারানুষ্ঠানে যোগ দেন।

ভুটানের নিকটবর্ত্তী রুণীখাতা হইতে শ্রীমৎ রাধা-মোহন দাসাধিকারী প্রভু ও ডাঃ শ্রীরাধাকান্ত দাসাধি-কারী তাঁহাদের পরিজনবর্গ ও ভক্তগণসহ শ্রীল আচার্য্য-দেব দর্শনের জন্য ও তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের অভিপ্রায়ে রিজার্ভ বাসে কাশীকোট্‌রায় আসেন।

শ্রীসজ্জনকিঙ্কর দাসাধিকারী, শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাসা-ধিকারী (সাধুপ্রভু), শ্রীভবমোচন দাসাধিকারী এবং তাঁহাদের পরিজনবর্গের সম্মিলিত প্রার্থনায় প্রচারকার্য্য ও মহোৎসবাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

আসাম প্রচারের সব কএকটী দিন বর্ষার প্রকোপ হেতু প্রচারের পক্ষে যথেষ্ট বিঘ্ন হয়। অবশ্য কাশী-কোট্‌রায় প্রত্যহ বর্ষা হইলেও শ্রোতাগণ বিপুল সংখ্যায় সভায় যোগ দেন।

গোয়ালপাড়া (আসাম)ঃ—শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে ২৮ বৈশাখ, ১১ মে শুক্রবার কাশীকোট্‌রা হইতে শুভযাত্রা করতঃ মধ্যাহ্নে গোয়ালপাড়া মঠে শুভ পদার্পণ করেন। গোয়ালপাড়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু- গৌরাঙ্গ-রাধাদামোদরজীউর নির্ম্মীয়মাণ নবচূড়াবিশিষ্ট শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্যের অগ্রগতিতে আনুকূল্য করার মুখ্য অভিপ্রায়ে শ্রীল আচার্য্যদেব পুনঃ গোয়ালপাড়া মঠে আসেন। উক্ত মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে শ্রীমন্দিরের কার্য্য দেখাশুনা করিতেছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার সহায়করূপে সেবা করিতেছেন শ্রীদীননাথদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীফুলেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদামোদরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবালিপ্রভু ও শ্রীগোলোকবিহারী প্রভু।

গোয়ালপাড়া সহরে অবিশ্রান্তভাবে প্রবল বর্ষা হওয়ায় সহরের দুইটী স্থান ব্যতীত অন্যত্র প্রচারের সুযোগ হয় নাই। অবশ্য ৩১ বৈশাখ, ১০ মে সোমবার শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী-তিথি পালনের জন্য গোয়ালপাড়া মঠে বহু ভক্তের সমাবেশ হয়। পূর্ব্বদিবস স্থানীয় শ্রীনরসিংহবাড়ীতে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীনৃসিংহতত্ত্ব ও মহিমা সম্বন্ধে দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন এবং পরদিবস

শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী তিথিতে শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীনৃসিংহভগবানের আবির্ভাব প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী তিথি উপবাসসহযোগে পালিত হয়, পরদিবস অনুষ্ঠিত মহোৎসবে বহুনর-নারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

গৌহাটী (আসাম) ঃ—শ্রীল আচার্য্যদেব পার্টিসহ গোয়ালপাড়া হইতে ১৮ মে শুক্রবার বাসযোগে গৌহাটীতে পৌঁছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব গৌহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ২০মে পর্য্যন্ত অবস্থান করতঃ প্রত্যহ রাত্রিতে মঠে, ১৯মে অপরাহ্নে দীসপুরস্থ শ্রীএস্ এস্ রায়চৌধুরীর বাসভবনে, ২৯মে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র হালদার মহোদয়ের আলয়ে এবং উক্ত দিবস অপরাহ্নে কাহেলীপাড়া নেতাজী কলোনীস্থিত শ্রীরাম-ঠাকুর আশ্রমে ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীরামঠাকুর আশ্রমে মহতী সভায় নরনারীগণের বিপুল সমাবেশ হইয়াছিল।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ শ্রীমঠে রাত্রির সভায় এবং শ্রীরাম ঠাকুর আশ্রমের মহতী সভায় বক্তৃতা করেন। শ্রীরাম ঠাকুর আশ্রমের সদস্য-গণ সভার ও শ্রীমঠে মহোৎসবের আয়োজন করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। গৌহাটী মঠের শ্রীগোবিন্দ সুন্দরদাস ব্রহ্মচারী উপরিউক্ত প্রচার প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করেন। এইবার শ্রীমঠের যুগ্মসম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ শিলংএ প্রচারে থাকায় গৌহাটী মঠে তাঁহার দর্শন লাভের সৌভাগ্য হয় নাই।

হয়বরগাঁও—নওগাঁও (আসাম)—হয়বরগাঁও-নিবাসী শ্রীযতীন্দ্র দেবনাথ মহোদয় ও তাঁহার পুত্র শ্রীরাধেশ্যাম-দেবনাথের প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে রিজার্ভ মিনিবাসযোগে ৭ জ্যৈষ্ঠ, ২১ মে শনিবার গৌহাটী হইতে প্রাতে শুভযাত্রা করতঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবুর বাসগৃহে—রাধাগোবিন্দ মন্দিরে মধ্যাহ্নে শুভপদার্পণ করিলে গৃহস্থিত পরিজনবর্গ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ বিশেষভাবে আহূত হইয়া শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী ও তেজপুর মঠের সেবক শ্রীপুলক সরকারসহ প্রায় একই সময়ে তথায় আসিয়া পৌঁছেন। কার্ব্বি আলং হইতে শ্রীজগদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীমহীরাম দাসাধিকারী ২২মে পার্টির সহিত যোগ দেন। যতীন্দ্রবাবু লালচাঁদ শ্রীপ্রহলাদরাজ টোডির নবনির্ম্মিত রমণীয় বিশাল অতিথি ভবনে সাধুগণের থাকিবার সুব্যবস্থা করেন। অতিথিগণের সর্ব্বপ্রকার সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্ল্যান অনুযায়ী সুন্দররূপে অতিথিভবনটী নির্ম্মিত হইতে দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব শেঠ শ্রীপ্রহলাদরাজ টোডির ভূয়সী প্রশংসা করেন। যতীন্দ্রবাবুর নিজ ব্যয়ে শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দিরের প্রসাদের দ্বারা দুইবেলা সাধুগণের সেবার সুব্যবস্থা হয়।

প্রত্যহ প্রাতে শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দিরে, ২১ মে অপরাহ্নে শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দিরে এবং রাত্রিতে মাড়োয়ারী পঞ্চায়েত ভবনে, ২২মে রাত্রিতে শ্রীরাধা-গোবিন্দ মন্দিরে, ২৩ মে রাত্রিতে বাঙ্গালী পূজা বাড়ীতে, ২৪ মে অপরাহ্নে শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দিরে এবং রাত্রিতে শ্রীপ্রহলাদরাজ টোডির শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে বিশেষ সভার আয়োজন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ অপরাহ্নে ও রাত্রির সভায় দীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন। এতদ্-ব্যতীত বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহা-রাজ। প্রত্যহ প্রাতঃকালীন সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অবলম্বনে হরিকথা উপদেশ করেন। শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দিরে ও বাঙ্গালী পূজামণ্ডপে রাত্রিতে সভায় শ্রোতাগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দেন। সভার আদি ও অন্তে প্রত্যহ ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক হরিনাম ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হয়। শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারীর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে গীত বাংলা ও হিন্দী ভজনকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃ-বৃন্দ মুগ্ধ হন।

শ্রীল আচার্য্যদেব আহূত হইয়া সন্ন্যাসী ও ব্রহ্ম-চারিগণ সমভিব্যাহারে ২২মে পানিগাঁওয়ে শ্রীবৈষ্ণব-দাসের গৃহে, ২৩ মে হয়বরগাঁওএ প্রাতে শ্রীননীগোপাল দাস মহোদয়ের ও পূর্ব্বাহ্নে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভাওয়ালের গৃহে এবং মধ্যাহ্নে শাস্ত্রীনগরে শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধি-কারীর গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথা উপদেশাদির

দ্বারা বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবায় প্রোৎসাহিত করেন।

যতীন্দ্রদেবনাথবাবু, তাঁহার সহধর্ম্মিণী, পুত্র, পুত্রবধূগণ ও পরিজনবর্গের বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। তাঁহারা সকলেই সাধুগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। যতীন্দ্রবাবু সাধুগণের রিজার্ভ মিনি বাসে গৌহাটী হইতে যাতায়াতের সম্পূর্ণব্যয়ভার বহন এবং গোয়ালপাড়া মঠের শ্রীমন্দিরের জন্য এক সহস্র টাকা আনুকূল্য করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, সরভোগ ঃ—হয়বরগাঁও হইতে মিনিবাসে পূর্ব্বাহ্নে গৌহাটী মঠে পৌঁছিবার পর মধ্যাহ্নে সরভোগে যাইবার কোনও বাস ও ট্রেণ না পাওয়ায় কি ভাবে সরভোগে পৌঁছিবেন শ্রীল আচার্য্যদেব চিন্তিত হইলে গৌহাটী মঠের শ্রীগোবিন্দসুন্দরদাস ব্রহ্মচারী বিভিন্ন বাসষ্ট্যাণ্ডে খোঁজখবর লওয়ার পর একটী ডি-লাক্স প্রাইভেটবাসের সন্ধান পাইয়া তাহাতে সিট রিজার্ভ করেন। ২৫মে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় গৌহাটী হইতে রওনা হইয়া রাত্রি ৮-৩০ ঘটিকায় সরভোগ মঠে আসিয়া পৌঁছেন। বাস খুব দ্রুত চলে। বাসের ড্রাইভার পরিচিত থাকায় সাধুগণকে মঠে পৌঁছাইয়া দেন। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ National High wayর পার্শ্বেই অবস্থিত। প্রাচীনতম বলিয়া উক্ত অঞ্চলবাসীর নিকট সরভোগ মঠ সুপরিচিত। শ্রীল আচার্য্যদেব শুভাগমন করিবেন সংবাদ পাইয়া গোয়ালপাড়া, বড়পেটা ও কামরূপ জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে মঠে বহু ভক্তের সমাবেশ হয়। তাঁহারা সকলে শ্রীল আচার্য্যদেব ও পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। পরদিবস শ্রীহরিবাসর তিথি সরভোগ মঠে বিশেষভাবে পালিত হয় এবং রাত্রির সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব ও ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ বক্তৃতা করেন।

বঙ্গাইগাঁও ঃ—সরভোগ মঠের মঠরক্ষক শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারীর ব্যবস্থায় শ্রীল আচার্য্যদেব রিজার্ভ মিনিবাসে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দসহ ২৭মে প্রাতে সরভোগ হইতে যাত্রা করতঃ বঙ্গাইগাঁও সহরে শ্রীযুক্ত সতীশ দত্ত মহাশয়ের বিশেষ প্রার্থনায় তাঁহার গৃহে প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় শুভপদার্পণ করেন। পূর্ব্বাহ্নে তাঁহার গৃহে হরিকীর্ত্তন ও শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখ-বিগলিত হরিকথা উপদেশের পর মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীসতীশ দত্ত ও তাঁহার পুত্র শ্রীসুধাংশু দত্তের বৈষ্ণবসেবাপ্রবৃত্তি দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব প্রসন্ন হন। তাঁহারা সাধুগণকে নিউবঙ্গাইগাঁও ষ্টেশনে পৌঁছাইবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। রুপীখাতার শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী প্রভু বহু কষ্ট স্বীকার করতঃ রুপীখাতা হইতে নিউবঙ্গাইগাঁও ষ্টেশনে পৌঁছিয়া কলিকাতা মঠের ঠাকুর সেবার জন্য সুগন্ধ চাল, ঘরে তৈয়ারী শর্টিফুড এবং অন্যান্য দ্রব্য সেবার জন্য দিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হন।

শ্রীল আচার্য্যদেব বৈষ্ণবগণ সমভিব্যাহারে কামরূপ এক্সপ্রেসে ২৭মে নিউ বঙ্গাইগাঁও ষ্টেশন হইতে শুভযাত্রা করতঃ পরদিবস পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় কলিকাতা মঠে পৌঁছেন।
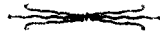
হায়দরাবাদস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রচারকেন্দ্র হায়দরাবাদ দেওয়ান দেওড়ীস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব গত ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১ জুন শুক্রবার হইতে ২০ জ্যৈষ্ঠ, ৩ জুন রবিবার পর্য্যন্ত সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে ৩১ মে বৃহস্পতিবার রাত্রি ৯-৩০ ঘটিকায় সেকেন্দ্রাবাদ ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে হায়দরাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ ও শ্রীশ্যামসুন্দর লাল কনোড়িয়া ষ্টেশনে ভক্তবৃন্দসহ উপস্থিত থাকিয়া পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন

করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব একটী মোটরকারে এবং অন্যান্য সকলে ভ্যানযোগে হায়দরাবাদ মঠে আসিয়া উপনীত হন। রাজামুন্দ্রী ও বিশাখাপতনমস্থ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মিশনের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজ এবং চণ্ডীগড় মঠ হইতে শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী বার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য পূর্ব্বেই তথায় শুভাগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন-ভবনে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায় যথাক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শ্রী বি আর শাস্ত্রী, অন্ধ্রপ্রদেশের হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রী ভি মাধব রাও এবং রাজামুন্দ্রী ও বিশাখাপতনমের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মিশনের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজ। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তেলেগু বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক ডক্টর দিবাকরলু ভেঙ্কট অবধানি দ্বিতীয় দিবসের প্রধান অতিথি ছিলেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য প্রত্যহ দীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন। ডক্টর শ্রীবেদপ্রকাশ শাস্ত্রী ও শ্রীঅমর দত্ত শাস্ত্রী বিশিষ্ট বক্তারূপে ভাষণ দেন। 'সনাতনধর্ম্ম ও শ্রীবিগ্রহপূজা', 'ভবব্যাধির মহৌষধ শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন', 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও প্রেমধর্ম্ম' সভায় যথাক্রমে আলোচিত হয়। সভার আদি ও অন্তে সুললিত ভজন কীর্ত্তন গান করতঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী শ্রোতাগণের চিত্ত-বিনোদন করেন।

১ জুন পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেবের পৌরোহিত্যে হায়দরাবাদ মঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদজীউ শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক কার্য্য সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে সুসম্পন্ন হয়। তৎপর পূজা, শৃঙ্গার, মাধ্যাহ্নিক ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

৩ জুন রবিবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহ প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে শুভযাত্রা করতঃ হায়দরাবাদ শহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রীশ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বনচারী, শ্রীঅনন্ত-দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকর্ম্মেশ্বরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগদাধরদাস ব্রহ্মচারী শ্রীসনৎকুমার দাস, শ্রীপ্রহ্লাদ দাস, শ্রীভকতজী, শ্রীনারায়ণদাস, শ্রীশেষশায়ীদাস, শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ দাস, শ্রীগতিকৃষ্ণ দাস, শ্রীবলদেব দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণশরণ দাস (করুণাকর) প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থভক্ত গণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। হায়দরাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজের বিশেষ সেবা-প্রচেষ্টায় শ্রীমঠের সংলগ্ন সংগৃহীত জমীতে দাতব্য চিকিৎসালয় ও গ্রন্থাগারের জন্য দ্বিতল সুরম্য ভবন এবং সঙ্কীর্ত্তন ভবনের উপর আরও একটী সভা-ভবন নির্ম্মিত হওয়ায় হায়দরাবাদ মঠের শ্রীবৃদ্ধি সম্পা-দন দর্শন করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব পরমোল্লসিত হন।

হায়দরাবাদ মঠের বার্ষিক উৎসব সম্বন্ধে দক্ষিণ ভারতের সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু (Hindoo) পত্রিকায় (June 8, 1984) নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে—

Importance of congregational chanting of Divine Name—HYDERABAD

Under the auspices of Sree Chaitanya Gaudiya Math, a 3-day religious meeting was held at the math premises, at Dewan Devdi in Hyderabad from June 1 to 3 under the presidentship of Dr. B. R. Sastry, Head of the Department of Sanskrit, Osmania University. Mr. Justice V. Madhava Rao and His Holiness Tridandi Swami Sreemat B. V. Puri Maharaj of Sree Krishna Chaitanya Mission, Rajahmundry.

Dr. Divakarlu Venkata Avadhani was the chief guest of the second sitting. His Holiness Tridandi Swami Sreemat B. B. Tirtha Maharaj, President Acharya of the Math addressed the gathering. Dr. Vedaprakash Sastry was a distinguished speaker. The two Acharyas in their speeches said that Divine love was the strongest spiritual force to bring unity of hearts amongst all irrespective of caste, creed and religion. Chanting of the Holy name was the easiest and most effective spiritual practice to attain Krishnaprema. The congregational chanting of the Holy name was also the best method of bringing different sects of people under one banner. Sree Chaitanya Mahaprabhu practised and propagated this all-embracing religion of Divine love.

A Sankirtan procession with deities on chariot started from the Math on Sunday, passed through the streets of Hayderabad. —Our Hyderabad Staff Reporter.

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত **হইয়া** দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০ পঃ, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, **সতীশ মুখার্জ্জী** রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন **ঃ** ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ১.২০

(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ,, ১.০০

(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ২.৫০

(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, ১.২০

(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ১.৫০

(৬) জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,, ২০.০০

(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,, ,, ১৫.০০

(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,, ,, ৫.০০

(৯) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ২.৭৫

(১০) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ২.২৫

(১১) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) ,, ১.০০

(১২) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) ,, ১.২০

(১৩) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode ,, ২.৫০

(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— ,, ২.৫০

(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—
ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত— ,, ৬.০০

(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১৪.০০

(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .৫০

(১৮) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ৩.০০

(১৯) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ৬.০০

(২০) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র — ,, ৮.০০

(২১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত— ,, ৪.০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় ঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

চতুর্বিংশ বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রাবণ, ১৩৯১

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।"

২৪শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ, ১৩৯১
১৮ শ্রীধর, ৪৯৮ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ৩১ জুলাই, ১৯৮৪ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

স্থান—বাখরাবাদ, মেদিনীপুর

সময়—অপরাহ্ন, সোমবার, ২২শে চৈত্র, ১৩৩২

আমি—একটী নিতান্ত অযোগ্য জীব। অযোগ্য হইলেও আমার কৃষ্ণকৃপাকাঙ্ক্ষারূপ একটী কৃত্য আছে। যাঁহার যে-পরিমাণ অযোগ্যতা, তাঁহার প্রতি ভগবানের করুণা তত অধিক-পরিমাণে বর্ষিত ; —

'দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।'

ভগবানের শ্রীরূপ দর্শন করিতে হইলে, আমাদেরও রূপবিশিষ্ট হইতে হইবে। যদি তাঁহার সর্ব্বমোহন রূপ দর্শন করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের শ্রীরূপানুগ হওয়া চাই,—তাহাতে তিনি প্রীতি লাভ করেন। শ্যাম দেখেন শ্যামার রূপ, শ্যামা দেখেন শ্যামের রূপ—উভয়ের উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান পরস্পরের রূপের দর্শন-লাভ ঘটে। আমরা যদি গুণী হই, তাহা হইলে ভগবানের গুণও উপলব্ধি করিতে পারিব।

শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে)—

"অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধ-তারকা-পালিঃ।
কলিতশ্যামা-ললিতো রাধা-প্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি ।।"

১। শ্যামা, ২। ললিতা, ৩। বৃন্দাবনেশ্বরী এবং শ্যামার অনুগা, ললিতার অনুগা, শ্রীরাধার অনুগা—পরপর পর্য্যায়। রূপের সেবায় যদি তাদৃশ আনুগত্য আসে—যদি আমাদের উত্তরোত্তর সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি হয়—আমরা যদি সর্ব্বসৌন্দর্য্যাকর শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমাদের উত্তরোত্তর অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য দেখাইতে পারি, তবে আমরাও তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শন করিবার সৌভাগ্য পাইব।

বর্ত্তমান-কালে অনর্থময় অবস্থায় দণ্ডকারণ্যের ঋষিগণের ন্যায় আমাদের রামচন্দ্রের সৌন্দর্য্য পর্য্যন্ত দর্শন করিবার অধিকার হয় না। আমাদের কুরূপ কোথা হইতে আসিল ? আমাদের স্বরূপে ত' কুরূপ নাই! বাহিরের অনর্থ আসিয়াই আমাদের নিজের সুরূপ আবৃত করিয়াছে ;—যে রূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক কৃষ্ণচন্দ্রের প্রীতি বিধান করিব, আমাদের সেরূপ এখন আচ্ছাদিত হইয়াছে।

প্রেমভক্তি—সাধারণী শুদ্ধভক্তি হইতে শ্রেষ্ঠা। ভগবানের শ্রীরূপ-গুণ-লীলায় পৌঁছিতে হইলে, আমার একটী কৃত্য আছে, কিন্তু আমি তাহাতেই

অযোগ্য! শ্রীগৌরসুন্দর এই প্রপঞ্চে ৪৮ বৎসর প্রকটকালে স্বয়ং ভজনীয় বস্তু হইয়াও ভক্তের বিচার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। কি-প্রকারে জীবগণ ভগবদ্-ভজনের রাজ্যে অগ্রসর হইবেন, তিনি তাহা সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। আপনারা সেই আদর্শে ভজনের প্রকার জানিতে পারিয়াছেন; কিন্তু আমার অযোগ্যতাই বড় ভরসা, আর ভরসা—

"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।"

শ্রীরূপানুগগণও বলেন,—আমার প্রভুই শ্রীরূপ। আমি যতই অযোগ্য হই না কেন, তবুও আমার দাস্য-নামে একটী কৃত্য আছে। শ্রীরূপানুগ শ্রীঠাকুর নরোত্তমও গাহিয়াছেন,—

"শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ, সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর ভজন-পূজন।
সেই মোর প্রাণ-ধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন॥
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছা-সিদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত, সেই, তপ, সেই মোর মন্ত্র-জপ,
সেই মোর ধরম-করম॥
অনুকূল হবে বিধি, সে-পদে হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এ দুই-নয়নে।
সে রূপ-মাধুরীরাশি, প্রাণ-কুবলয়-শশী,
প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে॥
তুয়া অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহী,
চিরদিন তাপিত জীবন।
হা হা প্রভো! কর দয়া, দেহ' মোরে পদ-ছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ॥"

আমি অযোগ্য হইলেও পরম-ভাগ্যবান্! পূর্ব্বে বৈষ্ণবেরা তাঁহাদিগের কৃত্য বলিয়াছেন। আমার কৃত্য-পরিচয়ে বলি যে, আমিও যখন রূপানুগাভিমানিগণের ভৃত্য, তখন আমারও রূপানুগগণের পদানুসরণরূপ একটী কৃত্য আছে। শ্রীরূপানুগগণ—প্রচারক। শ্রীগৌর-সুন্দরের বাণী ও আজ্ঞা আমি শ্রবণ করিয়াছি (চৈঃ ভাঃ মধ্য ও চৈঃ চঃ আদি ও মধ্য),—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি-গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

* * *

"যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥"
"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক কর করি' পর-উপকার॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ৮৪ পৃষ্ঠার পর]

আননাভ্যন্তরে কৃষ্ণো মাত্রে প্রদর্শয়ন্ জগৎ।
অদর্শয়দবিদ্যাং হি চিচ্ছক্তি-রতিপোষিকাং॥

মুখব্যাদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ জননীকে মুখমধ্যে সমস্ত জগৎ দেখাইলেন। জননী চিচ্ছক্তিগত রতি-পোষিকা অবিদ্যা দ্বারা মুগ্ধ থাকায় কৃষ্ণৈশ্বর্য্য মানিলেন না। চিদ্বিলাসগত ভক্তগণ ভগবন্মাধুর্য্যে এতদূর মুগ্ধ থাকেন যে, ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও তাহা তাঁহাদের নিকট প্রতীত হয় না। এ অবিদ্যা মায়াভাবগত নয়।

দৃষ্টা চ বালচাপল্যং গোপী সুল্লাসরূপিণী।
বন্ধনায় মনশ্চক্রে রজ্জ্বা কৃষ্ণস্য সা বৃথা॥

কৃষ্ণের বালচাপল্য (চিত্তনবনীত চৌর্য্য) দেখিয়া উল্লাসরূপিণী যশোদা রজ্জুদ্বারা কৃষ্ণকে বন্ধন করিবার জন্য বৃথা যত্ন পাইলেন।

ন যস্য পরিমাণং বৈ তস্যৈব বন্ধনং কিল।
কেবলং প্রেমসূত্রেণ চকার নন্দগেহিনী॥

যাঁহার মায়িক পরিমাণ নাই, তাঁহাকে কেবল

প্রেমসূত্রের দ্বারা যশোদা বন্ধন করিয়াছিলেন। মায়িক রজ্জুদ্বারা তাঁহার বন্ধন সিদ্ধ হয় না।

বালক্রীড়াপ্রসঙ্গেন কৃষ্ণস্য বন্ধচ্ছেদনং।
অভবদ্বার্ক্ষভাবাত্তু নিমেষাদ্দেবপুত্রয়োঃ॥

শ্রীকৃষ্ণের বাললীলাক্রমে দেবপুত্রদ্বয়ের বার্ক্ষভাব হইতে অনায়াসে বন্ধচ্ছেদ হইল।

অনেন দর্শিতং সাধু-সঙ্গস্য ফলমুত্তমং।
দেবোপি জড়তাং যাতি কুকর্ম্মনিরতো যদি॥

এই যমলার্জ্জুনমোক্ষ আখ্যায়িকা দ্বারা দুইটী তত্ত্ব অবগত হওয়া গেল, অর্থাৎ সাধুসঙ্গে ক্ষণমাত্রেই জীবের বন্ধ মোক্ষ হয়। এবং অসাধু-সঙ্গে দেবতারাও কুকর্ম্মবশ হইয়া জড়তা প্রাপ্ত হন।

বৎসানাং চারণে কৃষ্ণঃ সখিভির্যাতি কাননং।
তদা বৎসাসুরং হন্তি বালদোষমঘং ভৃশং॥

সখাদিগের সহিত বালরূপী কৃষ্ণ গোবৎস চারণার্থে কাননে প্রবেশ করেন অর্থাৎ চিচ্ছক্তিগত অবিদ্যামুগ্ধ শুদ্ধ জীব সকল নিষ্ঠাক্রমে গোবৎসত্ব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বাধীন হন। তথায় অর্থাৎ গোচারণস্থলে বালদোষরূপ বৎসাসুরবধ হয়।

তদা তু ধর্ম্মকাপট্যস্বরূপো বকরূপধৃক্।
কৃষ্ণেণ শুদ্ধবুদ্ধেন নিহতঃ কংসপালিতঃ॥

কংসপালিত ধর্ম্মকাপট্যরূপ বকাসুর, শুদ্ধবুদ্ধ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হন।

অঘোপি মর্দ্দিতঃ সর্পো নৃশংসত্ব-স্বরূপকঃ।
যমুনাপুলিনে কৃষ্ণো বুভুজে সখিভিস্তদা॥

নৃশংসত্ব স্বরূপ অঘনামা সর্প মর্দ্দিত হইল। তদন্তে ভগবান্ সরলতারূপ সখাগণসহ একত্র পুলিনভোজন আরম্ভ করিলেন।

গোপালবালকান্ বৎসান্ চোরয়িত্বা চতুর্ম্মুখঃ।
কৃষ্ণস্য মায়য়া মুগ্ধো বভূব জগতাং বিধিঃ॥

ইত্যবসরে সমস্ত জগতের বিধাতা চতুর্ব্বেদবক্তা চতুর্ম্মুখ কৃষ্ণের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া গোপবালক ও গোবৎসসকল চুরি করিলেন।

অনেন দর্শিতা কৃষ্ণমাধুর্য্যে প্রভুতাঽমলা।
ন কৃষ্ণো বিধিবাধ্যো হি প্রেয়ান্ কৃষ্ণঃ স্বতশ্চিতাং।

এই আখ্যায়িকা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরমমাধুর্য্যে সম্পূর্ণ প্রভুতা প্রদর্শিত হইল। গোপাল হইয়াও জগদ্-বিধাতার উপর পূর্ণপ্রভাব দেখাইলেন। চিজ্জগতের অতিপ্রিয় কৃষ্ণ কোন বিধির বাধ্য নহেন, ইহাও জানা গেল।

চিদচিদ্বিশ্বনাশেপি কৃষ্ণৈশ্বর্য্যং ন কুণ্ঠিতং।
ন কোপি কৃষ্ণসামর্থ্য-সমুদ্রলঙ্ঘনে ক্ষমঃ॥

ব্রহ্মা গোবৎসসকল ও গোপবালকসকল হরণ করিলে ভগবান্ অপহৃত সকলকেই স্বয়ং প্রকাশ করিয়া অনায়াসে চালাইতে লাগিলেন। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বোধ হয় যে, চিজ্জগৎ ও অচিজ্জগৎ সমস্ত বিনষ্ট হইলেও কৃষ্ণৈশ্বর্য্য কখনই কুণ্ঠিত হয় না। যিনি যতই সমর্থ হউন, শ্রীকৃষ্ণসামর্থ্য লঙ্ঘন করিতে কেহই পারেন না।

স্থূলবুদ্ধিস্বরূপোয়ং গর্দ্দভো ধেনুকাসুরঃ।
নষ্টোভূদ্বলদেবেন শুদ্ধজীবেন দুর্ম্মতিঃ॥

স্থূলবুদ্ধি স্বরূপ গর্দ্দভরূপী ধেনুকাসুর, শুদ্ধজীব বলদেব কর্ত্তৃক হত হয়।

ক্রূরাত্মা কালীয়ঃ সর্পঃ সলিলং চিদ্রসাত্মকং।
সংদূষ্য যামুনং পাপো হরিণা লাঞ্ছিতো গতঃ॥

ক্রূরতা স্বরূপ কালীয় সর্প চিদ্রসাত্মক যমুনাজল দূষিত করিলে ভগবান্ তাহাকে লাঞ্ছনা করিয়া দূরীভূত করিলেন।

পরস্পরবিবাদাত্মা দাববহ্নির্ভয়ঙ্করঃ।
ভক্ষিতো হরিণা সাক্ষাদ্ব্রজধামশুভার্থিনা॥

পরস্পর বৈষ্ণবসম্প্রদায়-বিবাদরূপ ভয়ঙ্কর দাবানলকে ব্রজধাম রক্ষার্থে ভগবান্ ভক্ষণ করিলেন।

প্রলম্বো জীবচৌরস্তু শুদ্ধেন শৌরিণা হতঃ।
কংসেন প্রেরিতো দুষ্টঃ প্রচ্ছন্নো বৌদ্ধরূপধৃক্॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণসংহিতায়াং কৃষ্ণলীলাবর্ণনং নাম
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

নাস্তিক্যরূপ কংসের প্রেরিত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত মায়াবাদ স্বরূপ জীব-চৌর দুষ্ট প্রলম্বাসুর শুদ্ধ বলদেব কর্ত্তৃক নিহত হইল।

শ্রীকৃষ্ণসংহিতায় কৃষ্ণলীলাবর্ণনংনামা চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে প্রীত হউন।

নীলাচলেই শ্রীগৌরলীলার গূঢ়রহস্য প্রকাশিত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীমন্মহাপ্রভু কাটোয়ায় সন্ন্যাসবেষ গ্রহণ করিয়া অবন্তীদেশীয় ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর গীতি কীর্ত্তন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন—"আহা এই ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর বাক্যটি (ভাঃ ১১।২৩।৫৭) বড়ই সুন্দর, কেননা ইহাতে ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসীর একমাত্র ব্রত নির্দ্ধারিত হইয়াছে—শ্রীমুকুন্দপাদপদ্ম সেবা, আর ঐ সন্ন্যাসীর বেষের তাৎপর্য্য হইতেছে—জড়াত্মনিষ্ঠা ত্যাগপূর্ব্বক পরাত্মনিষ্ঠা। সুতরাং আমি যখন সেই বেষই গ্রহণ করিয়াছি, তখন আমার একমাত্র কৃত্য হইতেছে—বৃন্দাবনে গিয়া নিভৃতে বসিয়া কৃষ্ণসেবা করা।" এই কথা বলিতে বলিতে মহাপ্রভু প্রেমোন্মত্তাবস্থায় বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান নাই—রাত্রিদিন বিচার নাই—রাঢ় দেশের কঠিন মৃত্তিকায় আছাড় খাইতে খাইতে চলিয়াছেন মহাপ্রভু, আর তাঁহার পিছনে পিছনে ছুটিয়াছেন—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন ও শ্রীমুকুন্দ দত্ত—এই তিনজন। প্রেমোন্মত্ত মহাপ্রভু ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িবার সময় নিত্যানন্দ প্রভু ছুটিয়া গিয়া বুক পাতিয়া দিতেছেন। মহাপ্রভু কিন্তু বাহ্যজ্ঞান শূন্য, কে কে তাঁহার সঙ্গে যাইতেছেন, কে তাঁহাকে ধরিতেছেন, সে জ্ঞান নাই। তিনদিন দিবারাত্র এইরূপ অনাহারে অনিদ্রায় ভ্রমণলীলা চলিয়াছে। নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুকে শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে শ্রীআচার্য্যরত্ন প্রভুকে প্রথমে ছুটিয়া শান্তিপুর অদ্বৈতভবনে সংবাদ দিতে বলিলেন—তিনি যেন অবিলম্বে নৌকা ও নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস লইয়া শান্তিপুর ঘাটে উপস্থিত থাকেন। মহাপ্রভুকে তাঁহার গৃহে লইয়া যাইতে হইবে। অতঃপর শান্তিপুর হইতে পবনবেগে মায়াপুরে গিয়া যেন তিনি শ্রীশচীমাতা ও অন্যান্য ভক্তকে সংবাদ দেন। এদিকে পথিমধ্যে প্রেমাবিষ্ট দিব্যদর্শন মহাপ্রভুকে দর্শনমাত্রেই ভাগ্যবান্ লোকসকল প্রেমাবেশে হরিধ্বনি করিতেছেন। গোচারণরত বালকগণও তাঁহাকে দর্শন মাত্রই উচ্চৈঃস্বরে হরি হরি বলিয়া উঠিতেছে—মহাপ্রভু তাহাদের নিকট ছুটিয়া গিয়া স্নেহভরে তাহাদের মস্তকে হস্তধারণ করিয়া তাহাদের মুখে পুনঃ পুনঃ হরিনামশ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন—তোমরা মহাভাগ্যবান্, আজ সুমধুর হরিনাম শুনাইয়া আমাকে কৃতকৃতার্থ করিলে! শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই বালকগণের নিকট বৃন্দাবনযাত্রার পথের কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—চিন্তা করিয়া নিত্যানন্দপ্রভু পূর্ব্ব হইতেই মহাপ্রভুর অসাক্ষাতে গোপনে শিশুগণকে শিখাইয়া দিলেন—"বৃন্দাবনপথ প্রভু পুছেন তোমারে। গঙ্গাতীরপথ তবে দেখাইহ তাঁরে॥" তাহাই হইল, মহাপ্রভু যখন শিশুগণকে কহিলেন—'কহ দেখি কোন্ পথে যাব বৃন্দাবন?' তখন শিশুগণ নিত্যানন্দ প্রভুর শিক্ষানুসারে গঙ্গাতীর-পথকেই বৃন্দাবনপথ বলিয়া দেখাইয়া দিল। মহাপ্রভু ভাবাবেশে "কাঁহা মোর বৃন্দাবন, কাঁহা রাধিকারমণ, কাঁহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুরলীবদন, কাঁহা যাঁউ কাঁহা পাঁউ ব্রজেন্দ্রনন্দন" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া চলিলেন। গঙ্গাতটের নিকট আসিয়াছেন, এই সময়ে নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলে আজ তিন দিন পরে প্রভু তাঁহাকে কহিলেন—'শ্রীপাদ, তোমার কোথাকে গমন?' শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভু তখন কহিলেন—'তোমার সঙ্গে যাব বৃন্দাবন।' প্রভু কহিলেন—'কত দূরে আছে বৃন্দাবন!' নিত্যানন্দপ্রভু গঙ্গাকে যমুনা বলিয়া প্রদর্শন করিয়া কহিলেন—'কর এই যমুনা-দরশন।' এই বলিয়া মহাপ্রভুকে গঙ্গাতটে লইয়া আসিলে মহাপ্রভু ভাবাবেশে গঙ্গাকে যমুনাজ্ঞানে 'অহো ভাগ্য, এতদিনে যমুনা দর্শন পাইলাম' বলিয়া যমুনার স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন—

> "চিদানন্দভানোঃ সদা নন্দসুনোঃ
> পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।
> অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী
> পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী॥"
>
> —চৈঃ চঃ ম ৩।২৮

[অর্থাৎ "চিদানন্দসূর্য্যস্বরূপ নন্দনন্দনের সর্ব্বদা প্রেমের পাত্রী, ব্রহ্মদ্রবস্বরূপিণী, পাপনাশিনী, জগতের মঙ্গল কারিণী, সূর্য্যপুত্রী যমুনা আমাদের শরীরকে পবিত্র করুন।"]

এইরূপ স্তব পাঠ করিতে করিতে মহাপ্রভু গঙ্গাকে

যমুনা-জ্ঞানে স্নান করিলেন। এক কৌপীন মাত্র সম্বল প্রভুর, সিক্ত কৌপীন পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক দ্বিতীয় শুষ্ক কৌপীন ধারণের কোন উপায় নাই, এমন সময়ে শ্রীশান্তিপুরনাথ নূতন কৌপীন বহির্ব্বাসসহ নৌকা লইয়া উপস্থিত। তিনি মহাপ্রভুর সম্মুখে আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলে তাঁহাকে দেখিয়া মহাপ্রভু সসংশয়ে কহিয়া উঠিলেন—

"তুমিত' আচার্য্য গোসাঞি, এথা কেনে আইলা।
আমি বৃন্দাবনে, তুমি কেমতে জানিলা ?॥"

তখন আচার্য্য উত্তর দিলেন—প্রভো ! "তুমি যাঁহা, সেই বৃন্দাবন। মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন॥" এই কথা শুনিয়া আজ তিন দিন পরে মহাপ্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল। মহাপ্রভু কহিতে লাগিলেন— 'অহো নিত্যানন্দ আমাকে বঞ্চনা করিয়াছে, যমুনার নাম করিয়া আমাকে গঙ্গাতটে আনিয়াছে।' তচ্ছ্রবণে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য কহিলেন—প্রভো, "মিথ্যা নহে শ্রীপাদ-বচন। যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন॥ গঙ্গায় যমুনা বহে হঞা এক ধার। পশ্চিমে যমুনা বহে, পূর্ব্বে গঙ্গাধার॥" তুমি গঙ্গার পশ্চিমধারে প্রবাহিতা যমুনাতেই স্নান করিয়াছ, এক্ষণে আর্দ্র কৌপীন ত্যাগ করিয়া শুষ্ক কৌপীন পরিধান কর। আজ তিন দিন প্রেমাবেশে উপবাসী আছ, আমার গৃহে চল। আমার ঘরে আসিয়া আজ ভিক্ষা গ্রহণ কর।

"এক মুষ্টি অন্ন মুঞি করিয়াছোঁ পাক।
শুখারুখা ব্যঞ্জন কৈলুঁ, সুপ আর শাক॥"

এই বলিয়া শ্রীআচার্য্য সপরিকর মহাপ্রভুকে নৌকায় চড়াইয়া স্বগৃহে আনয়ন পূর্ব্বক পরমানন্দে তাঁহার পাদপ্রক্ষালন করতঃ উত্তমাসনে উপবেশন করাইলেন। সাক্ষাৎ জগন্মাতা যোগমায়া অন্নপূর্ণা সীতা ঠাকুরাণী পাক করিয়াছেন। আচার্য্য শ্রীবিষ্ণু-মন্দিরে তিন আসনে সমানভাবে ভোগ বাড়াইলেন— শ্রীকৃষ্ণের ভোগ ধাতুপাত্রে এবং শ্রীগৌরনিত্যানন্দের ভোগ বত্রিশ ছড়ার কাঁদি পড়ে, এইরূপ আঠিয়া কলা বা বীচে কলার অখণ্ড পত্রে। ধাতুপাত্রস্থ কৃষ্ণের ভোগ কৃষ্ণকে অদ্বৈতপ্রভু স্বয়ংই নিবেদন করিলেন। কদলী-পত্রস্থ দুইটি ভোগ আচার্য্য অনিবেদিত অবস্থায় মনে মনে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভুর উদ্দেশ্যেই রাখিয়াছিলেন। তাঁহার মনের এই গূঢ় সঙ্কল্প প্রভুদ্বয়কে অগ্রে জানান নাই। আচার্য্য স্বয়ংই শ্রীকৃষ্ণের ভোগারতি সম্পাদন করিয়া কৃষ্ণকে শয়ন দান করিলেন। আরতি-কালে শ্রীআচার্য্যের আহ্বানে দুইপ্রভু এবং অন্যান্য ভক্তবৃন্দ সকলেই আসিয়া আরতি দর্শন করিলেন। অতঃপর আচার্য্য দুই প্রভুকে গৃহমধ্যে আনিয়া ভোজনে বসাইয়া কদলীপত্রে সংরক্ষিত ভোগ নিবেদন করিলেন। ধাতুপাত্রস্থ কৃষ্ণের ভোগকেও ত' সাক্ষাৎ রাধাকৃষ্ণ-মিলিত তনু গৌরকৃষ্ণকেই ভোজন করাইয়াছেন। আচার্য্যের স্নেহাধীন মহাপ্রভু বিধিমার্গীয় সন্ন্যাসা-শ্রমোচিত বৈরাগ্যের কঠোরতা প্রদর্শন করিতে পারিলেন না। গৌরগতপ্রাণ আচার্য্য কহিতে লাগিলেন—

"(আচার্য্য কহে—) ছাড় তুমি আপনার চুরি।
আমি জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি॥"

—চৈঃ চঃ ম ৩।৭১

'ভারিভুরি' অর্থাৎ 'গোপ্যকথা'—গুপ্তরহস্য। যে কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ অবতীর্ণ করাইবার জন্য আচার্য্য চোখের জলে বুক ভাসাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া—কত হুঙ্কার করিয়া কত আর্ত্তিভরে তাঁহাকে ডাকিয়াছেন, গঙ্গাজলে অনুক্ষণ কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবিয়া কত তুলসী-মঞ্জরী অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার ভক্তের সেই নিষ্কপট ভক্তিভরে অর্পিত জলতুলসীর ঋণ শোধ করিবার জন্যই যে কৃষ্ণের গৌরাবতার, শ্রীআচার্য্য এ গুপ্তরহস্য অবগত আছেন বলিয়াই আজ সন্ন্যাসলীল স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনাভিন্ন গৌরসুন্দরকে এবং তাঁহার অগ্রজ স্বয়ংপ্রকাশ বলদেবাভিন্নস্বরূপ নিত্যানন্দপ্রভুকে নিজগৃহে পাইয়া প্রাণ ভরিয়া সেবাদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। তাই শ্রীল কবিরাজগোস্বামী লিখিতেছেন—

"চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্য হেতু।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতরে ধর্ম্মসেতু॥"

—চৈঃ চঃ আ ৩।১০৯

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও তাঁহার অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে লিখিলেন—

"ধর্ম্মের সেতুস্বরূপ কৃষ্ণ ভক্তের ইচ্ছায় অবতীর্ণ হন। পরমভক্ত অদ্বৈতাচার্য্যের প্রার্থনায় চৈতন্যের অবতার।"

ব্রহ্মা স্তব করিয়া বলিতেছেন—

"ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।

যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্‌বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥"
—ভাঃ ৩।৯।১১

অর্থাৎ "ব্রহ্মা কহিলেন, হে নাথ, তুমি ভক্তদিগের শ্রবণ ও নয়নপথে সর্ব্বদা বিহার কর। ভক্তিযোগপূত তাঁহাদের হৃৎপদ্মে তুমি সর্ব্বদা অবস্থান কর। হে উরুগায় (উরুক্রম), ভক্তবৃন্দ হৃদয়ে তোমার যে নিত্য-স্বরূপ বিভাবনা করেন, তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তুমি সেই সেই স্বরূপ প্রকট করিয়া থাক।" অঃ প্রঃ ভাঃ

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও লিখিলেন—

"এই শ্লোকের অর্থ কহি সংক্ষেপের সার।
ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব্ব অবতার ॥"
—চৈঃ চঃ আ ৩।১১১

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার চৈঃ চঃ আ ৪।৪-৬ পয়ারের অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলা) তৃতীয় পরিচ্ছেদে (চৈঃ চঃ আদি ১ম পঃ ১৪টি মঙ্গলাচরণ শ্লোকের অন্যতম) ৪র্থ শ্লোকের (অনর্পিতচরীং চিরাৎ ইত্যাদি) সারার্থ এইরূপ নিরূপিত করা হইয়াছে—প্রেম অর্থাৎ প্রেমভক্তি ও কৃষ্ণনাম প্রচার করিবার জন্য গৌরাঙ্গের অবতার। সেই সিদ্ধান্তে যে 'হেতু' উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সত্য বটে, কিন্তু তাহাও বহিরঙ্গ অর্থাৎ বাহ্য, গূঢ় নয়; একটি অন্তরঙ্গ অর্থাৎ গূঢ় হেতু আছে, বলিতেছি।"

এই গূঢ় হেতু বা রহস্যটি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীল স্বরূপ গোস্বামিপ্রভুর কড়চা হইতে সংগৃহীত নিম্নোক্ত শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ—

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥"
—চৈঃ চঃ আ ৪।২৩০

[অর্থাৎ "শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, আমার অদ্ভুত মধুরিমা যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ, আমার মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি সুখের উদয় হয়—এই তিনটি বিষয়ে লোভ জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভসমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিলেন।"]

অর্থাৎ শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়মাধুর্য্য, শ্রীরাধার আস্বাদ্য শ্রীকৃষ্ণের অত্যদ্ভুত মাধুর্য্যাতিশয্য এবং সেই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদন জনিত শ্রীরাধার সুখানুভূতি কীদৃশ—এই তিনটি আশ্রয়জাতীয় ভাব ত' 'বিজাতীয়' বা বিষয়-জাতীয় ভাবের অধিগম্য বিষয় হইতে পারে না?—ইহা চিন্তা করিয়াই বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়-ভাবাঙ্গীকারের উদ্যম। ইহাই শ্রীগৌরাবতারের মুখ্য রহস্য, এই সময়ে যুগাবতারকালও আসিয়া পড়িল, আবার মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণা-কর্ষিণী ভক্তিমূলা আরাধনাও তৎসহ যুগপৎ মিলিত হইল। তাই শ্রীল কবিরাজগোস্বামী লিখিলেন—

"এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন ॥
রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে ॥
রাধাভাব অঙ্গীকরি' ধরি' তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ ॥
সর্ব্বভাবে করিল কৃষ্ণ এই ত' নিশ্চয়।
হেনকালে আইল যুগাবতার সময় ॥
সেই কালে শ্রীঅদ্বৈত করে আরাধন।
তাঁহার হুঙ্কারে কৈল কৃষ্ণে আকর্ষণ ॥
পিতামাতা—গুরুবর্গ আগে অবতরি'।
রাধিকার ভাববর্ণ অঙ্গীকার করি' ॥
নবদ্বীপে শচীগর্ভ-শুদ্ধ-দুগ্ধ-সিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণপূর্ণ ইন্দু ॥"
—চৈঃ চঃ আ ৪।২৬৬-২৭২

(ক্রমশঃ)

ব্রহ্মস্তুতি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ৯২ পৃষ্ঠার পর]

তচ্চেজ্জলস্থং তব সজ্জগদ্বপুঃ
কিং মে ন দৃষ্টং ভগবংস্তদৈব ।
কিংবা সুদৃষ্টং হৃদি মে তদৈব
কিং নো সপদ্যেব পুনর্ব্যদর্শি ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, জগতের আশ্রয়-স্বরূপ আপনার সেই শরীর প্রলয়ে জলমধ্যে অবস্থান করে, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তৎকালে কমলনাল-মার্গে মধ্যপ্রবিষ্ট হইয়া আমি যখন অন্বেষণ করিয়াছিলাম, তখন দেখিতে পাই নাই কেন ? যদি বলেন, উহা অন্তঃকরণের দৃশ্য, তাহা হইলে অন্তরেও আমি দেখিতে পাই নাই কেন ? আবার তপস্যা করায় তৎক্ষণেই উহা সুদৃষ্ট হইয়াছিল । অতএব উহা আপনার মায়াই বলিতে হইবে ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ টীকা—ননু নারায়ণস্বরূপং তদ্‌যদি শুদ্ধসত্ত্বাত্মকং তর্হি প্রাকৃতে গর্ভোদ এব পরিচ্ছিন্নং কুতঃ সদাদৃশ্যতে নহি সর্ব্বব্যাপকস্য তস্য গর্ভোদমাত্রপরিচ্ছেদঃ সম্ভবেৎ তত্র তস্য তজ্জলস্থত্বমেব ন নিয়তমিত্যাহ—তৎ নারায়ণাখ্যং বপুস্তব সজ্জগৎ সৎ বর্ত্তমানং জগৎ যত্র তৎ জলস্থমেব চেৎ তর্হি তদৈব কমলনালমার্গেণান্তঃ প্রবিশ্য সম্বৎসরশতং বিচিন্বতাপি ময়া হে ভগবন্নবিচিন্ত্যযোগমায়ৈশ্বর্য্য কিং ন দৃষ্টম্ । ননু তত্তত্র জলএব স্থিতং ত্বয়া ত্বজ্ঞানান্নদৃষ্টমিতি চেৎ তদা ত্বাং ধ্যায়তা ময়া তদৈব হৃদ্যপি সুষ্ঠু কিংবা দৃষ্টম্ । তৎক্ষণএব তত্রাপি কিং পুনর্নব্যদর্শীত্যতস্তদ্বপুস্তব জলস্থত্বেন পরিচ্ছিন্নমপি অচিন্ত্যশক্ত্যা স্বকুক্ষিগতীকৃতজগৎকত্বেনাপরিচ্ছিন্নঞ্চ । সর্ব্বত্রৈব দেশে কালে চ বর্ত্তমানমেবাপি ত্বদীয়যোগমায়য়া আবরণ-প্রকাশাভ্যামেব দৃশ্যতে ন দৃশ্যতে চেত্যবগতম্ ॥ ১৫ ॥

টীকার ব্যাখ্যা—সেই নারায়ণ-স্বরূপ যদি শুদ্ধসত্ত্ব রূপ হয়, তাহা হইলে প্রাকৃত গর্ভোদকেই সর্ব্বদা কি কারণে পরিচ্ছিন্ন দৃষ্ট হন? সর্ব্বব্যাপক তাঁহার গর্ভোদক মাত্রে পরিচ্ছেদ সম্ভব হয় না। তাহাতে 'তাঁহার সেই জলস্থত্ব (স্থিতি) নিয়ত নহে' ইহা বলিতেছেন। 'তৎ' নারায়ণ নামক আপনার 'বপুঃ', 'সৎ জগৎ' যাহাতে জগৎ বর্ত্তমান, তাহা যদি 'জলস্থ' হইয়া থাকে, তাহা হইলে 'তদাএব' সেই সময়েই, কমলনালের পথে মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক শত সম্বৎসর অন্বেষণ করিয়াও আমি—হে 'ভগবন্' ! (অচিন্ত্য যোগমায়ার ঐশ্বর্য্য যাঁহার, তিনি) অচিন্ত্য-যোগমায়ৈশ্বর্য্য ! কেন দর্শন করিলাম না ? 'সেই নারায়ণ নামক বপু জলেই অবস্থিত ছিলেন, আপনি অজ্ঞতা-বশতঃ তাহা দর্শন করেন নাই।' এই যদি বলেন ? তবে আপনাকে ধ্যান করিয়া আমি সেই সময়েই (তদৈব) 'হৃদি' হৃদয়েও কেন বা সুন্দররূপে (সু অতিশয় সুন্দর) দর্শন করিলাম ? 'সপদি এব' সেই ক্ষণেই বা সেই স্থানেও পুনরায় কেন দর্শন পাই নাই ? এই কারণে আপনার সেই বপু জলস্থরূপে পরিচ্ছিন্ন হইলেও অচিন্ত্য শক্তিতে জগৎকে কুক্ষিগত কারিরূপে অপরিচ্ছিন্নও। সকল দেশে সকল কালেই বর্ত্তমান এই বপু আপনার যোগমায়ার দ্বারা প্রকাশ ও আবরণ হেতু দৃষ্ট ও অদৃষ্ট হইয়া থাকেন, ইহা জানি ॥ ১৫ ॥

অত্রৈব মায়াধমনাবতারে
হ্যস্য প্রপঞ্চস্য বহিঃস্ফুটস্য ।
কৃৎস্নস্য চান্তর্জঠরে জনন্যা
মায়াত্বমেব প্রকটীকৃতং তে ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে মায়াশমন, এই অবতারে জননী যশোদাদেবীকে নিজ উদর মধ্যে পরিদৃশ্যমান এই সমগ্র জগৎ দর্শন করাইয়া উহার মায়াময়ত্ব অর্থাৎ অচিন্ত্যশক্তিভূতত্ব প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ টীকা — ননু যস্যৈব জগতোঽন্তর্বর্ত্তিনি জলে তদ্বপুঃ স্থিতং তদেব জগত্তৎকুক্ষৌ তিষ্ঠতীত্যসঙ্গতম্ । নহি গৃহস্যান্তর্বর্ত্তিনি ঘটে তদেব গৃহং তিষ্ঠেদিত্যতঃ শুদ্ধসত্ত্বাত্মকবপুষি তস্মিন্নস্মান্মায়িকাদন্যদমায়িকমন্যদেব বা জগদ্ভবেদিত্যবসীয়তে । এবঞ্চ সতি ন ত্বং মৎকুক্ষিগত ইত্যাশঙ্ক্য কুক্ষিগতস্য জগতো বহিঃষ্ঠজগদৈক্যং বদন্নেব মায়িকত্বং প্রতিপাদয়তি দ্বাভ্যাম্। অত্রৈবেতি হে মায়াধমন, মায়োপশমক, অস্য বহিঃ স্ফুটস্যৈব প্রপঞ্চস্য কৃৎস্নস্যাপি অন্তর্জঠরে প্রদর্শনয়েতি শেষঃ। জনন্যাঃ জননীং শ্রীযশোদাং প্রতী-

ত্যর্থঃ। মায়াত্বং মায়িকত্বম্ অতো দুস্তর্ক্যযোগমায়ৈব ত্বদ্বপুর্জগদন্তর্বর্ত্ত্যাপ সর্ব্বজগদ্ব্যাপকং যুগপদেবেতি ধ্বনিঃ। তেন চ সাক্ষাত্তবাপি কুক্ষিগতোঽহমধুনাপি-বর্ত্তে ইতি সাক্ষাত্ত্বমপি মন্মাতেত্যনুধ্বনিঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার ব্যাখ্যা—যদি বলা হয়, যেই জগতেরই অন্তর্বর্ত্তি জলে সেইবপু অবস্থিত, সেই জগৎই তাঁহার কুক্ষিতে অবস্থান করিতেছে, ইহা অসঙ্গত। গৃহের অন্তর্বর্ত্তি ঘটে গৃহ অবস্থান করে না। এই কারণে 'শুদ্ধ-সত্ত্ব'রূপ সেই শরীরে এই মায়িক জগৎ হইতে ভিন্ন অমায়িক অপর জগৎই হইবে, এইরূপ বোধ হইতেছে। এইপ্রকার হইলে ত' আপনি আমার কুক্ষিগত নহেন? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া কুক্ষিগত জগৎ ও বহিঃস্থিত জগৎ এক, ইহা বলিবার নিমিত্তই দুই শ্লোকে উভয় জগতের মায়িকত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। 'অত্রৈব' ইতি। 'হে মায়াধমন'! হে মায়ার উপশমকারিণ্। 'অস্য' এই বাহিরে প্রকাশিতই 'কৃৎস্নস্য' অপি সমগ্র, ও 'প্রপঞ্চস্য' জগতের, 'অন্তর্জঠরে' (উদরের মধ্যে) 'প্রদর্শনের দ্বারা', পদ। 'জনন্যাঃ' জননী শ্রীযশোদার প্রতি, এই অর্থ। 'মায়াত্বং' মায়িকত্বই (প্রদর্শন করিয়াছেন)। এই কারণে দুস্তর্ক্যা যোগমায়ার দ্বারাই আপনার শরীর জগতের মধ্যবর্ত্তী হইয়াও একসময়েই সকল জগতের ব্যাপক, এইরূপ ধ্বনি। তাহার দ্বারা সাক্ষাৎ আপনারও কুক্ষিগত আমি এই সময়েও বর্ত্তমান আছি, এইহেতু সাক্ষাৎ আপনিও আমার মাতা এইরূপ অনুধ্বনি ॥ ১৬ ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ৯২ পৃষ্ঠার পর]

(১২)

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ

কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীমন্মহাপ্রভু শান্তি-পুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আসিয়াছিলেন। তথা হইতে শ্রীপুরুষোত্তম যাত্রাকালে ছত্রভোগের পথে গঙ্গার ধারে ধারে আটিসার, পানিহাটী, বরাহনগর হইয়া চলিতে চলিতে বৃদ্ধমন্ত্রেশ্বর উৎকলরাজ্যের এক সীমায় আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীজগদানন্দ ও শ্রীদামোদর। বালেশ্বরে শ্রীরেমুণায় আসিয়া শুভপদার্পণ করিলে ক্ষীরচোরা শ্রীগোপীনাথ দর্শন করিয়া প্রেমাপ্লুত হইলেন এবং শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের নিকট শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলেন এবং কেন ক্ষীরচোরা গোপীনাথ নাম হইল—তাহা ভক্তগণের নিকট বর্ণন করিতে লাগিলেন—

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত ও বিভাবিত চিত্ত শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ একদিন শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিয়া শ্রীগোবিন্দকুণ্ডে স্নান করতঃ তৎপার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষের নীচে বসিয়া সন্ধ্যা করিতেছেন, এমন সময়ে একটী গোপবালক দুগ্ধভাণ্ড লইয়া সহাস্যবদনে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদকে বলিলেন "তুমি কি চিন্তা করিতেছ, মাগিয়া খাও না কেন, এই দুগ্ধ আনিয়াছি, পান কর।" বালকের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ চমৎকৃত হইলেন, বালকের মধুর বাক্যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা বিস্মৃত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে? কোথায় থাক? আমি উপবাসী কি করিয়া জানিলে?" গোপবালক তদুত্তরে বলিলেন—"আমি গোপ, এই গ্রামেই থাকি, আমার গ্রামে কেহ উপবাসী থাকে না, কেহ মাগিয়া খায়, যে মাগিয়া না খায়, তাহাকে আমিই দিই। স্ত্রীগণ জল লইতে এখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা তোমাকে অনাহারী দেখিয়া এই দুগ্ধ দিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, আমার গোদোহনের সময় হইয়াছে, শীঘ্র আমাকে যাইতে হইবে, পরে আসিয়া আমি দুগ্ধভাণ্ডটী লইয়া যাইব।" এই বলিয়া গোপ-বালক চলিয়া গেলে, তাঁহাকে অন্তর্দ্ধান করিতে দেখিয়া শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ বিস্মিত হইলেন, দুগ্ধ পান করিয়া দুগ্ধভাণ্ডটী ধুইয়া রাখিলেন এবং অপেক্ষা করিতে লাগিলেন কখন গোপবালক আসিবে। বৃক্ষতলে বসিয়া

হরিনাম করিতেছেন, শেষ রাত্রি হইল, তন্দ্রা আসায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইলেন, এমন সময় স্বপ্ন দেখিলেন সেই বালক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, হাত ধরিয়া তাঁহাকে একটী কুঞ্জে লইয়া গেল, বলিল 'এই কুঞ্জে আমি থাকি, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষাতে মহাদুঃখ পাইতেছি। গ্রামের লোক আনিয়া আমাকে এখান হইতে উদ্ধার কর, পর্ব্বতের উপরে আমাকে একটী মঠ করিয়া স্থাপন কর, বহু শীতল জলে অঙ্গ মার্জ্জন করাও, বহুদিন তোমার পথ নিরীক্ষণ করিয়া বসিয়া আছি, কবে তুমি আসিয়া আমার সেবা করিবে। [বহুদিন তোমার পথ করি' নিরীক্ষণ। কবে আসি' মাধব আমা করিবে সেবন ॥" চৈঃ চঃ মধ্য ৪র্থ পরিচ্ছেদ] তোমার প্রেম-সেবা অঙ্গীকার করিব এবং দর্শন দিয়া সকল সংসার উদ্ধার করিব। আমার নাম গোবর্দ্ধনধারী গোপাল, শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র ও অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্র আমাকে স্থাপন করিয়াছেন। সেবক আমাকে কুঞ্জে রাখিয়া ম্লেচ্ছ ভয়ে পলাইয়া গিয়াছে, সেই হইতে আমি এখানে আছি। তুমি আসিয়াছ, ভাল হইয়াছে, আমাকে উদ্ধার কর।" শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে—'শ্রীকৃষ্ণ গোপ-বালকরূপে আসিয়াছিলেন, হায়! তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম না'—বলিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীগোপালের আজ্ঞা পালনের জন্য ক্ষণ-কালবাদে নিজের মনকে সুস্থির করিলেন। প্রাতঃস্নানের পর শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ গ্রামের লোক সব একত্র করিয়া বলিলেন—"তোমাদের গ্রামের ঠাকুর গোবর্দ্ধন-ধারী গোপাল কুঞ্জমধ্যে আছে, কুঠার, কোদাল সব লইয়া আইস, কুঞ্জ কাটিয়া তাঁহাকে বাহির করিতে হইবে।" গ্রামের লোকজন পরমোল্লাসে কুঞ্জ কাটিয়া দেখিল মাটীতৃণাচ্ছাদিত মহাভারী ঠাকুর! মহা মহা বলিষ্ঠ লোকসব ঠাকুরকে উঠাইয়া পর্ব্বতের উপরে লইয়া পাথরের সিংহাসনে স্থাপন করিল। শ্রীমূর্ত্তির মহাভিষেকের জন্য গ্রামের ব্রাহ্মণগণ গোবিন্দকুণ্ডের জল ছাঁকিয়া নূতন শতঘটে পূর্ণ করিয়া উপনীত হইলেন। শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছেন, তাঁহার মহাভিষেক-পূজা হইবে শুনিয়া চতুর্দ্দিকে আনন্দকোলাহল উত্থিত হইল, বিচিত্র বাদ্যাদি বাজিতে লাগিল, নৃত্যগান হইতে থাকিল। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত গ্রামে যত ছিল, সন্দেশাদি ভোগ সামগ্রী, নানা উপহার ও পূজোপকরণে পর্ব্বত পরিপূর্ণ হইল। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী স্বয়ং মহাভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। প্রথমে তিনি যথাবিহিত সম্মার্জ্জন বিধি দ্বারা অঙ্গমলা দূর করিলেন। [যবচূর্ণ, গোধূমচূর্ণ, লোধ্রচূর্ণ (শ্বেতবর্ণ বৃক্ষের চূর্ণ), কুঙ্কুমচূর্ণ, কলাই ও পিষ্টচূর্ণাদি ব্যবহৃত হয় অঙ্গমলা দূর করার জন্য। উষীরাদি (বেনার মূলের) দ্বারা বা গোপুচ্ছলোম নির্ম্মিত তুলির দ্বারা অঙ্গমলা দূরীকরণেরও ব্যবস্থা আছে।] পরে বহু তৈল দ্বারা শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ করতঃ পঞ্চগব্য (দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, গোমূত্র ও গোময়) ও পঞ্চামৃতে (দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও চিনি) দ্বারা স্নান করাইলেন। 'ততঃ শঙ্খভৃতেনৈব ক্ষীরেণ স্নাপয়েৎ ক্রমাৎ। দধ্না ঘৃতেন মধুনা খণ্ডেন চ পৃথক্ পৃথক্'—হঃ ভঃ বিঃ ৬ষ্ঠ বিভাগ। তৎপর শতঘটের দ্বারা মহাস্নান করাইলেন। [মহাস্নানে ঘৃত ও স্নানজল—প্রত্যেকের পরিমাণ দুই হাজার পল। চারি তোলায় পল হইলে মহাস্নানে আড়াই মণ জল লাগিবে।] মহাস্নানের দ্বারা পুনঃ তৈলের দ্বারা শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ করতঃ শঙ্খ-গন্ধোদকে স্নান করাইলেন। [শঙ্খ-গন্ধোদক—শঙ্খোদক অর্থাৎ শঙ্খে রাখা জল; গন্ধোদক অর্থাৎ পুষ্পচন্দন দ্বারা গন্ধজল] জল পরিমাণ—["স্নানে পলশতং দেয়ং অভ্যঙ্গে পঞ্চবিংশতিঃ। পলানাং দ্বে সহস্রে তু মহাস্নানং প্রকীর্ত্তিতম্" —হঃ ভঃ বিঃ ৬ষ্ঠ বিঃ] মহাস্নানান্তে শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন করতঃ বস্ত্র পরিধান করাইলেন এবং শ্রীঅঙ্গে চন্দন, তুলসী ও পুষ্পমাল্য অর্পণ করিলেন। দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শক্রমে গোপগণ গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের যেরূপ অন্নকূট উৎসব করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ কলিযুগে গোবর্দ্ধনধারী গোপালের অন্নকূট উৎসব করিলেন। দশবিপ্র অন্ন রন্ধন, পাঁচবিপ্র ব্যঞ্জন এবং পাঁচ-সাতবিপ্র রুটী তৈরী করতঃ পর্ব্বতপ্রমাণ করিয়া স্তূপ করিলেন। বহু মৃদ্ভাণ্ডে সূপব্যঞ্জনাদি, দধি, দুগ্ধ, মাঠা, শিখরিণী (দধি, দুগ্ধ, চিনি, কর্পূর ও মরীচ এই পঞ্চ দ্রব্যের মিশ্রণ), পায়স, মাখন, সর ইত্যাদি সজ্জিত করিলেন। এইভাবে অন্নকূট সজ্জিত হইলে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ গোপালাকে নিবেদন করিলেন, অনেক ঘট ভর্ত্তি জলও সমর্পণ করিলেন। বহু দিনের ক্ষুধায় গোপাল সবই গ্রহণ করিলেন। কিন্তু গোপালের স্পর্শে তৎসমুদয় পুনরায় পূর্ণ হইল। ইহা কেবল

মাধবেন্দ্র পুরীপাদ অনুভব করিলেন। "বহু দিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল ॥ যদ্যপি গোপাল সব অন্নব্যঞ্জন খাইল। তাঁর হস্তস্পর্শে পুনঃ তেমনি হইল ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৪।৭৬-৭৭)। তৎপর আচমন প্রদান ও তাম্বুল অর্পণান্তে গোপালের আরতি করিলেন এবং নূতন খাট আনাইয়া শয়নের ব্যবস্থা করিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ অন্নকূট মহোৎসবে প্রথমে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীগণকে তৎপর আবালবৃদ্ধবনিতা গ্রামের সকলকেই প্রসাদ দিলেন। গোপাল প্রকট হইয়াছেন সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে এক এক গ্রামের ব্রজবাসিগণ এক এক দিন উৎসব করিতে লাগিলেন। "ব্রজবাসী লোকের কৃষ্ণে সহজপ্রীতি। গোপালের সহজ-প্রীতি ব্রজবাসী প্রতি ॥" ক্রমশঃ মহাধনী ক্ষত্রিয়গণ গোপালের মন্দির করিলেন এবং গোপালের দশসহস্র গাভী হইল। দুই বৎসরকাল গোপালের এইভাবে সেবা চলিতে থাকিলে একদিন শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ স্বপ্নে দেখিলেন, গোপাল বলিতেছেন তাঁহার অঙ্গের তাপ দূরীভূত হয় নাই, মলয়জ চন্দনের দ্বারা অঙ্গ লেপন করিলে তাপ দূর হইবে। প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ প্রেমাবিষ্ট হইলেন, গোপালের সেবায় উপযুক্ত সেবক নিযুক্ত করিয়া মলয়জ চন্দন সংগ্রহের জন্য পূর্ব্বদেশে যাত্রা করিলেন, [মলয়জ—মলয়দেশোৎপন্ন, ইহাকে চন্দন গিরি বলে। মলয়দেশ বা মালাবারদেশ পশ্চিমঘাট গিরিপুঞ্জের দক্ষিণে অবস্থিত। নীলগিরিকে কেহ কেহ মলয়পর্ব্বত বলেন। মলয়জ-শব্দে চন্দনকেও বুঝায়।] গৌড়দেশে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আসিলেন এবং তথায় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে দীক্ষা দিয়া রেমুণাতে আসিয়া উপনীত হইলেন, রেমুণাতে গোপীনাথের অপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইলেন। বহুক্ষণ নৃত্য কীর্ত্তন করিলেন। গোপীনাথের ভোগের পরিপাটী দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, তথায় কি কি ভোগ লাগে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ তদুত্তরে বলিলেন

> "সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর—'অমৃতকেলি' নাম।
> দ্বাদশ মৃৎপাত্রে ভরি' 'অমৃতসমান' ॥
> 'গোপীনাথে'র ক্ষীর বলি প্রসিদ্ধ নাম যার।
> পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাঁহা নাহি আর ॥"

ঠিক সেই সময়ে 'অমৃতকেলি' ভোগ ঠাকুরে নিবেদিত হইল। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ তখন মনে মনে বিচার করিলেন যদি অযাচিত ক্ষীর প্রসাদ পাই, তাহা হইলে তাহার আস্বাদন জানিয়া গোপালকে তদ্রূপ ক্ষীর ভোগ দিব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ধিক্কার দিলেন,—'আমার ক্ষীর খাইবার ইচ্ছা হইল'? ঠাকুরের আরতি দর্শন ও প্রণাম করিয়া মন্দিরের বাহিরে গ্রামের শূন্যহাটে বসিয়া হরিনাম করিতে লাগিলেন। মাধবেন্দ্র পুরীপাদ অযাচক বৃত্তি, ক্ষুধা-তৃষ্ণার বোধরহিত, সর্ব্বদা প্রেমামৃতপানে তৃপ্ত। এদিকে পূজারী তাঁহার কৃত্য সমাপন করিয়া শয়ন করিলে ঠাকুর স্বপ্নে তাঁহাকে বলিলেন—

> "উঠহ পূজারী, কর দ্বার বিমোচন।
> ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসী কারণ ॥
>
> ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা ক্ষীর এক হয়।
> তোমরা না জানিলা তাহা আমার মায়ায় ॥
>
> মাধবপুরী—সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিঞা।
> তাহাকে ত' এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লঞা ॥"
>
> —চৈঃ চঃ মধ্য ১২৭-১২৯

(ক্রমশঃ)

গঙ্গা-মাহাত্ম্য ও স্তব

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৭৮ পৃষ্ঠার পর]

ব্রহ্মোবাচ।

সৃজতা চ পুরা প্রোক্তা মায়া প্রকৃতিরূপিণী।
আদ্যা ভবস্ব লোকানাং ত্বত্তো ভবং সৃজাম্যহম্।
এতচ্ছ্রুত্বাপরা সা চ সপ্তধা চাভবত্তদা ॥
গায়ত্রী বাক্ চ স্বর্লক্ষ্মীঃ সর্ব্বশস্যবসুপ্রদা।
জ্ঞানবিদ্যা উমাদেবী শক্তিবীজা তপস্বিনী ॥
বর্ণিকা ধর্ম্মদ্রবা চ এতাঃ সপ্ত প্রকীর্ত্তিতাঃ।
গায়ত্রীপ্রভবা বেদাৎ সর্ব্বং স্থিতং জগৎ ॥
স্বস্তি স্বাহা স্বধা দীক্ষা এতা গায়ত্রিজাঃ স্মৃতাঃ।
উচ্চারয়েৎ সদা যজ্ঞে গায়ত্রীং মাতৃকাদিভিঃ ॥

ক্রতৌ দেবাঃ স্বধাং প্রাপ্য ভবেয়ুরজরামরাঃ।
ততঃ সুধারসং দেবা মুমুচুর্ধরণীতলে ॥
অথ শস্যবতী পৃথ্বী ঔষধীনাং পরা শুভা।
ফলমূলৈরসৈর্ভক্ষ্যৈর্জনাঃ সুস্থতরাভবন্ ॥
ভারতী সর্ব্বলোকানাঞ্চানেন মানসেস্থিতা।
তথৈব সর্ব্বশাস্ত্রেষু ধর্ম্মোদ্দেশং করোতি সা ॥
বিজ্ঞানং কলহং শোকং মোহামোহং শিবাশিবম্।
তয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং যাত্যতত্ত্বমিতি স্মৃতম্ ॥
কমলাসম্ভবশ্চৈব বস্ত্রভূষণসঞ্চয়ঃ।
সুখং রাজ্যং ত্রিলোকে তু ততঃ সা হরিবল্লভা ॥
উময়া হেতুনা শম্ভোর্জ্ঞানং লোকেষু সন্ততম্।
জ্ঞানমাতা চ সা জ্ঞেয়া শম্ভোরর্দ্ধাঙ্গবাসিনী ॥
বর্ণিকা শক্তিরত্যুগ্রা সর্ব্বলোকপ্রমোহিনী।
সর্ব্বলোকেষু লোকানাং স্থিতিসংহারকারিণী ॥
দেব্যা চ নিহতৌ পূর্ব্বমসুরৌ মধুকৈটভৌ।
রুরুশ্চাপি হতো ঘোরঃ সর্ব্বলোকপরিশ্রুতঃ ॥
সর্ব্বদেবৈকজেতারং সা জঘ্নে মহিষাসুরম্।
নিহতা লীলয়া দেব্যা যেঽসুরাঃ দৈত্যপুঙ্গবাঃ ॥
এবং বলানি দৈত্যানাং নিহত্য সর্ব্বদা তয়া।
পালিতং মোদিতঞ্চৈব কৃৎস্নমেতজ্জগত্রয়ম্ ॥
ধর্ম্মদ্রবস্বরূপা চ সর্ব্বধর্ম্মপ্রতিষ্ঠিতা।
মহতীং তাং সমালোক্য ময়া কমণ্ডলৌ ধৃতা ॥
বিষ্ণুপাদাব্জসম্ভূতা শম্ভুনা শিরসা ধৃতা।
অস্মাভিশ্চ ত্রিভির্যুক্তা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরৈঃ ॥
ধর্ম্মদ্রবা পরিব্যাপ্তা জলরূপা কমণ্ডলৌ।
বলিযজ্ঞেষু সম্ভূতা বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥
ছদ্মনা ছলিতঃ পূর্ব্বং বলির্ব্বলবতাং বরঃ।
ততঃ পাদদ্বয়েনৈব ক্রান্তং সর্ব্বমহীতলম্ ॥
নভঃ পাদশ্চ ব্রহ্মাণ্ডং ভিত্বা মম পুরঃস্থিতঃ।
ময়া সম্পূজিতঃ পাদঃ কমণ্ডলুজলেন বৈ ॥
প্রক্ষাল্যৈবার্চিতাৎ পাদাদ্ধেমকূটেঽপতজ্জলম্।
তৎকূটাচ্ছঙ্করং প্রাপ্য ভ্রমতে সা জটাস্থিতা ॥
ততো ভগীরথেনৈব সমারাধ্য শিবং ভুবি।
আনীয়ারাধিতো নিত্যং তপসা গজপুঙ্গবঃ ॥
তেন ভিত্ত্বা নগং বীর্য্যাত্রিভির্দন্তৈঃ কৃতং বিলম্।
ততস্ত্রিবিলগা যস্মাত্রিস্রোতা লোকবিশ্রুতা ॥
হরিব্রহ্মহরযোগাৎ পূতা লোকস্য পাবনী।
সমাসাদ্য চ তাং দেবীং সর্ব্বধর্ম্মফলং লভেৎ ॥
পাঠযজ্ঞপথৈঃ সর্ব্বৈর্মন্ত্রহোমসুরার্চ্চনৈঃ।
সা গতির্ন ভবেজ্জন্তোর্গঙ্গাসংসেবয়া চ যা ॥
ধর্ম্মস্য সাধনোপায়ো হ্যতঃ পরো ন বিদ্যতে।
ত্রৈলোক্যপুণ্যসংযোগাৎ তস্মাত্তাং ব্রজ নারদ ॥
গঙ্গাতোয়াস্থিসংযোগাৎ সুতাস্তে সগরস্য চ।
স্বর্গতাঃ পিতৃভিশ্চৈব স্বপূর্ব্বাপরজৈঃ সহ ॥
ততো ব্রহ্মমুখাচ্ছ্রুত্বা নারদো মুনিপুঙ্গবঃ।
গঙ্গাদ্বারে তপঃ কৃত্বা ব্রহ্মণা সদৃশোঽভবৎ ॥
সর্ব্বত্র সুলভা গঙ্গা ত্রিষু স্থানেষু দুর্লভা।
গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥
ত্রিরাত্রেণৈকরাত্রেণ নরো যাতি পরাং গতিম্।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সদ্যো মুক্তিং বিচিন্তয়েৎ ॥
ততো গচ্ছত ধর্ম্মজ্ঞাঃ শিবাং ভাগীরথীমিহ।
অচিরেণৈব কালেন স্বর্গং মোক্ষং প্রগচ্ছথ ॥
বিশেষাৎ কলিকালে চ গঙ্গা মোক্ষপ্রদা নৃণাম্।
কৃচ্ছ্রাচ্চ ক্ষীণসত্বানামনন্তঃ পুণ্যসম্ভবঃ ॥
ততস্তে ব্রাহ্মণা হৃষ্টাঃ শ্রুত্বা ব্যাসাদ্গিরং শুভাম্।
গঙ্গায়াস্তু তপস্তপ্ত্বা মোক্ষমার্গং যযুস্তদা ॥
য ইদং শৃণুয়ান্মর্ত্ত্যঃ পুণ্যাখ্যানমনুত্তমম্।
সর্ব্বং তরতি দুঃখৌঘং গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥
সকৃদুচ্চারিতে চৈব সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ।
দানং জপ্যং তথা ধ্যানং স্তোত্রং মন্ত্রসুরার্চ্চনম্ ॥
তত্রৈব কারয়েদ্যস্তু স চানন্তফলং লভেৎ।
তস্মাৎ তত্রৈব কর্ত্তব্যং জপহোমাদিকং নরৈঃ ॥
অনন্তং চ ফলং প্রোক্তং জন্মজন্মসু লভ্যতে ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে গঙ্গামাহাত্ম্যং নাম দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—আমি পূর্ব্বে সৃষ্টিকালে প্রকৃতি-রূপিণী মায়াকে বলিলাম, তুমি লোকসমূহের আদ্যা হও; তোমা হইতে আমি সৃষ্টি বিস্তার করি। এই কথা শুনিয়া পরমা দেবী সপ্তধা মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ঐ সপ্ত মূর্ত্তির নাম—গায়ত্রী, সরস্বতী, সর্ব্বশস্যধনপ্রদা স্বর্গলক্ষ্মী, জ্ঞানবিদ্যা উমা, শক্তিবীজা তপস্বিনী দেবী, বর্ণিকা এবং ধর্ম্মদ্রবা। বেদ সকল গায়ত্রী হইতে উদ্ভূত, বেদ হইতেই এই সর্ব্বজগৎ প্রতিষ্ঠিত। স্বস্তি, স্বাহা, স্বধা এবং দীক্ষা ইঁহারা গায়ত্রীজাত বলিয়া বিখ্যাত। যজ্ঞে মাতৃকাদির সহিত সর্ব্বদা গায়ত্রী উচ্চারণ করিবে। দেবগণ যজ্ঞে স্বধা প্রাপ্ত হইয়া

অজর এবং অমর হইয়া থাকেন। অনন্তর তাঁহারা ধরণীতলে সুধারস পরিত্যাগ করেন। তাহাতে পৃথিবী শস্যবতী ও ওষধিশালিনী হইয়া পরম রমণীয়াকারে বিরাজ করিতে থাকেন। তাই ফল, মূল, রস ও ভক্ষ্য সামগ্রী দ্বারা জনগণ সুস্থতর হইয়া থাকে। ভারতী সর্ব্বলোকের বদনে এবং মানসে বিরাজ করেন। তিনিই সর্ব্বশাস্ত্রে ধর্ম্মোপদেশ করিয়া থাকেন। বিজ্ঞান, কলহ, শোক, মোহ, অমোহ, মঙ্গল, অমঙ্গল,—সমস্তই তিনি সম্পাদন করেন। তিনি ভিন্ন সর্ব্ব জগৎই অতত্ত্বরূপে প্রতিভাত হয়। বস্ত্রভূষণ সঞ্চয়, সুখ, রাজ্য, এই সকলই কমলা হইতে সম্ভূত। তাই তিনি হরিবল্লভা। উমা হেতু জগতে শম্ভুর জ্ঞান প্রকাশিত। তাই তিনি জ্ঞান-মাতা, শম্ভুর অর্দ্ধাঙ্গস্থিতা। বর্ণিকা সর্ব্বলোক-প্রমোহিনী অত্যুগ্র শক্তি। ইনি লোকসমূহের স্থিতি ও সংহারকারিণী। পূর্ব্বে এই দেবী কর্ত্তৃক মধুকৈটভ এবং সর্ব্বলোকবিশ্রুত ঘোর রুরুদৈত্য নিহত হইয়াছে। সর্ব্বদেবের একমাত্র জেতা মহিষাসুরকে তিনি নিহত করিয়াছেন। বহু দৈত্য এবং অসুরশ্রেষ্ঠই উক্ত দেবীর হস্তে লীলাক্রমে নিহত লইয়াছে। এইরূপে তিনি সমস্ত দৈত্যবল নিহত করিয়া সর্ব্বদা এই সমগ্র ত্রিজগৎ পালন ও প্রমোদিত করিয়াছেন। যিনি ধর্ম্মদ্রবস্বরূপা, তাঁহাতে সর্ব্বধর্ম্মেরই প্রতিষ্ঠা। সেই মহনীয়া দেবীকে দেখিয়া আমি তাঁহাকে কমণ্ডলু মধ্যে ধারণ করিয়াছি। তিনি বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে সম্ভূতা; শম্ভু তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, আমাদের এই তিন জনের সহিতই তিনি মিলিতা। আমার কমণ্ডলু মধ্যে জলরূপে আছেন বলিয়া তিনি ধর্ম্মদ্রবা নামে বিখ্যাতা। বলির যজ্ঞে ইঁহার উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রভবিষ্ণু পূর্ব্বে বলবৎপ্রবর বলিকে ছলিয়া ছিলেন, তৎকালে তিনি দুইপদে সমগ্র মহীতল আক্রমণ করেন। তাঁহার ঊর্দ্ধগত পাদ ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া আমার পুরে উপস্থিত হইয়াছিল। আমি কমণ্ডলু-জলে সেই পদ পূজা করিয়াছিলাম। উক্ত প্রক্ষালন জল তাঁহার পাদ হইতে হেমকূটে পতিত হইয়াছিল। সেই হেমকূট হইতে শঙ্কর তাহা লাভ করেন, পরে তাঁহার জটাস্থিত হইয়া তিনি ভ্রমণ করিতে থাকেন। অনন্তর ভগীরথ শিবারাধনা করিয়া তাঁহাকে ভূতলে আনয়ন পূর্ব্বক গজরাজের আরাধনা করেন। গজরাজ বীর্য্যবলে স্বীয় দন্তত্রয় দ্বারা পর্ব্বত ভেদ করিয়া বিলত্রয় প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই বিলত্রয়ে প্রবেশ করিয়া তিনি ত্রিস্রোতা নামে বিখ্যাত হইলেন। হরি, হর ও ব্রহ্মার সঙ্গে তাঁহার পবিত্রতা হইল। তিনি সর্ব্বলোকের পাবনী হইলেন। সেই দেবীকে আরাধনা করিয়া লোকে সর্ব্বধর্ম্মফল লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং গঙ্গাসেবনে জীবের যে গতি লাভ হয়, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, মন্ত্রজপ, হোম বা দেবার্চ্চনা দ্বারাও সে গতি প্রাপ্তি হয় না। অতএব ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসাধনোপায় আর নাই। ইহাতে ত্রিলোকের পুণ্যসংযোগ হয়, সুতরাং হে নারদ! তুমি সেই গঙ্গাতেই প্রয়াণ কর। গঙ্গাজলে অস্থি সংযোগ ঘটিয়াছিল বলিয়া সগরনন্দনগণ স্বীয় পূর্ব্বাপর পিতৃগণসহ স্বর্গে উপনীত হইয়াছিলেন। তখন মুনিপুঙ্গব নারদ ব্রহ্মার মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গঙ্গাদ্বারে তপস্যা করেন। তপস্যার ফলে তিনি ব্রহ্মসাদৃশ্য লাভ করিয়াছিলেন। গঙ্গা সর্ব্বত্রই সুলভ, কিন্তু গঙ্গাদ্বার, প্রয়াগ এবং গঙ্গাসাগরসঙ্গম, এই তিন স্থানে দুর্লভ। এই স্থানত্রয়ে তিন রাত্র বা এক রাত্র বাসেও নর পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে মুক্তির বিষয় চিন্তা করিবে। তাই বলিতেছি, হে ধর্ম্মজ্ঞগণ! তোমরা শিবদায়িনী ভাগীরথীতে গমন কর, অচিরকাল মধ্যেই স্বর্গ এবং মোক্ষ লাভ করিবে। বিশেষতঃ কলিকালে গঙ্গাই নরগণের মোক্ষপ্রদা। ক্ষীণসত্ত্ব ব্যক্তিগণের কিঞ্চিৎ কষ্টেই অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় হয়। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণগণ ব্যাসমুখে শুভবাণী শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট হইলেন এবং গঙ্গাতীরে তপস্যা করিয়া মোক্ষমার্গ লাভ করিলেন। যে মানব এই অনুত্তম পুণ্যাখ্যান শ্রবণ করে, তাহার সর্ব্বদুঃখ দূরীভূত হয়, সে গঙ্গাস্নানফল লাভ করিয়া থাকে। একবার মাত্র গঙ্গানাম উচ্চারণেও সর্ব্বযজ্ঞ-ফল লাভ হয়। দান, জপ, ধ্যান, স্তোত্র, মন্ত্রপাঠ এবং দেবতার্চ্চন এই সমুদায় গঙ্গাতীরে যে ব্যক্তি অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার অনন্ত ফল লাভ হইয়া থাকে। অতএব জপহোমাদি সমস্ত কার্য্য গঙ্গাতীরেই নরগণের কর্ত্তব্য। গঙ্গাতীরে ঐ সকল কার্য্য করিলে জন্মে জন্মে অনন্ত ফল লাভ হইয়া থাকে।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ বন মহারাজের শ্রীগৌরধামরজঃ-প্রাপ্তি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ বন মহারাজ গত ২০ ত্রিবিক্রম (৪৯৮ গৌরাব্দ), ২৫ জ্যৈষ্ঠ (১৩৯১ বঙ্গাব্দ), ৮ জুন (১৯৮৪ খৃষ্টাব্দ) শুক্রবার শুক্লা দশমী তিথিতে রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় (শুক্লানবমী দিবা ৬-৩০, পরে দশমী শেষ রাত্রি ৪।৬) শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে মঠবাসী বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে শ্রীহরিনাম শ্রবণ ও স্মরণ করিতে করিতে শ্রীধামরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরদিন বেলা ১০ ঘটিকায় ঐ শ্রীমায়াপুরেই তিনি সমাধিস্থ হন এবং ঐ দিবসই তাঁহার গুণকীর্ত্তন ও বৈষ্ণবগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ-মুখে তাঁহার অপ্রকট উৎসব সম্পাদন করা হইয়াছে।

পূজনীয় মহারাজ পরমারাধ্য জগদ্গুরু প্রভুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণ আশ্রয়পূর্ব্বক কিছুকাল শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠে অবস্থান করিয়া ব্যাকরণাদি শাস্ত্রানু-শীলনমুখে ভজন-সাধন করেন, পরে সমাবর্ত্তনপূর্ব্বক বহুকালাবধি গার্হস্থ্যাশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত থাকেন। তৎ-কালে তিনি শ্রীভুবনমোহন দাসাধিকারী নামে পরিচিত ছিলেন। মেদিনীপুর জেলায় তাঁহার আবির্ভাব স্থান ছিল। অতঃপর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের মহদাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারই নিকট ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসবেষ আশ্রয়পূর্ব্বক তিনি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ বন মহারাজ নামে খ্যাত হইয়া বিশেষ নিষ্ঠা সহকারে কায়মনো-বাক্যে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বিভিন্ন শাখামঠে থাকিয়া বহু সেবাকার্য্য করিয়াছেন, বিশেষতঃ আগরতলায় প্রথমাবস্থায় সহরের বাহিরে চন্দ্রপুরে অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়া একাদিক্রমে কএকবৎসর অবস্থান করতঃ ভগবদ্ভজন করেন। অনন্তর সহরের মধ্যে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সেবা পাওয়ার পরও তিনি সেখানকার সেবায় কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন।

তিনি একজন স্নিগ্ধ ভজনপরায়ণ বৈষ্ণব ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি মধুর ছিল। তাঁহার পাঠকীর্ত্তন বক্তৃতাদিতে শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত আকৃষ্ট হইত। অনেক মহাজনপদাবলী তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। প্রথম জীবনে গৃহস্থাশ্রমে থাকাকালে তিনি পরমপূজ্য-পাদ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের আনুগত্যে থাকিয়া অনেক সেবাকার্য্য করিয়াছেন। শেষকালে শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠেও তিনি অনেকদিন অবস্থান করিয়া ভজন-সাধন করিয়াছেন। তাঁহাতে বৈষ্ণবো-চিত অনেক সদ্গুণ বিরাজিত ছিল। আমরা আজ তাঁহার অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীকৃষ্ণগোপাল রায়, কলিকাতা—নিখিলভারত শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাসিক্ত দীক্ষিত শিষ্য শ্রীমৎ কৃষ্ণগোপাল দাস প্রভু (শ্রীকৃষ্ণগোপাল রায়) বিগত ১২ আষাঢ়, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ, ২৭ জুন, ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দ, বুধবার কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে অপরাহ্ন ২ ঘটিকায় কলিকাতা, ৩৫ সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে দেহরক্ষা করিয়াছেন। কলিকাতা মঠের বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক তাঁহার শেষকৃত্য কেওড়াতলা শ্মশান-ঘাটে সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্বধাম-প্রাপ্তিকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৮ বৎসর। তিনি অবিবাহিত ছিলেন এবং কলিকাতা মঠের সন্নিকটেই অবস্থান করিতেন। তিনি পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবকে দর্শন এবং তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। ক্রমশঃ তিনি

শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করতঃ শ্রীহরিনাম-মন্ত্রে দীক্ষিত হন। গৃহে নিরন্তর হরিভজনের অনুকূল পরিবেশ না থাকায় তিনি ত্যক্তাশ্রমী হইয়া সর্ব্বতোভাবে গুরুসেবায় আত্মনিয়োগের জন্য আনুমানিক ১৯৭৩ সালে কলিকাতা মঠে যোগ দেন। তিনি শ্রীগুরুদেবে নিষ্ঠাযুক্ত ও বিষয়-নিস্পৃহ ছিলেন। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তিনি ভাল খাওয়া, ভাল পরা ও ভাল থাকার দিকে কোনও দিনই দৃষ্টি দেন নাই। তাঁহাকে পুষ্টি-কর খাদ্য, ঔষধ, নববস্ত্রাদি পরিধানের জন্য যখনই নিবেদন করা হইয়াছে, তখন ইতিনি বলিতেন "আমার যা কিছু মহাপ্রভুর সেবার জন্য, আমি নিজে কেন ভোগ করিব?" কলিকাতা মঠে থাকাকালে তিনি তাঁহার সাধ্যানুসারে সেবা করিয়াছেন। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের সহিত তাঁহার শ্রীনবদ্বীপধাম, শ্রীপুরু-ষোত্তমধাম ও শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করার, হায়দরা-বাদ, চণ্ডীগড়ের মঠাদি দর্শন করার এবং দিল্লী প্রভৃতি স্থানে প্রচারে থাকার সৌভাগ্য হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজকে তিনি অন্তরের সহিত প্রীতি, শ্রদ্ধা এবং সর্ব্বদা তাঁহার হিত চিন্তা করিতেন।

৯ শ্রাবণ, ২৫ জুলাই বুধবার মধ্যাহ্নে কলিকাতা মঠে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাচার্য্যের উপস্থিতিতে শ্রীকৃষ্ণ-গোপাল প্রভুর বিরহোৎসব সুসম্পন্ন হয়। বহু ত্যক্তা-শ্রমী ও মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত এবং তাঁহার বন্ধুবান্ধব নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া পরিতৃপ্ত হন। তাঁহার স্বধাম প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্ত মাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

যশড়ায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব ও ভগবানের অপার করুণায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও গত ৩০ জ্যৈষ্ঠ (১৩৯১), ১৩ জুন (১৯৮৪) বুধবার শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অন্যতম শাখা—যশড়া শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব বিপুল সমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ হায়দ্রাবাদ মঠের বার্ষিক উৎসব সম্পাদনান্তে তথা হইতে এই উৎসবে যোগদানার্থ সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও ট্রেণ বিভ্রাটে স্নানযাত্রার পূর্ব্বে কলিকাতা মঠে উপস্থিত হইতে না পারায় এই উৎসবে যোগদান করিতে পারেন নাই। উৎসবে সমাগত বহুভক্ত নরনারী তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন ও শ্রীমুখের সুমধুর হরিকথা শ্রবণ করিতে না পারিয়া মনঃক্ষুণ্ণ ও অনুতপ্ত হইয়াছেন।

উৎসবের পূর্ব্বদিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমন্দিরা-লিন্দে অধিবাস কীর্ত্তনোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ভাষণ প্রদান করেন। সভার উপক্রম ও উপসংহারে মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হন। স্নান-পূর্ণিমাদিবস প্রাতে কতিপয় ভক্ত মৃদঙ্গ করতালাদি বাদ্যধ্বনিসহ সংকীর্ত্তন-সহযোগে প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী গঙ্গাপ্রবাহ হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের মহাভি-ষেকের জন্য কয়েক কলসী জল বহন করিয়া আনেন। এদিকে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরগোপাল-শ্রীশ্রীরাধা-রাধাবল্লভ-শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম-সপরিকর শ্রীজগন্নাথদেব-শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীগিরিধারী প্রমুখ শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি ক্ষিপ্রতা সহকারে সম্পাদন করিলে শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীদামোদর-শালগ্রাম, শ্রীশ্রী-প্রভুপাদ ও তন্নিজজন শ্রীশ্রীল মাধব মহারাজের আলেখ্যার্চ্চাসহ বেলা প্রায় ১১ ঘটিকায় শ্রীমন্দির হইতে স্নানবেদীতে শুভযাত্রা করেন। তথায় উপস্থিত হইয়া স্নানবেদীতে আরোহণ করিলে শ্রীমৎ পুরী গোস্বামী মহারাজ ঠাকুরকে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করতঃ মহাস্নান আরম্ভ করেন। অষ্টোত্তরশত

কলসোদকে মহাসংকীর্ত্তনমুখে প্রভুর স্নান সম্পাদিত হয়। সহস্রধারা-স্নানকালে শ্রীমৎ দামোদর মহারাজ, শ্রীল নারসিংহ মহারাজ, শ্রীমঠের ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থভক্ত-বৃন্দ, শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ গোস্বামী, শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহুভক্ত প্রভুকে স্নান করাইবার সৌভাগ্য বরণ করেন। অতঃপর প্রভুকে নববস্ত্র ও রৌপ্যমুকুটাদি পরিধান করাইয়া পুষ্পমাল্যাদি বিমণ্ডিত করিলে প্রভুর পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। অনন্তর স্নানবেদী বারচতুষ্টয় কীর্ত্তনমুখে পরিক্রমণান্তে জয়গান ও প্রণতি করিয়া ভক্তবৃন্দ মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। স্নানকালে ইন্দ্রাদিদেববৃন্দ দুই-এক পসলা বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া প্রভুর স্নান সম্পাদন করেন। তাহাতে অবশ্য মেলাঁর বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই। বহুস্থান হইতে বহুভক্ত নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। পতিতপাবন ভক্তবৎসল শ্রীজগন্নাথ সকলকেই দর্শন দান করিয়া সন্ধ্যায় পুনরায় নিজ মন্দিরে নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমন্দিরালিন্দে সভার অধিবেশন হয়। পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় অদ্যও মহারাজত্রয় ভাষণ প্রদান করেন। কীর্ত্তনাদিও পূর্ব্ববৎ হয়। স্নানযাত্রার পরদিবস শ্রীমদ্ দামোদর মহারাজ কৃষ্ণনগর মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সন্ধ্যায় অপর মহারাজদ্বয় ভাষণ দেন এবং পরদিবস তাঁহারা কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মঠ সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম উৎসবটীকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে যাঁহারা প্রাণ, অর্থাদি দ্রব্য, বুদ্ধি, বাক্য-দ্বারা শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের প্রাণময়ী সেবা সম্পাদন করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের সকলের নিকটই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানবেদীতে যাতায়াত অভিষেক পূজাদি বিভিন্ন সেবাকার্য্যে শ্রীবিশ্বনাথ গোস্বামী, ভক্ত শ্রীনিমাই, গৌর, শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি স্থানীয় ভক্তবৃন্দ অনেক সহায়তা করিয়াছেন।

শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত সংকীর্ত্তনভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন

দিবসচতুষ্টয়ব্যাপী ধর্ম্মসভা

শ্রীপুরুষোত্তমধামস্থ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সন্নিকটে বিশ্ববিশ্রুত শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক-প্রবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ আবির্ভাবপীঠোপরি সুরম্য শ্রীমন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী নবনির্ম্মিত সংকীর্ত্তন-ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন এবং শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে ১৪ আষাঢ়, ২৯ জুন শুক্রবার হইতে ১৭ আষাঢ়, ২ জুলাই সোমবার পর্য্যন্ত দিবসচতুষ্টয়ব্যাপী বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠান শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় শ্রীগুরু-পাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির সেবাপরিচালনায় এবং শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

কলিকাতা, চণ্ডীগড়, ভাটিণ্ডা হইতে শতাধিক ভক্ত, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িষ্যার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং হায়দরাবাদ হইতেও বহু ভক্ত উৎসবানুষ্ঠানে যোগ-দানের জন্য আসিয়াছিলেন। মঠে থাকিবার স্থানের সঙ্কুলান না হওয়ায় গোয়েঙ্কা, বাগাড়িয়া ও দুধওয়ালা ধর্ম্মশালার কামরা সমূহ রিজার্ভ করা হইয়াছিল।

শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাবস্থলীতে শ্রদ্ধা নিবেদন ও প্রণতি জ্ঞাপনের জন্য ভারতের এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থান হইতে তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্য ও শ্রদ্ধাবিশিষ্ট নর-নারীগণ শুভাগমন করিয়া থাকেন। উক্ত পূতভূমি ভক্তগণের অপূর্ব্ব মিলনস্থলীতে পরিণত হইয়াছে। শ্রীপুরুষোত্তমধামস্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিভিন্ন গোষ্ঠীর আচার্য্যগণ যখন সপার্ষদে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে একের পর এক তথায় আসিতে থাকেন তখন সকলের মধ্যে অন্তর্নিহিতভাবে যে এক মিলনের সংযোগ ভিত্তি

রহিয়াছে তাহা প্রকটিত হইয়া সাক্ষাদ্‌ভাবে অনুভূতির বিষয় হয়। ইহাতে অনুমান হয় শ্রীল প্রভুপাদের একান্ত ইচ্ছা "সকলে মিলিয়া মিশিয়া ও এক তাৎপর্য্য-পর হইয়া হরিসেবা করুন।"—হয়ত একদিন পূর্ত্তি হইবে।

১৪ আষাঢ়, ২৯ জুন শুক্রবার শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন এবং শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাবতিথিপূজা-শুভবাসরে শ্রীচৈতন্যবাণী-পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতি পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ প্রাতে সংকীর্ত্তনভবনের দ্বারোদ্ঘাটনের প্রাক্ কৃত্য স্বস্তিবাচন মন্ত্র ও বেদমন্ত্র পাঠ—মঙ্গলাচরণ-মুখে সুসম্পন্ন করেন। তৎপর গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের বন্দনাকীর্ত্তন সম্মিলিতভাবে হইতে থাকিলে পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ প্রভৃতি পুজনীয় বৈষ্ণবগণের অনুগমনে শ্রীচৈতন্য আশ্রম ও শ্রীপুরুষোত্তম গৌড়ীয় মঠের ভক্তবৃন্দ তথায় আসিয়া উপনীত হন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য আশ্রম ও শ্রীপুরুষোত্তম গৌড়ীয় মঠের ভক্তবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠে দৈবযোগে একত্রিত হইলে সকলের মধ্যে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে আকাঙ্ক্ষার উদয় হইল শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন সেবা-রূপ ভক্তিকৃত্য সম্মিলিতভাবে সম্পন্ন করিতে। ভক্তগণ সংকীর্ত্তনশোভাযাত্রাসহ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে বাহির হইয়া পরমোল্লাসের সহিত নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে আসিয়া পৌঁছিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনলীলা স্মরণ করিয়া সকলেই পরমোৎসাহের সহিত শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন সেবায় নিয়োজিত হন। অতঃপর পূজনীয় বৈষ্ণবগণের অনুগমনে সংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির প্রদক্ষিণান্তে হরিকথা শ্রবণের জন্য সকলে উপবিষ্ট হইলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মিশনের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজও সদলবলে তথায় উপস্থিত হইয়া উক্ত মহতী সভায় যোগদান করেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া বাংলা ও হিন্দীতে সকলকে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন-রহস্য প্রাঞ্জলভাবে ওজস্বিনীভাষায় বুঝাইয়া দেন। অতঃপর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ শ্রীগুণ্ডিচা মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সিংহাসন বেদী দর্শন করতঃ পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের অনুগমনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র আশ্রম ও শ্রীনৃসিংহমন্দির দর্শন ও পরিক্রমা এবং ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর দর্শন ও স্পর্শনান্তে বেলা ১ ঘটিকায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ওড়িষ্যার রাজ্যপাল মাননীয় **শ্রীবিশ্বম্ভর নাথ পাণ্ডে** মহোদয় উক্ত দিবস সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীমঠে শুভপদার্পণ করতঃ সর্ব্বাগ্রে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়নমণি-শ্রীবলদেব-শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথ-জীউর শ্রীবিগ্রহগণ দর্শন করেন। তৎপর রাজ্যপাল মহোদয় শঙ্খ, ঘন্টা, মঙ্গলধ্বনি সহযোগে সংকীর্ত্তন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করতঃ মাননীয় বিচারপতি, বিশিষ্ট বক্তৃমহোদয় এবং শ্রীমঠের আচার্য্য ও ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ সমভিব্যাহারে সংকীর্ত্তন ভবনে যাইয়া সভামঞ্চে আসীন হন। সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে ওড়িষ্যা রাজ্য সরকারের শিক্ষা ও যুবকল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র সভাপতিরূপে এবং সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন। উক্ত সভায় বিশিষ্ট বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ মিশ্র, প্রাক্তন এম-এল-এ, কটক। শিক্ষামন্ত্রী শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্রের সভায় আসিতে বিলম্ব হওয়ায় শ্রীমঠের আচার্য্য তাঁহার পক্ষে সভার কার্য্য প্রথমতঃ পরিচালনা করেন। সভার প্রারম্ভে শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক উদ্বোধন কীর্ত্তন কীর্ত্তিত হইলে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সভ্যগণের পক্ষ হইতে ইংরাজী ভাষায় লিখিত অভিনন্দন পত্রটী পাঠ-মুখে রাজ্যপাল মহোদয়কে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

মাননীয় রাজ্যপাল তাঁহার উদ্বোধন ভাষণে বলেন—"এই কলিযুগে নামসঙ্কীর্ত্তন ছাড়া জীবের মঙ্গলপ্রাপ্তির অন্য উপায় নাই। গীতাতে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ উপদেশ করেছেন, কিন্তু শেষে বল্লেন শরণাগতি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিনাম-সংকীর্ত্তনের মহিমা বিপুলভাবে প্রচার করেছেন। প্রকৃত সাধু, মহাপুরুষ জগতে আসেন মানুষকে মঙ্গলের রাস্তা দেখাবার জন্য, তাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টির জন্য নয়। ভগবান্ নির্গুণ

হলেও তাঁর স্বরূপ আছে, তিনি ভক্তের সঙ্গে খান, চলেন, কথা বলেন, সব কিছু করেন। আজকাল লোকে ধনের পূজা করেন, ঈশ্বরের পূজা করেন না, কিন্তু তাঁরা বুঝেন না ধনের অধিষ্ঠাতৃ লক্ষ্মীদেবী নারায়ণেরই শক্তি। লক্ষ্মীর ভোক্তা নারায়ণ। অর্থের অসৎপ্রয়োগের দ্বারা আমাদের সুনিশ্চিত অমঙ্গল হবে। সৎপ্রয়োগের দ্বারা মঙ্গল হবে। ন্যায় বা অন্যায় ভাবে অর্থ উপার্জ্জন করলেই সুখ হবে না। আমি সুইডেন ষ্টক্‌হলমে গিয়েছিলাম। সেখানকার পার্থিব সৌখ্যের ব্যবস্থা দেখে বিস্মিত হয়েছি। সেখানে প্রতি ব্যক্তি যত অর্থ আয় করে ও ব্যয় করে, তা পৃথিবীর কোথাও নাই। সমস্ত কিছু ব্যবস্থাই সরকার হ'তে হয়। কিন্তু সেখানে আত্মহত্যা, বিবাহবিচ্ছেদ ও যুবক-যুবতীর মধ্যে অপরাধ প্রবণতা যতবেশী তা পৃথিবীর কোথাও নাই। তা' হলে ভৌতিক উন্নতি হ'লেই সুখ হবে এ আশা দুরাশা। আমেরিকায় যার বয়স ৩৫ বৎসর নিদ্রার পিল না খেলে তার ঘুম হয় না। বিজ্ঞান অনেক উন্নত হয়েছে, অনেক প্রকার সুযোগ দিচ্ছে, সবই ঠিক, কিন্তু যখন প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় হয়, তখন বিজ্ঞান আমাদিগকে রক্ষা করতে পারে কি? প্রতিনিয়তই দেখছেন। কারণ প্রকৃতি ঈশ্বরের, ঈশ্বরের শাসনকে আমরা প্রতিরোধ করতে পারি না। ঈশ্বরকে না মেনে আমরা সুখী হব ইহা অসম্ভব। যদি আমরা কেবল ভৌতিক সমৃদ্ধির দিকে ধ্যান দিই, বিষয়ভোগের অধিক মূল্য দিই, কাম-ক্রোধাদি রিপুগণের ইন্ধন যোগাই, সংযম অভ্যাস না করি, এই দেশ ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে যাবে। আজকাল নরহত্যা সাধারণ ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, দয়া মমতা আমরা হারিয়ে ফেলেছি, মনুষ্যত্বশূন্য হয়েছি, আমা-দিগকে গভীর ভাবে এ সব চিন্তা করতে হবে। এ সব অশান্তির সমাধান হবে সেদিন, যেদিন আমরা সমস্ত অপস্বার্থ ত্যাগ করে পরমেশ্বরে শরণাগত হব, শুদ্ধভাবে তাঁর নাম কীর্ত্তন করবো। সত্যযুগে, ত্রেতাযুগে, দ্বাপর-যুগে ধ্যানাদি বিভিন্ন প্রকার যুগধর্ম্ম ছিল, কিন্তু কলি-যুগের একমাত্র ধর্ম্ম শ্রীনামসংকীর্ত্তন। জাতিবর্ণনির্ব্বি-শেষে সকলেই শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন করতে পারেন। এই সংকীর্ত্তনভবন নির্ম্মিত হয়েছে সেই উদ্দেশ্যেই।"

সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি **শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র** প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—"পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রমণীয় এই সংকীর্ত্তন ভবন দেখে পরম সন্তোষ লাভ করেছি। জনসাধারণের মধ্যে ঈশ্বর বিশ্বাস, ধর্ম্ম ও নীতির মূল্যবোধ প্রভৃতি মনুষ্যত্ব বিকাশসূচক গুণগুলির সমৃদ্ধির জন্য, তাদের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের জন্য এই মঠ সংস্থাপিত হয়েছে, সংকীর্ত্তনভবন নির্ম্মিত হয়েছে। এখানে মঞ্চে বসলেই প্রথমে দর্শন হয় পর-মেশ্বরের শ্রীমূর্ত্তি। আজকের পবিত্র তিথিতে শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জিত হয়েছিল। আগামীকাল শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীজগন্নাথমন্দির হ'তে শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে আসবেন। শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনের তাৎপর্য্য হলো হৃদয়মন্দির মার্জ্জন। হৃদয় হ'তে অপবিত্র ভাব দূর করতে হবে, সদ্ভাব আনতে হবে যাতে ক'রে হৃদয়টী ভগবানের উপবেশনযোগ্য হয়। শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা হৃদয় পবিত্র হবে ঠিক, কিন্তু কিভাবে কীর্ত্তন করলে হবে। হৃদয় দিয়ে তাঁকে ডাকতে হবে, শুধু মুখে বল্লে হবে না।"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য **শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ** নির্দ্ধারিত বক্তব্যবিষয় "শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন-রহস্য" সম্বন্ধে সময় সংক্ষেপহেতু ইংরাজী ভাষায় লিখিত বিবৃতি প্রদান করেন—

"Today's subject of discussion is 'Significance of sree GUNDICHA MANDIRA MARJAN". As time is too short to deal with the subject, I am giving my written statement in brief.

Generally, it is understood that God descends in this world to rescue the Sadhus, to subdue the sinners and to establish righteousness (Dharma). But the real cause of God's descent in this world is for the sake of the pure devotees—His own associates, to remove their pangs of separation-grief. I do not want to go into details about the history of Sree Jagannath Dev's appearance in this Holy Neelachala Kshetra for the rescue of the fallen souls. Briefly to say, Supreme Godhead, out of His Causeless Mercy, appeared in this Neelachala kshetra in the Transcendental Spiritual Forms of Sree Baladeva, Sree Subhadra and Sree Jagannath Deva being attracted by the

pure devotion of Sree Indradyumna Maharaj, Sree Vidyapati and Sree Vishvavasu. Sree Indradyumna Maharaj first performed 'Snan-yatra-utshav' (Sacred Bathing Festival) of the Deities of Sree Baladeva, Sree Subhadra and Sree Jagannath Deva on their Holy Advent-day and thence Snan-yatra-utshav is being performed every year.

After Snan-yatra-utshav Sree Jagannath, Sree Baladeva and Sree Subhadra have their pastimes of living in seclusion for a fortnight which is known as 'ANABASHAR KAL' and have shown the wonderful gesture of being ill due to excessive bathing for which Panchan-Sarabat is only offered to Them for these days. Angarag Seva (Sacred cosmetic) of the Deities is being done during this seclusion period for which darsan is prohibited. Temple doors reopen for Darsan after a fortnight (i. e. after Angaraga Seva) which is known as 'NETROTSAV' or 'NABAJOUBANOTSAV'. Sree Jagannath Deva made another gracious gesture of going out for excursion after 'Anabashar Kal' with the permission of His consort Sree Lakshmi Devi to rescue all fallen souls by giving scope to all for His darsan. This going out for excursion of the Deities of Sree Jagannath Deva, Sree Baladeva and Sree Subhadra in three chariots from Sree Jagannath Temple to Sree Gundicha Temple is known as Ratha Yatra Festival. It is also stated in Scriptures that Sree Indradyumna Maharaj had direct mendate from Supreme Lord Sree Jagannath Deva to perform Ratha Yatra of Sree Jagannath, Sree Baladeva and Sree Subhadra from Sree Jagannath Temple to Sree Gundicha Temple on Ashari Sukla Dwitia Tithi. Lord Sree Chaitanya Mahaprabhu, of course, visualised it in His own unique way – in the highly exalted purest devotional eye of Sree Gopi. As Gopies, out of their divine love-ecstacy dragged the chariot of Sree Krishna in Dwapara Yuga from Kurukshetra (Majestic Realm) to Vrindaban (Sweet Realm), Lord Sree Chaitanya Mahaprabhu also, in like manner, with that devotional trance of Gopibhaba dragged the chariot of Sree Jagannath Deva from Sree Jagannath Temple to Sree Gundicha Temple as if He was dragging the chariot from Kurukshetra to Vrindaban,

Sree Gundicha Temple is named after Sree Gundicha Devi stated to be the consort of Sree Indradyumna Maharaj. We find in Scriptures that one thousand Ashwamedh Yajnas were performed at Sree Gundicha Temple. As Deities of Sree Baladeva, Sree Subhadra and Sree Jagannath Deva will go to Sree Gundicha Temple on the Ratha-Yatra-Day, Gundicha Mandira Marjan Utsav i, e. cleaning of Sree Gundicha Temple is performed one day earlier to Ratha Yatra. All the devotees with great devotional fervour partake in the sacred cleaning Festival of Sree Gundicha Temple. Lord Sree Chaitanya Mahaprabhu showed the ideal of cleaning Gundicha Temple with the help of brooms and earthen jars of water etc, Himself with His own hands. He has taught us the significance and glory of the cleaning ceremony of Sree Gundicha Temple. Cleaning the Temple means to clean the hearts so that, God can have His seat in pure heart. As long as we have got desires other than Sree Krishna or His loving service, our hearts are impure. Sree Krishna will not descend there. Desires for enjoyment here and hereafter, desires for salvation, for Siddhi etc. are impurities of our heart. What is the best and most effective devotional practice to purify our mind ? Lord Sree Chaitanya Mahaprabhu stresses on the importance of performing Harinam Sankirtan during GUNDICHA MANDIR MARJAN FESTIVAL. Chanting of the Holy Name, avoiding tenfold offences, will clean the heart. It will uproot the cause of all ulterior motives. Lord Sree Chaitanya Mahaprabhu sings the glory of Sree Krishna-Sankirtan in the 1st sloka of Sree 'Shikshastaka' :—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

Sree Krishna Sankirtan will bestow us sevenfold attainments. Chanting is better than Japam. Congregational Chanting of the Holy Name is the best spiritual practice in Kaliyuga to purify our minds, So, the inauguration of Sankirtan Bhawan on Sree Gundicha Mandir Marjan Tithi has got special implication and is most approppriate".

ওড়িষ্যা রাজ্য সরকারের শিক্ষা ও যুবকল্যাণ বিভাগের **মন্ত্রী শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র** সভার পক্ষ হইতে সকলকে ধন্যবাদ প্রদানমুখে বলেন ঃ—"আমি সর্ব্বাগ্রে যে মহাপুরুষের আবির্ভাব পীঠের স্মৃতি রক্ষার জন্য এই মঠ সংস্থাপিত এবং সুরম্য বিশাল শ্রীমন্দির ও রমণীয় সংকীর্ত্তনভবন নির্ম্মিত হইয়াছে সেই বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে আমার হার্দ্দী শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিতেছি এবং তৎসহ যাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় এই স্থানটীর উদ্ধার হইয়াছে সেই শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণেও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি এবং তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি। এতদ্ব্যতীত এই পূত ভূমিতে সংকীর্ত্তনভবনের দ্বারোদ্ঘাটনের জন্য ওড়িষ্যার মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়কে, প্রধান অতিথিরূপে ভাষণ দেওয়ার জন্য বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র মহোদয়কে এবং বিশিষ্ট বক্তারূপে ভাষণ দেওয়ার জন্য পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ মিশ্র মহোদয়কে এবং এখানে সমুপস্থিত শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য এবং অন্যান্য স্বামীজীগণকে আমার হার্দ্দী শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। উপস্থিত সকলকেই আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।"

১৬ আষাঢ়, ১ জুলাই ও ১৭ আষাঢ়, ২ জুলাই ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিপদে বৃত হন যথাক্রমে বেহালা (কলিকাতা) ও খড়গপুরস্থ শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ এবং কাল্‌না শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ। সমাজ পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ শ্রীরাধানাথ রথ মহোদয় দ্বিতীয় দিন প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করতঃ তাঁহার মনোজ্ঞ অভিভাষণ প্রদান করেন। বিশিষ্ট বক্তারূপে ভাষণ দেন শ্রীনারায়ণ মিশ্র এডভোকেট, পুরী মিউনিসিপ্যালিটীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীবামদেব মিশ্র এড্‌ভোকেট এবং বাঁকী কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীরাজকিশোর রায়। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বক্তৃতা করেন বিভিন্ন দিনে শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ। দুই দিনের ধর্ম্মসভার বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে — "শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও ভাগবতধর্ম্ম", "শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন"।

বিশিষ্ট বৈষ্ণবগণ যাঁহারা উৎসবানুষ্ঠানে যোগদান এবং সেবাপরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য পূজ্যপাদ শ্রীমৎ জগমোহন ব্রহ্মচারী, পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ।

যাঁহার নিষ্কপট সেবাপ্রচেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এই বিশাল রমণীয় সংকীর্ত্তনভবন নির্ম্মিত হইয়াছে তাঁহার কথা স্বতঃই পুনঃ পুনঃ স্মৃতিপটে উদিত হইতেছে, তিনি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দীক্ষিত শিষ্য পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুব্রত পরমার্থী মহারাজ, যিনি এখন আমাদের সম্মুখে নাই। তিনি ব্রজধামরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি অসুস্থ শরীর লইয়াও নিঃস্বার্থভাবে গুরুসেবার জন্য যে প্রকার আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা আদর্শস্থানীয় বলিতে হইবে। তিনি মুখ্যভাবে সঙ্কীর্ত্তনভবনের জন্য চেষ্টা করিলেও প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান

ভারতী মহারাজ—যাঁহার গৃহনির্ম্মাণাদি কার্য্যে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে—প্রতি পদবিক্ষেপে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ নিকটে না থাকিলে তিনি হতাশ হইয়া পড়িতেন। ইঞ্জিনিয়ার শ্রীবিজয়রঞ্জন দে মহোদয়ও মাঝে মাঝে আসিয়া নিষ্কপট ভাবে যত্ন ও সহায়তা করিয়াছেন। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী প্রভুও তাঁহার গুরুদেবের আবির্ভাব স্থান—এই বিচারে সেই স্থানের কার্য্য যাহাতে দ্রুত আরম্ভ হয় এবং সুন্দরভাবে নির্ম্মিত হয়, তজ্জন্য হৃদয়ের আবেগে সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন, চিন্তা করেন বা এখনও করিতেছেন। তিনি সকলকে এই কার্য্যে অনুক্ষণ প্রেরণা দিয়াছেন ও দিতেছেন এবং যাহাতে সংকীর্ত্তনভবন দ্রুত নির্ম্মিত হয় তজ্জন্য স্বয়ং দায়িত্ব ও ঝুঁকি লইয়া শারীরিক অসুস্থতা ও অপটুতাকে উপেক্ষা করিয়া পুরাতন গৃহাদি ভাঙ্গিয়া স্থান পরিষ্কার কার্য্যে যথেষ্ট পরিশ্রম ও যত্ন করেন। সম্প্রতি মঠের সম্মুখভাগে সুরম্য তোরণ নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ করার জন্য পুরাতন গৃহাদি ভঙ্গ ও অপসারণ কার্য্যও তিনি নিজ দায়িত্বে করেন। তোরণের প্ল্যান তৈয়ারী করেন বন্ধুপ্রবর ইঞ্জিনিয়ার শ্রীবিজয়রঞ্জন দে মহোদয়। শ্রীমঠের অতিথিভবন, কূপ ইত্যাদি নির্ম্মাণকার্য্যে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করেন ও করিতেছেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজকে নির্ম্মাণকার্য্যে বিভিন্নভাবে যাঁহারা সহায়তা করেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ জগমোহন ব্রহ্মচারী প্রভু, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী ও শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র মোহান্তি। ইঁহাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ মঠটী রমণীয়ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ইঁহারা সকলেই শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাপ্রাপ্ত। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ তাঁহার নিষ্কপট সেবাপ্রচেষ্টার জন্য পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের কৃপা ও আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। যাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে এই মহৎ কার্য্যে আনুকূল্য করিয়াছেন তাঁহারাও নিশ্চয়ই শ্রীল প্রভুপাদের অজস্র কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জনতিথিতে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব শ্রীমঠে মধ্যাহ্নে বিশেষভাবে সুসম্পন্ন হয়। শত শত নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করেন। রথযাত্রার দিন পুরীর রথযাত্রায় যোগদানকারী অগণিত ভক্তমাত্রকেই খিচুড়ীপ্রসাদ মধ্যাহ্ন হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত দেওয়া হয়। পুনর্যাত্রার দিন শ্রীজগন্নাথ লন্দির হইতে আনীত পুরী ও হালুয়া প্রসাদ সর্ব্বসাধারণকে বিতরণ করা হয় সমস্ত দিন। পুরীর স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকগণ এই পরিবেশন কার্য্য অতি সুন্দর সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিয়া ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। এই অভিনব প্রসাদ পরিবেশনের দ্বারা শ্রীমঠের খ্যাতি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়। যাঁহারা এই বিরাট্ মহোৎসবে অর্থ ও দ্রব্যাদির দ্বারা আনুকূল্য করিয়াছেন তাঁহারা গুরু বৈষ্ণব ভগবানের প্রচুর আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

১ জুলাই ও ২ জুলাই প্রাতে ভক্তবৃন্দ পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দের অনুগমনে পুরীধামে দর্শনীয় স্থানসমূহ সংকীর্ত্তনশোভাযাত্রা সহযোগে দর্শন করেন। ৪ঠা জুলাই রিজার্ভ বাসযোগে সাক্ষীগোপাল, শ্রীভুবনেশ্বর মন্দিরাদি দর্শনের ব্যবস্থা হয়। কলিকাতার ভক্তবৃন্দ ৬ জুলাই পুরী হইতে শুভযাত্রা করতঃ পরদিবস কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপাল প্রভু, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মচারী (ব্যোমকেশ সরকার), শ্রীবৈকুণ্ঠদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযশোদাজীবন বনচারী, শ্রীভক্তিকমল ব্রহ্মচারী, শ্রীদয়াল দাস, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণুচরণ দাস, শ্রীগতিকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীলোকনাথ নায়ক প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। পুরী-ধামস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসকরূপে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবান্ধব বৈষ্ণব মহারাজ বৈষ্ণব ও অতিথিবর্গের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত **হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ** সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০ পঃ, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—	ভিক্ষা	১.২০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত	,,	১.০০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,,	,,	১.২০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৬)	জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,,	,,	২০.০০
(৭)	শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,	,,	১৫.০০
(৮)	শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,	,,	৫.০০
(৯)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—	ভিক্ষা	২.৭৫
(১০)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ	,,	২.২৫
(১১)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	১.০০
(১২)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	১.২০
(১৩)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode	,,	২.৫০
(১৪)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত—	,,	১.৫০
(১৫)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত—	,,	৬.০০
(১৬)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — —	,,	১৪.০০
(১৭)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) —	,,	.৫০
(১৮)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত —	,,	২.০০
(১৯)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — —	,,	৩.০০
(২০)	শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র —	,,	৮.০০
(২১)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত—	,,	৪.০০

প্রাপ্তিস্থান :—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় :

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

চতুর্বিংশ বর্ষ—৭ম সংখ্যা

ভাদ্র, ১৩৯১

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৪শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র, ১৩৯১
২১ হৃষীকেশ, ৪৯৮ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ভাদ্র, শনিবার, ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪ | ৭ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১০২ পৃষ্ঠার পর]

জগতে মায়ার কথা প্রবলবেগে চলিতেছে, হরিকথার বড়ই দুর্ভিক্ষ ! হরিকথার শ্রবণে বা কীর্ত্তনে লোকের আদৌ উৎসাহ নাই ! ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হইলে 'পরমধর্ম্ম' হইবে না, ইন্দ্রিয়-সুখকে নষ্ট করিলেও 'পরমধর্ম্ম' হইবে না ; (ভাঃ ১১।২০।৮),—

"ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।"

—বেশী বৈরাগ্যেও হইবে না, কম বৈরাগ্যেও হইবে না ; পরন্তু, যুক্তবৈরাগ্যাশ্রয়ে ভগবানেরই সেবা করা চাই।

যে-সকল মহাপুরুষ ইতঃপূর্ব্বে আপনাদের কাছে হরিকথা বলিলেন, তাঁহাদের যোগ্যতা—আমা-অপেক্ষা অনেক-গুণে বেশী। আমি—কৃষ্ণেতর বিষয়কার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত ! তবে গুরুদেবের নিকট হইতে শুধু যেসকল কথা শুনিয়াছি, তাহাই আপনাদের নিকট বলিবার চেষ্টা করি বটে, কিন্তু তাহা আপনাদের কার্য্যে লাগে না, আপনাদের সময় নষ্ট হয় মাত্র !

এই জগতে বিমুখ-জীবকুলের ভাগ্যের দোষে ভগবানের রূপ-গুণ-লীলা অপ্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। যাহাতে তিনি সুপ্রাপ্য হন, তজ্জন্য শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—নামাশ্রয়ই একান্ত আবশ্যক। নামাশ্রয়-দ্বারাই ক্রমশঃ ভগবানের রূপ-গুণ-লীলার স্ফূর্ত্তি-লাভ হয়। সেই শ্রীরূপেরই প্রিয়কিঙ্কর প্রভুপাদ শ্রীল জীব-গোস্বামী বলিয়াছেন, (ভক্তিসন্দর্ভে ২৫৬ সংখ্যায়),—

'প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যতে, সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নামরূপগুণপরিকরেষু সম্যক্ স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতীত্যভিপ্রেত্য সাধনক্রমো লিখিতঃ। এবং কীর্ত্তন-স্মরণয়োশ্চ জ্ঞেয়ম্।"

শ্রীনামই প্রেমের কলিকাস্বরূপ, ক্রমশঃ বিকশিত ও পূর্ণ বিকশিত হইয়া রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা-স্বরূপে প্রকাশিত হন এবং বস্তুসিদ্ধিকালে স্বরূপবিলাস প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীনামগ্রহণ-ব্যতীত আর অন্য কোন সাধন-পথ নাই ; (ভক্তিসন্দর্ভে সংখ্যায়)—"যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তি-সংযোগেনৈব কর্ত্তব্যা।" 'নাম' করিতে করিতে অনর্থনিবৃত্তি হইবে—'নামাপরাধ' করিতে করিতে অনর্থনিবৃত্তি হয়

না। অনর্থনিবৃত্তি হইলে ভগবানের রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা শুদ্ধচিত্তে স্বয়ং প্রকাশিত হন। আমরা তখনই উন্নতোজ্জ্বলরস-প্রার্থী হইয়া 'ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু' ও উজ্জ্বলনীলমণি-পাঠের সুষ্ঠু অধিকার লাভ করিতে পারিব।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা এইরূপ—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ৯২ শ্লোক—

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥"

অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের নামটী—একবার মধুর, বিগ্রহটী—দুইবার মধুর, বদনটী—তিনবার মধুর, আর হাস্যটী—চারবার মধুর। শ্রীকৃষ্ণের চারিবার মধুর এই হাস্যটী—তুরীয় প্রাপ্য বস্তু।

গোপীজনবল্লভকে—শ্রীরূপপাদের আরাধ্য সেই শ্রীরাধাগোবিন্দকে—আমরা অনেক-সময়ে জড়জগতের কোন খণ্ডিত বস্তু বলিয়া মনে করিয়া 'অপরাধ' করি। নামাপরাধহেতু 'নাম' হয় না এবং 'নাম' হয় না বলিয়া প্রেমোদয় হয় না এবং কৃষ্ণের সেই চারিবার মধুর হাস্যটীও দেখিতে পাই না! যাহাতে আমরা অপরাধ না করি, তজ্জন্য আমাদের গুরুপাদপদ্ম হইতে 'অপরাধ-দশক' শ্রবণ করা আবশ্যক। অনবধানতা-রূপ করালবদন অসুর আমাদিগকে গুর্ব্ববজ্ঞা-রূপ ভীষণ সাগরে নিমজ্জিত করে; তখন নাম (?)-গ্রহণ আকাশকুসুমের ন্যায় হয়। যাহাদের শ্রীনামে প্রাকৃত-বুদ্ধি, তাহাদেরই নামগ্রহণে যত্ন হয় না। শ্রীরূপ-গোস্বামিপ্রভু উপদেশামৃতে বলিয়াছেন,—

"স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্‌গদমূলহন্ত্রী॥"

যেমন পিত্তোপতপ্ত-রসনাতে মিশ্রী ভাল লাগে না, তদ্রূপ অনর্থযুক্ত ব্যক্তিরও 'শ্রীনাম' ভাল লাগে না—শ্রীনাম-ভজনে আগ্রহ হয় না।

শ্রীনাম গ্রহণ-ব্যতীত আমাদের অন্য কোন কৃত্য নাই। অনর্থ থাকাকালে আমাদের নাম-গ্রহণ হয় না। অধিক-স্থলেই 'নামাপরাধ', দৈবাৎ কদাচিৎ কখনও 'নামাভাস' হইতে পারে। অনর্থমুক্ত হইবার জন্য সর্ব্বাগ্রে যত্ন করা উচিত। ভগবান্‌কে নিষ্কপটে ডাকিলেই জীবের অনর্থ-নিবৃত্তি হয়;—অন্য কোন উপায় নাই।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

যেমন বন্ধ্যার নিকট পুত্রকামনা নিষ্ফলতায় পরিণত হয়, আমার নিকটও তদ্রূপ ফল-লাভাশা—দুরাশা-মাত্র। আপনাদের শ্রুতিসুখকর করিয়া কোন কথা আমি আপনাদের নিকট বলিতে পারি না। কৃপা করুন,—যেন আমি কোন-দিন আপনাদের সেবা-প্রবৃত্তি দেখিয়া ধন্য হইতে পারি।

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

[শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

প্রীতি প্রাবৃট্ সমারম্ভে গোপ্যো ভাবাত্মিকাস্তদা।
কৃষ্ণস্য গুণগানে তু প্রমত্তাস্তা হরিপ্রিয়াঃ॥

মধুর রসস্থ দ্রবতার আধিক্য প্রযুক্ত তদ্গত প্রীতিকে প্রাবৃটকালের সহিত সাম্যবোধে কথিত হইল, যে প্রীতিবর্ষা উপস্থিত হইলে ভাবাত্মিকা হরিপ্রিয়া গোপীগণ হরিগুণগানে প্রমত্তা হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণবেণুগীতেন ব্যাকুলাস্তাঃ সমার্চ্চয়ন্।
যোগমায়াং মহাদেবীং কৃষ্ণলাভেচ্ছয়া ব্রজে॥

শ্রীকৃষ্ণের বংশীগীতে ব্যাকুলা হইয়া গোপীগণ কৃষ্ণলাভেচ্ছায় ব্রজধামে যোগমায়া মহাদেবীর অর্চ্চনা করিলেন। বৈকুণ্ঠতত্ত্বের মায়িক জগৎস্থিত জীবের চিদ্বিভাগে আবির্ভাবের নাম ব্রজ। ব্রজ শব্দ গমনার্থ-

সূচক। মায়িক জগতে আত্মার মায়া ত্যাগপূর্ব্বক ঊর্দ্ধগমন অসম্ভব, অতএব মায়িক বস্তুর আনুকূল্য আশ্রয়পূর্ব্বক তন্নির্দ্দেশ্য অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বের অন্বেষণ করাই কর্ত্তব্য। এতন্নিবন্ধন গোপিকাভাবপ্রাপ্তজীব-দিগের মহাদেবী যোগমায়া অর্থাৎ মায়াশক্তির বিদ্যা-রূপ অবস্থার আশ্রয় পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠলীলার সাহচর্য্য বর্ণিত হইয়াছে।

যেষাং তু কৃষ্ণদাস্যেচ্ছা বর্ত্ততে বলবত্তরা।
গোপনীয়ং ন তেষাং হি স্বস্মিন্ বান্যত্র কিঞ্চন ॥
এতদ্বৈ শিক্ষয়ন্ কৃষ্ণো বস্ত্রাণি ব্যাহরন্ প্রভুঃ।
দদর্শানাবৃতং চিত্তং রতিস্থানমনাময়ং ॥

যে সকল ব্যক্তির কৃষ্ণদাস্যেচ্ছা অত্যন্ত বলবান্ তাহাদের স্বগত ও পরগত কিছুই গোপনীয় নাই। এই তত্ত্ব ভক্তদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য কৃষ্ণ গোপী-দিগের বস্ত্র হরণ করিলেন। শুদ্ধ সত্ত্বগত চিত্তই ভগবদ্রতির অনাময় স্থান। তাহার আচ্ছাদন দূর করতঃ প্রীতির অধিকার দর্শন করিলেন।

ব্রাহ্মণাংশ্চ জগন্নাথো যজ্ঞান্নং সমযাচত।
ব্রাহ্মণা ন দদুর্ভক্তং বর্ণাভিমানিনো যতঃ ॥

গোচারণ করিতে করিতে মথুরার নিকটস্থ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের নিকট অন্ন যাচঞা করিলেন। জাত্যভিমানবশতঃ ঐ ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞাদি কার্য্য শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া কৃষ্ণকে অন্ন দিলেন না।

বেদবাদরতা বিপ্রাঃ কর্ম্মজ্ঞানপরায়ণাঃ।
বিধীনাং বাহকাঃ শশ্বৎ কথং কৃষ্ণরতা হি তে॥

ইহার হেতু এই যে, বর্ণদিগের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদাই বেদবাদরত, যেহেতু তাহারা বেদের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য বোধ করিতে না পারিয়া সামান্য কর্ম্ম ও জ্ঞানবাদ অবলম্বনপূর্ব্বক হয় কর্ম্মজড় হইয়া পড়ে, নয় আত্মজ্ঞানপরায়ণ হইয়া নির্ব্বিশেষ চিন্তায় মগ্ন হয়। তাহারা শাস্ত্র ও পূর্ব্বপুরুষদিগের শাসনাধীনে থাকিয়া বিধিনিষেধের বাহক হইয়া পড়ে। সেই সকল অর্থ-শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য যে ভগবদ্রতি তাহা তাহারা বুঝিতে সক্ষম হয় না। অতএব তাহারা কি প্রকারে কৃষ্ণসেবক হইতে পারে। এতদ্দ্বারা এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, সকল ব্রাহ্মণেরাই এইরূপ কর্ম্মজড় বা জ্ঞানপর। অনেক বিপ্রকুলজাত মহাপুরুষগণ ভগবদ্ভক্তির পরা-কাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। অতএব এ শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, বিধিবাহক অর্থাৎ ভারবাহী ব্রাহ্মণেরা কৃষ্ণ-বিমুখ, কিন্তু সারগ্রাহী বিপ্রগণ কৃষ্ণদাস ও সর্ব্বপূজ্য।

তেষাং স্ত্রিয়স্তদাগত্য শ্রীকৃষ্ণসন্নিধিং বনে।
অকুর্ব্বন্নাত্মদানং বৈ কৃষ্ণায় পরমাত্মনে ॥

ভারবাহী ব্রাহ্মণগণের স্ত্রীগণ অর্থাৎ কোমলশ্রদ্ধ অনুগত লোকেরা বনে শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গমন করতঃ পরমাত্মা কৃষ্ণের মাধুর্য্যবশ হইয়া তাঁহাকে আত্মদান করিল। এই কোমলশ্রদ্ধ পুরুষেরাই সংসারী বৈষ্ণব।

এতেন দর্শিতং তত্ত্বং জীবানাং সমদর্শনং।
শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিসম্পত্তৌ জাতিবুদ্ধির্ন কারণং ॥

এই আখ্যায়িকা দ্বারা জীবগণের সমদর্শনরূপ তত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিসম্পন্ন হইবার জন্য জাতিবুদ্ধির প্রয়োজন নাই বরং সময়ে সময়ে ঐ বুদ্ধি প্রীতির প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে।

নরাণাং বর্ণভাগো হি সামাজিকবিধির্মতঃ।
ত্যজন্ বর্ণাশ্রমান্ ধর্ম্মান্ কৃষ্ণার্থং হি ন দোষভাক্॥

উত্তমরূপে সমাজ রক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষে আর্য্যগণের মধ্যে বর্ণবিভাগ ও আশ্রমবিভাগরূপ সামাজিক বিধি স্থাপিত হইয়াছে। সমাজ রক্ষিত হইলে সৎসঙ্গ ও সদালোচনাক্রমে পরমার্থের পুষ্টি হয়। এতন্নিবন্ধন বর্ণাশ্রম সর্ব্বতোভাবে আদরণীয়, যেহেতু তদ্দ্বারা ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। অতএব এই সমস্ত অর্থগত ব্যবস্থার একমাত্র মূল তাৎপর্য্য পরমার্থ, যাহার অন্যতম নাম শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি। যদি এই সকল অর্থাবলম্বন না করিয়াও কাহারও পরমার্থ লাভ ঘটে, তথাপি অর্থ সকল অনাদৃত হইতে পারে না। এই যে উপেয় প্রাপ্ত হইলে উপায়ের প্রতি স্বভাবতঃ অনাদর হইয়া উঠে। উপেয়-রূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি যাঁহাদের লাভ হয় তাঁহারা গৌণ উপায়রূপ বর্ণাশ্রমব্যবস্থা ত্যাগ করিলেও দোষী নহেন। অতএব কার্য্যকারীদিগের অধিকার বিচারপূর্ব্বক দোষগুণ নির্ণয় করাই সারসিদ্ধান্ত।

ইন্দ্রস্য কর্ম্মরূপস্য নিষিধ্য যজ্ঞমুৎসবং।
বর্ষণাৎ প্লাবনাত্তস্য ররক্ষ গোকুলং হরিঃ ॥

সমাজসংরক্ষণ কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা ভগবদাবির্ভাবের নাম যজ্ঞেশ্বর। তাঁহার জীবপ্রতিনিধির নাম ইন্দ্র। ঐ কর্ম্ম দুইপ্রকার অর্থাৎ নিত্য ও নৈমিত্তিক। সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যাহা যাহা নিত্য কর্ত্তব্য সেই

সকল কর্ম্ম নিত্য, তদিতর সকল কর্ম্মই নৈমিত্তিক। বিচার করিয়া দেখিলে কাম্য কর্ম্ম সকল নিত্য ও নৈমিত্তিকবিভাগে পর্য্যবসিত হয়। অতএব সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম সকল উদ্দেশ্যক্রমে বিচারিত হওয়ায়, নিত্য নৈমিত্তিক বিভাগেই স্থাপিত হয়, বিভাগান্তরে লক্ষিত হয় না। কেবল শরীরযাত্রা নির্ব্বাহকরূপ নিত্য-কর্ম্ম ব্যবস্থা করিয়া শ্রীকৃষ্ণভক্তদিগের সম্বন্ধে সমস্ত কর্ম্ম নিষেধ করিলেন তাহাতে কর্ম্মপতি ইন্দ্র জগৎ-পুষ্টিকার্য্যসকল অনাদৃত হইল দেখিয়া বৃহদুপদ্রব উপস্থিত করিলেন। গোবর্দ্ধন অর্থাৎ নিরীহজনের বর্দ্ধনশীল পীঠস্বরূপ ছত্র অবলম্বন পূর্ব্বক ভক্তদিগের আবশ্যক সমস্ত বিষয় বর্ষণ ও প্লাবন হইতে ভগবান্ রক্ষা করিলেন।

এতেন জ্ঞাপিতং তত্ত্বং কৃষ্ণপ্রীতিং গতস্য বৈ।
ন কাচিদ্বর্ত্ততে শঙ্কা বিশ্বনাশাদকর্ম্মণঃ ॥

ভগবদনুশীলনকার্য্য নিবন্ধন যদি মানবগণের জগৎ-পুষ্টিকার্য্যসকল কর্ম্মাভাবে নিবৃত্ত হয়, তাহাতে কৃষ্ণভক্তদিগের কিছুমাত্র আশঙ্কা করা কর্ত্তব্য নয়।

যেষাং কৃষ্ণঃ সমুদ্ধর্ত্তা তেষাং হন্তা ন কশ্চন।
বিধীনাং ন বলং তেষু ভক্তানাং কুত্র বন্ধনং ॥

কৃষ্ণ যাঁহাদের উদ্ধারকর্ত্তা তাঁহাদিগকে কেহই নষ্ট করিতে পারে না, তাঁহাদের উপর কোন বিধির বিক্রম নাই। বিধিবন্ধন দূরে থাকুক ভক্তদিগের প্রেমবন্ধন ব্যতীত আর কোন প্রকার বন্ধন নাই।

বিশ্বাসবিষয়ে রম্যে নদী চিদ্দ্রবরূপিণী।
তস্যাং তু পিতরং মগ্নমুদ্ধৃত্য লীলয়া হরিঃ ॥

বিশ্বাসময় দেশে অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনে চিদ্দ্রবরূপিণী যমুনানদী বহমানা আছেন, নন্দরাজ তাহাতে মগ্ন হওয়ায় ভগবান্ লীলাক্রমে তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন।

দর্শয়ামাস বৈকুণ্ঠং গোপেভ্যো হরিরাত্মনঃ।
ঐশ্বর্য্যং কৃষ্ণতত্ত্বে তু সর্ব্বদা নিহিতং কিল ॥

তদনন্তর ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র কৃপাপূর্ব্বক গোপদিগকে নিজ ঐশ্বর্য্য বৈকুণ্ঠতত্ত্ব দর্শন করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য এত প্রবল যে, ঐশ্বর্য্য সমুদায় তাহাতে লুক্কায়িতরূপে থাকে, ইহাই প্রদর্শিত হইল।

জীবানাং নিত্যসিদ্ধানামনুগানামপি প্রিয়ঃ।
অকরোদ্রাসলীলাং বৈ প্রীতিতত্ত্বপ্রকাশিকাং।

নিত্যসিদ্ধগণ ও তাঁহাদের অনুগত জীবদিগের প্রিয় ভগবান্ প্রীতিতত্ত্বের পরাকাষ্ঠারূপ রাসলীলা সম্পন্ন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

নীলাচলেই শ্রীগৌরলীলার গূঢ়রহস্য প্রকাশিত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১০৬ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের গৌররূপে অবতীর্ণ হইবার কথাও শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীল দামোদর স্বরূপগোস্বামিপ্রভুর কড়চা হইতে উদ্ধার করিয়া লিখিতেছেন—

"রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধা ভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥"
—চৈঃ চঃ আ ৪।৫৫

[অর্থাৎ "রাধা কৃষ্ণের প্রণয়বিকৃতি (প্রেমবিলাস)-রূপা হ্লাদিনী শক্তিক্রমে রাধাকৃষ্ণ স্বরূপতঃ একাত্মক হইয়াও বিলাসতত্ত্বের নিত্যত্বপ্রযুক্ত রাধাকৃষ্ণ নিত্যরূপে স্বরূপদ্বয়ে বিরাজমান। (বিষয় ও আশ্রয়বিগ্রহদ্বয়রূপে ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন।) সেই দুই তত্ত্ব সম্প্রতি একস্বরূপে চৈতন্যতত্ত্বরূপে প্রকট। অতএব রাধার ভাব ও দ্যুতি দ্বারা সুবলিত (যুক্ত) সেই কৃষ্ণস্বরূপ (অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর) গৌরসুন্দরকে প্রণাম করি।"]

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিতেছেন—

"এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ়—কহিতে না যুয়ায়।
না কহিলে কেহ ইহার অন্ত নাহি পায় ॥
অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিক ভক্ত, না বুঝিবে মূঢ় ॥

হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
এ সব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ॥"
—চৈঃ চঃ আ ৪।২৩১-২৩৩

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিতেছেন—

"শ্রীগৌরাবতারের এই গূঢ় সিদ্ধান্ত—শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়গত বাসনা জগতে প্রকাশ করিতে যদিও যোগ্য হয় না বা জগতে শ্রোতৃবর্গের অধিকারোচিত নয়, তথাপি এই কথা প্রকাশিত না হইলে জীব নিজচেষ্টা দ্বারা ইহার সীমা উপলব্ধি করিতে পারিবে না। এসকল কথা গৌর-নিত্যানন্দের ভক্তেরই আনন্দবিধায়ক।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪০৭ শকাব্দায় (৮৯২ বঙ্গাব্দে ২৩ ফাল্গুন, ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে ১৮ ফেব্রুয়ারী), * ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী সন্ধ্যায় চন্দ্রগ্রহণকালে শ্রীহরিনামমুখরিত শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরধামে ভাগীরথীতটে শ্রীশচীজগন্নাথ মিশ্রনন্দনরূপে আবির্ভূত হইয়া প্রথম ২৪ বৎসরকাল যে গৃহস্থাভিনয়ে গৃহে অবস্থানলীলা করেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহাকেই 'আদিলীলা' ও এই চব্বিশবৎসরশেষে মাঘমাসে শুক্লপক্ষে (সম্ভবতঃ যতিধর্ম্ম গ্রহণের প্রশস্তকাল পূর্ণিমায়—মাঘীপূর্ণিমায়) সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক যে ২৪ বৎসর অবস্থিতিকাল, তাহাকেই 'শেষলীলা' বলা হইয়াছে এবং এই শেষলীলাকেও আবার মধ্য ও অন্ত্য—এই দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। 'নীলাচল-গৌড়-সেতুবন্ধ-বৃন্দাবনাদি' ভারতের বিভিন্নস্থানে যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে মহাপ্রভু প্রেমভক্তিপ্রবর্ত্তনলীলা করিয়াছেন, তাহাকেই বলা হইয়াছে 'মধ্যলীলা' আর শেষ অষ্টাদশ বর্ষ কেবল নীলাচলে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার নিজ আচরণ দ্বারা যে জীবগণকে ভক্তিশিক্ষাদানলীলা, তাহাকেই বলা হইয়াছে 'অন্ত্যলীলা', তাহার মধ্যেও আবার শেষ দ্বাদশবর্ষকাল একাদিক্রমে গম্ভীরায় অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীরাধাভাববিভাবিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহজনিত অত্যদ্ভুত মহাভাববিকার প্রকটিত হইয়াছে—"নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ। ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥" (চৈঃ চঃ ম ২।৫)। নীলাচলেই শ্রীরাধার ভাবকান্তি-সুবলিত — শ্রীরাধাভাববিভাবিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৌরলীলার বিপ্রলম্ভরসাস্বাদন-বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইয়াছে, এজন্য শ্রীগৌরচরণাশ্রিত গৌড়ীয় বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীপুরুষোত্তমধামকে মাধুর্য্যপ্রধান ঔদার্য্যলীলাভূমি শ্রীবৃন্দবনধাম এবং ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্যলীলাভূমি শ্রীনবদ্বীপধামের সহিত অভিন্ন দর্শন করিয়া থাকেন। যদিও শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপশক্তি শ্রীদেবীর প্রভাবান্বিত ক্ষেত্রকে 'শ্রীক্ষেত্র' বলা হয়, তথাপি মধুররসরসিক রসজ্ঞ ভক্তগণ সর্ব্বলক্ষ্মীর অংশিনী সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধামাধবমিলিততনু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অসমোর্দ্ধ্ব কৃপাপ্রভাবে প্রভাবান্বিত এই ক্ষেত্রকে শ্রীরাধাক্ষেত্র 'শ্রীক্ষেত্র' রূপেই দর্শন করেন। শ্রীবৈষ্ণবতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

মথুরা-দ্বারকা-লীলা যাঃ করোতি চ গোকুলে।
নীলাচলস্থিত-কৃষ্ণস্তা এব চরতি প্রভুঃ॥

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র গোলোকে মথুরা-দ্বারকাদি যে সমস্ত লীলা বিস্তার করেন, তিনি নীলাচলে দারুব্রহ্ম জগন্নাথরূপে অবস্থান করিয়া সেই সমস্ত লীলাই প্রকট করিতেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন রূপেই দর্শন করিতেছেন। শ্রীগৌরপার্ষদপ্রবর শ্রীসনাতন গোস্বামী অচল ব্রহ্ম বা দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথদেবকে "শ্রীজগন্নাথ নীলাদ্রিশিরোমুকুটরত্ন হে! দারুব্রহ্মন্ ঘনশ্যাম প্রসীদ পুরুষোত্তম" বলিয়া স্তব করিয়া তৎসঙ্গে সঙ্গেই শ্রীক্ষেত্রবিহারী শ্রীগৌরহরিকে নীলাচল-বিভূষণরূপে স্তব করিতেছেন—

শ্রীমচ্চৈতন্যদেব ত্বাং বন্দে গৌরাঙ্গসুন্দর।
শচীনন্দন মাং ত্রাহি যতিচূড়ামণে প্রভো।
আজানুবাহো স্মেরাস্য **নীলাচলবিভূষণ**॥

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীজগন্নাথাভিন্ন মহাপ্রভুকে 'সচলজগন্নাথ' বলিয়া লিখিতেছেন—

"মহানন্দে সর্ব্বলোক 'জয় জয়' বলে।
আইলা **সচল জগন্নাথ** নীলাচলে॥
আপনে শ্রীজগন্নাথ ন্যাসিরূপ ধরি'।
নিজে সংকীর্ত্তন-ক্রীড়া করে অবতরি'॥"
—চৈঃ ভাঃ অ ৫।১২৬, ১৬৫

সাক্ষাৎ শ্রীঋগ্বেদেও এই দারুব্রহ্মের উপাসনার কথা এইরূপ আছে—

"অদো যদ্দারুঃ প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপুরুষম্।
তদারাভস্ব দুর্হনো তেন গচ্ছ পরস্তরম্॥"

* [জুলিয়ান্ ক্যালেণ্ডার অনুসারে ১৮ ফেব্রুয়ারী এবং অধুনা-প্রচলিত গ্রেগরিয়ান্ ক্যালেণ্ডার অনুসারে ২৭ ফেব্রুয়ারী শনিবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব।]

অর্থাৎ "অনাদি কাল হইতে বিপ্রকৃষ্ট দেশে যে অপৌরুষেয় দারুব্রহ্ম সমুদ্রতীরে বিরাজ করিতেছেন, হে বিপ্র! তাঁহার উপাসনা করিয়া পরম বৈষ্ণবলোকে গমন কর।"

অত্যুৎকট দৈন্যবশতঃ ছন্নাবতারী সর্ব্বজ্ঞ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরহরি আজ অসর্ব্বজ্ঞ সাধারণ জীববৎ ব্যবহার করিলেও তদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ সাক্ষাৎ শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার (শ্রীগৌরসুন্দরের) সকল লীলারহস্যই সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত আছেন। তাই তিনি আজ বৃন্দাবন-গমনোদ্যত প্রেমোন্মত্ত মহাপ্রভুকে লইয়া আসিয়াছেন শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতভবনে মাতৃমুখে তাঁহার সন্ন্যাসলীলার অবস্থিতিস্থান-নির্দ্দেশ শুনাইবার জন্য।

"শ্রীচৈতন্য সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ—রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম॥"
—চৈঃ চঃ আ ৫।১৫৬

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতভবনে শুভবিজয়ের দ্বিতীয় দিবস প্রাতে শ্রীল চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন শ্রীশচীমাতাকে দোলায় চড়াইয়া শ্রীঅদ্বৈতভবনে লইয়া আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিলেন—"শ্রীবাস, রামাই, বিদ্যানিধি, গদাধর। গঙ্গাদাস, বক্রেশ্বর, মুরারি, শুক্লাম্বর॥ বুদ্ধিমন্ত খান, নন্দন, শ্রীধর, বিজয়। বাসুদেব, দামোদর, মুকুন্দ, সঞ্জয়॥" প্রভৃতি অসংখ্য নবদ্বীপবাসি ভক্তবৃন্দ। মহাপ্রভুর দর্শনলাভার্থ সকলেই সমুৎকণ্ঠিত। মহাপ্রভু বিরহবিধুরা শচীমাতাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে জগন্মাতা শচীদেবী তাঁহার সন্ন্যাসিপুত্র নিমাইকে কোলে করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পুত্রের চাঁচর চিকুর কেশের অদর্শনে মা বড়ই বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন—"অঙ্গ মুছে, মুখ চুম্বে, করে নিরীক্ষণ। দেখিতে না পায় অশ্রু ভরিল নয়ন।" মা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিলেন—

" * * বাছারে নিমাঞি। বিশ্বরূপসম না করিহ নিঠুরাই। সন্ন্যাসী হইয়া পুনঃ না দিল দরশন। তুমি তৈছে কৈলে মোর হইবে মরণ॥" বাৎসল্যরসের আশ্রয়বিগ্রহ শচীমাতার কাতর ক্রন্দন শ্রবণে মাতৃভক্তশিরোমণি মহাপ্রভুও কাঁদিতে কাঁদিতে মাতৃদেবীকে আশ্বাস দিয়া কহিতে লাগিলেন—

"(কাঁদিয়া বলেন প্রভু,) শুন মোর আই।
তোমার শরীর এই, মোর কিছু নাই॥
তোমার পালিত দেহ, জন্ম তোমা হৈতে।
কোটি জন্মে তোমার ঋণ না পারি শোধিতে॥
জানি' বা না জানি' যদি করিলুঁ সন্ন্যাস।
তথাপি তোমারে কভু নহিব উদাস॥
তুমি যাঁহা কহ, আমি তাঁহাই রহিব।
তুমি যেই আজ্ঞা কর সেই ত' করিব॥"
—চৈঃ চঃ ম ৩।১৪৫-১৪৮

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীশচীমাতাকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেলে মহাপ্রভু একে একে সকল ভক্তের মুখ পানে চাহিয়া প্রেমালিঙ্গন দিলেন। মহাপ্রভুর দর্শনলাভের জন্য শ্রীঅদ্বৈতভবন লোকে লোকারণ্য। মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীআচার্য্য অত্যদ্ভুত ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া সকলকেই আশ্রয় দিতেছেন—"সবাকারে বাসা দিল, ভক্ষ্য অন্নপান। বহুদিন আচার্য্য গোসাঞি কৈল সমাধান॥" প্রায় পক্ষকাল মহাপ্রভু অদ্বৈতগৃহে অবস্থান করেন। শ্রীবাসাদি বিপ্রভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ভিক্ষা দিতে চাহিলে শচীমাতা তাঁহাদের সকলের নিকটই সকাতরে ভিক্ষাপ্রার্থিনী হইয়া কহিলেন—"যে কয়দিন আমার নিমাই এখানে থাকিবে, সে কয়দিন আমিই তাহাকে ভিক্ষা দিব, তোমরা সকলে মিলিয়া আমার এই মনোবাসনাটি পূরণ কর। তোমাদের সহিত তাহার অন্যত্র অনেক সময়ে মিলন হইতে পারে, কিন্তু অভাগিনী আমার ভাগ্যে আর কবে তাহার সহিত এইরূপ মিলন হইবে, তাহার ত' কোনই স্থিরতা নাই।" মাতার কাতর ক্রন্দনে সকলেরই হৃদয় অত্যন্ত বিগলিত হইল, সকলেই মাতৃদেবীকে প্রণাম করিয়া একবাক্যে কহিলেন—'মাতঃ, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার সন্ন্যাসী পুত্রের ভিক্ষার ব্যবস্থা কর।"

এদিকে মায়ের অত্যন্ত ব্যাকুলতা দেখিয়া ভক্তবৎসল ভক্তপ্রেমবশ্য ভগবান্ মাতৃবাঞ্ছা পূরণার্থ ভক্তগণকে একত্র করিয়া কহিতে লাগিলেন — "তোমাদিগের কোন অনুমতি না লইয়াই আমি বৃন্দাবনগমনোদ্যত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু যাইতে পারিলাম না, নানা বিঘ্ন আসিয়া আমাকে নিবৃত্ত করাইল। যদিও সহসা আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি, তথাপি

যতদিন আমি প্রকট থাকিব, ততদিন তোমাদের প্রতি আমি কদাপি উদাসীন হইব না এবং আমার মাতৃ-দেবীকেও ছাড়িতে পারিব না। তবে তোমরা সকলেই বিচার করিয়া দেখ—সন্ন্যাস গ্রহণের পর আত্মীয়স্বজন লইয়া নিজ জন্মস্থানে থাকা কখনই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে। 'অমুক ব্যক্তি সন্ন্যাসধর্ম্ম লইয়া আবার বান্তাশী হইয়া আত্মীয় কুটুম্ব সহ গৃহে অবস্থান করিতেছে'--ইহা বলিয়া লোকে আমাকে যেন নিন্দা না করে, আবার পুত্রবিরহ-বিধুরা মাতৃদেবীর প্রতিও একেবারে উদাসীন না হইতে হয়,—এই দুই ধর্ম্মই যাহাতে বজায় থাকে, এই প্রকার যুক্তি তোমরা সকলে আমাকে পরামর্শ দাও।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধুর বাক্য শ্রবণে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভু ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ শ্রীশচীমাতার নিকট গমন করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীমুখের সকল কথা তাঁহাকে জানাইলে জগন্মাতা শচীদেবী কহিতে লাগিলেন—

"তেঁহো যদি ইঁহা রহে, তবে মোর সুখ।
তাঁর নিন্দা হয় যদি, তবে মোর দুঃখ ॥
তাতে এই যুক্তি ভাল, মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য্য হয় ॥
নীলাচলে নবদ্বীপে যেন দুই ঘর।
লোকগতাগতিবার্ত্তা পাব নিরন্তর ॥
তুমি সব করিতে পার গমনাগমন।
গঙ্গাস্নানে কভু তাঁর হবে আগমন ॥
আপনার দুঃখ সুখ তাহা নাহি গণি।
তাঁর যেই সুখ, তাহা নিজ সুখ মানি ॥"

—চৈঃ চঃ ম ৩।১৮১-১৮৫

ভক্তগণ মাতৃদেবীর এই সুন্দর যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে স্তুতি করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন—'বেদ-আজ্ঞা যৈছে, মাতা, তোমার বচন ॥' ভক্তগণ মহাপ্রভুর নিকট ছুটিয়া গিয়া মাতৃ-দেবীর এই বাক্য নিবেদন করিলে মহাপ্রভু খুবই আনন্দ লাভ করিলেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুরই প্রেরণাক্রমে শচীমাতার হৃদয়ে ত' এই যুক্তি স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে, নীলাচলে স্বীয় লীলাগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিবার জন্যই ত' মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণাভিনয়ে গৃহত্যাগলীলা। আর ঐ সন্ন্যাস বাহ্যতঃ একদণ্ড-গ্রহণানুকরণ হইলেও ত্রিদণ্ডিভিক্ষুগীতির আবৃত্তিক্রমে 'সেই বেষ কৈল' ইত্যাদি বাক্য কীর্ত্তনদ্বারা তিনি যে, ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসবেষই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। আবার নীলাচলগমনপথে পথি-মধ্যে তদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ তন্মনোঽভীষ্টাভিজ্ঞ, সুতরাং তাঁহার শেষলীলারহস্যবিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানবান্ শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার একদণ্ডকে তিনখণ্ডে বিভক্ত করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ত্রিদণ্ডিভিক্ষুবাক্যোচ্চারণ-তাৎ-পর্য্যকে আরও পরিস্ফুট করিয়াছেন। মাতৃমুখমাধ্যমে মহাপ্রভুই স্বয়ং তাঁহার মনোগতভাব ব্যক্ত করিয়া নীলা-চলে আসিয়া কাশীমিশ্রভবন গম্ভীরায় অবস্থান করতঃ শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত হইয়া ব্রজমাধুরী আস্বাদনাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। দীর্ঘবিরহান্তে কুরুক্ষেত্রে রাজ-বেষী কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া যেমন রাধারাণী সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, তাঁহার অন্তরে যেমন কেবল 'কৃষ্ণ লইয়া ব্রজে যাই' এই ভাবটিই জাগিয়া উঠিয়াছে, আজ নীলাচল হইতে সুন্দরাচল গুণ্ডিচাগামী শ্রীজগন্নাথ-দেবের রথকেও মহাপ্রভু সেইভাবে দর্শন করিতেছেন। নীলাচল যেন কুরুক্ষেত্র, সুন্দরাচল গুণ্ডিচা মন্দির যেন সাক্ষাৎ বৃন্দাবন, শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত মহাপ্রভুও সেইভাবে ভাবিত হইয়া কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে লইয়া যাই-তেছেন—এইভাবেই ভরপুর—আত্মহারা। রথযাত্রাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই ভাবে দর্শন-লীলা গজপতি মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের সহিত মিলন-সময় হইতেই প্রকটিত। গৌরগতপ্রাণ গৌরভক্তবৃন্দ শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাকে ঐ ভাবানুসরণে দর্শন এবং শ্রীজগন্নাথকেও শ্রীমন্মহা-প্রভুর ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে দর্শনানুসরণ-প্রয়াসেই তাঁহারা পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ রসাস্বাদনক্ষেত্রকেই গৌড়ীয়ভক্তগণ তাঁহাদের পরম-প্রিয় ভজন-স্থান বলিয়া জ্ঞান করেন। আর আমাদের ত' সাক্ষাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাবক্ষেত্র বলিয়া এস্থান জীবাতুস্বরূপ। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা পরমপূজনীয় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ পরমারাধ্য প্রভুপাদের সেই আবির্ভাব পীঠে অভ্রভেদী মন্দির ও নাট্যমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া এস্থানের মহিমা পরমোজ্জ্বল করিয়াছেন। তাই আজ পরমারাধ্য প্রভুপাদের শিষ্য-শিষ্যানুশিষ্যবর্গ তাঁহার নিকট চিরঋণী—চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১১০ পৃষ্ঠার পর]

(১২)

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ

স্বপ্ন দেখিয়া পূজারী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উঠিলেন। স্নানান্তে কপাট খুলিয়া দেখিলেন, ঠাকুরের বসনের আঁচলে ঢাকা একটী ক্ষীর। সেই ক্ষীর লইয়া মাধবপুরীর অন্বেষণে পূজারী হাটে হাটে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে এই বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন—

"ক্ষীর লহ এই, যাঁর নাম মাধবপুরী।
তোমা লাগি' গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরী ॥
ক্ষীর লঞা সুখে তুমি করহ ভক্ষণে।
তোমা সম ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে ॥"

ইহা শুনিয়া মাধবেন্দ্র পুরী নিজের পরিচয় দিলেন। পূজারী তাঁহাকে ক্ষীর দিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। পূজারী তাঁহার স্বপ্নাদেশের কথা মাধবেন্দ্র পুরীকে বলিলে তিনি শুনিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী ক্ষীর প্রসাদ প্রেমোৎফুল্ল হৃদয়ে সম্মান করিলেন এবং মৃৎপাত্রটি ধৌত করিয়া তাহাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া বহির্ব্বাসে বান্ধিয়া রাখিলেন। প্রতিদিন একটী করিয়া মাটীর টুক্‌রা গ্রহণ করেন ও প্রেমাবিষ্ট হন। প্রাতঃকাল হইলে জানাজানি হইবে, লোকের ভীড় হইবে, প্রতিষ্ঠা ভয়ে রাত্রিশেষেই শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ গোপীনাথকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া নীলাচলের দিকে প্রস্থান করিলেন। নীলাচলে আসিয়া শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিয়া প্রেমেতে বিহ্বল হইলেন। কিন্তু শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ পুরীতে পৌঁছিবার পুর্ব্বেই তাঁহার খ্যাতি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল, অগণিত লোক আসিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতে লাগিলেন। "প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত। যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা-নির্ম্মিত ॥ প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী রহে পলাঞা। কৃষ্ণপ্রেমে প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গড়াঞা ॥" শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের প্রতিষ্ঠাভয়ে পলাইবার ইচ্ছা হইলেও চন্দন লইতে হইবে এই সেবার বন্ধন থাকায় তথায় অবস্থান করিলেন। শ্রীজগন্নাথের সেবকগণকে ও ভক্ত মহান্তগণকে গোপালের বৃত্তান্ত বর্ণন করতঃ মলয়জ চন্দন সংগ্রহ করিয়া দিতে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। তন্মধ্যে যাঁহাদের রাজপুরুষদের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, তাঁহাদের মাধ্যমে মলয়জ চন্দন ও কর্পূর সংগ্রহ করিলেন। চন্দন বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য ভক্তগণ একজন বিপ্র ও একজন সেবককে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের সঙ্গে দিলেন এবং রাস্তায় যাহাতে কোনও অসুবিধা না হয় তজ্জন্য ঘাটী দানী ছাড়াইবার নিমিত্ত রাজসরকারের ছাড়পত্রও সঙ্গে দিলেন। পুরীপাদ চন্দন লইয়া ফিরিবার পথে পুনরায় রেমুণায় আসিয়া পৌঁছিলেন। শ্রীগোপীনাথ শ্রীবিগ্রহের অগ্রে বহুক্ষণ নৃত্যগীতমুখে প্রেমাবিষ্ট থাকিলেন এবং পূজারী প্রদত্ত ক্ষীরপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সেই দিন রাত্রিতে দেবালয়ে শয়ন করিলেন। রাত্রিতে পুনরায় গোপালের দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হইলেন—

"গোপাল আসিয়া কহে—শুনহ মাধব।
কর্পূর চন্দন আমি পাইলাম সব ॥
কর্পূর সহিত ঘষি এসব চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে সব করহ লেপন ॥
গোপীনাথ আমার সে একই অঙ্গ হয়।
ইঁহাকে চন্দন দিলে, আমার তাপ-ক্ষয় ॥
দ্বিধা না ভাবিহ, না করিহ কিছু মনে।
বিশ্বাস করি চন্দন দেহ আমার বচনে ॥"

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ স্বপ্নাদেশ পাইয়া গোপীনাথের সেবকগণকে ডাকাইলেন এবং গোপালের স্বপ্নাদেশের কথা জানাইলেন। গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ চন্দন পরিবেন শুনিয়া গোপীনাথের সেবকগণের আনন্দ হইল। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ তাঁহার সঙ্গের দুইজনকে চন্দন ঘর্ষণে নিয়োজিত করিলেন এবং তদ্ব্যতীত আরও দুইটী সেবককে নিয়োজিত করিলেন। যতদিন চন্দন শেষ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ গ্রীষ্মকালে গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন করান হইল। গ্রীষ্মকাল অন্তে চাতুর্ম্মাস্য আসিলে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ পুরীতে যাইয়া ব্রত পালন করিলেন।

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর অলৌকিক প্রেম পরাকাষ্ঠা-

রূপ আদর্শ এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ এতৎপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণবিরহ বা চিদ্‌বিপ্রলম্ভই জীবের একমাত্র সাধন। জড়বিরহোত্থ নির্ব্বেদ জড়েরই আসক্তি প্রকাশ করে, কিন্তু কৃষ্ণবিরহোত্থ নির্ব্বেদ কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এস্থলে মূল-মহাজন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের অপূর্ব্ব কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা কৃষ্ণসেবার্থী জীবের একমাত্র আদর্শ ও বিশেষ-ভাবে লক্ষিতব্য বিষয়—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় অন্তরঙ্গ শক্তিগণ পরে আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন।" পরমবিরক্ত সর্ব্বত্র উদাসীন শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের গোপালের সেবার জন্য কি প্রকার আগ্রহ, সহস্র মাইল বিপৎসঙ্কুল রাস্তা পদব্রজে আসিলেন, আবার মলয়জ চন্দন লইয়া গোপালের জন্য দীর্ঘ পথ পদব্রজে প্রত্যা-বর্ত্তনের আগ্রহ, যাহা দেখিয়া গোপালের দয়া হইল।

"এই তাঁর গাঢ়প্রেমা লোকে দেখাইতে।
গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে॥
বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুণা আনিল।
আনন্দ বাড়িল মনে দুঃখ না গণিল॥
পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈল আজ্ঞা দান।
পরীক্ষা করিয়া শেষে হৈল দয়াবান্॥"

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ মথুরার সনোড়িয়া বিপ্রকে কৃপা করিয়া প্রেমপ্রদান-লীলা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বৈষ্ণব জানিয়া তাঁহার হস্তে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা তিনি দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্মের মর্য্যাদা সংস্থাপন-করিয়া গিয়াছেন। [পশ্চিমদেশে বৈশ্যগণ কয়েকভাগে বিভক্ত—আগরওয়ালা, কানওয়াড়, সানোয়াড় ইত্যাদি। তন্মধ্যে আগরওয়ালাই অতিশুদ্ধ ; কানওয়াড়, সানোয়াড় প্রভৃতি শ্রেণী নিজ নিজ কার্য্যদোষে পতিত। কানওয়াড় ও সানোয়াড়দিগকে যাঁহারা যাজন করেন, তাঁহাদিগকে 'সানোড়িয়া ব্রাহ্মণ' ইত্যাদি বলে। 'সানোয়াড়' শব্দে সুবর্ণবণিক, তাঁহাদের যাজক-ব্রাহ্মণেরাই সানোড়িয়াবর্ণ-ব্রাহ্মণ। যাজনদোষে পতিত হওয়ায় সেই ব্রাহ্মণদিগের গৃহে সন্ন্যাসিগণ ভোজন করেন না।—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ] শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের কৃপাপ্রাপ্ত জানিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশী হইতে প্রয়াগের পথে মথুরায় উপস্থিত হইলে সনোড়িয়া বিপ্রের নিকট ভিক্ষা গ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে গুরুবুদ্ধি করিয়া তদুচিত মর্য্যাদা প্রদর্শনও করিয়াছিলেন। "প্রভু কহে—তুমি গুরু, আমি 'শিষ্য'-প্রায়। গুরু হঞা শিষ্যে নমস্কার না যুয়ায়॥"

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের পূত জীবন চরিত্রে আরও একটী লীলাবৈশিষ্ট্য আমরা দেখিতে পাই। শ্রীরামচন্দ্র পুরী ও শ্রীঈশ্বর পুরী উভয়েই শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন। কিন্তু গুর্ব্ববজ্ঞাফলে রামচন্দ্র পুরী গুরুকৃপা হইতে বঞ্চিত হইলেন, ঐকান্তিকী গুরুভক্তির দ্বারা ঈশ্বর পুরীপাদ কৃষ্ণপ্রেমপরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। রামচন্দ্র পুরী গুরুদেবের বিপ্রলম্ভরসের সর্ব্বোত্তমতা ও চমৎকারিতা তাঁহার আধ্যক্ষিক বুদ্ধির দ্বারা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞান-উপদেশ-প্রদানরূপ ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। মাধবেন্দ্র পুরীপাদ তাঁহাকে ক্রোধভরে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এতবড় প্রেমিক ভক্ত হইয়াও গুর্ব্বপরাধীর প্রতি শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ ক্রোধ প্রকাশ ও তীব্র ভর্ৎসনাময় শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

" শুনি মাধবেন্দ্র মনে ক্রোধ উপজিল।
দূর, দূর, পাপিষ্ঠ বলি' ভর্ৎসনা করিল॥
কৃষ্ণকৃপা না পাইনু, না পাইনু মথুরা।
আপন দুঃখে মরোঁ—এই দিতে আইল জ্বালা॥
মোরে মুখ না দেখাবি তুই, যাও যথি-তথি।
তোরে দেখি' মৈলে মোর হবে অসদ্‌গতি॥
কৃষ্ণ না পাইনু—মরোঁ আপনার দুঃখে।
মোরে 'ব্রহ্ম' উপদেশে এই ছার মূর্খে॥
এই যে মাধবেন্দ্রপাদ উপেক্ষা করিল।
সেই অপরাধে ইঁহার বাসনা জন্মিল॥
শুষ্ক-ব্রহ্মজ্ঞানী, নাহি কৃষ্ণের সম্বন্ধ।
সর্ব্বলোকের নিন্দা করে, নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ॥"

'শ্রীরামচন্দ্রপুরী স্বীয় গুরু শ্রীমাধবেন্দ্রকে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহকাতর দেখিয়াও তাঁহার অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভস্ফূর্ত্তি বুঝিতে অসমর্থ হইয়া লৌকিক বিচারক্রমে মর্ত্ত্যজ্ঞানে প্রাকৃত-অভাবজন্য শোককাতর জানিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অনুভূতি করাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তাহাতে মাধবেন্দ্র পুরী শিষ্যের মূর্খতা ও গুর্ব্ববজ্ঞা উপলব্ধি করিয়া তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা হইতে বিরত হইলেন এবং তাহাকে ত্যাগ করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

পক্ষান্তরে শ্রীঈশ্বর পুরীপাদ বাণী ও বপু —দুই

সেবাই ঐকান্তিকতার সহিত করিয়া গুরুপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীল গুরুদেবের পাদপদ্মসেবা, এমনকি স্বহস্তে মলমূত্রাদি পর্য্যন্ত মার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করাইয়া গুরুদেবের সন্তোষ বিধান করিয়াছিলেন।

"ঈশ্বরপুরী করেন শ্রীপাদ সেবন।
স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জ্জন॥

নিরন্তর কৃষ্ণনাম করায় স্মরণ।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ॥

তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
বর দিলা—'কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন॥

সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী—প্রেমের সাগর।
রামচন্দ্রপুরী হৈল সর্ব্বনিন্দাকর॥

মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের সাক্ষী দুইজনে।
এই দুইদ্বারে শিখাইলা জগজনে॥

জগদ্‌গুরু মাধবেন্দ্র করি' প্রেম দান।
এই শ্লোক পড়ি' তেহোঁ করিলা অন্তর্দ্ধান॥

—চৈঃ চঃ অ ৮।২৬-৩১

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥ (পদ্যাবলী)

"ওহে দীনদয়ার্দ্র নাথ! ওহে মথুরানাথ! কবে তোমাকে দর্শন করিব! তোমার দর্শনাভাবে আমার কাতর হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে! হে দয়িত, আমি এখন কি করিব?"

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্লোক পাঠ করিয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়াছিলেন। নিত্যানন্দপ্রভু তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছিলেন।

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ ফাল্গুন মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে তিরোধানলীলা করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মস্তুতি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১০৮ পৃষ্ঠার পর]

যস্য কুক্ষাবিদং সর্ব্বং সাত্মং ভাতি যথা তথা।
তৎ ত্বয্যপীহ তৎ সর্ব্বং কিমিদং মায়য়া বিনা॥১৭॥

অনুবাদ — (হে ভগবন্,) আপনার কুক্ষিমধ্যে আপনার সহিত এই সমগ্র জগৎ যেরূপ প্রকাশ পাইতেছে, বাহিরেও সেইরূপ প্রকাশ পাইতেছে—ইহা আপনার মায়া অর্থাৎ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য বিনা আর কি হইতে পারে? (উহাকে বাহ্য জগতের প্রতিবিম্ব বলা যাইতে পারে না, কেন না প্রতিবিম্ব হইলে বিপরীতভাবে দৃষ্ট হইত এবং দর্পণে যেরূপ দর্শন প্রতিবিম্বিত হয় না সেইরূপ আদর্শ স্থানীয় আপনাতে আপনার প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হইত না—ইহাই তাৎপর্য্য॥১৭॥

বিশ্বনাথ টীকা—কুক্ষিস্থ বহিঃস্থয়োর্জগতোরনয়োঃ সর্ব্বথৈবাভেদাদৈক্যম্ ঐক্যাদেব কুক্ষিস্থস্য মায়িকত্বমবধারিতমিত্যাহ—যস্য তব কুক্ষৌ ইদং বিশ্বং যথা ভাতি তথৈব ইহ বহিরপি স্থিতং বিশ্বং ভাতি। ননু বহিঃস্থিতস্য বিশ্বস্য কুক্ষৌ প্রতিবিম্ব এবায়ং তত্রাহ—সাত্মং তৎসহিতমেব। নহি দর্পণে দর্পণো দৃশ্যতে ইতি ভাবঃ। তেন বহিস্থিতং মায়িকমেব বিশ্বং তৎকুক্ষৌ দৃষ্টম্। ত্বয়ীতি, যথা কুক্ষিস্থং বিশ্বং ত্বদধিকরণকং তথা বহিঃস্থমপি বিশ্বং ত্বদধিকরণ কমিত্যর্থঃ। ততস্মাদ্বৈলক্ষণ্যগন্ধস্যাপ্যভাবাৎ ইদং জঠরগতং বিশ্বং কিং মায়য়া বিনা অপিতু মায়িকমেব। অত্র ত্বজ্জনন্যনুভবো মদনুভবশ্চ প্রমাণমতো মায়িক জগন্মধ্যবর্ত্যহং ত্বৎকুক্ষিগতএব ভবামীতি মুহুর্বিজ্ঞাপ্যসে উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্যেত্যাদ্যতঃ ক্ষমস্বেতি ভাবঃ।

টীকার ব্যাখ্যা—কুক্ষিতে স্থিত ও বাহিরে স্থিত এই দুই জগৎ অভিন্ন, এই কারণেই উভয় জগতের ঐক্য, ঐক্যহেতুই কুক্ষিস্থিত জগতের মায়িকত্ব নিশ্চিত হইল। ইহা বলিতেছেন যে আপনার উদরে (কুক্ষৌ) **'এই'** জগৎ যেইরূপ প্রতীত হইতেছে, সেইরূপই

'ইহ' বাহিরেও স্থিত জগৎ প্রতীত হইতেছে। 'বাহিরে স্থিত বিশ্বের উদরে প্রতিবিম্বই এই বিশ্ব ? তাহাতে বলিতেছেন 'সাত্মং' আপনার সহিতই 'দর্পণে দর্পণ দৃষ্ট হয় না' এই ভাব। সেই হেতু বহিঃস্থিত মায়িক বিশ্বই আপনার উদরে দৃষ্ট হইয়াছিল। 'ত্বয়ি' ইতি। যেরূপ কুক্ষিস্থিত বিশ্বের অধিকরণ আপনি সেইরূপ বহিঃস্থিত বিশ্বেরও আপনি অধিকরণ, এই অর্থ। 'তৎ' সেই হেতু বৈলক্ষণ্যের ভেদেরও অভাবহেতু, 'ইদং' জঠরগত বিশ্ব কি 'মায়য়াবিনা' (মায়াব্যতীত) ? না, মায়িকই। এ বিষয়ে আপনার জননীর অনুভব এবং আমার অনুভব প্রমাণ। এই হেতু মায়িক জগতের মধ্যবর্ত্তী আমি আপনার কুক্ষিগতই হইতেছি, ইহা বার বার আপনাকে জানাইতেছি—'উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্য' গর্ভগত শিশুর পদযুগলের ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ ইত্যাদি। অতএব ক্ষমা করুন, এই ভাব ॥ ১৭ ॥

অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিং মম ন তে মায়াত্বমাদর্শিত-
মেকোঽসি প্রথমং ততো ব্রজসুহৃৎবৎসাঃ সমস্তা অপি।
তাবন্তোঽপি চতুর্ভুজাস্তদখিলৈঃ সাকং ময়োপাসিতা-
স্তাবন্ত্যেব জগন্ত্যভূস্তদমিতং ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্। আপনি কি কেবল জননী-কেই ঐরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন, পরন্তু আপনাব্যতীত এই জগতেরও অচিন্ত্যশক্তিভূতত্ব অদ্য আমাকেও কি প্রদর্শন করেন নাই ? যেহেতু প্রথমে আমি একমাত্র আপনাকে দর্শন করিলাম, পরে আপনি ব্রজবালক ও গোবৎস-রূপে পরিদৃষ্ট হইলেন। অতঃপর আমার সহিত নিখিল তত্ত্ব-কর্ত্তৃক উপাসিত তাবৎ সংখ্যক চতুর্ভুজ গোপবালক ও বৎসরূপে এবং তাবৎ সংখ্যক ব্রহ্মাণ্ডরূপে দৃষ্ট হইলেন। এখন আবার অপরিচ্ছিন্ন অদ্বয়-ব্রহ্মরূপে অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ টীকা—কিঞ্চ ত্বৎকুক্ষিগতং জগৎবহিঃষ্ঠং তবাদিপুরুষস্য রোমকূপগতং চ জগৎসহস্রং সর্ব্বং মায়োপাদনকত্বাৎ মায়িকমেবেত্যেতাবৎকালপর্য্যন্তং ময়া অবধারিতমেব। কিন্তু অতর্ক্যমহামহৈশ্বর্য্যস্য তব ত্বদীয়স্বরূপশক্ত্যাত্মকং চিন্ময়মপি জগৎ সহস্রমস্তীত্যদৈবানুভূতমিত্যাহ—অদ্যৈবাস্য মঞ্জুমহিমনি মদ্দৃষ্টস্য জগৎসহস্রস্য কিং ত্বদৃতে জগৎসহস্রসম্বন্ধি কিং বস্তু ত্বদ্বিনাভূতম্ অপিতু সর্ব্বমেব ত্বৎস্বরূপভূতমেবেত্যর্থঃ। অতএব মম মাং প্রতি তে ত্বয়া অস্য ন মায়াত্বম্ আদর্শিতং কিন্তু চিন্ময়ত্বমেব দর্শিতমিতি ভাবঃ। কুত ইত্যত আহ—একোঽসীতি। প্রথমমেকস্ত্বমসি। ততঃ স্বরূপশক্ত্যৈব ব্রজসুহৃদো বালাঃ বৎসাঃ সমস্তা অপি ত্বমেবাভূঃ। ততো যোগমায়য়ৈব তানাচ্ছাদ্য প্রকাশিতাঃ স্বরূপশক্তিময়াশ্চতুর্ভুজাস্ত্বমভূঃ। কীদৃশাঃ অখিলৈরাত্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তৈশ্চিন্ময়ৈরেব ময়া মাদৃশেন ব্রহ্মণাপি চিন্ময়েনৈবোপাসিতাস্ততশ্চ তাবন্ত্যেব জগন্তি চিন্ময়ব্রহ্মাণ্ডান্যভূস্ততো যোগমায়য়ৈব তদিচ্ছয়া তান্ সর্ব্বানাচ্ছাদ্য প্রকাশিতমপরিমিতসৌন্দর্য্যমনুপমং বা ব্রহ্মপূর্ণমদ্বয়মেকং শিষ্যতে। সম্প্রত্যপি মদ্ভাগ্যাৎ যোগমায়য়া মদ্দৃষ্টীঃ প্রত্যনাবৃতমেব ভবান্ বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। অত্র ত্বমভূস্ত্বমভূরিতি নির্দ্দেশেন ব্রজসুহৃদাদীনাং জগদন্তানাং ভগবতা মায়াশক্তিং বিনৈবাবির্ভাবিতত্বাচ্চিন্ময়ত্বমবধারণীয়ং, মায়য়া অভূরিত্যনুক্তেঃ ত্বদৃতে কিমিত্যুক্তেশ্চ জগতাস্তু সুতরামেব ॥ ১৮ ॥

টীকার ব্যাখ্যা—"আপনার কুক্ষিগত জগৎ, বহিঃস্থিত আদিপুরুষ আপনার রোমকূপগত সহস্র জগৎ, সকলের উপাদান মায়া, এই কারণে মায়িকই' ইহা এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত আমি নিশ্চয় করিয়াছিই। কিন্তু আপনার মহা ঐশ্বর্য্য অতর্ক্য (তর্কের যোগ্য বিষয় নহে), আপনার স্বরূপশক্তি প্রবৃত্ত চিন্ময় ও সহস্র জগৎ আছে, ইহা অদ্যই অনুভব করিয়াছি, ইহা বলিতেছেন। 'অদ্যৈব' আজই মধুর মহিমা প্রকটকারী আপনাতে 'অস্য' আমার কর্ত্তৃক দৃষ্ট, জগৎসহস্রের, 'কিং ত্বদৃতে' জগৎসহস্র সম্বন্ধি কোন বস্তু আপনা হইতে ভিন্ন, কিন্তু সকলেই আপনার স্বরূপভূতই, এই অর্থ। অতএব 'মম' আমার প্রতি, 'তে' আপনাকর্ত্তৃক, এই জগতের 'মায়াত্বং (মায়িকত্ব) 'ন আদর্শিতং' আদর্শিত হয় নাই, কিন্তু চিন্ময়ত্বই দর্শিত হইয়াছে, এই ভাব। কি হেতু ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'একোঽসি' ইতি। প্রথমে এক আপনি আছেন, 'ততঃ' (অনন্তর) 'ব্রজসুহৃৎ' ব্রজের সখা বালকগণ, 'বৎসাঃ' বৎসগণও 'সমস্তা অপি' সকলেই আপনিই 'অভূঃ' হইয়াছেন। অনন্তর যোগমায়াকর্ত্তৃকই তাঁহাদিগকে আচ্ছাদন পূর্ব্বক প্রকাশিত স্বরূপশক্তিময় চতুর্ভুজ সকল আপনিই হইলেন। কিরূপ ? 'অখিলৈঃ' আব্রহ্মস্তম্ব (গুল্ম) পর্য্যন্ত, সকল চিন্ময়ই, 'ময়া' আমার মত চিন্ময়ই ব্রহ্মার কর্ত্তৃকও উপাসিত

হইতেছেন। তাহার পর চিন্ময় 'তাবন্তি' (সেই পরিমাণ) 'জগৎ' ব্রহ্মাণ্ড হইলেন। 'তৎ' তাহার পর যোগমায়া-কর্তৃকই আপনার ইচ্ছানুসারে সেই সকল আচ্ছাদন পূর্ব্বক প্রকাশিত, অপরিমিত সৌন্দর্য্য অথবা অনুপম, 'অদ্বয়' এক 'ব্রহ্ম' পূর্ণ, শিষ্যতে (শেষে বর্ত্তমান আছেন)। 'সম্প্রতিও আমার ভাগ্যবশতঃ যোগমায়া কর্ত্তৃক আমার চক্ষু সকল অনাবৃতই, আপনি বর্ত্তমান আছেন' এই অর্থ। এই পদ্যে 'ত্বমভূঃ' 'ত্বম্ অভূঃ' (আপনি হইলেন) এইরূপ নির্দ্দেশের দ্বারা 'ভগবান্ ব্রজসুহৃৎ আদি জগৎ অন্ত, সকলকে মায়াশক্তি ভিন্নই আবির্ভূত করাইয়াছিলেন, এই কারণে এই সকল চিন্ময়ই' ইহা নিশ্চয়ই করিতে হইবে। যেহেতু 'মায়য়া অভূঃ' মায়াশক্তি দ্বারা হইয়াছেন, ইহা বলে নাই এবং 'ত্বদৃতে কিং' আপনা ভিন্ন কোন বস্তু? ইহা বলিয়াছেন। সেইহেতু জগৎসমূহের চিন্ময়ত্ব সুতরাংই।

(ক্রমশঃ)

"প্রেমময় গৌরহরির অলৌকিক প্রেম"

[শ্রীউমা গোস্বামী (ভট্টাচার্য্য)]

প্রেমময় ঠাকুরের, একদিন শৈশবের,
ঘটেছিল এক বিস্ময়কর ঘটনা!
সেই কথা স্মরি আমি, গৌর পাদ-পদ্মে নমি,
সংক্ষেপে করিতে চাই তাহা বর্ণনা ॥
শচীমাতা গোরাচাঁদে, সাজাতেন নানাছাঁদে,
নব নব বস্ত্র আর অলঙ্কার দিয়া।
সর্ব্বদাই ব্যস্ত হ'য়ে, দুরন্ত শিশুরে ল'য়ে,
মাতা তাঁরে রাখিতেন সদা আগুলিয়া ॥
নগরের দুই চোর, ঘুরিত তাঁদের দোর,
অলঙ্কার হরিতে সদা ছিল সচেষ্ট।
একদিন কৃপাকরি, ধরা দিয়া গৌরহরি,
লাঘব করিলেন তাঁদের সকল কষ্ট ॥
একজন বলে সোনা, একটুও কাঁদবেনা,
সন্দেশ তোমায় দেব যতখুশী খাবে।
আরজন কোলে তুলি, ত্বরা নিয়ে যায় চলি,
পলায়ন করে তারা আপন গন্তব্যে ॥
লয়ে গিয়ে একস্থানে, কিছুদূর ছোট বনে,
অনুভবে হৃদয়েতে প্রেম অনুভূতি।
যে উদ্দেশ্যে এত শ্রম, হয়ে গেল তাহা ভ্রম,
কার্য্যকালে রহিলনা হরণের শক্তি ॥
অপরূপ মুখশশী, মৃদু হাস্য মহা খুশী,
দেখিয়া আনন্দে প্রাণ হয় আত্মহারা।
কিযে যাদু ছিল চোখে, বারবার তাহা দেখে,
আবেশে হৃদয় যেন হয় মাতোয়ারা ॥
ঘোরাঘুরি করে শেষে, উপনীত অবশেষে,
যথা হ'তে লয়েছিল শিশু নিমাই'রে।
সহসা সম্বিৎ ফিরে, ঘটনা স্তম্ভিত করে,
সানন্দে শিশুরে রাখি পলায়ন করে ॥
দ্রুতপদে গৃহে ফিরে, পিতামাতা আসি ঘিরে,
জিজ্ঞাসা করেন তাঁরা, "কোথাছিলে তুমি?"
সহাস্য বদনে গোরা, উত্তর দিলেন ত্বরা,
"নদীতীরে নানা খেলা খেলিলাম আমি ॥"

আগরতলায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ধর্ম্মানুষ্ঠান

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে গত ১৪ আষাঢ়, ২৯ জুন শুক্রবার হইতে ২৩ আষাঢ়, ৮ জুলাই রবিবার পর্য্যন্ত দশদিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

মেলাঘরনিবাসী শ্রীবিরাজমোহন সাহার মুখ্য আনুকূল্যে এবং স্থানীয় ভক্তগণের সহায়তায় নবনির্ম্মিত শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরটী রমণীয়ভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন—যাহা দর্শনমাত্রেই দর্শনার্থীর হৃদয় প্রফুল্ল হয়। ১৪ আষাঢ়, ২৯ জুন শুক্রবার প্রাতে স্থানীয় ভক্তগণ পরমোৎসাহের সহিত শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন সেবা সম্পাদন করেন। মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন। পরদিবস অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় শ্রীজগন্নাথমন্দির হইতে শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথদেব মঠাশ্রিত ভক্তগণকে সেবা-সৌভাগ্য প্রদান করতঃ সুরম্য ও সুসজ্জিত রথে সংকীর্ত্তন ও বাদ্যাদিসহ শুভবিজয় করেন—এই পূত অনুষ্ঠানকে পাণ্ডুবিজয় মহোৎসব বলে। শ্রীমঠে পাণ্ডুবিজয় দর্শনের জন্য অসংখ্য নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। রথে শ্রীবিগ্রহগণের যথাবিহিত আরতি সম্পাদিত হওয়ার পর ভক্তগণ সংকীর্ত্তন ও বিচিত্র বাদ্যাদিসহ রথাকর্ষণ আরম্ভ করেন। ভীড় নিয়ন্ত্রণ ও রথাকর্ষণের সহায়তার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যসরকার প্রচুর পুলিশ নিয়োগ করিয়াছিলেন। রথযাত্রা নির্ব্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে যাহাতে সম্পাদিত হয় তজ্জন্য রাজ্যপুলিশগণ আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা ও পরিশ্রম করেন, তাঁহারা তজ্জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। অনুকূল আবহাওয়ায় শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিক্রমা করতঃ শ্রীজগন্নাথবাড়ীতে আসিয়া উপনীত হইলে আরাত্রিকান্তে শ্রীবিগ্রহগণ পুনঃ ভক্তগণের সেবা গ্রহণ করতঃ মহাসংকীর্ত্তনমুখে শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে শুভবিজয় করেন। এইবার নবনির্ম্মিত গুণ্ডিচামন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের দর্শন অপূর্ব্ব হইয়াছিল।

এইবারও শুনিলাম কতকগুলি দুষ্টপ্রকৃতির ব্যক্তি এই মহানন্দময় পবিত্র অনুষ্ঠানকে কলুষিত করিবার অভিপ্রায়ে ভক্ত ও ভগবানের উদ্দেশ্যে সূচ ঢুকাইয়া কলা ও প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিল। বিধর্ম্মী ব্যতীত সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীর আরাধ্যদেবকে ও তাঁহার ভক্তগণকে আঘাত করিবার এই প্রকার ঘৃণিত জঘন্য প্রচেষ্টা আর কাহারও হইতে পারে না। অপরকে দুঃখ দিয়া যে আনন্দ, উহা একপ্রকার ঘৃণিত পৈশাচিক আনন্দ। ভক্তগণ যখন ফলাদি ভগবানের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করেন, সেই সুযোগে নরাধম ব্যক্তিগণ ঐ জাতীয় জঘন্য কার্য্য করিবার সুযোগ পায়। এইজন্যই ভক্তগণকে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করা হইতেছে অবিচারিতভাবে ফলাদি নিক্ষেপণকার্য্যরূপ প্রচলিত পন্থা বন্ধ করুন, তাহা হইলে দুষ্ট প্রকৃতির ব্যক্তিগুলি ঐ জাতীয় ভক্তিবিরোধী কার্য্য করিতে সাহস পাইবে না, করিতে গেলেও ধরা পড়িবে। আমাদের বন্ধুপ্রবর শ্রীশৈলেন সাহার উপরে একটী কাঁঠাল নিক্ষিপ্ত হইলে তিনি আহত হন। আঘাত গুরুতর না হওয়ায় কএকদিন চিকিৎসার পর তিনি সুস্থ হইয়া উঠেন। যাঁহারা এই জাতীয় কার্য্য করেন, মানবিকতার দিক দিয়াও তাঁহাদের উহা চিন্তা করা উচিত। এই জাতীয় কার্য্যের প্রেরণার দ্বারা সমাজকে তাঁহারা কোন্ রসাতলে লইয়া যাইতেছেন, তাহা ধীরভাবে চিন্তনীয়, নতুবা তাঁহারাই একদিন নিজেরাই নিজেদের পাপে দগ্ধীভূত হইবেন।

আগরতলা মঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ এবং তত্রস্থ স্থানীয় ভক্তগণের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ পুরী মঠের বিশেষ অনুষ্ঠানের পরই শ্রীমঠের সহকারী-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ সহ ৪ঠা জুলাই কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ পরদিন

প্রাতে বিমানযোগে আগরতলা বিমানবন্দরে শুভ-পদার্পণ করিলে সমাগত স্থানীয় শতাধিক ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তনসহযোগে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। ভক্তগণ বিমানবন্দর হইতে রিজার্ভ বাসে, মোটর কারে ও জীপে সমস্ত রাস্তা কীর্ত্তন করিয়া আসেন এবং সহর পরিক্রমা করেন। ভক্তগণের আনন্দ উল্লাস দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব পরমোৎসাহিত হন। আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে (শ্রীজগন্নাথ-বাড়ীতে) ৫ জুলাই বৃহস্পতিবার হইতে ৭ জুলাই শনিবার পর্য্যন্ত সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে যথাক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন আগরতলা পি-ডবিউ-ডির চিফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীনীহারকান্তি সিংহ, স্থানীয় গভর্নমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাস, এম্-এ, পি-আর্-এস্, এফ-আর্-এ-এস্ (লণ্ডন), প্রাচ্যতত্ত্ববিশারদ এবং ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীব্রজগোপাল রায়। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ দীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন। শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজও প্রত্যহ বক্তৃতা করেন। শেষ অধিবেশনে মঠরক্ষক শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ কিছু সময়ের জন্য বলেন। সভায় "বিশ্বসমস্যা সমাধানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু", 'ঈশ্বর, জীব ও জগৎ" ও "ভব-ব্যাধির মহৌষধ শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন" নির্দ্ধারিত বক্তব্যবিষয়সমূহ যথাক্রমে আলোচিত হয়। প্রত্যহ ধর্ম্মসভায় নরনারীগণ বিপুলসংখ্যায় যোগ দেন।

২৩ আষাঢ়, ৮ জুলাই রবিবার পুনর্যাত্রা তিথি-বাসরে অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথ জীউ শ্রীবিগ্রহগণ সংকীর্ত্তনসহযোগে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির হইতে শুভযাত্রা করতঃ রথারূঢ় হইয়া পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে মূলমন্দির— শ্রীজগন্নাথমন্দিরে শুভবিজয় করেন। রথযাত্রাকালে বৃষ্টি না হওয়ায় অথচ আকাশ মেঘাবৃত ও ঠাণ্ডা থাকায় ভক্তগণ সুখে রথাকর্ষণ করিয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব সহরের বিভিন্ন স্থানে আহূত হইয়া টাউন প্রতাপগড়স্থ শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক, শকুন্তলারোডস্থ শ্রীস্বদেশ সাহা, শ্রীনারায়ণ চন্দ্র সূত্রধর, অরুন্ধতীনগরস্থ শ্রীহরিবল্লভ দাসাধিকারী (শ্রীহীরালাল গোস্বামী), ধলেশ্বরস্থ শ্রীপরিমল ভৌমিক, কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীগৌরাঙ্গ সাহার গৃহসমূহে শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীহরিকথা উপদেশ প্রদান করেন।

শ্রীভূষণ চন্দ্র দে ও শ্রীসেফাল চন্দ্র সাহা সারথী-রূপে অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে রথপরিচালনকার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করিয়া সাধুগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

আগরতলা মঠের নির্ম্মীয়মাণ বিশাল নাট্যমন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্যে যাঁহারা আনুকূল্য করিয়াছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য—শ্রীগোপাল চন্দ্র বণিক, শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক, শ্রীগোপাল চন্দ্র সাহা, শ্রীশৈলেন্দ্র সাহা, শ্রীসেফাল সাহা, শ্রীদেবদাস রায়চৌধুরী, শ্রীনিতাই নস্কর, শ্রীসূর্য্যকান্ত পাল, শ্রীসূর্য্য সাহা, শ্রীজগদীশ সাহা, শ্রীঅমূল্যভূষণ চৌধুরী, শ্রীনিত্যগোপাল বণিক, শ্রীকালিকুমার দেব, শ্রীনারায়ণ চন্দ্র সূত্রধর, শ্রীসজ্জনানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীকিরণ বিশ্বাস, শ্রীক্ষিতীশ সাহা, শ্রীপ্রেমানন্দ বণিক, শ্রীবিদ্যাধর দে, ডাঃ সুধন্য পাল, ডাঃ শ্রীউষারঞ্জন গাঙ্গুলী, ডাঃ শ্রীহলায়ুধ দাসাধিকারী, ডাঃ বসাক, কবিরাজ শ্রীসুধীর ভট্টাচার্য্য, শ্রীমানিক সেন, শ্রীদুলাল পাল, শ্রীমতী শেফালী দেবী, শ্রীমতিলাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীরমেশ সাহা, শ্রীমতী কুমুদিনী রায়চৌধুরী, শ্রীহরিগোপাল ব্যানার্জ্জি, শ্রীহরিপদ দাস, শ্রীমহাপ্রভু সাহা, শ্রীমাণিক চন্দ্র সেন (ইঞ্জিনিয়ার), শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র পাল, শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সাহা, শ্রীহর-গোবিন্দ রায়।

শ্রীগুণ্ডিচামন্দির নির্ম্মাণসেবায় মুখ্যভাবে আনু-কূল্যকারী শ্রীবিরাজমোহন সাহা ব্যতীত আনুকূল্য করেন শ্রীমতী চিন্ময়রাণী ভট্টাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক, শ্রীপ্রেমানন্দ বণিক ও শ্রীমতী শেফালী দেবী।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীননীগোপাল বনচারী, শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীসজ্জনানন্দ দাস, শ্রীরাজেন দাস, শ্রীবিষ্ণুচরণ দাস, শ্রীগৌতম দাস, শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণ-গোবিন্দ দাস, শ্রীরঞ্জনকুমার আচার্য্য প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

পুরী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে
সংকীর্ত্তনভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষে
অপূর্ব্ব ভক্তসমাবেশ

পুরীধামস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত সংকীর্ত্তনভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষে বিগত ১৪ আষাঢ়, ২৯ জুন শুক্রবার হইতে ১৭ আষাঢ়, ২ জুলাই সোমবার পর্য্যন্ত বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠান মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পুরুষোত্তমধামস্থিত শুভাবির্ভাবপীঠে অভ্রভেদী সুরম্য শ্রীমন্দির, রমণীয় নাট্যমন্দির, অতিথিভবন প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে। একের পর এক কি ভাবে নির্ম্মিত হইতেছে চিন্তা করিলেও বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। একমাত্র পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের এবং শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবেই কার্য্যগুলি অলৌকিকভাবে সম্পন্ন হইতেছে, মনে হইতেছে কোনও অদৃশ্য শক্তির দ্বারা সংঘটিত হইতেছে, আমরা যেন শুধু দর্শন করিতেছি, দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইতেছি। শ্রীল প্রভুপাদের শুভাবির্ভাব স্থান বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত সকল গোষ্ঠীই—পৃথক্ পৃথক্ স্থানে যাঁহারা মঠমন্দির স্থাপন করিয়া বিপুলভাবে ভারতে ও পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীল প্রভুপাদের বাণী প্রচার করিতেছেন—উক্ত স্থানে আসিয়া সম্মিলিত হইতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থলী ভক্তগণের অপূর্ব্ব মিলনক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছে। ভক্তগণ মিলিত হইয়া সকলেই উল্লসিত হইতেছেন। সেই অদ্ভুত পবিত্র পরিবেশের কথা এখনও মনে হয়, পুরীধামস্থিত বিভিন্ন মঠের আচার্য্যগণ তাঁহাদের অনুগত শিষ্য ও ভক্তগণসহ শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থলীতে মিলিত হওয়ার পর তথা হইতে একত্রে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ গুণ্ডিচাযাত্রা, গুণ্ডিচামন্দিরে ভক্তসমাবেশ, উচ্চাসনে উপবিষ্ট বহু সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব দৃশ্য।

পুরী শ্রীগুণ্ডিচা মন্দিরে অপূর্ব্ব ভক্তসমাবেশ
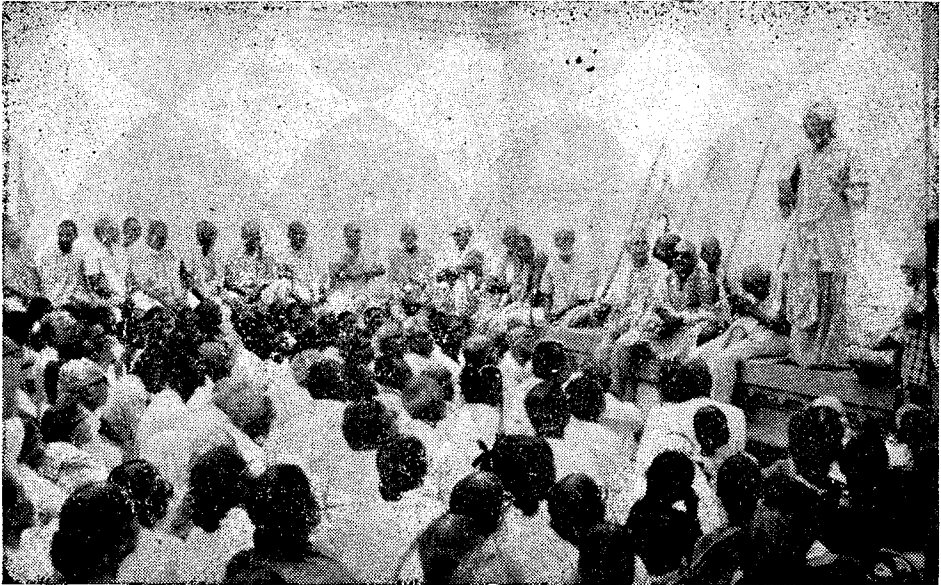
[ডান দিক্ হইতে—পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকুমদ সন্ত মহারাজ (দণ্ডায়মান) ভাষণ দিতেছেন, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ এবং বিভিন্ন মঠের আচার্য্যগণ ও ত্রিদণ্ডী যতিবৃন্দ]

২৯ জুন শুক্রবার ওড়িষ্যার মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীবিশ্বম্ভর নাথ পাণ্ডে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় সংকীর্ত্তন-ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন, যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র, ওড়িষ্যার শিক্ষামন্ত্রী শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র এবং কটকের পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ মিশ্র [দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানের বিস্তৃত সংবাদ শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার ২৪শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।]
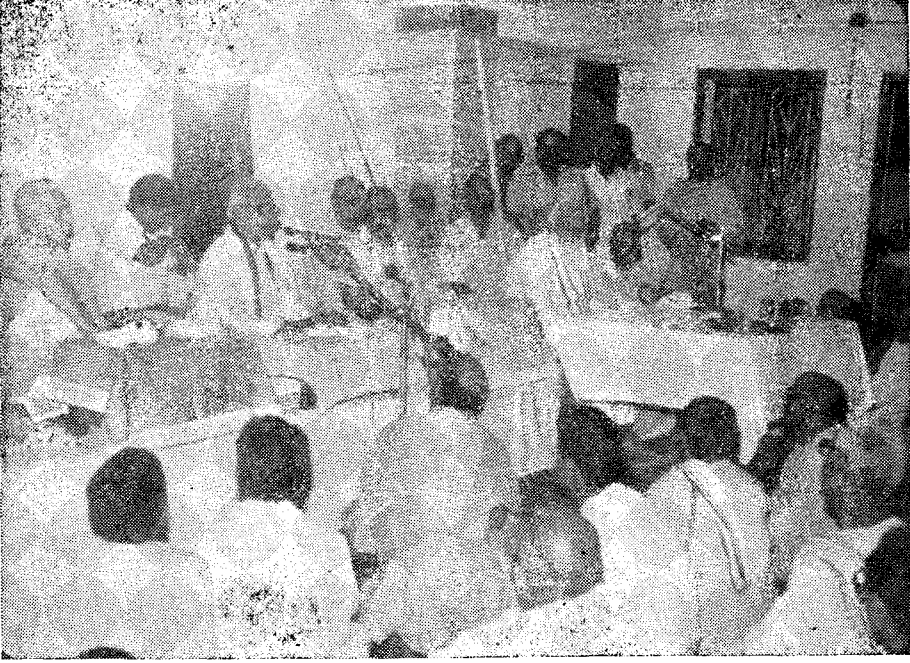
ডান দিক্ হইতে ১ম সারিতে—শ্রীমৎ পুরী মহারাজ, গভর্ণর শ্রীবিশ্বম্ভরনাথ পাণ্ডে, শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র, বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র
দ্বিতীয় সারিতে—শ্রীপাদ গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ প্রভৃতি

ওড়িষ্যার স্বনামধন্য ব্যক্তি 'সমাজ পত্রিকা'র সম্পাদক শ্রীরাধানাথ রথ মহোদয় ১৭ আষাঢ়, ২ জুলাই ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—"আমাদের সম্মুখে শ্রীমন্দিরে রমণীয়ভাবে বিরাজিত আছেন শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীচৈতন্য মঠ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তিসমূহ। পবিত্র পরিবেশ। তথাকথিত মঠ-মন্দিরসমূহের বর্ত্তমান অবস্থা যাহা রাজকিশোরবাবু বলিলেন তাহা গভীরভাবে চিন্তনীয়। আজকাল মানুষ ভোগের দিকে এমনভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে যে ধর্ম্মের স্থানেও ভোগের প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। দেবস্ব অপহরণের মত পাপ আর নাই। কিন্তু মানুষ অবাধে সেই প্রকার গর্হিত কার্য্য করিতেছে। মানুষকে এই পতনের হাত হইতে উদ্ধার করিবে কে? ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় প্রতি ৫।৬ শত বৎসর বাদে কোনও না কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে মানুষকে পতনের হাত হইতে, অধর্ম্ম হইতে উদ্ধারের জন্য। প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত না হইলে হিন্দুধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া যাইত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তদানীন্তন ওড়িষ্যার সম্রাট্ রাজা প্রতাপরুদ্র, রাজমহেন্দ্রী জেলার গভর্ণর শ্রীরামানন্দ রায় এবং ওড়িষ্যার সমস্ত নরনারীগণ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অলৌকিক প্রভাব ওড়িষ্যার সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। তাঁহার প্রভাবে আজ ওড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে নামসংকীর্ত্তন ও

ভাগবত পাঠ হইতেছে। তিনি নরনারীগণের মধ্যে এইরূপ একটী দৃঢ়মূল পবিত্র সংস্কার প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন। শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তনে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলেরই অধিকার। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নাম-সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছেন।"

ডান দিক্ হইতে প্রথম সারিতে—শ্রীমৎ পুরী মহারাজ, শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, শ্রীরাধানাথ রথ, শ্রীরাজকিশোর রায়
দ্বিতীয় সারিতে—শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ গিরি মহারাজ ও শ্রীপাদ নারসিংহ মহারাজ
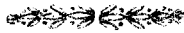
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে
শ্রীমাথুরমণ্ডলে শ্রীদামোদরব্রত পালন ও ৮৪ ক্রোশ
শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বিপুল আয়োজন

"যথা মাঘে প্রয়াগঃ স্যাদ্বৈশাখে জাহ্নবী যথা।
কার্ত্তিকে মথুরা সেব্যা ততোৎকর্ষপরো ন হি॥
কিং যজ্ঞৈঃ কিন্তপোভিশ্চ তীর্থৈরন্যৈশ্চ সেবিতৈঃ।
কার্ত্তিকে মথুরায়াঞ্চেদর্চ্চ্যতে রাধিকাপ্রিয়॥" —পদ্মপুরাণ

"মাঘমাসে প্রয়াগ ও বৈশাখ মাসে জাহ্নবীসেবার ন্যায় কাত্তিক মাসে মথুরা পরমাদরে সেবনীয়, ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট আর নাই। কাত্তিকে যিনি মথুরাধামে শ্রীরাধাপ্রিয় দামোদরের অর্চ্চন করেন, তাঁহার আর যজ্ঞ, তপস্যা ও অন্যান্য তীর্থসেবার কি প্রয়োজন ?"

"গৌর আমার, যে-সব স্থানে, করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান, হেরিব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে॥"—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ **শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** কৃপাপ্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় এবং বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে এই বৎসর শ্রীমাথুরমণ্ডলে শ্রীদামোদরব্রত (শ্রীউর্জ্জব্রত, কাত্তিকব্রত বা নিয়মসেবা) পালন এবং শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থলী মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন, খদিরবন, কাম্যবন, বৃন্দাবন—যমুনার পশ্চিমতীরস্থ এই সাতটি এবং পূর্ব্বতীরস্থ ভদ্রবন, ভাণ্ডীরবন, বিল্বন, লৌহবন, গোকুলমহাবন—এই পাঁচটি, মোট দ্বাদশবন এবং বিভিন্ন উপবনাত্মক শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার বিপুল আয়োজন হইয়াছে। দেহ-গেহ-কলত্র-বিত্তাদিকে কেন্দ্র করিয়া যত্ন করিলে যেমন তত্তদ্বিষয়ে আবেশ বা আসক্তি বর্দ্ধিত হয়; তদ্রূপ শ্রীভগবান, শ্রীভগবদ্ভক্ত ও শ্রীভগবদ্ধামকে কেন্দ্র করিয়া তদুদ্দেশ্যে যত্ন করিলে বা পরিক্রমা করিলে তাঁহাদের প্রতি আসক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং শুদ্ধ প্রেমা লাভের অধিকারী হওয়া যায়। সেজন্য শ্রীকৃষ্ণভক্তিপিপাসু সজ্জনদিগকে আমরা সাদর আহ্বান জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন গৃহকর্ম্মাদি হইতে অন্ততঃ কিঞ্চিদধিক একমাসের জন্য অবসর লইয়া সাধুভক্তবৃন্দের আনুগত্যে সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, শ্রীভাগবত-শ্রবণ, মথুরা-বাস ও শ্রদ্ধায় শ্রীমূত্তির সেবনরূপ পঞ্চ মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ অনুশীলনমুখে শ্রীব্রজধাম পরিক্রমার এই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন।

শ্রীমথুরায় পৌঁছিবার তারিখ—পরিক্রমণেচ্ছু যাত্রিগণকে ১৮ আশ্বিন (১৩৯১), ৫ অক্টোবর (১৯৮৪) শুক্রবার শ্রীএকাদশী-তিথিতে মথুরা-ঠিকানায় পৌঁছিতে হইবে।

কলিকাতা হইতে শুভযাত্রা—যাঁহারা কলিকাতা হইতে মঠের সাধুগণের সহিত যাইবেন তাঁহারা আগামী ১৭ আশ্বিন (১৩৯১), ৪ অক্টোবর (১৯৮৪) বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ন ১০টা ১০মিঃ এ হাওড়া ষ্টেশন হইতে তুফান এক্সপ্রেসে শুভযাত্রা করতঃ পরদিবস অপরাহ্নে আগ্রা ক্যাণ্ট ষ্টেশনে পৌঁছিবেন। তথা হইতে মথুরায় পৌঁছিবার জন্য রিজার্ভ বাসের ব্যবস্থা থাকিবে।

ব্রতারম্ভ ও সমাপ্তি—১৮ আশ্বিন, ৫ অক্টোবর শুক্রবার শ্রীএকাদশীবাসর হইতে আরম্ভ হইয়া ১৮ কার্ত্তিক, ৪ নভেম্বর রবিবার শ্রীউত্থান একাদশী তিথি পর্য্যন্ত দামোদরব্রত, পরে ২২ কা.ত্তক, ৮ নভেম্বর বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত ভীষ্মপঞ্চক এবং শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা তিথি পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করা হইবে।

প্রত্যাবর্ত্তন—২৩ কার্ত্তিক, ৯ নভেম্বর শুক্রবার যাত্রিগণ শ্রীধামবৃন্দাবন হইতে নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। কলিকাতার যাত্রিগণ উক্ত তারিখে প্রাতে বৃন্দাবন হইতে রিজার্ভ বাসে দিল্লী এবং দিল্লী হইতে ট্রেনযোগে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

প্রত্যেক যাত্রী শয়নোপযোগী নিজ নিজ বিছানার সহিত মশারি, কিছু শীতবস্ত্র ও গরমের উপযোগী বস্ত্রাদি লইবেন। এতদ্ব্যতীত ছোট থালা, বাটি, গ্লাস, ঘটি, টর্চ্চ আদি সঙ্গে লইবেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক কিংবা শ্রীবৃন্দাবনস্থ শাখামঠের মঠরক্ষকের (সহ-সম্পাদকের) নিকট সাক্ষাদ্‌ভাবে অথবা পত্রের দ্বারা পরিক্রমার বিস্তৃত বিবরণ ও নিয়ম জ্ঞাতব্য।

নিবেদক—

(১) ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সম্পাদক
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
ফোন নং ৪৬-৫৯০০

(২) ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিহৃদয় মঙ্গল, যুগ্ম-সম্পাদক
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার
পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম)
ফোন নং ২৭১৭০

(৩) ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রসাদ পুরী, সহ-সম্পাদক
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
মথুরা রোড, পোঃ—বৃন্দাবন
জেলা—মথুরা (উত্তর প্রদেশ)

	অবস্থান শিবির	**তারিখ**
১।	মথুরা (ভিওয়ানিওয়ালংকি ধর্ম্মশালা)	৫।১০ হইতে ৮।১০
২।	গোবর্দ্ধন-রাধাকুণ্ড	৯।১০ হইতে ১২।১০
৩।	বর্ষাণা	১৩।১০ হইতে ১৫।১০
৪।	নন্দগ্রাম (পাবনসরোবর কলেজ)	১৬।১০ হইতে ১৯।১০
৫।	গোকুল মহাবন	২০।১০ হইতে ২৬।১০
৬।	শ্রীবৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ	২৭।১০ হইতে ৮।১১

৮ কার্ত্তিক, ২৫ অক্টোবর বৃহস্পতিবার শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও শ্রীঅন্নকূট উৎসব।

১৮ কার্ত্তিক, ৪ নভেম্বর রবিবার শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিবাসরে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট **ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** শুভাবির্ভাব তিথিপূজা এবং শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাবতিথি, পরদিবস মহোৎসব।

কলিকাতা, ২১-৮-১৯৮৪

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—দৈবানুরোধে প্রোগ্রাম পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনযোগ্য। কোন প্রকার দৈব দুর্ঘটনার জন্য মঠের কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না। পরিক্রমণেচ্ছু ব্যক্তিগণ পরিক্রমার নিয়মানুযায়ী সত্বর নাম রেজিষ্ট্রী করিয়া লইবেন।

নিয়মাবলী

১। 'শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০ পঃ, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা	১.২০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ,,	১.০০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,,	১.৫০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,, ,,	১.২০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,, ,,	১.৫০
(৬)	জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,,	২০.০০
(৭)	শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,, ,,	১৫.০০
(৮)	শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,, ,,	৫.০০
(৯)	শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,, ,,	৪.০০
(১০)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা	২.৭৫
(১১)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,,	২.২৫
(১২)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) ,,	১.০০
(১৩)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) ,,	১.২০
(১৪)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode ,,	২.৫০
(১৫)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— ,,	২.৫০
(১৬)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত— ,,	৩.০০
(১৭)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,,	১৪.০০
(১৮)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,,	.৫০
(১৯)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,,	৩.০০
(২০)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,,	৩.০০
(২১)	শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র — ,,	৮.০০
(২২)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত— ,,	৪.০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় ঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

চতুর্বিংশ বর্ষ—৮ম সংখ্যা

আশ্বিন, ১৩৯১

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৪শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন, ১৩৯১
২২ পদ্মনাভ, ৪৯৮ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আশ্বিন, মঙ্গলবার, ২ অক্টোবর, ১৯৮৪ { ৮ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

স্থান—শ্রীজগন্নাথবল্লভোদ্যান, শ্রীনরেন্দ্র-সরোবর-তীর, পুরীধাম
সময়—বুধবার, অপরাহ্ন, ২২ শে আষাঢ়, ১৩৩৩

পথ দ্বিবিধ,— শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ। শ্রেয়ঃকথা অনেক-সময় প্রেয়ের ন্যায় প্রাকৃত-হৃৎকর্ণরসায়ন না-ও হইতে পারে। কিন্তু প্রেয়ঃকথা সকলসময়েই ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর। শ্রোতা অধিকাংশস্থলেই মনে করেন,—'আমি যাহা ভালবাসি, বক্তার মুখ হইতে তাহাই বহির্গত হউক; কিন্তু শ্রেয়ঃপন্থী মনে করেন—'আপাততঃ আমার অরুচিকর হইলেও নিরপেক্ষ সত্যকথাই আমি শ্রবণ করিব।'

মানুষের রুচি রকম রকম,—কতকগুলি ব্যক্তি ভাবুকশ্রেণীর, কতকগুলি বিচারক, কতকগুলি সংশয়াত্মা বা সন্দেহবাদী ইত্যাদি। আমরা যে রকম সমাজ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছি, তজ্জাতীয় চিন্তাস্রোত বা রুচিতেই আমাদের অনেকটা ঝোঁক দেখা যায়। অন্যকথা আমাদের নিকট বড়ই বিরুদ্ধ (revolutionary), অশ্রুতপূর্ব্ব ও আশ্চর্য্যজনক বোধ হয়। কিন্তু আমরা যদি মঙ্গল চাই, তাহা হইলে ধৈর্য্যের সহিত শ্রবণ করিব এবং শ্রেয়ঃপথ গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য কিম্বা আপাতরমণীয় প্রেয়ঃপথ গ্রহণই মানবজীবনের কর্ত্তব্য, তাহা নিষ্কপটভাবে বিচার করিব। যদি শ্রেয়ঃপথ চাই, তাহা হইলে অসংখ্য জনমত পরিত্যাগ করিয়াও 'শ্রৌতবাণীই' শ্রবণ করিব।

শ্রুতি বলেন,—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" শ্রীমদ্ভাগবতও সেই কথা সমস্বরে কীর্ত্তন করিয়া বলেন (১১৷৩৷২১),—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥"

বৈষ্ণবকেও "গুরু" করা যায়, আবার অবৈষ্ণবকেও 'গুরু' বলা যায়। কিন্তু—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্‌গ্রাহয়েদ্‌বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ ॥"

আমরা তাদৃশ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিব,—যিনি শতকরা শতভাগই (100%) ভগবানের সেবায় নিযুক্ত আছেন। নতুবা আমি ত' তাঁহার আদর্শে শতকরা শতভাগ (100%) হরিসেবায় রত হইব না। শ্রীচরিতামৃতও বলিয়াছেন,—

"আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান' না যায়॥"

অনাচারী বাক্যসার বক্তা (platform speaker) অথবা পেশাদার পুরোহিত (professional priest) গুরু হইতে পারেন না। আমি বিজ্ঞাপনে পড়িলাম, ঝাড়ুদারের কার্য্যে আমার ভাগবতপাঠ অপেক্ষা বেশী টাকা পাওয়া যায়, অমনি আমি ভাগবতপাঠকের কার্য্য ছাড়িয়া ঝাড়ুদারের কার্য্যের জন্য আবেদন-পত্র পেস করিব। মানুষ সর্ব্বক্ষণ যদি হরিভজন না করেন, তাহা হইলে ত' তিনি ভগবানের নাম-বলে ইতর বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার যত্ন করিতেছেন। এই 'নাম-বলে পাপবুদ্ধি' একটি মহাপরাধ। তাঁহার যেমন দশটা কার্য্য আছে, দশ মিনিট বেড়াইতে হয়, পনের মিনিট খাইতে হয়, বিশ মিনিট লোকের সহিত আলাপ-ব্যবহার করিতে হয়, তদ্রূপ ভাগবত-পড়াও দশটা কাজের ভিতরে একটা কাজ! ভাগবত-সেবাই যদি তাঁহার কার্য্য হয়, তাহা হইলে তিনি প্রত্যেক পদবিক্ষেপে, প্রত্যেক গ্রাসে, প্রত্যেক নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত হরিসেবা করিবেন। বেতনভোগী বা চুক্তি-কারক কখনই ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে পারে না। পেশাদার গুরুব্রুবের নিকট হইতে সর্ব্বাগ্রে তোমাকে দূরে রাখ। দেখিও, ভাগবতব্যাখ্যাতা তাঁহার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা নিষ্কপট ভাগবত-সেবায় নিয়োগ করেন, অথবা অন্য কার্য্য করেন। (A stipend holder or a contractor cannot explain Bhagabat. First of all refrain from approaching the professional priest. See whether he devotes his time fully to the Bhagabat or not.)

পরব্রহ্মে নিষ্ণাত ব্যক্তির সমস্ত সময় সেবাময়। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

"সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥"

পুরাণতীর্থ হইলেই যে তিনি ভাগবতের আদর্শ অনুসারে তাঁহার জীবন পরিচালিত করিতে পারিয়াছেন, এমন নহে। স্কুল-কলেজের শিক্ষক বা অধ্যাপকের সঙ্গে যে সম্বন্ধ, ভাগবত-ব্যাখ্যাতার সঙ্গে সেরূপ সম্বন্ধ নহে। যে অধ্যাপক ছাত্রদিগকে মনোরমভাবে পড়া বুঝাইয়া দিতে পারেন, তিনি উত্তম অধ্যাপক বলিয়া বিবেচিত হন। তাঁহার জীবন বা চরিত্র যাহাই থাকুক না কেন, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। ভাগবত-ব্যাখ্যাতার প্রতি সেরূপ দৃষ্টান্ত খাটিবে না। যিনি 'ভাগবত-ব্যাখ্যাতা' হইবেন, তাঁহার নিজের 'ভাগবত' হওয়া চাই। অর্থের লোভ, প্রতিষ্ঠার লোভ বা কোনরূপ পশ্চাৎটান থাকিলে তিনি লোকচিত্ত-রঞ্জক ভাগবত-পাঠক হইয়াও তিনি 'ভাগবত' হইতে বহু দূর। তাঁহার মুখে ভাগবত শ্রবণ করিয়া ভাগবতের বাস্তব-সত্যের প্রতি লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন (৩।২৫।২৫),—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্য-সংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

"সতাং প্রসঙ্গাৎ"— কথাটী লক্ষ্য করিবেন। 'হৃৎকর্ণ-রসায়ন' বলিতে বহির্ম্মুখের ইন্দ্রিয়তর্পণজনক নহে, পরন্তু সেবোন্মুখের চিদিন্দ্রিয়-রসায়ন বা সেবালৌল্যপর।

প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বের কথা, এই পুরীধামে গোপীনাথমিশ্র-নামে এক উৎকল পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে ভাগবত-পাঠের পাঠী হইয়া জনৈক স্বাভাবিক ভাগবত, ভাগবত অধ্যয়ন-পূর্ব্বক বিদ্ধ-ভক্তিস্রোতের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া জগতে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের আকরস্বরূপ হইয়াছেন। তিনিই শ্রীজগন্নাথমন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠের সন্নিকটে ভক্তিমণ্ডপের তলদেশে শুদ্ধভাগবতালোচনার ভিত্তি স্থাপন করেন। বর্ত্তমান জগতে তাঁহার আনুগত্যেই ভাগবতপাঠ ও হরিকীর্ত্তন সম্ভবপর হইয়াছে। ঢঙ্গকুল বা কপট-সমাজ স্ব-স্ব অসদভিপ্রায় লইয়া তাঁহার সেবা করিতে পারেন না। (ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১২৪ পৃষ্ঠার পর]

অন্তর্দ্ধানবিয়োগেন বর্দ্ধয়ন্ স্মরমুত্তমং।
গোপিকারাসচক্রে তু ননর্ত্ত কৃপয়া হরিঃ ॥

অন্তর্দ্ধানবিয়োগদ্বারা গোপিকাদিগের প্রেমাত্মককাম সম্বর্দ্ধন করিয়া পরমকৃপালু ভগবান্ রাসচক্রে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

জড়াত্মকে যথা বিশ্বে ধ্রুবস্যাকর্ষণাৎ কিল।
ভ্রমন্তি মণ্ডলাকারাঃ সসূর্য্যা গ্রহসংকুলাঃ ॥
তথা চিদ্বিষয়ে কৃষ্ণস্যাকর্ষণবলাদপি।
ভ্রমন্তি নিত্যশো জীবাঃ শ্রীকৃষ্ণে মধ্যগে সতি ॥

মায়াবিরচিত জড়াত্মক বিশ্বে একটি মূল ধ্রুবনক্ষত্র আছে। তাহার চতুর্দ্দিকে সূর্য্য সকল স্ব স্ব গ্রহসহকারে ধ্রুবের আকর্ষণবলে নিত্য ভ্রমণ করিতেছে। ইহার মূল তত্ত্ব এই যে, জড় পরমাণুসমূহে আকর্ষণ নামা একটী শক্তি নিহিত আছে, ঐ শক্তিক্রমে পরমাণু সকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া একত্রিত হইলে বর্ত্তুলাকার মণ্ডল নির্ম্মিত হয়। ঐ সকল মণ্ডল পুনশ্চ কোন বৃহদ্বর্ত্তুলাকার মণ্ডলদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তচ্চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে। এইটী জড় জগতের নিত্যধর্ম্ম। জড় জগতের মূলীভূত মায়া চিজ্জগতের প্রতিফলন মাত্র, ইহা পূর্ব্বেই শক্তিবিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। চিজ্জগতে প্রীতিরূপ নিত্যধর্ম্ম দ্বারা অণুচৈতন্য সকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া অপেক্ষাকৃত কোন উন্নত চৈতন্যের অনুগমন করে। ঐ সকল উন্নত চৈতন্য পুনরায় অধীন চৈতন্যগণসহকারে, পরমধ্রুব চৈতন্যরূপ শ্রীকৃষ্ণের রাসচক্রে অনুক্ষণ ভ্রমণ করিতেছে। অতএব বৈকুণ্ঠতত্ত্বে পরমরাসলীলা নিত্য বিরাজমান আছে। যে রাগতত্ত্ব চিদ্বস্তুতে নিত্য অবস্থিতি করতঃ মহাভাব পর্য্যন্ত প্রীতির বিস্তার করে, সেই ধর্ম্মের প্রতিফলনরূপ জড়ীভূত কোন অচিন্ত্য ধর্ম্ম আকর্ষণরূপে জড়জগতে বিস্তৃত হইয়া উহার বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেছে। এতন্নিবন্ধন, স্থূল দৃষ্টান্তদ্বারা সূক্ষ্মতত্ত্ব দর্শাইবার অভিপ্রায়ে কহিতেছেন যে, যেমত জড়াত্মক বিশ্বে সসূর্য্য গ্রহমণ্ডল সকল ধ্রুব নক্ষত্রের চতুর্দ্দিকে আকর্ষণশক্তির দ্বারা নিত্য ভ্রমণ করে, তদ্রূপ চিদ্বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণ-বলক্রমে শুদ্ধ জীবসকল, শ্রীকৃষ্ণকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া নিত্যকাল ভ্রমণ করেন।

মহারাসবিহারেঽস্মিন্ পুরুষঃ কৃষ্ণ এব হি।
সর্ব্বে নারীগণাস্তত্র ভোগ্যভোক্তৃবিচারতঃ ॥

এই চিদ্গত মহারাসলীলায় কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ এবং সমস্ত জীবগণই নারী। ইহার মূলতত্ত্ব এই যে চিজ্জগতের সূর্য্য স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একমাত্র ভোক্তা ও সমস্ত অণুচৈতন্যই ভোগ্য। প্রীতিসূত্রে সমস্ত চিৎস্বরূপের বন্ধন সিদ্ধ হওয়ায়, ভোগ্যতত্ত্বের স্ত্রীত্ব ও ভোক্তৃতত্ত্বের পুরুষত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। জড়-দেহগত স্ত্রীপুরুষত্ব, চিদ্গত ভোক্তাভোক্তৃত্বের অসৎ প্রতিফলন। সমস্ত অভিধান অন্বেষণ করিয়া এমন একটী বাক্য পাওয়া যাইবে না, যদ্দ্বারা চিৎস্বরূপদিগের পরম চৈতন্যের সহিত অপ্রাকৃত সংযোগলীলা সম্যক্ বর্ণিত হইতে পারে। এতন্নিবন্ধন মায়িক স্ত্রীপুরুষের সংযোগসম্বন্ধীয় বাক্য সকল তদ্বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে সম্যক্ ব্যঞ্জক বলিয়া ব্যবহৃত হইল। ইহাতে অশ্লীল চিন্তার কোন প্রয়োজন বা আশঙ্কা নাই। যদি অশ্লীল বলিয়া আমরা পরিত্যাগ করি তাহা হইলে আর ঐ পরমতত্ত্বের আলোচনা সম্ভব হয় না। বাস্তবিক বৈকুণ্ঠগত ভাবনিচয়ের প্রতিফলনরূপ মায়িকভাব সকল বর্ণন দ্বারা বৈকুণ্ঠতত্ত্বের বর্ণনে আমরা সমর্থ হই। তদ্বিষয়ে অন্য উপায় নাই। যথা কৃষ্ণ দয়ালু এই কথা বলিতে হইলে মানবগণের দয়াকার্য্য লক্ষ্য করিয়া বলিতে হইবে। কোন রূঢ়-বাক্যে ঐ ভাব ব্যক্ত করিবার উপায় নাই। অতএব অশ্লীলতার আশঙ্কা ও লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক, সারগ্রাহী আলোচকগণ মহারাসের পরমার্থতত্ত্ব অকুণ্ঠিতভাবে শ্রবণ, পঠন ও চিন্তন করুন।

তত্রৈব পরমারাধ্যা হ্লাদিনী কৃষ্ণভাসিনী।
ভাবৈঃ সা রাসমধ্যস্থা সখীভীরাধিকাবৃতা ॥

সেই রাসলীলার সর্ব্বোত্তমভাব এই যে, সমস্ত জীবনিচয়ের পরমারাধ্যা কৃষ্ণমাধুর্য্যপ্রকাশিনী হ্লাদিনী-স্বরূপা শ্রীমতী রাধিকা ভাবরূপা সখীগণে বেষ্টিতা হইয়া রাসমধ্যে পরমশোভমানা হয়েন।

মহারাসবিহারান্তে জলক্রীড়া স্বভাবতঃ।
বর্ত্ততে যমুনায়াং বৈ দ্রবময্যাং সতাং কিল ॥

রাসলীলার পরে চিদ্দ্রবময়ী যমুনায় জলক্রীড়া স্বভাবতঃ হইয়া থাকে।

মুক্ত্যহিগ্রস্তনন্দস্তু কৃষ্ণেন মোচিতস্তদা।
যশোমূর্দ্ধা সুদুর্দ্দান্তঃ শঙ্খচূড়ো হতঃ পুরা ॥

নন্দ স্বরূপ আনন্দ, নির্ব্বাণমুক্তিরূপ সর্পগ্রস্ত হইলে ভক্তরক্ষক কৃষ্ণ তাঁহার আপদ্ মোচন করেন। যশকে প্রধান করিয়া মানেন যিনি তিনি যশোমূর্দ্ধা শঙ্খচূড়, তিনি ব্রজভূমিতে উৎপাত করিতে গিয়া বিনষ্ট হন।

ঘোটকাত্মা হতস্তেন কেশী রাজ্যমদাসুরঃ।
মথুরাং গন্তুকামেন কৃষ্ণেন কংসবৈরিণা ॥

কংসবৈরী শ্রীকৃষ্ণ যৎকালে মথুরা গমনে মানস করিলেন তৎকালে রাজ্যমদাসুর ঘোটকরূপী কেশী নিহত হইল।

ঘট্যানাং ঘটকোঽক্রূরো মথুরামনয়দ্ধরিং।
মল্লান্ হত্বা হরিঃ কংসং সানুজং নিপপাত হ ॥

ঘটনীয় বিষয় সকলের ঘটক অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গেলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবান্ প্রথমে মল্লদিগকে নষ্ট করিয়া পরে অনুজ সহিত কংসকে নিপাত করিলেন।

নাস্তিক্যে বিগতে কংসে স্বাতন্ত্র্যমুগ্রসেনকং।
তস্যৈব পিতরং কৃষ্ণঃ কৃতবান্ ক্ষিতিপালকং ॥

নাস্তিক্যরূপ কংস বিগত হইলে তাহার জনক স্বাতন্ত্র্যরূপ উগ্রসেনকে শ্রীকৃষ্ণ রাজসিংহাসন অর্পণ করিলেন।

কংসভার্য্যাদ্বয়ং গত্বা পিতরং মগধাশ্রয়ং।
কর্ম্মকাণ্ডস্বরূপং তং বৈধব্যং বিন্যবেদয়ৎ ॥

অস্তি-প্রাপ্তিনামা কংসের দুই ভার্য্যা কর্ম্মকাণ্ড স্বরূপ জরাসন্ধকে আপন আপন বৈধব্যদশা নিবেদন করিলেন।

শ্রুত্বৈতন্মাগধো রাজা স্বসৈন্যপরিবারিতঃ।
সপ্তদশমহাযুদ্ধং কৃতবান্ মথুরাপুরে ॥

তাহা শ্রবণ করিয়া মগধরাজ সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক মথুরাপুরীতে সপ্তদশবার মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরাজিত হইলেন।

হরিণা মর্দ্দিতঃ সোঽপি গত্বাষ্টাদশমে রণে।
অরুন্ধন্মথুরাং কৃষ্ণো জগাম দ্বারকাং স্বকাং ॥

জরাসন্ধ পুনরায় মথুরা রোধ করিলে ভগবান্ স্বকীয়া দ্বারকাপুরীতে গমন করিলেন। মূল তাৎপর্য্য এই যে, নিষেকাদি শ্মশানান্ত দশকর্ম্ম, বর্ণচতুষ্টয় ও আশ্রমচতুষ্টয় এই আঠারটী কর্ম্মবিক্রম। তন্মধ্যে অষ্টাদশ বিক্রমরূপ চতুর্থাশ্রম দ্বারা জ্ঞানপীঠ অধিকৃত হইলে মুক্তিস্পৃহাজনিত ভগবত্তিরোভাব লক্ষিত হয়।

মথুরায়াং বসন্ কৃষ্ণো গুর্ব্বাশ্রমাশ্রয়াত্তদা।
পঠিত্বা সর্ব্বশাস্ত্রাণি দত্তবান্ সুতজীবনং ॥

যৎকালে মথুরায় ছিলেন তৎকালে গুরুকুলে বাস করত অনায়াসে সর্ব্বশাস্ত্র পাঠ করিলেন ও গুরুদেবকে তন্মৃতপুত্রের জীবন দান করিলেন।

স্বতঃসিদ্ধস্য কৃষ্ণস্য জ্ঞানং সাধ্যং ভবেন্ন হি।
কেবলং নরচিত্তেষু তদ্ভাবানাং ক্রমোদ্গতিঃ ॥

স্বতঃসিদ্ধ কৃষ্ণের বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন নাই কিন্তু জ্ঞানপীঠরূপ মথুরাবস্থিতিকালে নরবুদ্ধির জ্ঞানভাবের ক্রমোন্নতি হয় ইহা প্রদর্শিত হইল।

কামিনামপি কৃষ্ণে তু রতিঃ স্যান্মলসংযুতা।
সা রতিঃ ক্রমশঃ প্রীতির্ভবতীহ সুনির্ম্মলা ॥

যাঁহারা কর্ম্মফল আত্মসাৎ করেন তাঁহারা কামী। সেই কামীদিগের কৃষ্ণরতি মলযুক্ত কিন্তু অনেক দিবস পর্য্যন্ত ঐ সকাম কৃষ্ণরতি আলোচনা করিতে করিতে সুনির্ম্মল কৃষ্ণভক্তির উদয় হইয়া পড়ে।

কুব্জায়াঃ প্রণয়ে তত্ত্বমেতদ্বৈ দর্শিতং শুভং।
ব্রজভাবসুশিক্ষার্থং গোকুলে চোদ্ধবো গতঃ ॥

মথুরায় অবস্থিতিকালে কুব্জার সহিত সাধারণী রতিজনিত যে প্রণয় হয় তাহা কুব্জার অন্তঃকরণে সকাম ছিল কিন্ত সকাম প্রীতির চরমফলরূপ শুদ্ধ-প্রীতিও পরে উদিত হইয়াছিল। ব্রজভাব সর্ব্বোপরি ভাব; তাহা শিক্ষা করিবার জন্য গোকুলে উদ্ধবকে প্রেরণ করিলেন।

পাণ্ডবা ধর্ম্মশাখা হি কৌরবাশ্চেতরাঃ স্মৃতাঃ।
পাণ্ডবানাং ততঃ কৃষ্ণো বান্ধবঃ কুলরক্ষকঃ ॥

পাণ্ডবগণ ধর্ম্মশাখা ও কৌরবগণ অধর্ম্মশাখা, ইহা স্মৃতিতে কথিত আছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগেরই বান্ধব ও কুলরক্ষক।

অক্রূরং ভগবান্ দূতং প্রেরয়ামাস হস্তিনাং।
ধর্ম্মস্য কুশলার্থং বৈ পাপিনাং ত্রাণকামুকঃ ॥

ধর্ম্মের কুশলস্থাপন এবং পাপীদিগের ত্রাণ অভিপ্রায়ে ভগবান্ অক্রূরকে দূত করিয়া হস্তিনায় প্রেরণ করিলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণসংহিতায়াং কৃষ্ণলীলাবর্ণনং
নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীকৃষ্ণসংহিতায় কৃষ্ণলীলানামা পঞ্চম অধ্যায়। শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে প্রীত হউন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের 'অমোঘ'-উদ্ধারলীলা

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমধামে রথযাত্রার পর গৌড়দেশের ভক্তবৃন্দ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সহিত শ্রীকৃষ্ণজন্মযাত্রা, নন্দোৎসব, বিজয়াদশমী, কার্ত্তিক মাসের বিভিন্ন বৈষ্ণবপর্ব্ব—রাসযাত্রা, দীপাবলী, উত্থান দ্বাদশীযাত্রা প্রভৃতি সমস্ত বৈষ্ণবপর্ব্ব দর্শন করিলেন। অতঃপর মহাপ্রভু সকল ভক্তকে ডাকাইয়া স্নেহভরে বলিলেন—'আপনারা এক্ষণে গৌড়দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করুন, প্রতি বৎসর পুরীধামে আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইয়া রথযাত্রা দর্শন করিয়া যাইবেন।' বিদায়দান কালে মহাপ্রভু তাঁহার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীরাঘব পণ্ডিত, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীবাসুদেব দত্ত, কুলীনগ্রামী বসু রামানন্দ ও সত্যরাজ খান, শ্রীখণ্ডের শ্রীমুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন ও শ্রীনরহরি, শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা শ্রীবিদ্যাবাচস্পতি, শ্রীমুরারি গুপ্ত প্রভৃতি প্রধান প্রধান পার্ষদভক্তের গুণগানে শতসহস্র-বদন হইয়া তাঁহাদিগকে প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ সকল ভক্তকে বিদায় দিয়া তাঁহাদিগের বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। নীলাচলে মহাপ্রভুর কাছে রহিলেন—শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীপরমানন্দ পুরী গোস্বামী, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীদামোদর পণ্ডিত, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীকাশীশ্বর—এই ছয়জন ভক্ত।

একদিন শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন—'প্রভো, বৈষ্ণবগণ ত' এখন গৌড়দেশে চলিয়া গেলেন। আপনাকে নিমন্ত্রণ করিবার এইবার একটু অবসর পাইলাম, আমার গৃহে আপনাকে কৃপা করিয়া একমাসকাল ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।' মহাপ্রভু দিনসংখ্যা কমাইতে কমাইতে শেষে সার্ব্বভৌমের বিশেষ অনুরোধে ৫ দিন মাত্র ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া লইলেন। শ্রীসার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে আর একটি নিবেদন জানাইলেন যে, তাঁহার সহিত দশজন সন্ন্যাসী আছেন (অর্থাৎ শ্রীপরমানন্দ পুরী, শ্রীদামোদর স্বরূপ, শ্রীব্রহ্মানন্দ পুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী, শ্রীবিষ্ণু পুরী, শ্রীকেশব পুরী, শ্রীকৃষ্ণানন্দ পুরী, শ্রীনৃসিংহ তীর্থ, শ্রীসুখানন্দ পুরী ও শ্রীসত্যানন্দ ভারতী—এই দশজন)। তাঁহাদিগের সকলকে একসঙ্গে ভিক্ষাগ্রহণ করাইতে গিয়া যথাযোগ্য মর্য্যাদা সংরক্ষণে অসম্ভাবনা-হেতু অপরাধী হইয়া পড়িতে পারেন, এজন্য তাঁহাকে (অর্থাৎ মহাপ্রভুকে) ৫ দিন, শ্রীপরমানন্দ পুরী গোস্বামীকে ৫ দিন, শ্রীস্বরূপদামোদরকে ৪ দিন, অবশিষ্ট অর্থাৎ স্বরূপ দামোদর ও পরমানন্দ পুরী ব্যতীত অপর ৮ জন সন্ন্যাসীর প্রত্যেককে ২ দিন করিয়া ১৬ দিন—একত্রে ৩০ দিন ভিক্ষা দিয়া একমাস পূর্ণ করিবেন। (চৈঃ চঃ ম ১৫।১৯৬ অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।) শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমোদন পাইয়া সার্ব্বভৌম পরমানন্দে সেই দিন মধ্যাহ্নে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সার্ব্বভৌমের কন্যার নাম ষাঠী বা ষষ্ঠীদেবী (ডাক নাম ষাঠী), জামাতার নাম অমোঘ। সার্ব্বভৌম গৃহে আসিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী ষাঠীর মাতাকে শীঘ্র শীঘ্র ভোগ

রন্ধন করিতে বলিলেন। ষাঠীর মাও মহাপ্রভুর পরমভক্ত—'স্নেহেতে জননী' সদৃশ, স্বামীর আদেশ পাইয়া পরমানন্দে রন্ধন চড়াইলেন। স্বয়ং শ্রীভট্টাচার্য্যও পত্নীকে নানাভাবে সহায়তা করিতে লাগিলেন। ভগবদিচ্ছায় অল্প সময় মধ্যেই বহু উপচার-বৈচিত্র্যে রন্ধন সমাপ্ত হইল। পাকশালার দক্ষিণে দুইটি ভোগালয় বিদ্যমান। এক ঘরে শ্রীশালগ্রামের 'ভোগ-সেবা' হয়। অন্য ঘরটি শ্রীসার্ব্বভৌম শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভিক্ষার জন্যই নিভৃতে নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। শ্রীশালগ্রামের ভোগমন্দিরে শ্রীশালগ্রামকে ভোগ নিবেদন করিয়া মহাপ্রভুর ভোগমন্দিরে শ্রীসার্ব্বভৌম শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্য ভোগ সাজাইয়া রাখিলেন। শুভ্র কাষ্ঠাসনোপরি সুকোমল সূক্ষ্মবস্ত্রখণ্ড দ্বারা আসন পাতিয়া তৎসম্মুখে সুপ্রশস্ত কদলীপত্রে অতি সুগন্ধি সূক্ষ্মতণ্ডুলের গব্যঘৃতসিক্ত অন্ন, চতুর্দ্দিকে গৌড় ও উৎকলদেশীয় বিভিন্ন ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন-বৈচিত্র্য, দুই পার্শ্বে সুশীতল সুবাসিত জলপাত্র, অন্নব্যঞ্জনোপরি কোমল তুলসীমঞ্জরী দিয়া সার্ব্বভৌম অতি সুন্দররূপে ভোগসজ্জা করিলেন। শ্রীজগন্নাথের বিচিত্র প্রসাদও পৃথগ্‌ভাবে সংরক্ষিত হইল। সর্ব্বান্তর্যামি শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন স্নানান্তে ভক্তমনোহভীষ্ট পূরণার্থ সার্ব্বভৌমগৃহে একাকীই শুভবিজয় করিলেন। ভট্টাচার্য্য তাঁহার পাদপ্রক্ষালনান্তে তাঁহাকে ভোগমন্দিরে লইয়া গেলেন। মহাপ্রভু সুগন্ধি ধূপদীপ-শোভিত গৃহমধ্যে অপূর্ব্ব ভোগসজ্জা দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া সবিস্ময়ে কহিতে লাগিলেন—"অলৌকিক এই সব অন্নব্যঞ্জন। দুই প্রহর ভিতরে কৈছে হৈল রন্ধন॥ শত চুলায় শত জন পাক যদি করে। তবু শীঘ্র এত দ্রব্য রান্ধিতে না পারে॥" যদিও শ্রীরাধা-কৃষ্ণমিলিততনু শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের উদ্দেশ্যেই এই বিচিত্র নৈবেদ্যসম্ভার আয়োজিত ও নিবেদিত হইয়াছে, তথাপি—নৈবেদ্যোপরি তুলসীমঞ্জরী দর্শনে কৃষ্ণের ভোগানুমানে শ্রীমন্মহাপ্রভু সদৈন্যে ভোগের ও নিজ-ভাগ্যের বহু প্রশংসা করতঃ কৃষ্ণের পীঠাসন তুলিয়া রাখিয়া স্বতন্ত্র আসনে ও পাত্রে তাঁহাকে প্রসাদ দিতে বলিলে গৌরগতপ্রাণ সার্ব্বভৌম ভক্তিগদগদকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন—প্রভো, আমাদের কোন আয়োজনই ছিল না, আপনারই অহৈতুকী কৃপাপ্রভাবে ইহা অভাবনীয়ভাবে সম্ভবপর হইয়াছে—

"ভট্টাচার্য্য বলে—প্রভু, না করহ বিস্ময়।
যেই খাবে, তাঁর শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ হয়॥
উদ্‌যোগ না ছিল মোর গৃহিণীর রন্ধনে।
যাঁর শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ, সেই তাহা জানে॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।২৩২-২৩৩

অতঃপর শ্রীসার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে ভোগের আসন অঙ্গীকার করিতে বলিলে মহাপ্রভু দৈন্যভরে কহিলেন—'পূজ্য এই কৃষ্ণের আসন' ইহাতে কি করিয়া বসিব? ইহাতে সার্ব্বভৌম কহিলেন—কৃষ্ণভুক্ত অন্ন ও আসন—উভয়ই প্রসাদ, 'অন্ন খাবে, পীঠে বসিতে কাঁহা অপরাধ'। ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু প্রীতিভরে কহিলেন—হাঁ ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্তই বটে—

'(প্রভু কহে—) ভাল কৈলে, শাস্ত্রআজ্ঞা হয়।
কৃষ্ণের সকল শেষ ভৃত্য আস্বাদয়॥'

শ্রীউদ্ধব কৃষ্ণকে বলিতেছেন—

'ত্বয়োপযুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোহলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি॥'

—ভাঃ ১১।৬।৪৬

অর্থাৎ "তোমাকে মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র, অলঙ্কার ইত্যাদি যাহা অর্পিত হইয়াছে, তাহাতে ভূষিত হইয়া তোমার দাসরূপ আমরা তোমার উচ্ছিষ্টসকল ভোজন করিতে করিতেই তোমার মায়াকে জয় করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হইব।"

এই শাস্ত্রসিদ্ধান্তানুসারে আসনকে না হয় ভগবদবশেষ-বিচারে গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু এত অন্ন কি করিয়া গ্রহণ করিব? সুতরাং স্বতন্ত্রপাত্রে আমাকে যথোপযুক্ত অন্নাদি পরিবেশন করুন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীসার্ব্বভৌম ছন্নাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর যাবতীয় আত্মগোপন চেষ্টা ব্যক্ত করিয়া সানন্দে কহিতে লাগিলেন—"প্রভো, আমাকে যখন আপনি আপনার দীনাতিদীন ভৃত্যানুভৃত্যজ্ঞানে অঙ্গীকার করতঃ অহৈতুকী কৃপাপরবশ হইয়া স্বীয় স্বরূপ-সাক্ষাৎকারেরও সুদুর্ল্লভ সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছেন (চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ দ্রষ্টব্য), তখন আর বঞ্চনালীলা করিয়া এদাসাধমকে শ্রীচরণসান্নিধ্য হইতে দূরে অপসারিত করিবেন না, আপনার ভৃত্যাধমের এই যৎকিঞ্চিৎ নৈবেদ্য আপনাকে কৃপা করিয়া স্বীকার করিতেই হইবে—

"নীলাচলে ভোজন তুমি কর বায়ান্ন বার।
এক এক ভোগের অন্ন শত শত ভার॥
দ্বারকাতে ষোল সহস্র মহিষীমন্দিরে।
অষ্টাদশ মাতা, আর যাদবের ঘরে॥
ব্রজে জ্যেঠা, খুড়া, মামা, পিসাদি গোপগণ।
সখাবৃন্দ—সবার ঘরে দ্বিসন্ধ্যা ভোজন॥
গোবর্দ্ধন-যজ্ঞে অন্ন খাইলা রাশি রাশি।
তার লেখায় এই অন্ন নহে একগ্রাসী॥
তুমি ত' ঈশ্বর, মুঞি ক্ষুদ্র জীব ছার।
একগ্রাস মাধুকরী করহ অঙ্গীকার॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৫।২৩৯-২৪৩

শ্রীসার্ব্বভৌমের অন্তরের অন্তস্তলের প্রাণঢালা প্রীতিমাখা দৈন্যপূর্ণ প্রার্থনা শ্রবণে প্রীত হইয়া ভক্ত-বৎসল ভক্তপ্রেমবশ্য ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ভোজনে বসিলেন। সার্ব্বভৌম ত' যাবতীয় নৈবেদ্যবৈচিত্র্য মহাপ্রভুকেই নিবেদন করিয়াছেন। তাঁহার সেই মনোহভীষ্ট পূর্ণ হইল। তিনি পৃথগ্‌ভাবে সংরক্ষিত শ্রীজগন্নাথের প্রসাদবৈচিত্র্যও পরম প্রীতিভরে মহাপ্রভুকে দিতে লাগিলেন। এত আনন্দের মধ্যেও সহসা এক ভক্তহৃদয়বিদারক অতীব শোচ্য নিরানন্দের কারণও আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীভট্টাচার্য্যের জামাতা— ষাঠীকন্যার স্বামী অমোঘ নামক এক কুলীন ব্রাহ্মণসন্তান সার্ব্বভৌমগৃহে অবস্থান করেন। কিন্তু তিনি বড় নিন্দকস্বভাব। পাছে তিনি মহাপ্রভুর ভোজনদর্শনে কোন কটাক্ষ করিয়া বসেন, এই ভয়ে সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর ভোগমন্দিরের দ্বারদেশে যষ্টি-হস্তে অবস্থান করিতেছেন। অমোঘ মহাপ্রভুর ভোজন দেখিতে চাহিলেও সার্ব্বভৌমভয়ে তথায় আসিতে পারিতেছেন না। এদিকে দৈবক্রমে সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে শ্রীজগন্নাথপ্রসাদ পরিবেশনকালে একটু অন্যমনস্ক হইয়াছেন, ইত্যবসরে এক ফাঁকে অমোঘ আসিয়া মহাপ্রভুর ভোজন দর্শনমাত্রেই নিন্দা করিয়া বসিল—

"এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বার জন।
একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভক্ষণ!"

—চৈঃ চঃ ম ১৫।২৪৮

হায় হায়! ভট্টাচার্য্য যে ভয়ে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত ছিলেন, তাহাই ঘটিয়া বসিল! ভট্টাচার্য্যের কর্ণে ঐ নিন্দাবাক্য অতি কঠোর বজ্রধ্বনির ন্যায় প্রবিষ্ট হওয়ামাত্র তিনি অতিক্রোধে যষ্টিহস্তে অমোঘকে মারিবার জন্য তৎপশ্চাৎ বেগে প্রধাবিত হইলেন। কিন্তু অমোঘ ভয়ে কোথায় পলাইয়া গেল, তাহার সন্ধান পাইলেন না। ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর নিন্দাশ্রবণে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া জামাতা অমোঘকে তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করিতে ও অভিশাপ দিতে লাগিলেন। ষাঠীর মাতাও অত্যন্ত দুঃখে শিরে বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন—আমার ষাঠী আজই বিধবা হউক। মহাপ্রভু অবশ্য তাঁহার নিজ নিন্দা শুনিয়া হাসিতেই লাগিলেন, কিন্তু ভক্তদম্পতির মহাদুঃখ দর্শনে তাঁহাদিগকে নানাভাবে প্রবোধ দিয়া তাঁহাদিগের ইচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে ভোজন সমাপ্ত করিলেন। মহাপ্রভুকে আচমন করাইয়া ভট্টাচার্য্য তুলসীমঞ্জরী, লবঙ্গ ও এলাচিরসবাস (অর্থাৎ রস ও সৌগন্ধযুক্ত এলাচ) প্রভৃতি মুখবাস অর্পণপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধি চন্দন লেপন করিয়াছিলেন। অতঃপর প্রভুপদে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া সকাতরে অত্যন্ত দৈন্য-পূর্ণ বাক্যে মহাপ্রভুকে কহিতে লাগিলেন—'প্রভো, অত্যন্ত হতভাগ্য আমি, তাই আজ অমোঘের মুখে নিন্দাবাক্য শুনাইবার জন্যই আপনাকে আমার গৃহে আনিয়াছিলাম। আমার এই ক্ষমার অযোগ্য দুরপনেয় অপরাধ অদোষদর্শী আপনি আপনার নিজগুণে ক্ষমা করিয়া লউন।' অদোষদর্শী মহাপ্রভু দৈন্যভরে কহিলেন—ইহা 'নিন্দা' কি করিয়া হইবে, যাহা সহজ সরল, তাহাই ত' অমোঘের মুখ দিয়া নির্গত হইয়াছে, ইহাতে আপনার বা অমোঘের কি অপরাধ হইতে পারে? ইহা বলিয়া মহাপ্রভু নিজ ভবনে (গম্ভীরায়) চলিলেন। ভট্টাচার্য্যও সেপর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিলেন এবং মহাপ্রভুর পাদপদ্মে পড়িয়া অত্যন্ত কাতরভাবে 'আত্মনিন্দা' করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিয়া ঘরে পাঠাইলেন বটে, কিন্তু সার্ব্বভৌমের হৃদয়ের সুতীব্র বেদনা কিছুতেই প্রশমিত হইতেছে না। কেবল ভাবিতেছেন, হায় আমি আজ কি সর্ব্বনাশ করিলাম, কত জন্মজন্মান্তরের কত পুঞ্জীভূত সুকৃতি-ফলে আজ সাক্ষাৎ পরংব্রহ্ম পরাৎপর শ্রীভগবানের যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র দুরারাধ্য পাদপদ্মের পরমদুর্ল্লভ সেবা-সৌভাগ্য অতি সুখলভ্য হইলেও নিজ কর্ম্মদোষে তাহা

হইতে বঞ্চিত হইলাম। গম্ভীরা হইতে নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিজপত্নীসহ নানাপ্রকার মর্ম্মভেদী খেদোক্তি করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন—"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিন্দা যাহা হইতে শ্রবণ করিলাম, তাহাকে বধ করিয়া শেষে নিজপ্রাণ পরিত্যাগ করিলেই এই পাপের যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত হয়। কিন্তু তাহাই বা কি করিয়া করি, দুই শরীরই ত' ব্রাহ্মণশরীর, সুতরাং হত্যার অযোগ্য। (অর্থাৎ জামাতা অমোঘ—ব্রাহ্মণ-শরীর, তাহাকে বধ করিলে শাস্ত্রসিদ্ধান্তানুসারে ব্রহ্ম-হত্যাপাপে লিপ্ত হইতে হয়, আবার নিজেও ব্রাহ্মণ, সেই ব্রাহ্মণশরীর নষ্ট করিলেও ব্রহ্মহত্যা ও আত্ম-হত্যা—এই উভয় পাপদোষ আসিয়া পড়ে। সুতরাং আমি ইহাই স্থির করিলাম যে,—

'পুনঃ সেই নিন্দকের মুখ না দেখিব।
পরিত্যাগ কৈলুঁ, তার নাম না লইব ॥
ষাঠীরে কহ, তারে ছাড়ুক, সে হইল পতিত।
'পতিত' হইলে ভর্ত্তা, ত্যজিতে উচিত ॥'

স্মৃতিশাস্ত্রেও কথিত আছে—"পতিঞ্চ পতিতং ত্যজেৎ।"—চৈঃ চঃ ম ১৫।২৬৩-২৬৫

অর্থাৎ হরিগুরুবৈষ্ণব নিন্দাই পাতিত্যদোষাবহ। তাদৃশ পতিত পতিসঙ্গ অবশ্যই পরিত্যাজ্য। ভট্ট-দম্পতি অত্যন্ত মনস্তাপে জর্জ্জরিত হইয়া অহোরাত্র উপবাসী থাকিলেন।

সেই রাত্রে অমোঘ কোথায়ও পলাইয়া রহিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি অতি ভীষণ বিসূচিকা (কলেরা) ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন। অমোঘ মৃতপ্রায় শুনিয়া ভট্টাচার্য্য বিন্দুমাত্র ব্যথিত না হইয়া কহিতে লাগিলেন—"সহায় হৈল দৈব, কৈল মোর কার্য্য ॥" ঈশ্বরাপরাধের ফল অবিলম্বে সঙ্গে সঙ্গেই ফলিয়া যায়। ইহা বলিয়া তিনি দুইটি শাস্ত্রবাক্য উচ্চারণ করিলেন—

"মহতা হি প্রযত্নেন হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ।
অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ং গন্ধর্ব্বৈস্তদনুষ্ঠিতম্ ॥"
—মঃ ভাঃ বনপর্ব্ব ২৪১ অঃ ১৫ শ্লোক

"আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥"
—ভাঃ ১০।৪।৪৬

[অর্থাৎ দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ গন্ধর্ব্বরাজ চিত্র-সেন কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলে তদীয় ভয়বিহ্বল অমাত্য বর্গের বনবাসী পাণ্ডবগণ সমীপে গন্ধর্ব্বকবল হইতে তাঁহাদিগের উদ্ধার প্রার্থনাকালে দুর্য্যোধনাদির পূর্ব্ব-কৃত অত্যাচার স্মরণ করিয়া ভীমসেন বলিয়াছিলেন —'হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক প্রচুররূপে সংগ্রহ করিয়া মহাযত্ন পূর্ব্বক আমাদের যাহা করিতে হইত, গন্ধর্ব্ব-গণ তাহা করিয়া রাখিয়াছে।'

ভোজরাজ কংস তাঁহার বিষ্ণুবৈষ্ণবদ্বেষী অনুচর-গণ দ্বারা বিষ্ণুবৈষ্ণবহিংসায় প্রবৃত্ত হইলে শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতসমীপে তাদৃশ বিষ্ণুবৈষ্ণবদ্বেষের পরিণাম বর্ণন করিতেছেন—

'আয়ুঃ, শ্রী, যশঃ, ধর্ম্ম, (ধর্ম্মসাধ্য স্বর্গাদি) লোক ও আশীর্ব্বাদ (নিজবাঞ্ছিত সর্ব্ববিধ সাধ্য-সাধনাদি কল্যাণ)— এসমস্ত শ্রেষ্ঠবস্তুই মনুষ্যের মহদতিক্রম হইতে নাশ হইয়া যায়।']

এদিকে শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য প্রাতে গম্ভীরায় মহাপ্রভু দর্শনার্থ গমন করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে সার্ব্বভৌম সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। আচার্য্য কহিলেন—'তাঁহারা গতকল্য স্বামী স্ত্রী উভয়েই মহা-দুঃখে উপবাস করিয়াছেন। এদিকে অমোঘও ঘোরতর বিসূচিকা ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া মৃতপ্রায়।' ইহা শুনিবামাত্র দয়াময় শ্রীগৌরহরি সার্ব্বভৌমভবনে ছুটিয়া গিয়া অমোঘের বুকে হস্ত দিয়া বলিতে লাগিলেন—

"সহজে নির্ম্মল এই 'ব্রাহ্মণ'-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এ যোগ্যস্থান হয় ॥
'মাৎসর্য্য'-চণ্ডাল কেনে ইঁহা বসাইলা।
পরম পবিত্রস্থান অপবিত্র কৈলা ॥
সার্ব্বভৌম-সঙ্গে তোমার 'কলুষ' হৈল ক্ষয়।
'কল্মষ' ঘুচিলে জীব কৃষ্ণনাম লয় ॥
উঠহ অমোঘ, তুমি লও কৃষ্ণনাম।
অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান্ ॥"
—চৈঃ চঃ ম ১৫।২৭৪-২৭৭

সাক্ষাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় অমোঘ ইহরোগ ও ভবরোগ—উভয় রোগ মুক্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম লাভ করতঃ 'প্রেমোন্মাদে মত্ত হঞা নাচিতে লাগিলা'। মহাপ্রভু তাঁহার কম্প বা বেপথু, অশ্রু, পুলক বা রোমাঞ্চ স্তম্ভ, স্বেদ, স্বরভঙ্গ, বৈবর্ণ ও প্রলয় বা মূর্চ্ছারূপ অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারাদি প্রেমতরঙ্গ দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। অমোঘ অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া নিজেকে

অতীব দীনহীন জ্ঞানে সবিনয়ে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ ধারণ করতঃ সকাতরে নিজকৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন—'প্রভো, এই ছার মুখে হতভাগ্য আমি, তোমার কত নিন্দা করিয়াছি!' ইহা বলিতে বলিতে তিনি তাঁহার গণ্ড-দেশে এত বেগে চপেটাঘাত করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার গাল ফুলিয়া গেল। ইহা দেখিয়া শ্রীগোপী-নাথাচার্য্য তাঁহাকে থামাইলেন। পরদুঃখ-দুঃখী কৃপাম্বুধি শ্রীগৌরহরি অমোঘের গাত্র স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, অমোঘ,—

"*　　　*　　　*

সার্ব্বভৌম সম্বন্ধে তুমি মোর স্নেহপাত্র ॥
সার্ব্বভৌমগৃহে দাসদাসী, যে কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর ॥
অপরাধ নাহি তব লও কৃষ্ণনাম।"

অমোঘকে কৃপা করিয়া মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম সমীপে আসিতেই সার্ব্বভৌম সসম্ভ্রমে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ মস্তকে ধারণ করিয়া মহাপ্রভুকে বসিতে আসন দিলেন। মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে আলিঙ্গন করতঃ আসনে উপবেশন করিয়া কহিতে লাগিলেন—

"(প্রভু কহে—) অমোঘ শিশু, কিবা তার দোষ।
কেনে উপবাস কর, কেনে কর রোষ ॥
উঠ, স্নান কর, দেখ জগন্নাথ-মুখ।
শীঘ্র আসি' ভোজন কর, তবে মোর সুখ ॥
তাবৎ রহিব আমি এথায় বসিয়া।
যাবৎ না পাইবা তুমি প্রসাদ আসিয়া ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৫।২৮৭-২৮৯

ভক্তবৎসল ভগবানের ভক্তের প্রতি কি অপূর্ব্ব বাৎসল্য! আবার ভক্তেরও ভগবৎপ্রতি কি অপূর্ব্ব অনুরাগ! গৌরগতপ্রাণ সার্ব্বভৌম 'গৌরাঙ্গবিরোধী নিজজনে জানি পর', 'গৌরাঙ্গবিরোধী জনের মুখ না হেরিব'। —এইরূপ বিচার-বিশিষ্ট হইয়া কেবল মৌখিক ভাবে নহে, স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অন্তরের অন্তস্তল হইতেই অমোঘের মৃত্যুকামনা করিয়াছেন, অহোরাত্র উপবাস পর্য্যন্ত করিয়া আছেন, অমোঘের বিসূচিকা শুনিয়াও তৎপ্রতীকারার্থ বিন্দুমাত্রও ব্যতিব্যস্ত হন নাই। পরদিন প্রাতে আসিয়া মহাপ্রভু অমোঘকে কৃপা করিয়া জীবন দান করা সত্ত্বেও সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর চরণ ধারণ করিয়া কহিতে লাগিলেন—প্রভো, 'মরিত অমোঘ, তারে কেনে বাঁচাইলা?' ইহাতে মহাপ্রভু কহিলেন—

"(প্রভু কহে—) অমোঘ শিশু, তোমার বালক।
বালক-দোষ না লয় পিতা, তাহাতে পালক ॥
এবে 'বৈষ্ণব' হৈল, ত'ার গেল 'অপরাধ'।
তাহার উপরে এবে করহ প্রসাদ ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৫।২৯১-২৯২

অমোঘ ঈশ্বরাপরাধের সঙ্গে সঙ্গে বিসূচিকাব্যাধি-রূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া কৃতকর্ম্মজন্য অত্যন্ত অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হইয়া এবং সর্ব্বোপরি ভক্তসম্বন্ধযুক্ত বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র মহাপ্রভুর কৃপাভাজন হইবার সৌভাগ্য পাইলেন। ভট্টাচার্য্যও মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত অমোঘের প্রতি ক্রোধ ত্যাগ করিলেন এবং মহাপ্রভুকে কহিলেন—প্রভো, আপনি ঈশ্বর দর্শনে যান, আমি শীঘ্রই স্নান করিয়া এখানে আসিতেছি। তথাপি ভক্তবৎসল ভগবান্ গোপীনাথ আচার্য্যকে সার্ব্বভৌমগৃহে থাকিয়া তাঁহার প্রসাদসেবা দর্শনান্তে তাঁহাকে (মহাপ্রভুকে) তাহা জানাইবার কথা বলিয়া দিলেন। অতঃপর মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ দর্শনে গেলেন, ভট্টাচার্য্যও স্নানান্তে জগন্নাথ দর্শন করিয়া আসিয়া প্রসাদ পাইলেন। অমোঘও মহাপ্রভুর কৃপায় পরমবৈষ্ণব হইলেন—

"সেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত 'একান্ত'।
প্রেমে নাচে, কৃষ্ণনাম লয়, মহাশান্ত ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৫।২৯৬

করুণাময় শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির এইরূপ অত্যদ্ভুত অলৌকিক লীলাবৈচিত্র্য দর্শন ও শ্রবণ করিলে চিত্ত মহাবিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু সার্ব্বভৌমগৃহে মহাপ্রভুর ভোজন-লীলা, ভট্টদম্পতির অপূর্ব্ব গৌরপ্রীতি, ভক্ত প্রেমবশ্য ভগবানের ভক্তসম্বন্ধবশতঃ অমোঘের ন্যায় মহা-নিন্দককেও কৃপাপূর্ব্বক তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে সুদুর্ল্লভ প্রেমভক্তি প্রদানাদিলীলা শ্রবণের এইরূপ ফলশ্রুতি জ্ঞাপন করিতেছেন—

"শ্রদ্ধা করি' এই লীলা শুনে যেই জন।
অচিরাৎ পায় সেই চৈতন্যচরণ ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৫।৩০১

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"গৌরাঙ্গের দু'টিপদ, যার ধনসম্পদ,
সে জানে ভকতিরস সার।
গৌরাঙ্গের মধুরলীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই অমোঘোদ্ধারলীলায় স্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছেন—জীবহৃদয়ে মাৎসর্য্যরূপ চণ্ডালকে স্থান দিলে তাহা অত্যন্ত অপবিত্র হইয়া যায়, তাহাতে আর কৃষ্ণকে বসান' যায় না। 'মাৎসর্য্য' অর্থে পরশ্রীকাতরতা বা পরসুখাসহিষ্ণুতা। দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধাদি অর্থেও ইহা ব্যবহৃত। জীবহৃদয়ে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ—এই পঞ্চরিপুর যুগপৎ তাণ্ডবনৃত্য চলিতে থাকিলেই ঐ মহাভয়ঙ্কর মাৎসর্য্য-রিপুর উদয় হয়। উহা জীবহৃদয়ের যাবতীয় সৎ-প্রবৃত্তি সমূলে সমুৎপাটিত করে। ঐ মহাশত্রুই জীব-হৃদয় হইতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলা প্রেমের হাট অপসারিত করিয়া দিয়া তথায় ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিবাঞ্ছা-মূলা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলক কামের হাট বসাইয়া দেয়। এইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলা-চরণের দ্বিতীয় শ্লোকেই কথিত হইয়াছে — "এই শ্রীমদ্ভাগবতে নির্ম্মৎসর সাধুগণের প্রোজ্ঝিত-কৈতব পরম ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে।" ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধি-বাঞ্ছায় স্থূল এবং সূক্ষ্মভাবে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা থাকায় তাহা ভগবদন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির অণুপ্রকাশ-স্থলীয় জীবশক্তির নিত্যাবৃত্তি কৃষ্ণসুখবাঞ্ছামূলা ভক্তির বাধকস্বরূপ হইয়া আত্মহিংসায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রকৃতপক্ষে আত্মার শত্রুতাসাধন করিতে থাকে। এজন্য ঐ সকল ভক্তিবিরোধী শত্রুকে কৈতব বা কপটতা বা আত্মবঞ্চনা বা মহা অজ্ঞানতমঃ বলা হইয়াছে। ভুক্তি বা ঐহিক (পার্থিব) ও পারত্রিক (স্বর্গাদি) সুখ-বাঞ্ছা হইতেও মোক্ষ বা সিদ্ধিবাঞ্ছা জীবসত্তার সর্ব্বগ্রাসী শত্রু। সুতরাং উক্ত ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধি—ত্রিবিধ বাঞ্ছাই আত্মার ভগবৎসেবাসুখে অসহিষ্ণু বলিয়া উহাদের তিনটিই 'মৎসরতা' নামক মহা শত্রু। ঐ শত্রুকে জীবহৃদয়ে আশ্রয় দিলে সে হৃদয়ক্ষেত্র আর কৃষ্ণসেবার আবাসস্থান হইবে না। ঐ মাৎসর্য্য হইতেই যাবতীয় অনর্থ জীব-হৃদয়ে স্থান পায়। উহাই নামাপরাধ ধামাপরাধ সেবা-পরাধ—গুর্ব্ববজ্ঞা, বৈষ্ণবাপরাধাদি যাবতীয় অনর্থের মূল।

ঠাকুর মহাশয় "কাম—কৃষ্ণসেবার্পণে, ক্রোধ—ভক্তদ্বেষি জনে, লোভ—সাধুসঙ্গে হরিকথা। মোহ (অচৈতন্য বা মূর্চ্ছা)—ইষ্ট লাভ বিনে, মদ—কৃষ্ণ-গানে নিযুক্ত করিব যথা তথা ॥" বলিলেন বটে, কিন্তু মাৎসর্য্য রিপুকে সর্ব্বতোভাবেই বর্জ্জন করিয়াছেন। মাৎসর্য্য মহাশত্রুই গুর্ব্ববজ্ঞা বৈষ্ণবাপরাধাদিতে লিপ্ত করিয়া জীবকে গীতোক্ত কাম, ক্রোধ ও লোভরূপ আত্মবিনাশি মহাশত্রুর কবলে কবলীকৃত করিয়া নরকে নিপাতিত করে। ঐ মহা শত্রুই জীবকে ভগবচ্চরণে অপরাধী করায়, তাহাতে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণের হৃদয়েও সংসার-বাসনা আসিয়া যায়। সুতরাং নিঃশ্রেয়সার্থী সাধক সর্ব্বপ্রযত্নে 'মাৎসর্য্য চণ্ডাল'কে হৃদয়ক্ষেত্র হইতে সমপসারিত করিবেন। উহা পার-মার্থিক জীবনের মহা অন্তরায়।

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(১৩)

শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ

শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণবংশে কুমারহট্টে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতিথিবাসরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কুমারহট্ট ২৪-পরগণা জেলান্তর্গত বর্ত্তমান হালিসহর ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ পশ্চিমে। স্থানীয় ব্যক্তিগণ কুমারহট্টে মুখোপাধ্যায়পাড়ায় কালিকাতলায় আবির্ভাব স্থানটী নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে নবদ্বীপধামের সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্মৃতি দর্শনে ব্যাকুল শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর

বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া নবদ্বীপ পরিত্যাগ করতঃ ভ্রাতাগণসহ কুমারহট্টে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যডোবার নিকট যে দেবালয়টী আছে উহাকে শ্রীবাসপণ্ডিতের ভিটা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের আবির্ভাব স্থানটিকে 'চৈতন্য ডোবা' বলে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কুমারহট্টে পৌঁছিয়া শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের আবির্ভাব পীঠের মৃত্তিকা বহির্বাসে বাঁধিয়া লইয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া ও শুনিয়া আগন্তুক ভক্তগণ উহা হইতে মৃত্তিকা লইতে লইতে উক্ত ডোবার সৃষ্টি করিয়াছেন। এই স্থানের বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে।

সন্ন্যাস নাম শ্রীঈশ্বরপুরী। পূর্ব্বাশ্রমে কি নাম ছিল তাহা জানা যায় নাই। পিতৃদেব ছিলেন শ্রীশ্যামসুন্দর আচার্য্য। প্রেমভক্তিরসময় শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের নিকট ঈশ্বরপুরীপাদ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরপুরীপাদের নিষ্কপট স্নিগ্ধ প্রেমপূর্ণ সেবায় বশীভূত ও সুপ্রসন্ন হইয়া শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ শিষ্যকে স্নেহাশীর্ব্বাদের দ্বারা সিক্ত করতঃ কৃষ্ণপ্রেমসাগরে নিমজ্জিত করিলেন। গুরুদেব প্রসন্ন হইলে শিষ্যের আত্যন্তিক মঙ্গল ও সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয় এবং গুরুদেব অপ্রসন্ন হইলে শিষ্যের অমঙ্গল হয়,—ইহা শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের লীলায় আমরা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। শ্রীরামচন্দ্র পুরীও শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী পাদের দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন, কিন্তু দাম্ভিকতাহেতু গুরুদেবের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উহা সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন।

"পূর্ব্বে যবে মাধবেন্দ্রপুরী করেন অন্তর্দ্ধান।
রামচন্দ্র পুরী তবে আইলা তাঁর স্থান ॥
পুরী-গোসাঞি করেন কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
'মথুরা না পাইনু' বলি' করেন ক্রন্দন ॥
রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে তাঁরে।
শিষ্য হঞা গুরুকে কহে, ভয় নাহি করে ॥
"তুমি—পূর্ণ-ব্রহ্মানন্দ, করহ স্মরণ।
ব্রহ্মবিৎ হঞা কেনে করহ রোদন?"
"শুনি মাধবেন্দ্র-মনে ক্রোধ উপজিল।
দূর দূর পাপিষ্ঠ বলি ভর্ৎসনা করিল ॥"
'কৃষ্ণকৃপা' না পাইনু, না পাইনু 'মথুরা'।
আপন-দুঃখে মরোঁ,—এই দিতে আইল জ্বালা ॥
মোরে মুখ না দেখাবি তুই, যাও যথি-তথি।
তোরে দেখি মৈলে, মোর হবে অসদ্গতি ॥
কৃষ্ণ না পাইনু মরোঁ আপনার দুঃখে।
মোরে 'ব্রহ্ম' উপদেশে এই ছার মূর্খে ॥
এই যে শ্রীমাধবেন্দ্রপাদ উপেক্ষা করিল!
সেই অপরাধে ইহাঁর 'বাসনা' জন্মিল ॥
শুষ্ক—ব্রহ্মজ্ঞানী, নাহি কৃষ্ণের সম্বন্ধ।
সর্ব্বলোকের নিন্দা করে, নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ ॥
ঈশ্বরপুরী করেন শ্রীপাদ সেবন।
স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জ্জন ॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করায় স্মরণ।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ ॥
তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
বর দিলা—'কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন' ॥
সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী—'প্রেমের সাগর'।
রামচন্দ্রপুরী হৈল সর্ব্বনিন্দাকর ॥
মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের সাক্ষী দুইজনে।
এই দুইদ্বারে শিখাইলা জগজনে ॥"

(চৈঃ চঃ অ ৮।১৬-৩১)

এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীগোস্বামী প্রভুপাদ অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—"রামচন্দ্রপুরী স্বীয়গুরু শ্রীমাধবেন্দ্রকে শ্রীকৃষ্ণবিরহকাতর দেখিয়াও তাঁহার অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভস্ফূর্ত্তি বুঝিতে অসমর্থ হইয়া লৌকিক বিচারক্রমে মর্ত্ত্যজ্ঞানে প্রাকৃত-অভাবজন্য শোককাতর জানিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অনুভূতি করাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তাহাতে মাধবেন্দ্রপুরী শিষ্যের মূর্খতা ও গুর্ব্ববজ্ঞা উপলব্ধি করিয়া তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা হইতে বিরত হইলেন এবং তাহাকে ত্যাগ করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও শ্রীসদ্গুরুচরণাশ্রয়ের অত্যাবশ্যকতা শিক্ষা দিবার জন্য গয়াতে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণের লীলাভিনয় করিলেন। ইহার দ্বারা শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সন্দেহাতীতরূপে প্রদর্শিত হইল। "তবে ত' করিলা প্রভু গয়াতে গমন। ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তথাই মিলন ॥ দীক্ষা অনন্তরে হৈল প্রেমের প্রকাশ। দেশে আগমনে পুনঃ প্রেমের বিলাস ॥" —চৈঃ চঃ আদি ১৭।৮-৯। "দোঁহাকার বিগ্রহ দোঁহাকার প্রেমজলে। সিঞ্চিত হইলা প্রেমানন্দ কুতূহলে ॥ প্রভু বলে—

গয়া যাত্রা সফল আমার। যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার॥ তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ। সেহ যারে পিণ্ড দেয়, তরে সেই জন॥ তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ। সেইক্ষণে সর্ব্ববন্ধ পায় বিমোচন॥ অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান। তীর্থেরো পরম তুমি মঙ্গলপ্রধান॥ সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধারহ মোরে। এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে॥ কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরসপান। আমারে করাও তুমি—এই চাহি দান॥" —চৈঃ ভাঃ আ ১৭।৪৯–৫৫। শ্রীমন্মহাপ্রভু লৌকিক রীতি অনুসারে গয়ায় যাবতীয় তীর্থশ্রাদ্ধাদি করিবার অভিনয় প্রদর্শ-নান্তে নিজাবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বহস্তে রন্ধনকার্য্য করিলেন। শ্রীঈশ্বর পুরীপাদ তথায় শুভপদার্পণ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বহস্তপাচিত অন্ন ব্যঞ্জনাদি সমস্তই স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া শ্রীঈশ্বরপুরীপাদকে পরম তৃপ্তিসহকারে ভোজন করাইয়া গুরুসেবার সর্ব্বোত্তম আদর্শ প্রদর্শন করিলেন।

অবশ্য গয়ায় মহাপ্রভুকে দশাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষা প্রদানের পূর্ব্বে ঈশ্বরপুরীপাদ মহাপ্রভুর সহিত নবদ্বীপ নগরে মিলিত হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণের লীলাভিনয়কারী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সহিতও মিলিত হইয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে ইহা বর্ণন করিয়াছেন। নিমাই যখন নবদ্বীপনগরে বিদ্যাবিলাস লীলা করিতেছিলেন সেই সময় দৈবাৎ নিমাইএর সহিত সাক্ষাৎকার হইলে তাঁহার অপূর্ব্ব কান্তি দর্শন করিয়া শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ আকৃষ্ট হন। নিমাই ঈশ্বরপুরীপাদকে গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন এবং স্বয়ং শচীমাতাকে দিয়া কৃষ্ণের নৈবেদ্য রন্ধন করাইয়া ঈশ্বরপুরীপাদকে ভোজন করাইলেন। সেই সময় নিমাইএর সহিত ঈশ্বরপুরীপাদের কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গ হয়। নবদ্বীপে গোপীনাথ আচার্য্যের গৃহে ঈশ্বরপুরীপাদ কএকমাস অবস্থান করিয়াছিলেন। পরম বিরক্ত শ্রীগদাধরপণ্ডিতের শুদ্ধপ্রেম দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া ঈশ্বরপুরীপাদ স্ব-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত' গ্রন্থ অত্যন্ত প্রীতিভরে তাঁহাকে পড়াইতে লাগিলেন। নিমাইও তথায় প্রত্যহ ঈশ্বরপুরীপাদকে প্রণাম করি-বার জন্য যাইতেন। একদিন ঈশ্বরপুরীপাদ তাঁহার গ্রন্থের দোষ দেখাইবার জন্য নিমাইকে অনুরোধ করিলেন। নিমাই তদুত্তরে বলিলেন—

"প্রভু বলে, ভক্তবাক্য কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দোষ দেখে, সেই পাপীজন॥
ভক্তের কবিত্ব যেতেমতে কেনে নয়।
সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীতি তাহাতে নিশ্চয়॥
মূর্খ বোলে 'বিষ্ণায়', 'বিষ্ণবে' বলেধীর।
দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণবীর॥
ইহাতে যে দোষ দেখে, তাহার সে দোষ।
ভক্তের বর্ণনমাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ॥
অতএব তোমার সে প্রেমের বর্ণন।
ইহাতে দূষিবেক কোন্ সাহসিক জন?"
—চৈঃ ভাঃ আদি ১১।১০৩-১১০

শ্রীভক্তিরত্নাকরগ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত আছে-(১২।২২০৫-৭)

"এই দেখ গোপীনাথ আচার্য্যের ঘর।
মধ্যে মধ্যে এথা আইসেন বিশ্বম্ভর॥
শ্রীঈশ্বরপুরী কিছু দিন এথা ছিলা।
"কৃষ্ণলীলামৃত গ্রন্থ" এথাই রচিলা॥
গদাধর পণ্ডিতে পরম স্নেহ করে।
তাঁর প্রেমচেষ্টা দেখি পড়াইলা তাঁরে॥

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু পশ্চিমভারতে তীর্থ ভ্রমণকালে দৈবযোগে যখন শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের সহিত মিলিত হইলেন, তখন উভয় উভয়কে দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। নিত্যানন্দ প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া মাধবেন্দ্র পুরীপাদের মহিমা বর্ণন করিতে লাগিলেন। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদও নিত্যানন্দকে ক্রোড়ে করিয়া প্রেমজলে সিক্ত করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু গুরুদেবের অত্যন্ত প্রিয় ইহা বুঝিয়া ঈশ্বরপুরীপাদাদি শিষ্যবর্গ সকলেই শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি রতিবিশিষ্ট হইলেন এবং ঈশ্বরপুরীপাদ গাঢ় প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন।

"জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপুর।
ভক্তিকল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর॥
শ্রীঈশ্বরপুরী-রূপে অঙ্কুরপুষ্ট হৈল।
আপনে চৈতন্যলীলা স্কন্ধ উপজিল॥"
(চৈঃ চঃ আদি ৯।১০-১১)

শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ অপ্রকটের পূর্ব্বে তাঁহার দুই শিষ্য কাশীশ্বর ও গোবিন্দকে মহাপ্রভুর সেবার জন্য নির্দ্দেশ করিলে তাঁহারা সম্বন্ধে গুরুভ্রাতা হইলেও 'গুরুদেবের আজ্ঞা অবশ্য পালনীয়' বিচারে তাঁহাদিগকে শ্রীমন্মহাপ্রভু সেবকরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মস্তুতি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১৩২ পৃষ্ঠার পর]

[পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমদ্ বঙ্কিম চন্দ্র পাণ্ডা পঞ্চতীর্থ]

অজানতাং ত্বৎপদবীমনাত্ম-
ন্যাত্মাত্মনা ভাসি বিতত্য মায়াম্।
সৃষ্টাবিবাহং জগতো বিধান
ইব ত্বমেষোঽন্ত ইব ত্রিনেত্রঃ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—(গুণাবতার মূল শ্রীবিষ্ণু—ইহাই এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে) যাহারা আপনার স্বরূপ অবগত নহে তাহাদের মতে আত্মস্বরূপ আপনিই প্রকৃতিতে স্থিত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে মায়াবিস্তার পূর্ব্বক সৃষ্টিতে ব্রহ্মার ন্যায়, পালনকার্য্যে বিষ্ণুরূপে এবং সংহারকার্য্যে শিবের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ টীকা— দুর্গমমহিমুস্তব চিন্ময়জগতাং বার্ত্তা দূরে তাবদাস্তাং বহির্ম্মুখানাং মতে তু ত্বমপি মায়োপাধির্মায়াময় এব ভবসীত্যাহ—অজানতামিতি। ত্বৎপদবীং ত্বৎপ্রাপকং বর্ত্ম ভক্তিযোগমজানতাং জ্ঞানমানিনান্ত মতে ত্বমনাত্মনি প্রকৃতৌ স্থিত এব আত্মৈবত্বং আত্মনৈব স্বাতন্ত্র্যেণৈবেতি তব জীবাদ্বিশেষঃ। মায়াং বিতত্যৈব ভাসি আকারশূন্যোঽপ্যাকারবত্বেন ভাতো ভবসি। সৃষ্টৌ রজোগুণেন যথা অহম্। বিধানে পালনে সত্ত্বেন এষ ত্বং বিষ্ণুরিব, অন্তে তমসা ত্রিনেত্রো রুদ্র ইবেতি। নিরাকারস্যাপ্যাত্মনো মায়িকাকারাঃ যথা ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাস্তথা মায়িকমেব জলস্থং নারায়ণরূপম্ অবতারাশ্চ সর্ব্বে মায়িকরূপা মায়য়ৈব বৎসবালচতুর্ভুজাদীন্ ক্ষণিকান্ দর্শয়ামাসেতি তে প্রাহুরিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার ব্যাখ্যা—আপনার মহিম দুর্গম, আপনার চিন্ময় জগতের কথা দূরে থাকুক, বহির্ম্মুখগণের মতে 'আপনিও মায়োপাধি (স্ফটিকের উপাধি জবা, তাহার রক্তবর্ণরূপ যেমন স্ফটিকে পতিত হইয়া তাহাকেও রক্তবর্ণ করে, সেইরূপ মায়া শুদ্ধ নির্গুণ ব্রহ্মকে গুণময় করে।) মায়াময়ই হইয়া থাকেন' ইহা বলিতেছেন 'অজানতাং' ইতি। 'ত্বৎ পদবীং' আপনার প্রাপক মার্গ ভক্তিযোগ, 'অজানতাং' যাঁহারা জানেন না, সেই জ্ঞানিমানিগণের মতে, আপনি 'অনাত্মনি' প্রকৃতিতে স্থিতই, 'আত্মা এব' আত্মাই, 'ত্বং' (আপনি) 'আত্মনা' এব স্বতন্ত্রভাবেই, ইহার দ্বারা জীব হইতে বিশেষ। (জীব পরতন্ত্র)। 'মায়াং বিতত্যৈব' (মায়াকে বিস্তার করিয়াই) আকারশূন্য ও আকারবান্ রূপে 'ভাসি' ভাত হইয়া থাকেন। 'সৃষ্টৌ' সৃষ্টিবিষয়ে রজোগুণের দ্বারা যেমন আমি (ব্রহ্মা), 'বিধানে' পালনকার্য্যে, সত্ত্বগুণের দ্বারা, 'এষ ত্বং' (বিষ্ণুর মত) 'অন্তে' (সংহারে) তমোগুণের দ্বারা 'ত্রিনেত্র' রুদ্রের মত। নিরাকারও আপনার মায়িক আকার বিশিষ্ট যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র, সেইরূপ জলস্থিত নারায়ণ রূপ মায়িক, অবতারগণও সকলে মায়িকরূপ মায়ার দ্বারাই বৎস, বালক, চতুর্ভুজ প্রভৃতি ক্ষণিক প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহা জ্ঞানী অভিমানিগণ বলিয়া থাকেন, এই অর্থ ॥ ১৯ ॥

সুরেষ্বৃষিষ্বীশ তথৈব নৃষ্বপি
তির্য্যক্ষু যাদঃস্বপি তেঽজনস্য।
জন্মাসতাং দুর্ম্মদনিগ্রহায়
প্রভো বিধাতঃ সদনুগ্রহায় চ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে ঈশ, হে প্রভো, হে বিধাতঃ, আপনি বস্তুতঃ জন্মরহিত, তথাপি সুর, ঋষি, নর, তির্য্যক্ ও মৎস্যাদি জলজন্তু প্রভৃতিতে আপনার আবির্ভাব কেবলমাত্র দুরাত্মগণের গর্ব্বনাশ এবং সাধুগণের অনুগ্রহের জন্যই হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ টীকা—অতস্তৈঃ স্বভক্তানাং পরাভবাভাবার্থং যৎ স্বপদবীজ্ঞাপনং প্রায়স্তদর্থমেব তব সর্ব্বেঽবতারা ইত্যাহ—সুরেষ্বিতি। অসতামসাধূনাং বয়মেব জ্ঞানবন্ত ইতি যো দুষ্টোমদস্তস্য নিগ্রহায়। সতাং ভক্তানাং স্বীয়সচ্চিদানন্দময়-রূপগুণলীলানুভাবনয়া অনুগ্রহায়। যদুক্তম্ "সত্ত্বং নচেদ্ধাতরিদং নিজং ভবে" দিত্যাদি ॥ ২০ ॥

টীকার ব্যাখ্যা—এই কারণে 'বহির্ম্মুখগণ কর্ত্তৃক নিজভক্তগণের পরাভব না হয়, সেই নিমিত্ত নিজ (ভক্তি) পথের জ্ঞাপন, প্রায় সেই নিমিত্তই আপনার

সকল অবতার' ইহা বলিতেছেন—'সুরেষু' ইতি। 'অসতাং' অসাধুগণের, 'আমরাই জ্ঞানবান' এইরূপ যে 'দুর্ম্মদঃ' দুষ্ট মদ, তাহার 'নিগ্রহে'র নিমিত্ত। 'সতাং' ভক্তগণের, নিজের সচ্চিদানন্দময় রূপ, গুণ ও লীলার অনুভাবনা দ্বারা 'অনুগ্রহে'র নিমিত্ত (অবতার)। যেহেতু উক্ত হইয়াছে 'সত্ত্বং ন চেদ্ধাতরিদং নিজং ভবেৎ' (ভাঃ ১০।২।৩৫) হে ধাতঃ! আপনার এই শরীর যদি শুদ্ধসত্ত্বরূপ না হইতেন, তাহা হইলে আপনার অনুভব নাশ পাইত, ইত্যাদি ॥ ২০ ॥

(ক্রমশঃ)

কলিকাতা মঠে শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব

পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মসভা ও নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

নিখিলভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে পরিচালক সমিতির (গভর্ণিংবডির) পরিচালনায় কলিকাতা-২৬ (কালীঘাট) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে বিগত ২ ভাদ্র, ১৯ আগষ্ট রবিবার হইতে ৬ ভাদ্র, ২৩ আগষ্ট বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা সহরের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এবং মফঃস্বল হইতে অগণিত নরনারী এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। এইবার কলিকাতা মঠে বিশেষ দর্শনীয় ছিল শ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলনযাত্রা তিথি হইতে বিদ্যুচ্চালিত অভিনব ভগবল্লীলা-প্রদর্শনী। শ্রীমঠের অনুষ্ঠান আকাশবাণীর দ্বারা ও দূরদর্শনের (television এর) মাধ্যমে প্রচারিত হয়। শ্রীপরেশানুভবদাস ব্রহ্মচারীর মুখ্য উদ্যমে আনন্দপুরের শ্রীতারক রায়, শ্রীবিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতির সাহচর্য্যে মনোজ্ঞ চিত্তাকর্ষক ভগবল্লীলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়।

২ ভাদ্র, ১৯ আগষ্ট রবিবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাস বাসরে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া দক্ষিণ কলিকাতার মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করে। পরম-পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের অনুগমনে শ্রীল আচার্য্যদেব নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমঠ হইতে বহির্গত হইলে ভক্তগণ সংকীর্ত্তনানন্দে প্রমত্ত হইয়া উঠেন। মেদিনীপুর জেলার আনন্দপুরবাসী ও মেচেদার ভক্তগণ প্রাণ মন ঢালিয়া মৃদঙ্গ বাজাইতে থাকেন; মহিলাগণের মুহুর্মুহুঃ উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি —সব মিলিয়া এক অনির্ব্বচনীয় বিমলানন্দের প্রাদুর্ভাব হয়। অধিবাসবাসরে শ্রীকৃষ্ণের আবাহনগীতি সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করিয়া ভক্তগণ কৃতকৃতার্থ হন।

৩ ভাদ্র, ২০ আগষ্ট সোমবার শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী বাসর অহোরাত্র উপবাস, সমস্তদিন শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ, ধর্ম্মসভা, নামসংকীর্ত্তন ও মধ্যরাত্রে শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগাদি সহযোগে সুসম্পন্ন হয়। কয়েক সহস্র নরনারী সমস্ত রাত্রি মঠে অবস্থান করতঃ ব্রত পালন করেন। ভোগরাগান্তে রাত্রি ২-৩০ টার পরে সমাগত ভক্তগণকে অনুকল্প ফলমূল প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। পরদিন শ্রীনন্দোৎসববাসরে সহস্র সহস্র নরনারী মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

২ ভাদ্র, রবিবার হইতে ৬ ভাদ্র বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে পাঁচদিনব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন যথাক্রমে মাননীয় বিচারপতি শ্রীরবীন্দ্রনাথ পাইন, মাননীয় বিচারপতি শ্রীবিমল চন্দ্র বসাক, মাননীয় বিচারপতি শ্রীউমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় বিচারপতি শ্রীসমীর কুমার মুখোপাধ্যায় ও মাননীয় বিচারপতি শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র রায়। প্রধান অতিথিরূপে বৃত

হন যথাক্রমে শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় এড্ভোকেট, বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ডঃ শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের প্রাক্তন আই-জি-প শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা ও অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী। ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশনে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ শ্রীমদনমোহন গোস্বামী বিশিষ্ট বক্তারূপে ভাষণ প্রদান করেন। কাল্না শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের এবং শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন খড়্গপুর ও কলিকাতা—বেহালা শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদর্শন আচার্য্য মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ, ঝরিয়ার খ্যাতনামা এড্ভোকেট শ্রীনিরঞ্জন লাল ভাগানিয়া এবং শ্রীসোহনলালজী বাহাল। সভায় আলোচ্য বিষয় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল 'পরাশান্তি লাভের উপায়', 'নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ', 'ব্রজপ্রেম-মাধুর্য্য' 'ধর্ম্মজীবন মনুষ্যজন্মের বৈশিষ্ট্য', 'হরিনাম-সংকীর্ত্তনের সর্ব্বোত্তমতা।'

বিচারপতি **শ্রীরবীন্দ্রনাথ পাইন** ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—'আজকের বক্তব্যবিষয় 'শান্তিলাভের উপায়' সম্বন্ধে মহারাজগণের নিকট অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা শুনলেন, আমারও শুনবার সুযোগ হলো। শান্তির জন্য আমরা সকলেই লালায়িত। পার্থিব নশ্বর ভোগ্য বস্তু পেলে সাময়িক সুখ হয়, কিন্তু শান্তি লাভ হয় না। নশ্বর বস্তুর চিন্তার দ্বারা মন অশান্ত হয়। অবিনশ্বর বস্তু ভগবচ্চিন্তার দ্বারা মন শান্ত হয়। আমরা অল্প সময়ের বস্তু নিয়ে খুব মাতামাতি, রেসারেসি, জেদাজেদি করি, তাতে শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তিই বর্দ্ধিত হয়। শ্রীভগবচ্চরণে প্রপত্তি ব্যতীত, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রপত্তি ব্যতীত পরাশান্তি লাভের অন্য কোন উপায় নাই। মনকে ভগবানে লাগাবার জন্য যুগানুযায়ী সাধনের ব্যবস্থা দিয়াছেন ঋষিগণ। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চ্চন এবং কলিযুগে নামসংকীর্ত্তনকেই যুগধর্ম্মরূপে নির্দ্ধারণ করেছেন। বৃহন্নারদীয় পুরাণে শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনই কলিযুগের একমাত্র সাধনরূপে নির্দ্ধারিত হয়েছে ;—যথা—'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥' কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যুগধর্ম্ম হরিনাম সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করেছেন। জাতিবর্ণ, নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলেই হরিনাম সংকীর্ত্তন করতে পারেন। হরিনাম গ্রহণে স্থানাস্থান কালাকালের বিচার নাই। কলিযুগের জীব পাপপ্রবণ ও অপারগ ব'লে তাদের উদ্ধারের জন্য এই সহজ সাধনের ব্যবস্থা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয়েছে।"

শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—"পৃথিবীর সর্ব্বত্র অশান্তি দাবানলের ন্যায় ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। যতই দিন যাচ্ছে অশান্তি বেড়েই চলছে—এর কারণ কি আমাদের সকলকেই ভাবা দরকার। ওড়িষ্যার গভর্ণর শ্রীবিশ্বম্ভর নাথ পাণ্ডে পুরীতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সংকীর্ত্তন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটনকালে যে কথাগুলি বলেছেন, যা তীর্থ মহারাজের নিকট শুনলাম, খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি সুইডেনের ষ্টকহলমে গিয়েছিলেন, সেখানে মাথাপিছু আয় ব্যয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, পার্থিব সমস্ত সুখসুবিধার ব্যবস্থায় সর্ব্বোচ্চ শিখরে, তৎসত্ত্বেও বিবাহ-বিচ্ছেদ, আত্মহত্যা ও যুবক-যুবতীর মধ্যে অপরাধ-প্রবণতা এত বেশী যা পৃথিবীর কোথাও নেই। তাতে বেশ বুঝা যায় একমাত্র পার্থিব উন্নতির দ্বারাই শান্তি আসবে না। অশান্তির হাত হতে পরিত্রাণের জন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিশ্বশান্তি সম্মেলনাদি হচ্ছে। শান্তির প্রবক্তাগণ তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে শান্তির রাস্তা নির্দ্দেশ করছেন। কিন্তু সত্যিকারের শান্তি আসবে যা' ঝড়িয়ার এড্ভোকেট শ্রীনিরঞ্জন লাল ভাগানিয়া বল্লেন ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণের দ্বারা—'তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥'—গীতা। তবে শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণের কথা বলা যত সহজ, ভাবা কঠিন, করা তো আর কঠিন।"

বিচারপতি **শ্রীবিমলচন্দ্র বসাক** দ্বিতীয় দিন সভা-

পতির অভিভাষণে বলেন—"'নন্দনন্দন' শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব সম্বন্ধে আপনারা শুনলেন। শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর। ঈশ্বরবিশ্বাসকে অবলম্বন করে যে ধর্ম্ম, তৎসম্বন্ধে আমি কিছু বলবো। এখনকার যুবকযুবতীগণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে অধিক শিক্ষা পাচ্ছে না। এজন্য তারা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠায় সর্ব্বত্র অশান্তি দেখা যাচ্ছে। যুবকগণকে ঠিক ভাবে পরিচালনা করলে দেশে শান্তি ফিরে আসবে। ভারতবর্ষ ধর্ম্মক্ষেত্র। বর্ত্তমানে আমাদের দেশ ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্ম্মনিরপেক্ষ শব্দের অর্থ ধর্ম্মহীন নহে। সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম্ম এখানে পালন করতে পারেন। ধর্ম্মবিহীন হওয়ায় আমাদের দেশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মভাব জাগরণের জন্য এই জাতীয় ধর্ম্মসভার প্রয়োজনীয়তা আছে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠান হতে যে ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়ে থাকে তাতে সকলেরই যোগদান করা উচিত। ঈশ্বরবিশ্বাস প্রত্যেক জীবেতে স্বতঃসিদ্ধরূপে আছে। এজন্য মানুষ প্রথমতঃ পর্ব্বত বৃক্ষাদির পূজা করতে করতে ক্রমোন্নতিক্রমে পরমেশ্বরের পূজায় এসে উপনীত হয়েছে। ঈশ্বরপূজা বা ধর্ম্মানুশীলনের দ্বারা চিত্ত পবিত্র হয়।"

ডঃ **শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য** প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—'শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে কংসকারাগারে বসুদেবনন্দনরূপে, পরে নন্দালয়ে নন্দনন্দনরূপে আবির্ভূত হন। অদ্যাবধি তাঁর আবির্ভাবতিথি পূজিত হচ্ছে। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শুনতে শুনতে আবিষ্ট হয়ে গেছিলাম। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত মহিমা, ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে, পঞ্চানন পঞ্চমুখে, অনন্তদেব অনন্তমুখে বর্ণন করে শেষ করতে পারেন না। কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ, মথুরার কৃষ্ণ, দ্বারকার কৃষ্ণ এবং নন্দনন্দন কৃষ্ণ একই তত্ত্ব, কেবল লীলাগত ভেদ রয়েছে। যোগমায়াকে অবলম্বন করে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের যে ব্রজলীলা তা অপূর্ব্ব মাধুর্য্যপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এবং ষড়্‌গোস্বামী ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের, রাধাকৃষ্ণের, বৃন্দাবনধামের মহিমা জানিয়েছিলেন বলে আজ আমরা জানতে পেরেছি। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাৎসল্যরসের সেবা প্রদানের জন্য বসুদেব-দেবকীর এবং নন্দযশোদার পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীনন্দদুলাল চক্রবর্ত্তী এই সব লীলা সহজ বাংলা ভাষায় সুন্দররূপে বর্ণন করেছেন। তাঁর বর্ণন কতটা শাস্ত্রসম্মত ও সঠিক তা আমি জানি না, কিন্তু আমি পড়ে অনেক নূতন বিষয় জানতে পেরেছি এবং আনন্দ লাভ করেছি।"

বিচারপতি **শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়** ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"'ব্রজপ্রেমমাধুর্য্য' সম্বন্ধে দুইজন স্বামীজীর নিকট আপনারা অনেক রসদ কথা শুনলেন। জীবের সর্ব্বোত্তম প্রাপ্য বস্তু কৃষ্ণপ্রেম, ইহাকে পঞ্চমপুরুষার্থ বলে। কৃষ্ণপ্রেমরূপ অমৃত যিনি পান করেছেন তিনি পতিতপাবনত্বগুণ লাভ করতঃ দুরাচারী ব্যক্তিকেও কৃষ্ণপ্রেমে আপ্লুত করতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণবিরহে কাতর হয়ে কৃষ্ণের জন্য কেঁদেছেন এবং প্রেমপ্রদানলীলা করেছেন। তাঁরই অহৈতুকী কৃপাফলে আজও বঙ্গবাসী মাত্রেরই প্রাণের দেবতা রাধাকৃষ্ণ এবং তাঁরা অধিকাংশই কৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনাম আবৃত্তি এবং কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করেন। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্যের দ্বারা আবৃত। মাধুর্য্যলীলাময় শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই যেন অত্যন্ত আপন। তাঁকে ভালবাসতে কোনও সঙ্কোচ নেই। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি শ্রীরাধাকৃষ্ণের গূঢ় প্রেমরসলীলা বর্ণন করেছেন।"

প্রধান অতিথি **শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায়**—তাঁহার অভিভাষণে বলেন—'নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যলীলা অপূর্ব্ব। তাঁকে ভালবাসতে কোনও সঙ্কোচ নেই। ব্রজের রাখাল বালকগণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সখারূপে দেখছেন। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখেও দেখছেন না। গাঢ়প্রীতিবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে কাঁধে নিচ্ছেন, কৃষ্ণের কাঁধে উঠছেন, উচ্ছিষ্ট খাওয়াচ্ছেন, খাচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণেতে তাদের সমান বুদ্ধি, শ্রীকৃষ্ণ বড়—এইরূপ বুদ্ধি নাই। যশোদাদুলাল গোপাল মাখন চুরি করেছেন, তাঁকে শাসন করবার জন্য যশোদাদেবী যষ্টির দ্বারা তাড়ন করছেন। যশোদার ভগবদ্ বুদ্ধি নাই, পাল্য বুদ্ধি। যশোদামাতা পুত্র যাতে দৌরাত্ম্য না করে তজ্জন্য পুত্রকে বেঁধে রাখবেন সঙ্কল্প করলেন। নন্দমহারাজের যত দড়ি ছিল সব জোড় দিয়েও গোপালের পেটের বেড় পেলেন না। তাতেও তিনি গোপালকে ঈশ্বর বুদ্ধি করেন নাই। যশোদা মাতার শ্রান্তি-ক্লান্তি দেখে গোপাল বন্ধন স্বীকার করলেন।

গোপাল মাটি খেয়েছে বলে রাখালবালকগণ নালিশ করলে মা এসে গোপালকে তিরস্কার করলেন এবং মুখ খোলতে বল্লেন। মুখেতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড, নিজেকেও দেখছেন। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ উহা সংবরণ করলেন, যাতে মায়ের ঐশ্বর্য্য বুদ্ধি না আসে। গোপীগণের প্রেমমাধুর্য্য সর্ব্বোপরি। গোপীগণ আনখকেশাগ্রের দ্বারা কৃষ্ণের সেবা করেছেন। অসঙ্কোচভাবে সর্ব্ববিধ-ভাবে কৃষ্ণসেবা করেছেন। ব্রজপ্রেমমাধুর্য্যের কথা বর্ণন করে শেষ করা যায় না। এইরূপ রমণীয়লীলা ভগবানের অন্য কোনও স্বরূপে নেই।"

মাননীয় বিচারপতি **শ্রীসমীর কুমার মুখোপাধ্যায়** ধর্ম্মসভার চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"মানুষই ধর্ম্মজীবন যাপন করতে পারে, ঈশ্বর আরাধনা করতে পারে, অন্য প্রাণী পারে না। মানুষজন্মের বৈশিষ্ট্য এখানেই। সন্ন্যাসীরা সবকিছু ত্যাগ করে ভগবানের আরাধনা করছেন। আমরা তাঁদের মত সব ত্যাগ করতে না পারলেও গৃহস্থাশ্রমে থেকেও ভগবদারাধনা করতে পারি। ভগবদারাধনা এমন কিছু কঠিন কার্য্য নহে, ইচ্ছা থাকলেই ভগবানের আরাধনা করা যায়। ভগবান্‌কে ডাকাইতো শ্রেষ্ঠ আরাধনা। এই বৈজ্ঞানিক যুগে ধর্ম্ম মানার কি প্রয়োজনীয়তা কারুর কারুর মধ্যে প্রশ্ন জাগতে পারে। বিজ্ঞান মানুষের অনেক সমস্যা সমাধান করতে পেরেছে ঠিক, কিন্তু বিজ্ঞান তার সীমার বাইরে যেতে পারে না, মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। বিজ্ঞান দুইটী সূর্য্য, দুইটী চন্দ্র, দুইটী পৃথিবী তৈরী করতে পারে না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা একজন আছেন, যাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে জগৎচক্র সুপরি-কল্পিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। সেই সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরে প্রপত্তির দ্বারা নিত্যা শান্তি লাভ হয়। ভগবান্ মানুষকে সদসদ্ বিবেক দিয়েছেন। মানুষ অসৎকে পরিহার করে সৎকে গ্রহণ করতে পারে অর্থাৎ সদ্‌বস্তু ভগবানের আরাধনা করতে পারে। মানুষ জন্ম লাভ করে ঈশ্বর আরাধনা না করলে মনুষ্যজীবনের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত হয় না।'

শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা প্রধান অতিথির অভি-ভাষণে বলেন—

"সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা
বৃক্ষান্ সরীসৃপপশূন্ খগদন্দশূকান্।
তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায়
ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ ॥"
—ভাঃ ১১।৯।২৮

গাছ, সাপ, পাখী, বহু বিচিত্র হিংস্র প্রাণী সৃষ্টি করে ভগবান্ সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। পরিশেষে ঈশ্বর আরাধনার উপযোগী মনুষ্যদেহ সৃষ্টি করে ভগবান্ প্রসন্ন হলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে পরবর্ত্তী শ্লোকে বলছেন—

"লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥"

মনুষ্যজন্ম সুদুর্ল্লভ। বহু জন্মের পর (৮০ লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর) মনুষ্য জন্ম লাভ হয়। মনুষ্য জন্ম অর্থদ অর্থাৎ পুরুষার্থদ। পূর্ণবস্তু ভগবান্‌কে আমরা এই জন্মে পেতে পারি। পরমার্থদ হলেও মনুষ্যজন্ম অনিত্য অর্থাৎ যে কোনও মুহূর্ত্তে এই সুযোগ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এজন্য ধীর ব্যক্তি নিশ্চিত মঙ্গলের জন্য শীঘ্র যত্ন করবেন। বিষয় সব জন্মেই পাওয়া যাবে। কিন্তু ভগবদারাধনা সব জন্মে হবে না।

পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে একাদশ স্কন্দে বলছেন—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥"

সংসার সমুদ্র পার হওয়ার পক্ষে মনুষ্যদেহ সুপটু নৌকা। যে ব্যক্তি সুদুর্ল্লভ মনুষ্যদেহ লাভ করে গুরুকে কর্ণধার ও ভগবানের কৃপাকে অবলম্বন করে ভবসমুদ্র পার হলো না, সে আত্মঘাতী।

ভগবদারাধনা ছাড়া মনুষ্য জন্মের অন্য কোন কৃত্য নাই। কিভাবে ভগবানের আরাধনা করতে হবে সে সম্বন্ধে ভাগবত একাদশ স্কন্ধে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম প্রবুদ্ধ মুনি বিদেহরাজ নিমিকে উপদেশ করছেন—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
জন্মকর্ম্মগুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্ ॥
ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্।
দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎপরস্মৈ নিবেদনম্ ॥"

অদ্ভুতচরিত্র শ্রীহরির জন্ম, কর্ম্ম ও গুণ সম্বন্ধে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও ধ্যান করবে এবং তাঁর জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করবে। যজ্ঞাদি ইষ্টকর্ম্ম, দান, তপঃ, জপ, সদাচার, নিজপ্রীতিজনক গন্ধপুষ্প প্রভৃতি দ্রব্য, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, প্রাণ সবই পরমেশ্বর ভগবানে সম্যক্ অর্পণ করবে।"

মাননীয় বিচারপতি **শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র রায়** ধর্ম্মসভার পঞ্চম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—

"অন্য প্রাণিগণ অপেক্ষা মনুষ্যের বৈশিষ্ট্য এই, মানুষ ধর্ম্ম মানে, ঈশ্বর বিশ্বাস করে। মানুষের মধ্যে পশুত্ব (Animality) এবং দেবত্ব—সদসদ্ বিবেচনাশক্তি (Rationality) দুইটি রয়েছে। Rationalityর সাহায্যে বিচারশক্তির দ্বারা মানুষ তার মনোবৃত্তির বিকাশ সাধন করতে পারে, নিজ স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারে, ঈশ্বর আরাধনার দ্বারা পারলৌকিক মঙ্গল লাভের জন্য যত্ন করতে পারে। বিষয় ভোগের দ্বারা শান্তি লাভ হয় না। তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত সর্ব্বাপেক্ষা ধনী-রাজ্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বহু নরনারী বিষয় ভোগ পরিহার ক'রে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করছেন এবং শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন করছেন। পাশ্চাত্যদেশবাসিগণেরও হরিনাম সংকীর্ত্তনে আগ্রহ প্রমাণ করে মনুষ্যমাত্রের পক্ষেই ইহা সহজভাবে গ্রহণযোগ্য সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম। অবশ্য যিনি যে ধর্ম্মই পালন করুন, ঠিক ঠিক ভাবে নিষ্ঠার সহিত সেই সেই ধর্ম্ম পালন করলে বিশ্ববাসী সকলের কল্যাণ হবে, বিশ্বে শান্তি আসবে। কিন্তু ধর্ম্মের নামে যে গোড়ামী তা সতর্কতার সহিত বর্জ্জন করতে হবে। ধর্ম্মের নামে গোড়ামীর দ্বারা কি ভয়াবহ অবস্থা হ'তে পারে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের সম্মুখে পাঞ্জাবের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী। কত নিরীহ মানুষ এই গোঁড়ামীর বলি হ'য়েছেন তার ইয়ত্তা নাই। আসামেও ঐজাতীয় ভাষা ও ধর্ম্মীয় গোঁড়ামীর জন্য বহু নিরীহ ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন। কোন ধর্ম্মই অপর সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণকে হনন করবার জন্য শিক্ষা দেয় নাই। উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যক্তিগণ ধর্ম্মের অপপ্রয়োগ করছে। ভারতবর্ষ পূর্ব্বে সঙ্কীর্ণতার দ্বারা শুধু নিজেদের মধ্যে কলহ ক'রে স্বাধীনতা হারিয়েছিল। আবার যেন সে প্রকার দুর্ভাগ্য ভারতের না হয়।"

প্রধান অতিথি **শ্রীবিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী** তাঁহার অভিভাষণে বলেনঃ—"আমরা সকলেই আনন্দ চাই। আনন্দ পেতে হ'লে প্রথমে বুঝতে হবে আমি কে? আমরা পাঞ্চভৌতিক শরীর নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। শরীর সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি আছে। স্থূল শরীরের মধ্যে আর একটী সূক্ষ্ম শরীর আছে মনবুদ্ধি অহঙ্কারাত্মক। সূক্ষ্মশরীরেও অস্তিত্ব আমাদের বোধের বিষয় হয়। কিন্তু স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ের অতিরিক্ত আত্মা—যা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ—তার অনুভব সহসা বোধের বিষয় হয় না, কারণ উহা স্থূল সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে। "ইন্দ্রিয়াণি পরণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ॥"—গীতা। স্থূল দেহ হ'তে ইন্দ্রিয়সমূহ সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন, মন অপেক্ষা বুদ্ধি এবং বুদ্ধি অপেক্ষা আত্মা শ্রেষ্ঠ। আত্মার পক্ষে আত্মা প্রয়োজন, আত্মাই দর্শনীয়, শ্রবণীয়, মননীয়। অনাত্মা আত্মাকে সুখ দিতে পারে না। জীবাত্মার কারণরূপে পরমাত্মা পরমসুখস্বরূপ। সেই পরমানন্দস্বরূপ ভগবানের সান্নিধ্য আমরা কি প্রকারে লাভ করতে পারি? ভগবানের নাম ও ভগবান্ এক। ভগবন্নামাশ্রয়ের দ্বারা আমরা ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করতে পারি। জড়জগতে শব্দ ও শব্দোদ্দিষ্ট বস্তুর মধ্যে ব্যবধান আছে, শব্দটাই বস্তু নহে। চিনি শব্দ উচ্চারণের দ্বারা চিনি বস্তুর আস্বাদন হয় না। কিন্তু ভগবানের নাম ও নামীতে ভেদ নাই। "নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনো।" ভগবন্নামানুশীলনের দ্বারা আমি যে স্বরূপতঃ আত্মা, ভগবানের দাস তা' উপলব্ধির বিষয় হয়। নাম মধুর হ'তেও মধুর হ'লেও যখন অবিদ্যারূপ পিত্ত উত্তপ্ত থাকে তখন নাম গ্রহণে আমরা রুচি লাভ করতে পারি না। কিন্তু তাই ব'লে নাম করা ছাড়তে হবে না। যাদের পিত্ত উত্তপ্ত হয় তাদের জিহ্বায় সুমিষ্ট মিশ্রিও তেতো মনে হয়। মিশ্রি তেতো হয় নাই, জিহ্বা তেতো হয়েছে। মিশ্রি চুষতে থাকলে, মিশ্রির জল পেটে গেলে, পিত্ত দমিত হয়, তখন মিশ্রির মিষ্টত্ব অনুভবের বিষয়

হয়। তদ্রূপ ভাল না লাগলেও কোন অবস্থাতেই ভগবানের নাম ছাড়তে হবে না। অবিশ্রান্তভাবে নাম করে যেতে হবে। নামগ্রহণের দ্বারা অবিদ্যারূপ পিত্ত চলে যাবে, নামের মাধুর্য্য আস্বাদনের বিষয় হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিনাম সংকীর্ত্তনের জয়-গান করেছেন। হরিনাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হবে।

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণম্
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"
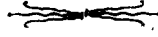
উত্তরপ্রদেশে মথুরাজেলায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য

উত্তরপ্রদেশে মথুরা জেলার অন্যতম কস্‌বা (সমৃদ্ধ গ্রাম) নৌঝিল ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম ছিন্‌-পাহাড়ীর ভক্তগণের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ—শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅতুলানন্দ (অমরেন্দ্র) ব্রহ্মচারী সহ মোটরকারযোগে গত ১৬ শ্রাবণ, ১ আগষ্ট প্রাতে বৃন্দাবন মঠ হইতে শুভযাত্রা করতঃ পূর্ব্বাহ্নে নৌঝিলে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী প্রাক্‌ব্যবস্থাদির জন্য এবং শ্রীসুদামা বনচারী পূর্ব্বেই তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। ভক্তগণ সংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীল আচার্য্যদেব অনু-গমনে শেঠ শ্রীছজ্জনলালজীর তেলমিলস্থ ভবনে আসিয়া উপনীত হন। উক্ত ভবনের সুবৃহৎ দুইটী কক্ষে সাধুগণের থাকিবার ব্যবস্থা হয়। গ্রীষ্মের শুষ্ক তাপপ্রবাহের আধিক্য থাকায় নৌঝিলবাসী ভক্ত-গণ শ্রীল আচার্য্যদেব ও ভক্তগণের কষ্ট হইবে ভাবিয়া চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু অত্যাশ্চর্য্যের বিষয় শ্রীকৃষ্ণের করুণায় সেইদিনই শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভপদার্পণের অব্যবহিত পূর্ব্বেই প্রবল বর্ষা হয়, যাহা অপ্রত্যাশিত। ভক্তগণ ও স্থানীয় অধিবাসিগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন, শ্রীল আচার্য্যদেবের আগমনকে গ্রামের পক্ষে শুভ বিবেচনা করেন এবং পরমানন্দিত হন। শেঠ শ্রীছজ্জনলালজী বলেন শ্রীল আচার্য্যদেবের আগমনের পর এবং তাঁহার অবস্থিতিকাল পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ অপ্রত্যাশিতভাবে ভাল থাকায় তাঁহা-দের চিন্তার অনেক লাঘব হয়। ভক্তবৎসল শ্রীহরি ভক্তের আর্ত্তি হরণ করিয়া থাকেন। নৌঝিলে অবস্থানকালে কাহারও বিশেষ গরম বোধ হয় নাই, আবহাওয়া ঠাণ্ডাই ছিল। শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী ও শ্রীফাল্গুনী ব্রহ্মচারী পরবর্ত্তিকালে গোকুল মহাবন মঠ হইতে আসিয়া প্রচার পার্টিতে যোগ দেন।

শেঠ শ্রীছজ্জনলালজীর ব্যবস্থায় তাঁহার তেল মিলস্থ সম্মুখবর্ত্তী সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে সভামণ্ডপে ১লা আগষ্ট হইতে ৩রা আগষ্ট পর্য্যন্ত ধর্ম্মসভার আয়ো-জন হয় প্রত্যহ অপরাহ্নে ও রাত্রিতে। অপরাহ্ন-কালীন ধর্ম্মসভায় নৌঝিলের স্থানীয় অধিবাসিগণ এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের ভক্তগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দেন। গ্রামবাসিগণের সাধুদর্শনের ও হরিকথা শ্রবণের আগ্রহ দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব প্রোৎসাহিত হন। অপরাহ্নকালীন ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও শ্রীরামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী। বক্তৃতার আদি ও অন্তে সুললিত ভজন কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী সমুপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। রাত্রির সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব বিভিন্ন দিনে শ্রীছজ্জন-লালজী আগরওয়াল, বাবু শ্রীক্ষেমচাঁদ শর্ম্মা, শ্রীচৈত-রামজী ও শ্রীলক্ষ্মীচাঁদজীর গৃহে তাঁহাদের প্রার্থনায় সদলবলে শুভপদার্পণ করিলে তাঁহারা কৃতকৃতার্থ হন।

নৌঝিলের নিকটবর্ত্তী ছিনপাহাড়ী গ্রামের ভক্ত-

গণের প্রবল আগ্রহে এবং শ্রীল আচার্য্যদেবের সতীর্থ স্থানীয় শ্রীবিহারীজী মন্দিরের সেবক শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারীর আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে কার-যোগে এবং অন্যান্য ভক্তগণ ট্রাক্টরযোগে ৪ আগষ্ট পূর্ব্বাহ্নে ছিনপাহাড়ীতে শুভপদার্পণ করিলে গ্রামবাসিগণ সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। গ্রামবাসিগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে প্রথমে যান এবং উক্ত আশ্রমের নির্ম্মাণকার্য্য পরিদর্শন করেন। তৎপর তথা হইতে নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীচূড়ামণি শর্ম্মার আলয়ে আসিয়া উপনীত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব সাধুগণসহ অবস্থান করায় চূড়ামণিজী, তাঁহার সহধর্ম্মিণী, পরিজনবর্গ সকলে আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়েন। সাধুগণের সেবার জন্য বিপুল ব্যবস্থা হয়। অপরাহ্ণকালীন সভায় গ্রামের অধিকাংশ নরনারী যোগ দেন। শ্রীল আচার্য্যদেব এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণের আদি ও অন্তে সংকীর্ত্তন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব তথা হইতে কারযোগে বৃন্দাবন যাত্রাকালে ভক্তগণের প্রার্থনায় মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তদ্বয় শ্রীব্রজেন্দ্র সিংজী ও শ্রীকমল সিংজীর গৃহে এবং অন্যান্য ভক্তগণের গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া সন্ধ্যার পরে বৃন্দাবন মঠে আসিয়া পৌঁছেন।

নৌঝিল ও ছিনপাহাড়ীর কতিপয় শ্রদ্ধালু নরনারী ভক্তিসদাচারসহ গৌরবিহিত ভজনে ব্রতী হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখামঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে এবং গভর্ণিং বডির পরিচালনায় শ্রীধাম বৃন্দাবন, চণ্ডীগঢ়, হায়দরাবাদ, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া, তেজপুর, সরভোগ, আগরতলা ও কৃষ্ণনগরস্থ শাখা মঠসমূহে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী মহোৎসব বিশেষভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীধাম বৃন্দাবন, চণ্ডীগঢ়, গৌহাটী ও হায়দরাবাদে অপূর্ব্ব চিত্তাকর্ষক শ্রীভগবল্লীলা প্রদর্শনী দর্শনের জন্য প্রত্যহ অগণিত দর্শনার্থীর ভীড় হয়। চণ্ডীগঢ় মঠের সংবাদ পাঞ্জাবের বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় ফটোসহ, রেডিও ও দূরদর্শনের মাধ্যমে বিপুলভাবে প্রচারিত হইয়াছে। গোয়ালপাড়া, সরভোগ ও কৃষ্ণনগর মঠেও শ্রীভগবল্লীলা প্রদর্শনী দর্শনে ও উৎসবে নরনারীগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দেন। হায়দরাবাদ মঠে শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, গৌহাটী মঠে শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, বৃন্দাবন মঠে শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও শ্রীনবীনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, গোয়ালপাড়া মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, কৃষ্ণনগর মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, চণ্ডীগঢ় মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, তেজপুর মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, আগরতলা মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ এবং সরভোগ মঠে শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারীর উপস্থিতিতে ও মুখ্য দায়িত্বে ও তত্তৎমঠের মঠবাসী ও গৃহস্থ সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সেবা প্রযত্নে উৎসবসমূহ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার গত ২৪।৭ সংখ্যার ১৩০ পৃষ্ঠায় ব্রহ্মস্তুতি প্রবন্ধের প্রথম স্তম্ভে ৯ম পংক্তির শেষ শব্দ 'দর্শন' স্থানে 'দর্পণ' পাঠ হইবে। সহৃদয় পাঠকগণ কৃপাপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন।

নিয়মাবলী

১। 'শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০ পঃ, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা		১.২০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত	,,	১.০০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,	,,	১.০০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,,	,,	১.২[illegible]
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,,	,,	১.০০
(৬)	জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,,	,,	২০.০০
(৭)	শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,	,,	১৫.০০
(৮)	শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,	,,	৫.০০
(৯)	শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,	,,	৪.০০
(১০)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—	ভিক্ষা	২.৭৫
(১১)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ	,,	২.২৫
(১২)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	১.০০
(১৩)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	১.২০
(১৪)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode	,,	২.৫০
(১৫)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত—	,,	২.৫০
(১৬)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত—	,,	৩.০০
(১৭)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — —	,,	১৪.০০
(১৮)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) —	,,	.৫০
(১৯)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত —	,,	৩.০০
(২০)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — —	,,	৩.০০
(২১)	শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র —	,,	৮.০০
(২২)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত—	,,	৪.০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় ঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

চতুর্বিংশ বর্ষ—৯ম সংখ্যা

কার্ত্তিক, ১৩৯১

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৪শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক, ১৩৯১
২৩ দামোদর, ৪৯৮ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১ নভেম্বর, ১৯৮৪ { ৯ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৪২ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণবের স্থানে পড়িতে হইবে। শ্রীল স্বরূপ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।" যে ব্যক্তি নিজে 'শ্রীমদ্ভাগবত' নয়, তাহার মুখে 'শ্রীমদ্ভাগবত' কীর্ত্তিত হন না। সেই ব্যক্তি তাঁহার মুখে 'শ্রীমদ্ভাগবত' কীর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া অপর লোকের বিবর্ত্ত উৎপাদন করে মাত্র। সে নিজে বঞ্চিত, তাই অপরকেও বঞ্চিত করে। বঙ্গদেশে অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা মৎস্য ভক্ষণ করেন, ভাগবত-নিন্দিত স্ত্রীসঙ্গ, গৃহব্রতধর্ম্ম ও নানা অসদাচরণ করিয়া থাকেন, অথচ 'ভাগবতপাঠী' বলিয়া মুখে বলেন, তাঁহাদের জিহ্বায় কিপ্রকারে অভিন্নভগবদ্বস্তু 'ভাগবত' নৃত্য করিতে পারেন? যাঁহার চরিত্র খারাপ, কামের চিন্তা যাঁহার প্রবল, যাঁহার প্রতিষ্ঠা ও অর্থ আবশ্যক, তিনি কখনও শ্রীমদ্ভাগবত পড়েন না,—শ্রীমদ্ভাগবত পড়িবার ছলে আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ করেন মাত্র। অথচ এই শ্রেণীর লোক বলেন,—"যাঁহারা সর্ব্বক্ষণ 'ভাগবত' পড়েন, তাঁহাদিগের হরি-সেবার অর্থ বন্ধ করিয়া দাও, রেলের ভাড়া বন্ধ করিয়া দাও!" পরন্তু ভাগবত-দিগকেই সকলে সেবা করিবেন।

যে গুরুদেব সর্ব্বক্ষণ হরিভজন করেন, আমি সৌভাগ্যবান্ হইলে সেই গুরুদেবের চরণ আশ্রয় করিতাম। পণ্ডিত কে? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—(১১।১৯।৪১),—"পণ্ডিতো বন্ধ-মোক্ষবিৎ"।

আবার আমরা অনেক সময় মনে করি,—'আমাদের ভাগবত পড়িয়া, মন্ত্র দিয়া, ঠাকুর দাঁড় করাইয়া পেটপূজা করাকে যাঁহারা গর্হণ করেন,—যাঁহারা সত্য সত্য ভাগবত পড়েন, ঠাকুর সেবা করেন, জগতের লোককে 'শুদ্ধ বৈষ্ণব' করেন, আমরা কেনই বা না তাঁহাদের গলা টিপিব, আমাদের গর্হিত-কার্য্য-সমর্থনের কোন উত্তর দিতে না পারিয়া বলিব তাহারাও ত' ভিক্ষা করে, তাহাদেরও ত' অর্থের আবশ্যকতা হয়!' পরন্তু বিষয়টী তাহা নহে। যাঁহারা সত্য-সত্য 'ভাগবত' পড়েন, ঠাকুর সেবা করেন, তাঁহাদিগকেই সমস্ত দিতে হইবে, তাঁহাদিগেরই সমস্ত বস্তু, তাঁহারা আমার মত ভোগ করেন না, অথবা ঠাকুর-সেবার ছল করিয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনাও করেন না; কিম্বা ভগবৎসেবোপকরণকে প্রাপঞ্চিকবোধে ত্যাগ করিয়া ফল্গুবৈরাগীর জড়প্রতিষ্ঠাও সংগ্রহ করেন না।

লোকের কাছে 'নিরপেক্ষ সত্য' বলিলে পাছে উহা লোকের অপ্রিয় হয়,—এই ভয়ে, আমি যদি সত্যকথা কীর্ত্তন পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে ত' আমি শ্রৌত-পথ পরিত্যাগ করিয়া অশ্রৌতপথ গ্রহণ করিলাম, তাহা হইলে আমি 'অবৈদিক'—'নাস্তিক' হইলাম—সত্যস্বরূপ ভগবানে আমার বিশ্বাস নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের লেখক গ্রন্থের গোড়ায়ই লিখিয়াছেন(ভাঃ ১১।২৬।২৬,—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥"

গুরু কখনও 'প্রেয়ঃপথ' স্বীকার করেন না, তিনি—শ্রেয়ঃপন্থী। তাঁহার গুরুর নিকট হইতে তিনি যেরূপ সত্যপথে বিচরণ করিবার শিক্ষা পাইয়াছেন, তাহাই তিনি অপরকে বলেন। গুরুকে কেহ যদি বলেন—'গুরুদেব! আমি মদ খাইতে চাই'! গুরু যদি শিষ্যকে তাহাতে প্রশ্রয় না দেন, তবেই ত' আমরা 'আমার মনের রুচির অনুকূল বস্তু দিলেন না' বলিয়া তাঁহাকে গুরুপদ হইতে খারিজ করি! আর যিনি আমার ঐরূপ ইন্দ্রিয়যজ্ঞে ইন্ধন প্রদান করিতে পারেন, আমরা তাঁহাকেই গুরুপদে বরণ করিয়া থাকি! আমরা অনেক সময়ে 'গুরু' করি—মঙ্গল বা শ্রেয়ের জন্য নহে; পরন্তু আমাদের প্রেয়োলাভের জন্য। গুরুকরণকার্য্যটা বর্ত্তমানকালে এক-শ্রেণীর লোকের মধ্যে নাপিত-ধোপা-রাখার ন্যায় একটা লৌকিক বা কৌলিক ধারা, আর এক-শ্রেণীর মধ্যে একটা 'ফ্যাশান'।

সত্য জানিবা-মাত্রই তাহাতে আমার নিষ্ঠাযুক্ত হওয়া উচিত। আমাদের জীবনের সময় যা'র যতটুকু আছে, উহার একমুহূর্ত্তও বিষয়কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া হরিভজনে নিযুক্ত করা উচিত। খট্বাঙ্গরাজা জীবনের অবশিষ্ট মুহূর্ত্তকাল, অজামিল মাত্র মৃত্যু-কালটী হরিভজনে নিযুক্ত করিয়া অভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন। আমরা বলিতে পারি, আমাদের কর্ত্তব্য-কার্য্য বাকী আছে; কিন্তু "বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ"। অন্যান্য কর্ত্তব্যগুলি সব জন্মেই করা যাইবে কিন্তু জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য হরিভজন এই মনুষ্যজন্ম ছাড়া আর অন্যসময়ে সম্পন্ন হইবে না।

শিবানন্দ ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক শক্তি-উপাসক ব্রাহ্মণের রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য নামে একটী পুত্র ছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় দুর্গোৎসব আগতপ্রায় দেখিয়া পুত্র রামকৃষ্ণকে কতকগুলি ছাগ-মহিষাদি শক্তিপূজার আবশ্যক দ্রব্যসমূহ ক্রয় করিবার জন্য স্থানান্তরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণের ছাগমহিষগুলি লইয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎকার হয়। ঠাকুর মহাশয় রামকৃষ্ণকে ছাগমহিষগুলির বিষয় জিজ্ঞাসা করায়, রামকৃষ্ণ নিষ্কপটে ঠাকুর মহাশয়ের নিকট পিত্রাদেশের কথা ব্যক্ত করেন। ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশে রাম-কৃষ্ণের চিত্ত ফিরিয়া যায়। তিনি ছাগ ও মহিষগুলি ছাড়িয়া দেন এবং শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে কৃপা লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় দ্রব্যসম্ভার বিশেষতঃ পূজার মহিষ-ছাগগুলির জন্য পথপানে চাহিয়া রহিয়াছিলেন; মনে করিয়াছেন, —'আত্মজ এবার মায়ের পূজার জন্য উৎকৃষ্ট ছাগ-মহিষ ক্রয় করিয়া বাড়ী ফিরিবে'; কিন্তু পুত্রকে রিক্ত হস্তে ফিরিতে দেখিয়া বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রামকৃষ্ণ, তুমি মায়ের পূজার জন্য ছাগ আনিয়াছ কি?" রামকৃষ্ণ উত্তর করিল,—"পিতঃ! আমি ছাগমহিষগুলি ক্রয় করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু পথে ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছি। আর আমি আজ একজন পরম-বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি।" এইরূপ কথায় বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্যের কিরূপ ক্রোধের উদয় হইতে পারে, তাহা আপনারা সকলেই অনুমান করিতে পারিতেছেন। ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"রামকৃষ্ণ, আজ তুমি পিত্রাদেশ লঙ্ঘন করিলে! মায়ের পূজার বিঘ্ন জন্মাইলে, আবার অর্থগুলি পর্য্যন্ত জলে ভাসাইয়া দিয়া আসিলে! তা'র পর তুমি ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়া বৈষ্ণবের শিষ্য হইতে গেলে! আমাদের যে আর সমাজে মুখ দেখাইবার জো থাকিল না। না হয়, তুমি কোনও শাক্ত-ব্রাহ্মণকে 'বৈষ্ণব' বিচার করিয়া তাহার শিষ্য হইতে।" তুমি আজ অবিপ্রকে গুরুপদে বরণ করিলে! ইহা অপেক্ষা অধিক অপমানের কথা আর কি আছে? আমাদের মুখে তুমি আজ চূণকালী দিতে অগ্রসর হইয়াছ! তুমি কুলের অঙ্গার হইয়াছ! মায়ের কোপে যে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে!" রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের সত্যকথা শুনিবার কারণ হইয়াছিল; তাই তিনি

ঠাকুর মহাশয়ের মুখে সত্যকথা শুনিয়া তন্মুহূর্ত্তেই জাগতিক কর্ত্তব্যগুলি অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য-জ্ঞানে পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র হরিভজনে নিযুক্ত হইলেন।

আমাদের নিশ্বাসের বিশ্বাস নাই। আমার মঙ্গল এই দণ্ডেই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যদি আমি প্রকৃত মঙ্গল চাই, তাহা হইলে আমার মঙ্গলের প্রতিকূলে জগতের কাহারও কথা শুনিব না। (ভাঃ ৫।৫।১৮)—

"গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্‌যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্ ॥"

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ
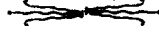
[শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

কর্ম্মকাণ্ডস্বরূপোঽয়ং মাগধঃ কংসবান্ধবঃ।
রুরোধ মথুরাং রম্যাং ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপিণীং ॥

কর্ম্মের গতি দুই প্রকার অর্থাৎ স্বার্থপর ও পরমার্থপর। পরমার্থপর কর্ম্মসকলকে কর্ম্মযোগ বলা যায়; কেননা জীবনযাত্রায় ঐ সকল কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানের পুষ্টি এবং কর্ম্মজ্ঞান উভয়ের যোগক্রমে ভগবদ্রতির পুষ্টি হইয়া থাকে। এই প্রকার কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির পরস্পর সংযোগকে কেহ কেহ কর্ম্মযোগ, কেহ কেহ জ্ঞানযোগ, কেহ কেহ ভক্তিযোগ ও সারগ্রাহী লোকেরা সমন্বয়যোগ কহিয়া থাকেন। কিন্তু যে সকল কর্ম্ম স্বার্থপর তাহাদের নাম কর্ম্মকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ড প্রায়ই ঈশ্বর বিষয়ে অস্তিপ্রাপ্তিরূপ সংশয়কে উৎপন্ন করিয়া নাস্তিকতার সহিত তাহাদের উদ্বাহরূপ সংযোগ করিয়া থাকে। সেই কর্ম্মকাণ্ডরূপ জরাসন্ধ ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপিণী রম্য মথুরাপুরীকে রোধ করিল।

মায়য়া বান্ধবান্ কৃষ্ণো নীতবান্ দ্বারকাং পুরীং।
ম্লেচ্ছতা-যবনং হিত্বা স রামো গতবান্ হরিঃ ॥
মুচুকুন্দং মহারাজং মুক্তিমার্গাধিকারিণং।
পদাহনদ্দুরাচারস্তস্য তেজো হতস্তদা ॥

ভক্তসমাজরূপ বান্ধবগণকে শ্রীকৃষ্ণ বৈধভক্তিযোগরূপ দ্বারকাপুরীতে স্বেচ্ছাক্রমে লইয়া গেলেন। বর্ণাশ্রমরূপ সাংসারিক বিধিরাহিত্যকে যবন বলা যায়, অবৈধকার্য্যবশতঃ যবন-ধর্ম্ম ম্লেচ্ছতাভাবাপন্ন, ঐ যবন কর্ম্মকাণ্ডের সাহায্যে জ্ঞানের বিরোধী ছিল, মুক্তিমার্গাধিকাররূপ মুচুকুন্দ রাজাকে ঐ যবন পদাঘাত করায় তাঁহার তেজে ঐ দুরাচার হত হইল।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমষ্যাং বৈ দ্বারকায়াং গতো হরিঃ।
উবাহ রুক্মিণীং দেবীং পরমৈশ্বর্য্যরূপিণীং ॥

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়ী দ্বারকাপুরীতে অবস্থিত হইয়া পরমৈশ্বর্য্যরূপিণী রুক্মিণী দেবীকে ভগবান্ বিবাহ করিলেন।

প্রদ্যুম্নঃ কামরূপো বৈ জাতস্তস্যাঃ হৃতস্তদা।
মায়ারূপেণ দৈত্যেন শম্বরেণ দুরাত্মনা ॥

কামরূপ প্রদ্যুম্ন রুক্মিণীর গর্ভজাতমাত্রেই দুরাত্মা মায়ারূপী শম্বর কর্ত্তৃক হৃত হইলেন।

স্বপত্ন্যা রতিদেব্যা স শিক্ষিতঃ পরবীরহা।
নিহত্য শম্বরং কামো দ্বারকাং গতবাংস্তদা ॥

পুরাকালে শুষ্ক বৈরাগ্যগত মহাদেব কর্ত্তৃক কামদেবের শরীর ভস্মসাৎ হইয়াছিল, তৎকালে রতিদেবী বিষয়ভোগরূপ আসুরীভাবাশ্রয় করিয়াছিলেন কিন্তু বৈধী ভক্তিমার্গ উদয় হইলে ভস্মীভূত কাম কৃষ্ণপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করত স্বপত্নী রতিদেবীকে আসুরীভাব হইতে উদ্ধার করিলেন। তাৎপর্য্য এই যে যুক্তবৈরাগ্যে বৈধকাম ও রতির অস্বীকার নাই। স্বপত্নী রতিদেবীর শিক্ষায় অতিবলবান্ কামদেব, বিষয়ভোগরূপ শম্বরকে বধ করত দ্বারকা গমন করিলেন।

মানময্যাশ্চ রাধায়াং সত্যভামাং কলাং শুভাং।
উপযেমে হরিঃ প্রীত্যা মণ্যুদ্ধারছলেন চ ॥

মানময়ী রাধিকার কলাস্বরূপা সত্যভামাকে মণি উদ্ধার করত বিবাহ করিলেন।

মাধুর্য্যহলাদিনীশক্তেঃ প্রতিচ্ছায়াস্বরূপকাঃ।
রুক্মিণ্যাদ্যা মহিষ্যোঽষ্ট কৃষ্ণস্যান্তঃপুরে কিল ॥

মাধুর্য্যগত হলাদিনী শক্তির ঐশ্বর্য্যভাবে প্রতিফলিত রুক্মিণ্যাদি অষ্টমহিষী দ্বারকায় কৃষ্ণ-প্রিয়া হইয়াছিলেন।

ঐশ্বর্য্যে ফলবান্ কৃষ্ণঃ সন্ততের্বিস্তৃতির্যতঃ।
সাত্বতাং বংশসংবৃদ্ধিঃ দ্বারকায়াং সতাং হৃদি ॥

মাধুর্য্যগত ভগবদ্ভাব যেরূপ অখণ্ড, ঐশ্বর্য্যগত বৈধীভক্ত্যাশ্রয়, দ্বারকানাথের ভাব সেরূপ নয়, যেহেতু ফলরূপে ঐ ভাবের সন্তানসন্ততিক্রমে বংশবৃদ্ধি হইয়াছিল।

স্থূলার্থ-বোধকে গ্রন্থে ন তেষামর্থনির্ণয়ঃ।
পৃথগ্-রূপেণ কর্ত্তব্যঃ সুধিয়ঃ প্রথয়ন্তু তৎ ॥

এই স্থূলার্থবোধক গ্রন্থে ঐ সন্তানতত্ত্বের অর্থ নির্ণয় করা যাইবে না। পৃথক্ গ্রন্থে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ ঐ সকল তাৎপর্য্যব্যাখ্যা বিস্তার করুন।

অদ্বৈতরূপিণং দৈত্যং হত্বা কাশীং রমাপতিঃ।
হরধামাদহৎ কৃষ্ণস্তদ্দুষ্টমতপীঠকং।

হরধামরূপ কাশীতে অদ্বৈতমতরূপ আসুরিক মতের উদয় হয়, যাহাতে আমি বাসুদেব বলিয়া এক দুষ্ট ব্যক্তি ঐ মত প্রচার করেন। রমাপতি ভগবান্ তাহাকে বধ করিয়া ঐ মতের দুষ্ট পীঠস্বরূপ কাশী-ধামকে দগ্ধ করেন।

ভৌমবুদ্ধিময়ং ভৌমং হত্বা স গরুড়াসনঃ।
উদ্ধৃত্য রমণীবৃন্দমুপযেমে প্রিয়ঃ সতাং ॥

ভগবত্তত্ত্বকে ভৌমবুদ্ধি করিয়া নরকাসুরের ভৌমনাম হয়। তাহাকে বধ করিয়া গরুড়াসন ভগবান্ অনেক রমণীবৃন্দকে উদ্ধার করত তাহাদিগকে বিবাহ করিলেন। পৌত্তলিক মত নিতান্ত হেয় যেহেতু পরমতত্ত্বে সামান্য বুদ্ধি করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কর্ম্ম, শ্রীমূর্ত্তিসেবন ও পৌত্তলিক মতে অনেক ভেদ আছে। পরমার্থতত্ত্বের নির্দ্দেশক শ্রীমূর্ত্তিসেবন দ্বারা পরমার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু নিরাকারবাদরূপ ভৌতিক তত্ত্বের ব্যতিরেক ভাবকে পরব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করা অথবা মায়িক কোন বস্তু বা গঠনকে পরমেশ্বর বলিয়া জানাই পৌত্তলিকতা অর্থাৎ ভগবদিতর বস্তুতে ভগবন্নির্দ্দেশ। এই মতের অনুগামী লোক সকলকে ভগবান্ উদ্ধার করত স্বয়ং স্বীকার করিলেন।

(ক্রমশঃ)

কলিযুগপাবন শ্রীশচীনন্দনের শিক্ষানুসরণেই জীবের প্রকৃতকল্যাণ লাভ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

"বিষয়েতে মগ্ন জগৎ দেখি' হরিদাস। দুঃখে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি' ছাড়েন নিঃশ্বাস।" —এই শ্রীচৈতন্য-ভাগবত আদি ১৬শ অধ্যায়োক্ত ৩০৮ সংখ্যক পয়ারের গৌড়ীয় ভাষ্যে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ 'কলির প্রভাব' বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের ২য় অঙ্কোক্ত যে বিরাগের স্বগত উক্তিটি সংস্কৃত মূলের বঙ্গানুবাদসহ উদ্ধার করিয়াছেন, আমরা তাহা আমা-দের শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার পাঠকগণের অবগতির জন্য কেবল বঙ্গানুবাদটি নিম্নে প্রকাশ করিতেছি—

(বৈরাগ্য মনে মনে বলিতেছেন—) "অহো জগৎ অসংখ্য ভগবদ্ বহির্ম্মুখজনে পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কি আশ্চর্য্য, এস্থানে শৌচ, সত্য, শম, দম, নিয়ম, শান্তি, ক্ষান্তি, মৈত্রী ও দয়া প্রভৃতি কিছুই নাই। আমার সেই নিষ্কপট প্রেমময় সুহৃদ্গণ কি কলিহত মানবগণের দ্বারা দূরীকৃত হইয়া কোন অজ্ঞাতস্থানে বাস করিতেছেন? হায়, তাঁহাদের অজ্ঞাত বাসই বা কিরূপে সম্ভব? তদ্রূপ উপযুক্ত স্থানও ত' কোথায়ও দেখিতেছি না। যেহেতু দ্বিজগণ একমাত্র সূত্রচিহ্নে চিহ্নিত হইয়া কেবল প্রতিগ্রহ-কর্ম্মেই নিবিষ্ট-চিত্ত, ক্ষত্রিয়গণ কেবল নামে মাত্র লক্ষিত, বৈশ্যগণ নিরীশ্বর বৌদ্ধের ন্যায় দৃপ্ত এবং শূদ্রগণ পণ্ডিতাভিমানী হইয়া গুরুরূপে ধর্ম্মোপদেশ দিতে উৎসুক! হায়, কলিকর্ত্তৃকই বর্ণসমূহের ঈদৃশী

দুর্গতি সাধিত হইয়াছে ! * * আবার দেখিতেছি—বিবাহে অযোগ্যতানিবন্ধন কেহ কেহ ব্রহ্মচারী,গৃহস্থগণ কেবলমাত্র স্ত্রী-পুত্রাদির উদরভরণেই লম্পট, বানপ্রস্থ-গণের সংজ্ঞাটি কেবল শ্রুতিমধুররূপে পরিণত এবং সন্ন্যাসিগণ কেবলমাত্র কাষায়-বেষ-ধারণ-দ্বারাই পরের নিকট পরিচয় সংগ্রহ করিতেছেন ! * * আর এই যে তার্কিকগণ, ইঁহারা জন্মাবধি কদভ্যাসবশে উপাধি, জাতি, অনুমিতি ও ব্যাপ্তি ইত্যাদি শব্দসমূহেরই কেবলমাত্র অনুশীলন করায় ইঁহাদের নিকট ভগবদ্-বার্ত্তা-প্রসঙ্গ অতীব সুদূরগত হইয়াছে ! কেবল তাহাই নহে, যাঁহারা যে-বিষয়ে অধিক কল্পনা-কুশল এবং স্বীয় কল্পনাকেই শাস্ত্র বলিয়া জানেন, তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ ! * * আবার এই যে, মায়াবাদিগণ, ইঁহারা কেবল চিন্মাত্র, নির্ব্বিশিষ্ট, উপাধিরহিত, নির্ব্বিকল্প, নিষ্কর্ম্ম হইয়া 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ বাক্যবেগবশ, এমন কি সচ্চিদানন্দ ভগবদ্-বিগ্রহে পর্য্যন্ত বদ্ধবৈর ! ভগবানের অচিন্ত্যশক্ত্যাদি পরিণত যে সকল প্রসিদ্ধ অনন্ত চিদ্‌বিলাসসমূহ নিত্য বর্ত্তমান, ইঁহারা তাহা প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক ভগবৎ সেবায় সম্পূর্ণ অরুচিবিশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন ! ইঁহাদিগকে দূর হইতে প্রণাম ! * * আর এই যে কপিল-কণাদ-জৈমিনি-পতঞ্জলি প্রভৃতি আধ্যক্ষিকবাদিগণের মত-নিপুণ ব্যক্তিগণ ইঁহারা পরস্পর ভয়ানক বিবাদরত, অথচ কেহই ভগবত্তত্ত্ব জানেন না ! * * এই যে দক্ষিণ ভারতে আসিয়া পড়িলাম। এস্থানেও দেখিতেছি—জৈন, বৌদ্ধ, কাপালিকাদি প্রচণ্ড পাষণ্ডগণ বর্ত্তমান। আর এই যে পাশুপতগণ, ইঁহারা নির্দ্ধূলিতপ্রায় (স্বল্পা-বশিষ্ট) হইলেও, মনে হয়, আমাকে বধ করিবেন। * * (কিয়দ্দূরে গমন করিয়া) অহো, ইনি বোধ হয় সাধু হইবেন, যেহেতু ইনি নদীতীরসমীপে একখণ্ড বিপুল সুন্দর প্রস্তরনির্ম্মিত আসনে সুখে আসীন ও ক্লেশাতীত হইয়া গুণাতীত কোন অব্যক্ত বস্তুর ধ্যানে কালযাপন করিতেছেন। এই ব্যক্তি নদীতীরে আসিয়া নয়নদ্বয় নিমীলন পূর্ব্বক বদ্ধাসনে ধ্যান করিতে করিতে জিহ্বাগ্রভাগদ্বারা ললাটস্থ চন্দ্রনিঃসৃত অমৃত-ক্ষরণের পথটি রুদ্ধ করিয়া স্বীয় ধ্যানযোগনৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু একি ! হঠাৎ ইঁহার সমাধিভঙ্গ হইল কেন ? ওঃ বুঝিলাম—জলাহরণে প্রবৃত্তা এক তরুণী রমণীর হস্তস্থিত শঙ্খ-বলয়-ধ্বনি-শ্রবণেই ইঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত ! অতএব ইঁহার এই ধ্যান-চেষ্টা কেবলমাত্র শিশ্নোদর পূরণার্থ নাট্যা-ভিনয় মাত্র ! * * (আবার কিয়দ্দূরে গমন করিয়া) 'অহো, ইনি নিষ্পরিগ্রহের (বিরক্তের) ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন। বোধ হয় কোন বৈদিক সন্ন্যাসী হইবেন।' (ওঃ ইনি দেখিতেছি, নিজেই নিজের বিষয় বলিতেছেন—) 'আমি হরিদ্বার, গয়া, প্রয়াগ, মথুরা, বারাণসী, পুষ্কল, শ্রীরঙ্গ, অযোধ্যা, বদরিকা, সেতুবন্ধ ও প্রভাসাদি সমস্ত তীর্থ প্রতিবৎসর তিন চারিবার করিয়া পর্য্যটন করিতে করিতে এ পর্য্যন্ত কত শত বৎসর কাটাইলাম ! আমাদিগের ন্যায় মহাজনকে কে জানিতে পারে ?' * * (পুনরায় কিয়দ্দূর গমন করিয়া) 'অহো, ইনি বোধ হয় উত্তম তপস্বী হইবেন। কিন্তু এ ব্যক্তি দেখিতেছি পূর্ব্বোক্ত ভণ্ড বৈরাগী হইতেও অধিকতর শোচ্য ও দুর্ভগ,—এ ব্যক্তি বার বার হুঙ্কারধ্বনিরূপ তীব্র নিষ্ঠুর বচনে ও ক্রুদ্ধ দৃষ্টি-পাতে সম্মুখস্থিত লোকসকলকে দূরীভূত এবং নিজ পদদ্বয়কে উৎক্ষেপণ করিতেছেন ; ললাট, বাহুতট, গলদেশ, গ্রীবা, উদর ও বক্ষঃস্থলে মৃত্তিকা-লিপ্ত ও করতলে কুশ-শোভিত হইয়া এ ব্যক্তি মূর্ত্তিমান দম্ভের ন্যায় আসিতেছেন !' * * অতএব বুঝিলাম,—'নিরুপাধি (নির্ম্মলা) বিষ্ণুভক্তি ব্যতীত ধারণা, ধ্যান, নিষ্ঠা, শাস্ত্রাভ্যাস-শ্রম, জপ, তপ প্রভৃতি যাবতীয় সৎ-কর্ম্মের কৌশলনিচয়,—সমস্তই নটগণের নাট্যাভিনয়ার্থ অধিকতর নৈপুণ্য শিক্ষাবিশেষের ন্যায় কেবল নিজ নিজ দগ্ধ উদর-ভাণ্ডপূরণেরই নানারূপ প্রকারভেদ মাত্র !' সুতরাং 'হে কলি, তুমিই ধন্য, যেহেতু রাজ-চক্রবর্ত্তী সম্রাটের ন্যায় তোমার দ্বারা এই জগৎ একচ্ছত্রীভূত হইয়াছে ! হায়, হায় ! তুমি শমদমা-দিকে দূরীভূত করিয়াছ, কোথাও বা তাহাদিগকে গাঢ়ভাবে নিগৃহীত করিয়া ধনোপার্জ্জনার্থ ভৃত্যের ন্যায় বশীভূত করিয়াছ ! আর ধর্ম্ম-বৃক্ষের মৈত্র্যাদি যে সকল স্কন্ধ ও শাখা-প্রশাখা, তৎসমুদায়ই, দেখিতেছি, তোমা কর্ত্তৃক সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে ! অতঃপর আমার আর কি কৃত্য আছে ? অহো, জগতে সর্ব্বত্র কলিকলুষজনিত গ্লানিনিবন্ধন মন ও বাক্যের ব্যভি-চার-সম্পাদনোদ্দেশে প্রযুক্ত তত্তদ্‌বিষয়ক-চেষ্টাদ্বয়ের

বিজাতীয় বিশৃঙ্খলতা সমস্তই অদ্য দেখিতে পাইলাম ! কিন্তু হায়, কৃষ্ণকীর্ত্তনমুখে কৃষ্ণপ্রীতি-সেবানন্দভরে অশ্রু-রোমাঞ্চ পরিশোভিত, অন্তরে বাহিরে সমান আশয়-বিশিষ্ট শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণবগণকে কবে আমি দর্শন করিতে পাইব ?"

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ শ্রীল শিবানন্দ সেনা-অজ শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামিপ্রণীত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রো-দয়নাটকোক্ত উপরিউক্ত প্রায় পাঁচশতবর্ষ পূর্ব্বের বর্ণনায় কলির যে প্রকার বিক্রম বর্ণিত হইয়াছে, বর্ত্তমানে সেই বিক্রম অবশ্য আরও অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং উত্তরোত্তর ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইতেছে। তাই "কলিকুক্কুর-কদন (মারণ, মর্দ্দন বা দলন) যদি চাও হে, কলিযুগপাবন, কলিভয়নাশন শ্রীশচীনন্দন গাও হে" ইত্যাদি মহাজন-বাক্যানুসরণ ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই। সংকীর্ত্তনপিতা শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর যে নামসংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, একমাত্র সেই কৃষ্ণকীর্ত্তনই কলিকলুষনাশক—কৃষ্ণ-ভক্তিপ্রদায়ক—কৃষ্ণপ্রেম সম্পজ্জনক। কৃষ্ণসংকীর্ত্তন-কেই শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ কৃষ্ণপ্রেমসম্পজ্জননে সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়াছেন।

ভক্তি-উন্মুখী সুকৃতিবলেই জীব উক্ত নাম-সংকীর্ত্তনপ্রধানা অনন্যভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হইয়া শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গলাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। সেই সাধুসঙ্গক্রমেই জীবের অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধার উদয় হয়। 'কৃষ্ণে ভক্তি করিলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়'—এই বিষয়ে সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসের নামই 'শ্রদ্ধা'। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'আম্নায়সূত্র' গ্রন্থে জানাইয়াছেন—

"শ্রদ্ধাত্বন্যোপায়বর্জ্জং ভক্ত্যুন্মুখীচিত্তবৃত্তিবিশেষঃ।"

অর্থাৎ কর্ম্মজ্ঞানাদি অন্যোপায়-পরিত্যাগশীল ভক্ত্যুন্মুখী চিত্তবৃত্তি বিশেষই 'শ্রদ্ধা'। শুদ্ধভক্তসাধু-মুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণসৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃষ্ণকথা শুনিতে শুনিতে জীব যখন বুঝিতে পারেন, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি পন্থায় লভ্য ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিরূপ ফলে স্থূল-ভাবে বা সূক্ষ্মভাবে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণবাঞ্ছারূপ কাম ব্যতীত কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণবাঞ্ছারূপ প্রেমসম্পৎ লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই, অনন্যভাবে শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয়-লাভই জীবের চরম গতি—চরম লক্ষ্যীভূত বিষয়, তখনই জীব প্রকৃতপক্ষে 'শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা' প্রাপ্ত হন, শরণা-পত্তিই সেই শ্রদ্ধার বাহ্য লক্ষণ ;—

'সা চ শরণাপত্তিলক্ষণা' (ঐ আম্নায়সূত্র)

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত বৈষ্ণবতন্ত্রবাক্যে শরণা-পত্তির এই ছয়প্রকার লক্ষণ কথিত হইয়াছে—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ।।
(চৈঃ চঃ ম ২২।৯৭, হঃ ভঃ বিঃ ১১শ বিঃ ;
ভঃ সঃ ২৩৬ সং দ্রষ্টব্য)

অর্থাৎ "কৃষ্ণভক্তির অনুকূল বিষয়ের গ্রহণ, প্রতিকূল বর্জ্জনে সঙ্কল্প, ভগবান্ আমাকে রক্ষা করিবেন—এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহাকে পালনকর্ত্তা বলিয়া বরণ, আত্মসমর্পণ ও দৈন্য—এই ছয় প্রকার শরণাগতি।"

এই ছয়টি বৃত্তি চিত্তে অবস্থিত হইয়া যে বৃত্তিকে উদয় করায় তাহাই 'শ্রদ্ধা'। এই 'শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী'। (চৈঃ চঃ ম ২২।৬৪) শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে অঙ্গাঙ্গি-বিচারে 'শরণাগতি' শব্দের সহিত সমানার্থ-বিশিষ্টত্ব-নিবন্ধন 'গোপ্তৃত্বেবরণং' অর্থাৎ কৃষ্ণকে গোপ্তা অর্থাৎ পালয়িতা বা পালনকর্ত্তারূপে বরণকেই 'অঙ্গি'-স্বরূপ এবং অপর পাঁচটিকে তাহার পরিকর বা সহকারি-স্বরূপ বলিয়া 'অঙ্গ'-রূপে বর্ণন করিয়াছেন। বস্তুতঃ দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া শুদ্ধ আত্মা পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুর শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণার্থ সর্ব্বতোভাবে সমর্পণই আত্মনিবেদনাখ্য শরণাগতি। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লা-দোক্ত নবধা ভক্তির অন্তর্গত আত্মনিবেদনাখ্য ভক্তি-লক্ষণে ঐরূপ শরণাগতিই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ও অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান ও ঐশ্বরজ্ঞান লাভের উপদেশস্থলে বর্ণ ও আশ্রমবিহিত যাবতীয় ধর্ম্ম—যতিধর্ম্ম, বৈরাগ্য, শম-দমাদি ধর্ম্ম, ধ্যানযোগ, ঈশ্বরের ঈশিতার বশীভূততা প্রভৃতি যত প্রকার ধর্ম্ম বলিয়াছেন, তৎসমুদায়ই পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র ভগবৎস্বরূপ আমারই (কৃষ্ণেরই) শরণাপন্ন হও—"মামেকং শরণং ব্রজ" —এই বাক্যে ঐরূপ শরণাগতিই উপদেশ করিয়াছেন। অবশ্য অখিলরসামৃতমূর্ত্তি—দ্বাদশরসের মূর্ত্তবিগ্রহ

শ্রীভগবান্ বৃন্দাবনচন্দ্র ব্রজেন্দ্রনন্দনে ব্রজবাসীর—বিশেষতঃ ব্রজগোপিকাশিরোমণি শ্রীমতী বৃষভানুরাজনন্দিনীর শরণাগতির আদর্শই অতি উচ্চতম কোটির। তাহাতে তাঁহার সর্ব্বতোমুখী কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণচেষ্টার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য নবনবায়মান চমৎকারিতা পূর্ণরূপে বিরাজিত। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'শরণাগতি'—গীতিকাব্যের সর্ব্বপ্রথমেই গান করিয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি'।
স্বপার্ষদ-স্বীয়ধাম-সহ অবতরি'॥
অত্যন্ত দুর্ল্লভপ্রেম করিবারে দান।
শিখান 'শরণাগতি'—ভকতের প্রাণ॥
দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোপ্তৃত্বে বরণ।
অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ—বিশ্বাস-পালন॥
ভক্তিঅনুকূল মাত্র কার্য্যের স্বীকার।
ভক্তিপ্রতিকূলভাব—বর্জ্জনাঙ্গীকার॥
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার॥
রূপ-সনাতন পদে দন্তে তৃণ ধরি'।
এ ভক্তিবিনোদ পড়ে দুই পদ ধরি'॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে—আমি ত' অধম।
শিখায়ে শরণাগতি করহে উত্তম॥"

বস্তুতঃ শরণাগতিই—ভক্তের প্রাণ-স্বরূপ, তাহা ব্যতীত সুদুর্ল্লভ ব্রজপ্রেম লাভ সুদূর-পরাহত। শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ষড়ঙ্গশরণাগতিবিশিষ্ট ভক্তেরই প্রার্থনা শ্রবণ করেন এবং সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীরূপসনাতনানুগত নিষ্কপট আর্ত্তি ও দৈন্যপূর্ণ ভক্তকেই শরণাগতি শিক্ষা দিয়া 'উত্তম' করেন। 'শ্রদ্ধা' তাদৃশী শরণাপত্তি লক্ষণবিশিষ্টা।

এজন্য 'সকল ছাড়িয়া ভাই শ্রদ্ধাদেবীর গুণ গাই'—ইহাই মহাজনোক্তি। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার—

"পূর্ব্ব আজ্ঞা—বেদধর্ম্ম, কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান।
সব সাধি' অবশেষ আজ্ঞা বলবান্॥
এই আজ্ঞা-বলে ভক্তের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করি' সে কৃষ্ণেরে ভজয়॥
'শ্রদ্ধা' শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥"

—চৈঃ চঃ ম ২২।৫৯-৬০, ৬২

শ্রীভগবৎপাদপদ্মে শরণাগতিই শ্রীভগবানের শেষ আজ্ঞা (—'মামেকং শরণং ব্রজ'); সেই আজ্ঞাবলে নিত্যসত্য বাস্তববস্তু কৃষ্ণভজনবিষয়ে সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তিই কৃষ্ণভক্তির অধিকারী হন।

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়াছেন—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণকীর্ত্তনজলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি' যায়।
'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' 'পরব্যোম' পায়॥
তবে যায় তদুপরি 'গোলোক বৃন্দাবন'।
'কৃষ্ণচরণ' কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইঁহা মালী সেচে নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল॥
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুখি' যায় পাতা॥
তাতে মালী যত্ন করি' করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম॥
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা—যত অসংখ্য তার লেখা॥
নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটী, জীব-হিংসন।
লাভ, পূজা প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন॥
প্রেমফল পাকি' পড়ে, মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি' মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥
তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফল-রস করয়ে আস্বাদন॥
এইত পরম ফল পরম পুরুষার্থ।
যাঁর আগে তৃণতুল্য চারিপুরুষার্থ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৯।১৫১-১৬৪

ঐ প্রেমফল অর্জ্জনের মূলে রহিয়াছে—ভক্তিলতা-বীজ শ্রদ্ধা। কিন্তু তাহা একমাত্র গুরুকৃষ্ণপ্রসাদলভ্য।

শ্রীসনাতন-শিক্ষায়ও ভক্তির প্রয়োজন-তত্ত্ব প্রেমলাভের ক্রমপ্রদর্শন-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বাগ্রে ঐ শ্রদ্ধার কথাই জানাইয়াছেন। প্রেমভক্তিলাভের ক্রমপন্থা এইরূপ ঃ—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয় ॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন' ॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্ত্যে 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয় ॥
রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর ॥
সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'নাম।
সেই প্রেমা 'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দধাম ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২৩।৯-১৩

ভাগ্যবান্ জীব 'সম্বন্ধ'তত্ত্ব কৃষ্ণের পাদপদ্মে 'অভিধেয়'-তত্ত্ব 'ভক্তি' লাভ করিয়া ঐ 'প্রয়োজন'তত্ত্ব প্রেমসম্পৎ লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই সৌভাগ্যলাভের মূলে রহিয়াছে—শ্রীগুরুকৃষ্ণ-প্রসাদলব্ধ ভক্তিলতা-বীজ 'শ্রদ্ধা'। আমরা পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের লেখনী হইতে পাই—"প্রথমে সাধকের শ্রদ্ধা, তৎফলে সাধুসঙ্গ বা গুরুপাদাশ্রয়, তৎসঙ্গে সঙ্গে ভজনক্রিয়া (অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি), তৎফলে অনর্থনিবৃত্তি [এই অনর্থ চতুর্ব্বিধ— স্বরূপভ্রম, অসত্তৃষ্ণা, অপরাধ ও হৃদ্দৌর্ব্বল্য। 'স্বরূপ বা তত্ত্বভ্রম' চতুর্ব্বিধ—স্বতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব, পরতত্ত্ব বা আরাধ্য তত্ত্ব, সাধ্য-সাধনতত্ত্ব ও বিরোধিতত্ত্ব বা মায়া ; 'অসতৃষ্ণা' চতুর্ব্বিধ—কর্ম্মিজনপ্রাপ্য ঐহিক সুখভোগবাঞ্ছা ও পারত্রিক বা স্বর্গাদিলোকে সুখভোগবাঞ্ছা, নির্ব্বিশেষ জ্ঞানিজনপ্রাপ্য মোক্ষসুখ বা ব্রহ্মসাযুজ্যাকাঙ্ক্ষা এবং যোগিজনপ্রাপ্য পরমাত্মসাযুজ্য ও অনিমাদি অষ্টাদশ বা অষ্ট সিদ্ধি বাঞ্ছা ; অপরাধ চতুর্ব্বিধ—কৃষ্ণনামে, কৃষ্ণস্বরূপে, কৃষ্ণভক্তে ও অন্য নরে ; হৃদ্দৌর্ব্বল্য চতুর্ব্বিধ—তুচ্ছ বা কৃষ্ণেতর বিষয়ে আসক্তি, কুটিনাটি বা কপটতা, মাৎসর্য্য—পরশ্রীকাতরতা বা পরদ্রোহ ও স্বপ্রতিষ্ঠতা বা প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা], তৎফলে (ভক্তিতে বা নামে) 'নিষ্ঠা' বা অবিক্ষেপে সাতত্য (অর্থাৎ চিত্তবিক্ষেপরহিত নৈরন্তর্য্য), তৎফলে রুচি বা বুদ্ধিপূর্ব্বিকা ইচ্ছা, তৎফলে 'আসক্তি' বা স্বারসিকী রুচি। (এই আসক্তিই সাধন-ভক্তির সপ্তম স্তর।) সাধনভক্তি হইতে আসক্তি-ফলে যে সাধ্য রতির উদয় হয়, তাহাই 'ভাব' নামে কথিত। শুদ্ধসত্ত্ববিশেষস্বরূপা প্রেমসূর্য্যকিরণসদৃশী এবং রুচির দ্বারা চিত্তার্দ্রতা-সম্পাদিকা প্রেমের প্রথম বা অঙ্কুরাবস্থাকেই 'ভাবভক্তি' বলে। প্রেমের পূর্ব্বেই 'ভাব' সংজ্ঞা, উহাই পরে উৎকৃষ্ট পক্ব বা পরিণত হইলে 'প্রেমভক্তি' সংজ্ঞায় অভিহিত হয়, তজ্জন্য 'প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্' শব্দে 'ভাব' ও 'প্রেম' ভক্তির তারতম্য লিখিয়াছেন। জাতরতি ভক্ত উৎকৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ 'প্রেমভক্তি' লাভ করেন। রতি গাঢ় হইলে তাহাকে 'প্রেম' বলে। এই প্রেমই ভক্তির ফল, প্রয়োজন এবং পরমানন্দময়।"

আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীসনাতন-শিক্ষালোচনায় পাই—

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম 'সাধ্য' কভু নয়।
শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥

—চৈঃ চঃ ম ২২।১০৪

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদও সাধনভক্তির সংজ্ঞা নিরূপণ করিয়াছেন—

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥

—(ঐ চৈঃ চঃ ম ২২।১০২ ধৃত ভঃ রঃ সিঃ
পূঃ বিঃ ২য় লঃ ২য় শ্লোক)

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্তু, তাহা কখনও (শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্য অভিধেয়ের) সাধ্য নয়। কেবলমাত্র শ্রবণাদি দ্বারা বিশোধিত চিত্তেই তাহার উদয় সম্ভব।" উক্ত শ্লোকার্থও ঠাকুর এইরূপ লিখিয়াছেন,—"সাধ্য ভাবভক্তি যখন কৃতি (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়)-সাধ্য হয়, তখন তাহাকে সাধনভক্তি বলে। ভক্তিই জীবের নিত্যসিদ্ধ ভাব, তাহাকে হৃদয়ে প্রকটাবস্থায় আনিবার নামই সাধ্যতা। তাৎপর্য্য এই যে—চিৎকণজীবে স্বভাবতঃ চিৎসূর্য্য কৃষ্ণের যে আনন্দকণ আছে, মায়াবদ্ধ হইয়া তাহা ইহকালে লুপ্তপ্রায়। সেই নিত্যসিদ্ধ ভাবই হৃদয়ে প্রকটনযোগ্য। এই অবস্থাতেই নিত্যসিদ্ধ বস্তুর সাধ্য অবস্থা হইল। সেই সাধ্য ভাব-

রূপ ভক্তি যখন বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়দ্বারা সাধিত হইতে থাকে, তখন তাহারই নাম—'সাধনভক্তি'।" এই সাধনভক্তি দুই প্রকার—'বৈধী' ও 'রাগানুগা'।

সর্ব্বশক্তিমান্ সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের একই পরাশক্তি বা স্বরূপশক্তির ত্রিবিধ রূপ বা প্রভাব, —সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। "শ্রীভগবান্ তাঁহার যে শক্তিদ্বারা সত্তাকে ধারণ করেন ও করান, তাহা সকল দেশকালদ্রব্যাদি প্রকাশিকা 'সন্ধিনী', যে শক্তি দ্বারা স্বয়ং জানিতে ও জানাইতে সমর্থ হন, তাহা 'সম্বিৎ'; চিৎপ্রধানা যে শক্তিদ্বারা স্বয়ং আনন্দকে জানেন এবং অপরকে আনন্দ জানাইতে সমর্থ হন, তাহাকে 'হলাদিনী' বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।" শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৬৯ শ্লোকে) কথিত হইয়াছে—'সর্ব্বাশ্রয় ত্রিগুণাতীত ভগবানে ঐ সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হলাদিনী—ত্রিবিধ ব্যাপারই চিন্ময়ী। মায়াবদ্ধ জীব মায়িক ত্রিগুণ আশ্রয় করিয়া যে অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে শক্তি হলাদকরী (সাত্ত্বিক), তাপকরী (তামসিক) ও মিশ্রা (রাজসিক)—এই ত্রিবিধ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।'

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়বিকার।
স্বরূপশক্তি—'হলাদিনী' নাম যাঁহার॥
হলাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হলাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ॥
সচ্চিদানন্দ, পূর্ণ, কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিনরূপ॥
আনন্দাংশে হলাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ—যারে জ্ঞান করি' মানি॥
সন্ধিনীর সার অংশ—'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥
মাতা, পিতা, স্থান, শয্যাসন আর।
এসব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার॥
কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার॥
হলাদিনীর সার 'প্রেম', প্রেমসার 'ভাব'।
ভাবের পরমকাষ্ঠা, নাম মহাভাব॥
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি॥"

—চৈঃ চঃ আ ৪।৬০-৬৯

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে (৬৫ সংখ্যায়) লিখিয়াছেন—

"তস্যা হলাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তির্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষ্বেব নিক্ষেপ্যমাণা ভগবৎপ্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে। অতস্তদনুভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্ ভক্তেষু প্রীত্যাতিশয়ং ভজত ইতি।"

অর্থাৎ "সেই হ্লাদিনীরই সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী নিত্যবৃত্তি ভক্তবৃন্দে প্রদত্ত হইলে উহা 'ভগবৎপ্রীতি' আখ্যা লাভ করে। শ্রীভগবান্ও সেই প্রীতি ভক্তে অনুভব করিয়া ভক্তের প্রীতি গ্রহণ করেন।"

"হলাদিনীনাম্নী স্বরূপশক্তিই আনন্দরূপা। এই শক্তিদ্বারাই ভগবৎ স্বরূপে আনন্দবিশেষ লক্ষিত হয় এবং ভগবান্ এই শক্তিদ্বারাই তত্তৎ আনন্দ অন্য ভক্তগণকে প্রদান করেন।" শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও তাই লিখিয়াছেন—'হলাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ'।

সন্ধিনীশক্তি—সত্তা বিস্তারিণী শক্তি, ইহারই সারাংশ 'শুদ্ধসত্ত্ব'। শুদ্ধ-চিত্তত্ত্বে সন্ধিনীর যে ক্রিয়া, তাহারই নাম শুদ্ধসত্ত্ব। ভগবানের চিৎসত্তা প্রকাশও সেই সন্ধিনীর কার্য্য। ভগবানের মাতা, পিতা, স্থান (ধাম), গৃহ, শয্যা ও আসন প্রভৃতি সমস্তই কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার অর্থাৎ বিশেষ কার্য্য। চিচ্ছক্তিগত সন্ধিনী—চিজ্জগতের যাবতীয় সত্তা অর্থাৎ ভগবানের চিন্ময়স্বরূপ, তাঁহার দাস, দাসী, সঙ্গিনী, পিতামাতা প্রভৃতি সমস্ত চিন্ময়স্বরূপের সত্তা প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণের চিচ্ছক্তিগত সন্ধিনী জীবহৃদয়ে কৃষ্ণের বসিবার শুদ্ধ আসনও প্রস্তুত করিয়া থাকেন। মায়াশক্তিগত সন্ধিনী জড় জগতের সমস্ত ভৌতিক সত্তা বিস্তার করিয়াছেন এবং জীবশক্তিগত সন্ধিনী জীবের চিৎকণরূপ সত্তা বিস্তার করিয়াছেন।

"চিদ্গত-সম্বিচ্ছক্তি যখন হলাদিনীর সহিত যুক্ত হইয়া জীবে কৃপা করেন, তখন কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান জন্মে; অতএব তাহাই সম্বিতের সার। কৃষ্ণগত হলাদিনীশক্তি কৃষ্ণকে আনন্দ প্রদান করিয়া যখন শুদ্ধসম্বিতের সহিত একত্রে জীবকে কৃপা করেন, তখনই জীবের 'কৃষ্ণপ্রেম' হয়। জীবগত হলাদিনীর বিকার যখন মায়াশক্তিদ্বারা জীবকে আকর্ষণ করে, তখনই জীব বিষয়প্রেমে মত্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম হইতে

বঞ্চিত হয়; সুতরাং জাগতিক সুখদুঃখের বশীভূত হইয়া পড়ে। জীবগণের প্রেমাদর্শ ব্রজের গোপীমণ্ডলী, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরাধিকা সর্ব্বাধিকা। চিৎস্বরূপগত হ্লাদিনীর সার যে 'প্রেম' এবং প্রেমের সার যে 'ভাব', আবার সেই ভাবের পরাকাষ্ঠা যে 'মহাভাব', তাহাই শ্রীমতী রাধিকা ঠাকুরাণী। তিনিই সর্ব্বগুণের আকর, আর কৃষ্ণকান্তাদিগের শিরোমণি।" (অঃ প্রঃ ভাঃ দ্রষ্টব্য।) পরমকরুণাময়ী শ্রীরাধারাণীর কৃপাভিষিক্ত মহত্তম শ্রীগুরুপাদপদ্মের একান্ত অনুগ্রহেই জীব এই সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী হন। 'গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে'। (চৈঃ চঃ আ ১।৪৫)। "মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥" (চৈঃ চঃ ম ২২।৫১) শ্রীগুরুকৃপায়ই জীব কলিঘোর-তিমির হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারেন।

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ)

(১৪)

শ্রীস্বরূপদামোদর

"প্রভু লেখা করে যাঁরে রাধিকার 'গণ'।
জগতের মধ্যে 'পাত্র'—সাড়ে তিন জন॥
স্বরূপগোসাঞি, আর রায় রামানন্দ।
শিখিমাহিতি—তিন, তাঁর ভগিনী অর্দ্ধজন॥"

(চৈঃ চঃ অ ২।১০৫-১০৬)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাড়ে তিন জন অন্তরঙ্গ ভক্তের মধ্যে শ্রীস্বরূপদামোদর অন্যতম ছিলেন। আবার অন্যত্র স্বরূপ দামোদরকে সর্ব্বপ্রধান বলিয়াছেন। "সবার অধ্যক্ষ প্রভুর মর্ম্ম দুইজন॥ পরমানন্দপুরী আর স্বরূপ দামোদর।" —চৈঃ চঃ আদি ১০।১২৪-১২৫। "অবতরি প্রভু প্রচারিল সংকীর্ত্তন। এহো বাহ্য হেতু, পূর্ব্বে করিয়াছি সূচন॥ অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ। রসিকশেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ॥ অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার। দামোদরস্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার॥ স্বরূপ-গোসাঞি— প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ। তাহাতে জানেন প্রভুর এসব প্রসঙ্গ॥" —চৈঃ চঃ আ ৪।১০৩-১০৫। শ্রীগৌরলীলায় রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণ-স্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয়-স্বরূপ শ্রীদামোদর স্বরূপ। শ্রীস্বরূপদামোদর শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতি অন্তরঙ্গ বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারের ও লীলারহস্যের গূঢ় কারণ-সমূহ অবগত ছিলেন। শ্রীস্বরূপ দামোদর হইতেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর গূঢ় লীলারহস্যাদি প্রচারিত হইয়াছে। ব্রজলীলায় ইনি ললিতাসখী রাধিকার দ্বিতীয়া স্বরূপিণী। অবশ্য গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় স্বরূপ দামোদরকে বিশাখা সখীরূপেও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "কলামশিক্ষয়দ্ রাধাং যা বিশাখা ব্রজে পুরা। সাদ্য স্বরূপগোস্বামী তত্তদ্ভাববিলাসবান্॥" শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরীতে অন্ত্যলীলার শেষ বার বৎসর নিরন্তর রাধাভাবে বিভাবিত থাকিয়া কেবলমাত্র অন্তরঙ্গতম ভক্তপার্ষদদ্বয় শ্রীস্বরূপ দামোদর ও শ্রীরায় রামানন্দের সঙ্গে গূঢ় প্রেমরস আস্বাদন করিয়াছিলেন। "চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি, কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ। স্বরূপ-রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে, গায়, শুনে পরম আনন্দ॥ পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধসখ্য, গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধ-দাস্যরস। গদাধর, জগদানন্দ, স্বরূপের (মুখ্য) রসানন্দ, এই চারিভাবে প্রভু বশ॥" —চৈঃ চঃ মধ্য ২।৭৭-৭৮। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ইহার অনুভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন— 'শ্রীপরমানন্দ পুরীর (ব্রজের উদ্ধব) বাৎসল্যরস-প্রধান ভাব, রামানন্দের (অর্জ্জুন বা বিশাখা)—শুদ্ধ সখ্যভাব, গোবিন্দাদির সেবাপর শুদ্ধদাস্য এবং অন্তরঙ্গ ভক্ত গদাধর, জগদানন্দ ও দামোদর স্বরূপের

মুখ্য মধুররস—এই চারিভাবে প্রভু তাহাদিগের নিকট ভজন-সঙ্গ-সুখ-সেবা গ্রহণ করিয়া বাধ্য ছিলেন।' শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায় ২য় পরিচ্ছেদে নিম্নোক্ত পয়ারের—"চৈতন্যলীলা-রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার, তেঁহো থুইল রঘুনাথের কণ্ঠে। তাঁহা কিছু যে শুনিলুঁ, তাহা ইহা বিস্তারিলুঁ, ভক্তগণে দিলুঁ এই ভেটে ॥"—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অমৃতপ্রবাহভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—"স্বরূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর শেষলীলা কড়চাসূত্র করিয়া শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর কণ্ঠে রাখিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাহাকে কণ্ঠস্থ করাইয়া কবিরাজ গোস্বামীর দ্বারা জগতে প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীস্বরূপকৃত কড়চা পৃথক্ পুস্তকাকারে লিখিত হয় নাই। এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতই স্বরূপের কড়চার নিষ্কর্ষ।" স্বরূপ দামোদর ও শ্রীরায় রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কত প্রিয় তাহা কবিরাজ গোস্বামী অন্ত্যলীলা পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে বর্ণন করিয়াছেন—

এত কাহি গৌরহরি, দুইজনার কণ্ঠ ধরি',
কহে শুন, স্বরূপ-রামরায়।
কাঁহা কঁরো, কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
দুঁহে মোরে কহ সে উপায় ॥
এইমত গৌরপ্রভু প্রতি দিনে দিনে।
বিলাপ করেন স্বরূপ-রামানন্দ সনে ॥
সেই দুইজন প্রভুরে করে আশ্বাসন।
স্বরূপ গায়, রায় করে শ্লোক পঠন ॥
কর্ণামৃত, বিদ্যাপতি, শ্রীগীতগোবিন্দ।
ইহার শ্লোক-গীতে প্রভুর করায় আনন্দ ॥

পুনঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা বিংশ পরিচ্ছেদে (৩-৪)—

এইমত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে।
রজনী দিবসে কৃষ্ণবিরহে বিহ্বলে ॥
স্বরূপ, রামানন্দ—এই দুইজন সনে।
রাত্রিদিনে রস-গীত-শ্লোক আস্বাদনে ॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরও স্বরূপ দামোদরকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং তাহার অপ্রাকৃত প্রেমরসময় কীর্ত্তন শ্রবণে মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞানশূন্যতার কথা এইরূপ লিখিয়াছেন—

দামোদর স্বরূপের উচ্চ সংকীর্ত্তন।
শুনিলে না থাকে বাহ্য, পড়ে সেইক্ষণ ॥
সন্ন্যাসিপার্ষদ যত ঈশ্বরের হয়।
দামোদর স্বরূপ সমান কেহো নয় ॥
যত প্রীতি ঈশ্বরের পুরী গোসাঞিরে।
দামোদর স্বরূপে তত প্রীতি করে ॥
দামোদর স্বরূপ—সঙ্গীত রসময়।
যাঁর ধ্বনি শ্রবণে প্রভুর নৃত্য হয় ॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ১০ম অধ্যায় ৪০-৪৩)

ভৌমলীলায় শ্রীস্বরূপ দামোদরের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে জানা যায় তিনি পূর্ব্বাশ্রমে পুরুষোত্তম আচার্য্য বা পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য নামে খ্যাত ছিলেন। 'শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে' শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্যের পিতামাতার ও জন্মস্থানের এইরূপ বিবৃতি প্রদত্ত হইয়াছে ঃ—পিতার নাম শ্রীপদ্মগর্ভাচার্য্য। মাতার নামের উল্লেখ নাই, তবে মাতামহের নাম উল্লিখিত আছে। মাতামহের নাম ছিল শ্রীজয়রাম চক্রবর্ত্তী। আদি নিবাস ছিল ভিটাদিয়ায় (পূর্ব্ববঙ্গে ব্রহ্মপুত্র নদের তটবর্ত্তী)। জয়রাম চক্রবর্ত্তী নবদ্বীপে বাস করিতেন। তিনি তাঁহার কন্যার সহিত পদ্মগর্ভাচার্য্যের বিবাহ সম্পাদন করিয়া পদ্মগর্ভাচার্য্যকে নবদ্বীপবাস করাইয়াছিলেন। কিছুদিন বাদে পুরুষোত্তম আচার্য্যের আবির্ভাব হইলে পদ্মগর্ভাচার্য্য পত্নী ও পুত্রকে শ্বশুরালয়ে রাখিয়া মিথিলা, কাশী প্রভৃতি স্থানে শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য প্রস্থান করিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য নবদ্বীপে মাতামহের গৃহে লালিত পালিত হইতে থাকিলেন। পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরহে শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য নবদ্বীপে থাকিতে পারিলেন না, তিনিও বারাণসীতে যাইয়া সন্ন্যাসী হইলেন।

প্রেমবিলাসে এইরূপ লিখিত আছে—

"মাতামহ পুরুষোত্তম হইল নবদ্বীপবাসী। চৈতন্যের প্রিয়ভক্ত হৈল গুণরাশি ॥ চৈতন্যের সন্ন্যাস দেখি' পাগল হইয়া। সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া ॥ সন্ন্যাস আশ্রমের নাম—স্বরূপ দামোদর। প্রভু অতি মর্ম্মী ভক্ত রসের সাগর ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলা ১০ম পরিচ্ছেদে স্বরূপ দামোদরের সন্ন্যাসগ্রহণ, বৈশিষ্ট্য ও মহিমা সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে, যথা ঃ—

"আর দিনে আইলা স্বরূপ-দামোদর।
প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্মী, রসের সাগর ॥

'পুরুষোত্তম আচার্য্য' তাঁর নাম পূর্ব্বাশ্রমে।
নবদ্বীপে ছিলা তেঁহ প্রভুর চরণে ॥
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি' উন্মত্ত হঞা।
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া ॥
'চৈতন্যানন্দ'* গুরু তাঁর আজ্ঞা দিলেন তাঁরে।
বেদান্ত পড়িয়া পড়াও সমস্ত লোকেরে ॥
পরম বিরক্ত তেঁহ পরম পণ্ডিত।
কায়মনে আশ্রিয়াছে শ্রীকৃষ্ণচরিত ॥
'নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব' এই ত' কারণে।
উন্মাদে করিল তেঁহ সন্ন্যাস গ্রহণে ॥
সন্ন্যাস করিলা শিখাসূত্রত্যাগরূপ।
যোগপট্ট না দিল, নাম হৈল স্বরূপ ॥
গুরু ঠাঞি আজ্ঞা মাগি আইলা নীলাচলে।
রাত্রিদিনে কৃষ্ণপ্রেম আনন্দে বিহ্বলে ॥
পাণ্ডিত্যের অবধি, বাক্য নাহি কারো সনে।
নির্জ্জনে রহয়ে, লোক সব নাহি জানে ॥
কৃষ্ণরসতত্ত্ব-বেত্তা, দেহ-প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ॥
গ্রন্থ, শ্লোক, গীত কেহ প্রভুপাশে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে, পাছে প্রভু শুনে ॥
ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ, আর রসাভাস।
শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস ॥
অতএব স্বরূপ গোসাঞি করে পরীক্ষণ।
শুদ্ধ হয় যদি, প্রভুরে করান শ্রবণ ॥
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করান প্রভুর আনন্দ ॥
সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব-সম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদর সম আর নাহি মহামতি ॥
অদ্বৈত-নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম।
শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণসম ॥"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এতৎ-প্রসঙ্গে অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন— "বৈদিক দশনামী সন্ন্যাসিগণের মধ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত এই বিধি দেখা যায় যে, 'তীর্থ' ও "আশ্রমাখ্য" দণ্ডিদ্বয়ের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণার্থী হইলে দণ্ডী গুরুমহাশয় শিষ্যকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণের বিধানানুসারে 'ব্রহ্মচারী' সংজ্ঞা প্রদান করেন। নবদ্বীপবাসী শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্যই 'দামোদর স্বরূপ' নামে ব্রহ্মচারী আখ্যা লাভ করেন। সন্ন্যাসের যোগপট্ট-প্রাপ্তি ঘটিলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরই 'স্বরূপ' উপাধির পরিবর্ত্তে সন্ন্যাসোপাধি 'তীর্থ' হয়।

অষ্টশ্রাদ্ধ, বিরজা হোম, শিখা-মুণ্ডন, সূত্রত্যাগ প্রভৃতি সন্ন্যাসকৃত্য সমাপন করিয়া গুর্ব্বাহ্বান, যোগ-পট্ট, সন্ন্যাসনাম ও দণ্ডাদির গ্রহণ অপেক্ষা না করায় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যসূচক 'দামোদর স্বরূপ' নাম রহিয়া গেল। [কিন্তু এখানে একটী বিষয় প্রণিধানযোগ্য ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীর 'শিখা', সূত্র, কাষায়বস্ত্র ধারণ শাস্ত্র-সম্মত যথা স্কন্দপুরাণবচন— "শিখী যজ্ঞোপবীতী স্যাৎ ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ। স পবিত্রশ্চ কাষায়ী গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ সদা ॥" ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী শিখা রক্ষা, যজ্ঞোপবীতধারণ ও কমণ্ডলু গ্রহণ করিবেন। তিনি কাষায় বস্ত্র পরিধান করতঃ পবিত্র থাকিয়া সর্ব্বদা গায়ত্রী জপ করিবেন]

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অমৃত-প্রবাহভাষ্যে লিখিয়াছেন—"পুরুষোত্তম আচার্য্য প্রভুর সন্ন্যাস দেখিয়া 'শিখাসূত্রত্যাগরূপ সন্ন্যাস' গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সন্ন্যাস নাম 'স্বরূপ দামোদর' হইল। যোগপট্ট—লইবার যে প্রকরণ, তিনি তাহা স্বীকার করিলেন না। কেননা, কোন প্রকার আশ্র-মাহঙ্কার বৃদ্ধি করিবার জন্য তাঁহার সন্ন্যাস ছিল না; কেবল নিশ্চিন্ত হইয়া কৃষ্ণভজন করিব এই মানসেই স্বীকৃত হইল।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদের অনুভাষ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে শ্রীস্বরূপ দামোদরের সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্পের কথা জানা যায় ঃ—

"শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপবাসী। তিনি মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পূর্ব্বেই স্বয়ং সন্ন্যাস গ্রহণের অভিলাষে বারাণসীতে গিয়া দশনামী দণ্ডিদলের মধ্যে ব্রহ্মচারী হন। তাহাতে তাঁহার নাম 'শ্রীদামোদর স্বরূপ' হয়, পরে সন্ন্যাসের পূর্ণাঙ্গতার জন্য অপেক্ষা না করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদকমলে আজীবন নীলা-চলে অবস্থান করেন। শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত সর্ব্ব-কাল থাকিয়া তাঁহার উপদিষ্ট ভজনাদি গান করিয়া

* শ্রীচৈতন্যানন্দ ভারতীর নিকট শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

তাঁহাকে অনুক্ষণ পরমপ্রীতি প্রদান করিতেন। শ্রীপ্রভুর হৃদয়ের গূঢ়ভাবসমূহ তাঁহার প্রসাদেই ভক্ত-গণের উপলব্ধি হইয়াছে।"

"আদিলীলামধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারিগুপ্ত করিলা গ্রথিত ॥
প্রভুর যে শেষলীলা স্বরূপ দামোদর।
সূত্র করি গ্রন্থিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥
এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া ॥"

(চৈঃ চঃ আদি ১৩।১৫-১৭)

১৭ নম্বর পয়ারের ভাষ্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন— "শ্রীমুরারি গুপ্তের আদিলীলার সূত্র এখনও বর্ত্তমান, তাহা দেখিয়া এবং শ্রীস্বরূপ গোস্বা-মীর কড়চাসূত্র শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীমুখে শুনিয়া বৈষ্ণবসকল বর্ণনা করেন।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু মাঘমাসের শুক্লপক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণের পর ফাল্গুন মাসে নীলাচলে আসিয়া-ছিলেন, তথা হইতে বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে উদ্ধারান্তে বৈশাখ মাসে দক্ষিণযাত্রা করিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু কৃষ্ণদাস নামক একজন ব্রাহ্মণকে সেবকরূপে দিয়াছিলেন। কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়া দাক্ষিণাত্য-বাসীকে কৃতার্থ করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যা-বর্ত্তন করিলে কালাকৃষ্ণদাসের মাধ্যমে সেই সংবাদ গৌড়দেশে নবদ্বীপে প্রেরণ করা হয়। উক্ত শুভ সংবাদ পাইয়া শচীমাতা, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের মহানন্দ হইল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এক-যোগে নীলাচলযাত্রা করিলেন। তৎকালে শ্রীপরমা-নন্দপুরী নদীয়া নগরে শচীমাতার নিকট উক্ত সংবাদ পাইয়া মহাপ্রভুর এক ভক্ত দ্বিজ কমলাকান্তকে সঙ্গে লইয়া নীলাচলে আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত প্রথম মিলিত হইলেন। তৎপরে নবদ্বীপবাসী শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য বারাণসীতে শ্রীচৈতন্যানন্দ ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণান্তে 'স্বরূপ দামোদর' নাম প্রাপ্ত হইয়া নীলাচলে আসিয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করতঃ পরমানন্দ লাভ করিলেন। শ্রীস্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণামকালে এই প্রণামমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন ঃ—

"হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥"

["হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য, যাহা হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে, যাহাতে সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা আছে, যাহাতে পরমানন্দ (আর সকল বিষয় আচ্ছাদন করিয়া) প্রকাশিত হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্রবিবাদ শেষ হয়, যাহা রসবর্ষণ দ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করেন, যাহার ভক্তিবিনোদন ক্রিয়া সর্ব্বদা শমতা দান করে, মাধুর্য্যমর্য্যাদা দ্বারা তোমার অতি বিস্তারিণী সেই শুভদা দয়া আমার প্রতি উদিত হউক।"] স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর প্রেমালিঙ্গনরূপ কৃপা লাভের পর শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর ও শ্রীপরমানন্দ পুরীর চরণবন্দনা করিলেন এবং জগদানন্দাদি ভক্তগণের সহিত মিলিত হইলেন।

শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীনরেন্দ্রসরোবরে (চন্দন-পুকুরে) চন্দনযাত্রাকালে এবং শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত ভক্তগণের জলকেলি লীলাকালে সঙ্গী ছিলেন স্বরূপ দামোদর। স্বরূপ দামোদর ও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির মধ্যে জলক্ষেপণ লীলা হইয়াছিল।

"দুই সখা বিদ্যানিধি, স্বরূপ দামোদর।
হাসিয়া আনন্দে জল দেন পরস্পর ॥"

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৮।১২৪)

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী যখন টোটা গোপী-নাথে প্রেমাবিষ্ট হইয়া ভাগবত পাঠ করিতেন, তখন তাহার শ্রোতা ছিলেন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু এবং স্বরূপ দামোদর, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, দাস গদাধর প্রভৃতি গৌরাঙ্গের মুখ্য পার্ষদবৃন্দ।

"গদাধর-প্রাণনাথ প্রভু গৌরহরি।
এথা বসি শুনিত সে ব্যাখ্যার মাধুরী ॥
এইখানে বৈসে প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু বসিতো এথায় ॥
এথা স্বরূপ দামোদর, বক্রেশ্বর।
শ্রীমুরারিগুপ্ত, এথা দাস গদাধর ॥"

—ভক্তিরত্নাকর ৮।২৭৮-২৮০

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহলাদচরিত্র ও ধ্রুবচরিত্র একশত

বার শ্রবণের লীলা করিয়াছিলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর ভাগবতপাঠ ও শ্রীস্বরূপ দামোদরের কীর্ত্তন শ্রবণে মহাপ্রভুর অষ্টসাত্ত্বিক বিকার হইত।

ভাগবত পাঠে গদাধর মহাশয়।
দামোদর-স্বরূপের কীর্ত্তন বিষয়॥
একেশ্বর দামোদর স্বরূপ গুণগায়।
বিহ্বল হইয়া নাচে শ্রীগৌরাঙ্গরায়॥
অশ্রু, কম্প, হাস্য, মূর্চ্ছা, পুলক হুঙ্কার।
যতকিছু আছে প্রেমভক্তির বিকার॥
মূর্ত্তিমন্ত সবে থাকে ঈশ্বরের স্থানে।
নাচেন চৈতন্যচন্দ্র ইহা সবা-সনে॥
দামোদর স্বরূপের উচ্চ সংকীর্ত্তন।
শুনিলে না থাকে বাহ্য, পড়ে সেইক্ষণ॥
সন্ন্যাসিপার্ষদ যত ঈশ্বরের হয়।
দামোদর স্বরূপ সমান কেহো নয়॥
যত প্রীতি ঈশ্বরের পুরী গোসাঞিরে।
দামোদর স্বরূপেরে তত প্রীতি করে॥
দামোদর স্বরূপ—সঙ্গীতরসময়।
যাঁর ধ্বনি শ্রবণে প্রভুর নৃত্য হয়॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ১০।৩৬-৪৩)

(ক্রমশঃ)

পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য

গৌহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবক শ্রীগোবিন্দসুন্দর ব্রহ্মচারীর উদ্যোগে এবং পুরুলিয়া সহর ও গ্রামাঞ্চলের ভক্তগণের বিশেষ আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সদলবলে কলিকাতা হইতে গত ১০ ভাদ্র, ২৭ আগষ্ট সোমবার পুরুলিয়া প্রচার-ভ্রমণে শুভযাত্রা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে—শ্রীল আচার্য্যদেব পরদিবস প্রাতে পুরুলিয়া রেলষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে শ্রীগোবিন্দ সুন্দর ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বৰ্দ্ধিত হন।

শ্রীলক্ষণপুর (পুরুলিয়া)— পুরুলিয়া রেলষ্টেশন হইতে মোটরভ্যানযোগে শ্রীল আচার্য্যদেব, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ ১৫ কিলোমিটার দূরবর্ত্তী 'লক্ষণপুর' গ্রামে আসিয়া উপনীত হন। পুরুলিয়া সহরের রাস্তা ও লক্ষণপুর পর্য্যন্ত রাস্তা অনেক স্থানে পীচ উঠিয়া গিয়া গর্ত্ত গর্ত্ত খুবই কদর্য্য ও বিপজ্জনক হইয়াছে। পুরুলিয়া সহরে কোনও মিউনিসিপ্যালিটীর অস্তিত্ব এবং রাস্তা মেরামতের কোনও দায়িত্বশীল কর্ত্তৃপক্ষ আছে বলিয়া মনে হইতেছে না। মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত ও সঙ্কীর্ণগোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধির মনোবৃত্তি এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে জনসাধারণের সুখ সুবিধার কথা চিন্তা করিবার মত মনোবৃত্তি আর তাহাদের নাই। পরিশ্রম না করিয়া ফাঁকি দিয়া যে যত সুবিধা আদায় করিতে পারে সে ততবড় বুদ্ধিমান্—এই সর্ব্বনাশকর অশুভ মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন না ঘটিলে সর্ব্বস্তরে অস্বস্তি বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য।

শ্রীযোগদা সৎসঙ্গ আশ্রমের পক্ষে সেক্রেটারী শ্রীনিমাই চরণ চৌধুরী ও অন্যান্য সদস্যগণ একটী তিন কামরাযুক্ত আবাসস্থানে সাধুগণের থাকিবার সুব্যবস্থা করেন। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত আলাপে জানা গেল শ্রীযোগদা সৎসঙ্গ আশ্রম বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত। উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা বহু ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করতঃ ছেলেদের বড় হাইস্কুল এবং মেয়েদের হাইস্কুল এবং গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া লক্ষণপুর গ্রামের সমৃদ্ধি সাধন করেন। পূর্ব্বে লক্ষণপুর হাইস্কুলের খুবই সুনাম ছিল। বহু দূর দূর হইতে ছেলেরা আসিয়া শিক্ষা লাভ করিত। ছেলেদের চারিত্রিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষার উন্নতির জন্য যোগদা আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, স্কুলের পরিচালক সমিতির সদস্যগণ এবং অধ্যাপকগণ আন্তরিকতার সহিত নিঃস্বার্থভাবে যত্ন করিতেন। কিন্তু কালপ্রভাবে উক্ত স্কুলদ্বয় যোগদা আশ্রমের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় এবং আধুনিক রাজনীতি প্রবিষ্ট হওয়ায় বিদ্যালয় দুইটীর পবিত্র ভাবমূর্ত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, শিক্ষার সেই সুনাম আর নাই। এজন্য যোগদা আশ্রমের সদস্যগণ ও শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিগণ মর্ম্মাহত। বর্ত্তমানে ছেলেদের হাইস্কুলে ছাত্রসংখ্যা এক হাজার এবং মেয়েদের হাইস্কুলে ছাত্রীসংখ্যা ছয়শত মত হইবে।

লক্ষণপুরে মাত্র একদিনের অবস্থিতি নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় সেই দিনই তিন স্থানে সভার আয়োজন হয়—(১) লক্ষণপুর যোগদা সৎসঙ্গ বিদ্যাপীঠে মধ্যাহ্নে, (২) লক্ষণপুর যোগদা বালিকা বিদ্যাপীঠের ছাত্রীগণের জন্য যোগদা সৎসঙ্গ আশ্রমে সন্ধ্যার পূর্ব্বে, (৩) লক্ষণপুর গ্রামের মধ্যে হরিসভায় রাত্রিতে।

ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা ও ঈশ্বরবিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে সরল উদাহরণ সম্বলিত দীর্ঘ এক ঘণ্টা ব্যাপী উপদেশ শ্রবণ করিয়া স্কুলের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন।

সন্ধ্যার সময় বালিকাগণ ছাড়াও স্থানীয় বহু ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলের গ্রহণযোগ্য ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন।

স্থানীয় শ্রীবাসুদেব চণ্ডের নেতৃত্বে কীর্ত্তনপার্টির সংকীর্ত্তনসহ শ্রীল আচার্য্যদেব ও সাধুবৃন্দ গ্রামের পথে চলিয়া রাত্রির সভায় যোগদান করেন। হরিসভায় গ্রামবাসিগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দেন। রাত্রির সভায় জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল লাভের উপায় সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেবের দীর্ঘ ভাষণের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় বামন মহারাজও বক্তৃতা করেন। শ্রীপাদ বামন মহারাজ ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী সভার আদি ও অন্তে পদাবলী কীর্ত্তন ও নাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

রন্ধনের জন্য পৃথক রন্ধনশালার ব্যবস্থা না থাকায় কামরার ভিতরে কাঠের জ্বালে রন্ধনের উদ্বেগ ও কষ্ট সহ্য করিয়াও শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারীর বৈষ্ণবসেবার জন্য প্রযত্ন প্রশংসনীয়।

আতকুরিয়া (বাঁকুড়া)— পরদিন (১২ ভাদ্র, ২৯ আগষ্ট) বুধবার প্রাতঃ ৬-৩০টায় লক্ষণপুর হইতে জীপে আতকুরিয়া যাওয়া হইবে স্থির ছিল। কিন্তু আতকুরিয়া হইতে জীপ আসিতে অধিক বিলম্ব করায় শ্রীগোবিন্দ সুন্দর ব্রহ্মচারী স্থানীয় ব্যক্তিকে ধরিয়া একটী মেটাডোর ব্যবস্থা করিয়া লইয়া আসেন। শ্রীল আচার্য্যদেব বৈষ্ণববৃন্দসহ প্রাতঃ ৯ ঘটিকায় লক্ষণপুর হইতে শুভযাত্রা করেন। লক্ষণপুর হইতে আতকুরিয়ার দূরত্ব ২৮ কিলোমিটার হইবে। কিন্তু মেটাডোরটী ময়সানার জোর (ছোট নদীর) কাছে আসিয়া থামিয়া যায়। তখন সেই ছোট স্রোতস্বিনীতে বেশ জলের প্রবাহ চলিতেছিল, নূতন ব্রিজ তৈরী হইয়াছে, দুইদিকে মাটি ফেলিতেছে, এখনও ব্রিজটী যানবাহন চলাচলের মত হয় নাই। পরুলিয়াতে এইবার প্রচুর বর্ষা। স্থানীয় ব্যক্তিগণ বলিতেছেন তাঁহারা কখনও এইরূপ বর্ষা পুরুলিয়াতে দেখেন নাই। পুরুলিয়া জায়গাটী উঁচু নীচু থাকায়, জলগুলি এক জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকে না, প্রবাহের ন্যায় নীচের দিকে যায়। মেটাডোরের ড্রাইভার বলিল জলের স্রোতের মধ্য দিয়া মেটাডোর যাইতে পারিবে না, কারণ মেটাডোরের ইঞ্জিন বেশী উঁচুতে নহে, জলের মধ্যে গাড়ী খারাপ হইলে, ড্রাইভার যাত্রী সকলেই বিপদে পড়িবে। বাধ্য হইয়া শ্রীল মহারাজ ও বৈষ্ণবগণ মালপত্র লইয়া নামিয়া পড়িলেন। মেটাডোরের মালিক গাড়ীভাড়া লইয়া চলিয়া গেলেন। রাস্তার পার্শ্বে একটী সাধুর ভগ্ন পর্ণকুটীর। মনে হয় ঝড়বৃষ্টিতে কুটীরটী নষ্ট হওয়ায় সাধু অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। কুটীরের সম্মুখে একটী ছোট বটগাছ। সেখানে বটগাছের নীচে ছায়াতে থাকিলে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের কষ্ট হইবে না বৈষ্ণবগণ এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে সেখানে উপবেশনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তখন বেলা ১০টা। কখন আতকুরিয়ায় পৌঁছিবেন, অপরাহ্ন ২-৩০ টায় ধর্ম্মসভা—সেই ধর্ম্মসভাতেই বা কিভাবে যোগদান করিবেন, আহারের ব্যবস্থাই বা কি হইবে চিন্তা করিতেছেন। বেগতিক দেখিয়া শ্রীপাদ বামন মহারাজ ও শ্রীগোবিন্দ সুন্দর ব্রহ্মচারী যে দিকে দুই চোখ যায় হাটা দিলেন। মধুসূদন ব্রহ্মচারী মাথায় একবোঝা মাল লইয়া তাহাদের পিছনে পিছনে চলিল। সেখানকার যাতায়াতকারী লোকদিগকে আতকুরিয়ার দূরত্ব জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বিভিন্ন রকম বলিতে লাগিল। কেহ বলিল ৫।৬ মাইল। তাহা শুনিয়া সকলে মাথায় হাত দিয়া বসিলেন কি করিয়া যাইবেন অতদূর রাস্তা মালপত্র লইয়া। মধুসূদন ব্রহ্মচারী ব্রিজের ওপারে গিয়া মালপত্রগুলি রাস্তার একপার্শ্বে রাখিল। ব্রহ্মচারিগণ অধিকাংশ মাল ওপারে লইয়া রাস্তার পার্শ্বে রাখিল। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী রৌদ্রের মধ্যে ছাতা মাথায় দিয়া মাল পাহারা দিবার জন্য বসিয়া থাকিল। এইরকম অদ্ভুত ব্যবস্থায় সে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। তীর্থ মহারাজ ব্রিজের এপারে বটগাছের নীচে বসিয়া আছেন, যদি বর্ষা হয় আর রক্ষা নাই। প্রেমময় ব্রহ্মচারী ও শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী হা-হুতাশ করিতে লাগিল—'হায়, হায়, কি হইল ! মহারাজ কত মঠের প্রয়োজনীয় সেবাকার্য্য বাদ দিয়া এখানে আসিয়াছেন প্রচারের জন্য, খাওয়া দাওয়া নাই, বিশ্রাম নাই এইভাবে গাছতলায় থাকিবার জন্য, না আসাই ভাল ছিল, বড় ভুল হইয়াছে ইত্যাদি"। এমন সময় একটী বাস সেখানে আসায় ২।৩ জন তাহাতে উঠিল। সকলে উঠিতে পারেন নাই মালপত্র ওপারে থাকায়। বাসটী বড় ও উঁচু থাকায় বেশ জোরের সহিত গাড়ী চালাইয়া জলের মধ্য দিয়া ওপারে চলিয়া গেল। ওপারে বাসটীকে অনুরোধ করা সত্ত্বেও দাঁড়াইল না। ৩।৪ মূর্ত্তি অবশিষ্ট যাহারা এপারে ছিলেন ওপারে পৌঁছিলেন। গরুর গাড়ী অথবা ঐ জাতীয় কিছু পাওয়া যায় কি না চিন্তা করা হইতেছে, এমন সময় শ্রীগোবিন্দ সুন্দর ব্রহ্মচারীর পূর্ব্বাশ্রমের ভ্রাতা উপেন্দ্রবাবু দুইটী সাইকেল লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং খুব দুঃখ করিতে লাগিলেন। সাইকেল দুইটীতে মালপত্র বোঝাই দিয়া শ্রীল মহারাজ ও বৈষ্ণবগণ গ্রামের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে পদব্রজে চলিলেন, নিকটবর্ত্তী একটী গ্রাম অতিক্রম করার পর আতকুরিয়ার ভক্তগণ প্রেরিত তিনটী সাইকেল রিক্সা আসায় তাহাতে মালপত্র উঠাইয়া আনুমানিক এক কিলোমিটার দূরবর্ত্তী আতকুরিয়ায় নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান স্কুলঘরে বেলা ১১টা নাগাদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্কুলঘরগুলি বেশ বড় বড় খোলামেলা। সন্ন্যাসিদ্বয়ের জন্য যে কামরা নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহাতে দরজা, জানালার পাল্লা ছিল, বাকীগুলিতে পাল্লা নাই। খোলামেলা কামরা হওয়ায় রান্নার অসুবিধা হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচারিগণ রন্ধনকার্য্য দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য মহোদ্যমে নিযুক্ত হইল। সকলে প্রসাদ পাইয়া উঠিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেলা ৩টায় সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। স্কুলটীর নাম নবগ্রাম গান্ধিজী বিদ্যাপীঠ—মাধ্যমিক বিদ্যালয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সেক্রেটারী এবং অন্যান্য শিক্ষকগণ এবং আতকুরিয়া পল্লী উন্নয়ন সমিতির সদস্যগণ সকলেই সাধুদের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম

ও যত্ন করেন। পল্লী উন্নয়ন সমিতির একজন ব্যবস্থাপক শ্রীল আচার্য্যদেবের পাদপদ্মে নিপতিত হইয়া আকুলভাবে ক্রন্দন করিতে থাকেন—তাঁহারা যে গাড়ী লক্ষণপুরে পাঠাইয়াছিলেন সেই গাড়ী লক্ষণপুরে সময়মত না পেঁৗছায় এবং বৈষ্ণবগণের তদ্দরুণ কষ্ট হওয়ায়। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাকে অনেক প্রবোধ দিয়া সান্ত্বনা প্রদান করেন।

সেখানে বাঁকুড়াজেলার বাক্সিমূলের শ্রীঅজিতগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ও মুর্গাবনির শ্রীকাশীনাথ রক্ষিতকে দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন আতকুরিয়ার অনতিদূরেই তাঁহারা থাকেন, মুদ্রিত হ্যাণ্ডবিলে সংবাদ পাইয়া আসিয়াছেন। তদবধি শ্রীঅজিতগোবিন্দ দাস প্রচার পার্টীতে থাকিয়া সেবাকার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করেন। শ্রীকাশীনাথ রক্ষিত আতকুরিয়ায় দুইদিনের সভাতে যোগদান করেন এবং একদিন বৈষ্ণবগণের প্রাতঃকালীন সেবার সুব্যবস্থাও করিয়া ধন্যবাদার্হ হন।

স্কুলের সম্মুখে বিশাল ময়দান, লম্বা লম্বা গাছ কতকগুলি আছে—খোলামেলা, ভ্রমণের পক্ষে ভাল। গ্রামগুলি সব দূরে দূরে, স্কুলের সম্মুখে কোনও লোকের বসতি নাই। সকলে মনে করিলেন জনমানবশূন্য এই ফাঁকা জায়গায় ধর্ম্মসম্মেলনে কোনও লোকই হইবে না। কিন্তু অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার পর সমস্ত ময়দান ভর্ত্তি সহস্রাধিক লোকের সমাগম হইল। এই লোকগুলি কোথা হইতে আসিল জিজ্ঞাসা করা হইলে জানা গেল ৩।৪।৫।৬।৮ মাইল দূর হইতেও নরনারীগণ পদব্রজে আসিয়াছেন সাধুদর্শনের জন্য ও হরিকথা শ্রবণের জন্য, তাহারা পদব্রজেই ফিরিয়া যাইবেন। গ্রামবাসিগণের সাধুদর্শনের আর্ত্তি দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। সভায় মাইকের ব্যবস্থা ছিল। সভামণ্ডপে একটী চন্দ্রাতপ দিয়াছে, অবশিষ্ট স্থানে কোনও আচ্ছাদন নাই। এমন সময় চতুর্দ্দিকে কালমেঘ ঘেরাও করিল, এইরূপ মনে হইল এখনই বর্ষা আরম্ভ হইবে, বর্ষা হইলে এতগুলি নরনারীর কোনও আশ্রয়স্থল নাই, দূরে দেখা যাইতেছে বর্ষণ হইতেছে। শ্রীল আচার্য্যদেব চিন্তিত হইয়া বক্তৃতা না করিয়া নামসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বহুক্ষণ কীর্ত্তন চলিলেও সেই এলাকায় একফোঁটাও বৃষ্টি পড়ে নাই। শ্রীল আচার্য্যদেব মাঝে মাঝে হরিকথা বলেন, মাঝে মাঝে কীর্ত্তন করেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় বামন মহারাজও বক্তৃতা করেন। সভার শেষে পুনঃ সংকীর্ত্তন হয়। বর্ষা না হওয়ায় গ্রামবাসিগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ভক্তার্ত্তিহর ভগবান্ এতগুলি ভক্তের কষ্ট হইবে ভাবিয়া সেখানে বর্ষা হইতে দেন নাই। পরদিনও সেখানে সভায় অগণিত নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। সভান্তে শ্রোতৃবৃন্দকে আতকুরিয়া পল্লী উন্নয়ন সমিতির পক্ষ হইতে খিচুড়ি প্রসাদ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী খিচুড়ি রন্ধনে মুখ্যভাবে পরিশ্রম করে। সেই দিনও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল, সামান্য পুষ্পবৃষ্টির ন্যায় কিছু বর্ষা হয়, তাহাতে কাহারও কোনও অসুবিধা হয় নাই। রাত্রিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বহুবিধ প্রশ্ন লইয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত দীর্ঘ সময় আলোচনা করেন। তাঁহাদের সংশয়সমূহ দূরীভূত হওয়ায় তাঁহারা যারপরনাই সন্তুষ্ট হন।

আগরডি (পুরুলিয়া)—১৩ ভাদ্র, ৩০ আগষ্ট সভার শেষে আতকুরিয়া হইতে আগরডি যাওয়া হইবে, তজ্জন্য জীপের ব্যবস্থা হইয়াছিল, কিন্তু জীপ গাড়ীটী খারাপ হওয়ায় এবং আগরডির রাস্তা কাঁচা থাকায় সেদিন আর যাওয়া হয় নাই। পরদিন প্রত্যুষে বাসযোগে যাত্রা করিয়া প্রথমে সকলে হুড়াতে আসিয়া পেঁৗছেন। হুড়া পুরুলিয়া যাওয়ার পথে একটী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম বা ছোটখাটো সহরও বলিতে পারেন, অনেক অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী ব্যক্তির নিবাস। গ্রামটী লম্বা, রাস্তার দুইদিকে পাকাবাড়ী। শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারীর পূর্ব্বাশ্রমের ভগ্নীপতি শ্রীগুহিরাম দত্তের বাড়ী সেখানে। হুড়া হইতে আগরডি যাইবার জন্য মেটাডোরের ব্যবস্থা করিতে বিলম্ব হইবে দেখিয়া শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী শ্রীল আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবগণকে তাহার ভগ্নীপতির বাড়ীতে আনিয়া তাঁহাদের বিশ্রামের এবং সেবার জন্য ভালরকম জলযোগের ব্যবস্থা করেন। অপ্রত্যাশিতভাবে গুহিরামবাবুর বাড়ীতে সাধুগণ আসায় তিনি, তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী এবং পুত্র পরিজনবর্গ সকলেই উল্লসিত হইলেন, বৈষ্ণবসেবার জন্য ছোটখাটো উৎসবের ব্যবস্থা করিলেন। গুহিরামবাবুর পুত্রের মাধ্যমে মেটাডোরের ব্যবস্থা হইল। পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকায় হুড়া হইতে যাত্রা করতঃ প্রায় পৌনে ১০টায় সকলে আগরডিতে পেঁৗছেন, রাস্তার দূরত্ব মাত্র ৮ কিলোমিটার হইলেও রাস্তা খারাপ থাকায় গাড়ী আস্তে আস্তে চলে। আগরডিনিবাসী স্থানীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি প্রাক্তন এম-এল্-এ শ্রীযুক্ত মদনমোহন মাহাতো নিজ চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাধ্যমে তথায় একটী হাসপাতাল স্থাপন করিয়াছেন, আগরডি এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসিগণের সুচিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য। সেই হাসপাতাল এলাকায় ডাক্তারের একটী বড় পাকা বাসস্থানে সাধুগণের থাকিবার সুব্যবস্থা করেন। সেখানে সব রকম সুবিধা থাকিলেও রান্নার খুব অসুবিধা ছিল। ষ্টোভ না থাকায় কাঠের জ্বালে রান্নায় ধুঁয়াতে সকলেরই কষ্ট হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীপাদ বামন মহারাজ বাহিরে বৃক্ষের তলে বসিলে মদনমোহনবাবু, স্থানীয় প্রধান শিক্ষক, মদনমোহনবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীসদানন্দ মাহাতো ও অন্যান্য ব্যক্তিদের সহিত পরিচয় আলাপ আলোচনা হয় বহুক্ষণ। ডাক্তারের কোয়ারটারের নিকটেই দীর্ঘিকা আছে, সকলে সেখানে গিয়া স্নান কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় সভার আয়োজন হইল গ্রামের মধ্যস্থলে সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে। গ্রামের আবালবৃদ্ধবণিতা সকলে আসায় প্রাঙ্গণটী পরিপূর্ণ হইল। শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীপাদ বামন মহারাজ উভয়েই দীর্ঘ সময় ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণের আদি ও অন্তে সংকীর্ত্তন হয়। মদনমোহনবাবু সর্ব্বক্ষণ নিকটে থাকিয়া সাধুগণের সেবার জন্য

দেখাশুনা ও আন্তরিকতার সহিত যত্ন করেন। তিনি তজ্জন্য সাধুগণের ধন্যবাদের ও কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন।

মৃগী পাহাড়ী— পরদিন ১লা সেপ্টেম্বর শনিবার শ্রীগোবিন্দসুন্দর ব্রহ্মচারীর বিশেষ প্রার্থনায় তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম মৃগীপাহাড়ীতে বৈষ্ণবগণের শুভপদার্পণ হয় তাঁহার স্বধামগত পিতৃদেবের বার্ষিক শ্রাদ্ধকৃত্য বৈষ্ণব বিধান মতে সম্পন্ন করিবার জন্য। আগরডি হইতে মৃগীপাহাড়ী মাত্র ১ কিলোমিটার রাস্তা। সকলে পদব্রজে দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিলেন প্রাতঃ ৬-৩০ টায়। মৃগীপাহাড়ীর নিকট একটী জলপ্রবাহ প্রায় ৩০ ফিট প্রশস্ত—হাঁটুজল হইবে, বেশ স্রোত আছে, জলের নীচে অনেক পাথর, চোখা চোখা পাথরও আছে, হাঁটিয়া পার হইতে হইবে। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজকে ও শ্রীপাদ বামন মহারাজকে দুইজনে ধরাধরি করিয়া ওপারে লইয়া গেলেন। ভক্তগণ ওপারে সম্বর্দ্ধনার জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। তাহারা দণ্ডবৎ প্রণামান্তে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তাহারা সংকীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রে চলিলেন শ্রীল আচার্য্যদেব ও সাধুগণ পিছনে চলিলেন। গ্রামে পেঁাছিলে উপেন্দ্রবাবু পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিলেন। উপেন্দ্রবাবুর একটী ছোট্ট মন্দির আছে। মন্দিরের সম্মুখে বৈষ্ণবহোমের ব্যবস্থা হইল। শ্রীল আচার্য্যদেব বৈষ্ণবহোম কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, পরে ঠাকুরের মাধ্যাহ্নিক ভোগরাগের পর উপেন্দ্রবাবুর পিতৃদেবের স্বধামগত আত্মার প্রীতি কামনায় তদুদ্দেশ্যে মহাপ্রসাদ অর্পিত হয়। অনুষ্ঠান চলিবার কালে সর্ব্বক্ষণ হরিসংকীর্ত্তন হইতে থাকে। মহোৎসবে বৈষ্ণবগণ ও গ্রামবাসিগণ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করতঃ পরিতৃপ্ত হন। শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীঅজিতগোবিন্দ দাস, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী উৎসবের রন্ধন-সেবায় একযোগে প্রযত্ন করায় রান্না দ্রুত সম্পন্ন হইল।

সেই দিন অপরাহ্নেই মৃগীপাহাড়ী হইতে আগরডি প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়। আগরডিতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণের পর বেলা ৪-৩০ ঘটিকায় পূর্ব্ব ব্যবস্থানুযায়ী মেটাডোর আগরডিতে আসিয়া পেঁাছিলে সকলে পুরুলিয়া যাত্রা করেন এবং সন্ধ্যার সময় পুরুলিয়া সহরে আসিয়া পেঁাছেন।

পুরুলিয়া সহর ঃ— পুরুলিয়ানিবাসী শ্রীভরত চন্দ্র চৌধুরী মহোদয়ের ব্যবস্থায় স্থানীয় নবনির্ম্মিত প্রসিদ্ধ শ্যামধর্ম্মশালায় সাধুগণের আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। ধর্ম্মশালাটী সত্যই রমণীয়। অতিথিদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য জল আলো স্নানাগার শৌচাগার সব রকম ব্যবস্থাই তথায় আছে। সভাদি করিবার জন্য একটী বিরাট হলঘরও আছে। হলঘরে রাত্রিতে ধর্ম্মসভার আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। সভার খবর বিজ্ঞাপিত না হওয়ায় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্র সভায় উপস্থিত ছিলেন। পরদিন শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারীর পরিচিত পূর্ব্বাশ্রমের আত্মীয় শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দত্ত মহোদয়ের বাড়ীতে মধ্যাহ্নে প্রসাদ ও অপরাহ্নে ধর্ম্মানুষ্ঠান হয়। নৃপেনবাবু নিজে, তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং বাড়ীর সকলেই বৈষ্ণব। গৃহে একটী মন্দিরও আছে, তাহাতে নিত্য সেবাপূজা হয়। উক্ত দিবস শ্রীললিতাসপ্তমী তিথি থাকায় নৃপেনবাবু ঠাকুরের বিশেষ ভোগরাগ এবং উৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ললিতাদেবীর শুভাবির্ভাব তিথিতে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের কৃপাপ্রার্থনামুখে ললিতাদেবীর তত্ত্ব ও মহিমা সম্বন্ধে কীর্ত্তনের যত্ন করেন। ভরতবাবু, নৃপেনবাবু ও নৃপেন বাবুর সহধর্ম্মিণীর বৈষ্ণবসেবাপ্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়।

সেইদিন রাত্রিতে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে ট্রেনযোগে শুভযাত্রা করতঃ পরদিন প্রাতে শ্রীরাধাষ্টমী তিথি শুভবাসরে কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

স্বধামে শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

কলিকাতা, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে গত ৪ আশ্বিন, ২১ সেপ্টেম্বর হরিবাসর তিথিতে প্রাতে যখন শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ অন্যান্য বৈষ্ণবগণসহ হরিকীর্ত্তনরত ছিলেন শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ প্রেরিত তারবার্ত্তায় শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুর অপরিণত বয়সে গত ৩ আশ্বিন, ২০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার অকস্মাৎ স্বধাম প্রাপ্তিরূপ গুরুতর দুঃসংবাদে সমুপস্থিত বৈষ্ণবগণ সকলেই মর্ম্মাহত হইলেন। শ্রীরামগোবিন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের দীক্ষিত ত্যক্তাশ্রমী শিষ্য ছিলেন। তিনি পরিশ্রমী স্নিগ্ধ সেবক ছিলেন বলিয়া সব মঠেই তাঁহার সমাদর ছিল এবং পূজনীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে ভালবাসিতেন। বস্তুতঃ ভজনপরায়ণ সাধুগণ ও স্নিগ্ধ সেবকগণই মঠের সৌন্দর্য্য। শ্রীরামগোবিন্দ প্রভু আসাম-গোয়ালপাড়া নিবাসী ছিলেন। অতি অল্প বয়সে হরিগুরু-বৈষ্ণব সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। ইনি অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দরাবাদ মঠে ও আসামের তেজপুর মঠে একাদিক্রমে দীর্ঘকাল অবস্থান

করিয়া নিষ্ঠার সহিত বিষ্ণুবৈষ্ণব সেবা করেন। এতদ্ব্যতীত প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শাখামঠে থাকিয়াও ইনি সেবা করিয়াছিলেন। ইনি রন্ধনসেবায় খুবই পারঙ্গত ছিলেন। সম্প্রতি ইনি শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করতঃ সেবা করিতেছিলেন। এইপ্রকার স্নিগ্ধ নিষ্কপট বৈষ্ণবের সঙ্গ হইতে আমরা দুর্ভাগ্যবশতঃ বঞ্চিত হইলেও একটী সান্ত্বনার বিষয় এই ইনি ব্রজধামরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীরামগোবিন্দ প্রভুর স্বধাম প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীশ্রীবিজয়া-দশমীর শুভাভিনন্দন ও সাদর সম্ভাষণ

আমরা আমাদের 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার সহৃদয়/সহৃদয়া, গ্রাহক-গ্রাহিকা, পাঠক-পাঠিকাগণকে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিজয়াদশমীর শুভ অভিনন্দন ও সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা সকলেই প্রসন্ন হউন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীপুরীধামে বিজয়াদশমী তিথিতে বিজয়োৎসব লীলাভিনয় করিয়া ভক্তগণকে আনন্দ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"বিজয়াদশমী লঙ্কাবিজয়ের দিনে।
বানরসৈন্য কৈলা প্রভু লঞা ভক্তগণে।।
হনূমান্ আবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লইয়া।
লঙ্কাগড়ে চড়ি' ফেলে লঙ্কা ভাঙ্গিয়া।।
'কাঁহারে রাবণা' প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
'জগন্মাতা হরে পাপী, মারিমু সবংশে।।'
গোসাঞির আবেশ দেখি' লোকে চমৎকার।
সর্ব্বলোক 'জয় জয়' করে বার বার।।"
—চৈঃ চঃ ম ১৫।৩২-৩৫

বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১৫শ বিলাসের শেষভাগে লিখিত আছে—

"সীতা দৃষ্টেতি হনূমদ্‌বাক্যং শ্রুত্বাকরোৎ প্রভুঃ।
বিজয়ং বানরৈঃ সার্দ্ধং বাসরেঽস্মিন্ শমীতলাৎ।।"

অর্থাৎ 'আমি সীতাকে দেখিয়াছি'—শ্রীহনূমানের এইকথা শ্রবণ করিয়া শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র ঐ দিবস বানরগণ সহ মিলিত হইয়া শমীবৃক্ষমূলে বিজয়োৎসব সম্পাদন করিয়াছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের ঐ বিজয়োৎসব-বিধি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উক্ত ১৫শ বিলাসের শেষভাগে শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোক্ত নিয়মানুসারে বর্ণিত আছে। উহা সাধুগণের উৎসবকৃৎ অর্থাৎ আনন্দজনক। যাঁহারা ইহলোকে ও পরলোকে বিজয়ার্থী অর্থাৎ উৎকর্ষেচ্ছু, তাঁহারা বৈষ্ণবগণসহ আশ্বিনমাসের শুক্লা দশমী তিথিতে ঐ বিজয়োৎসব অনুষ্ঠান করিবেন।

বিজয়োৎসব-বিধি যথা—শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রকে রাজোপচারে অর্চ্চনা করিয়া শমীবৃক্ষতলে লইয়া যাইতে হইবে। অতঃপর ভক্তকুলের অভয়দাতা শমীযুক্ত সীতাপতিকে পূজা করতঃ বিজয়লাভার্থ শমীবৃক্ষের অর্চ্চন করিবেন। শমীপূজার মন্ত্র এইরূপ—

"শমী শময়তে পাপং শমী লোহিতকণ্টকা।
ধরিত্র্যর্জ্জুনবাণানাং রামস্য প্রিয়বাদিনী।।
করিষ্যমাণা যা যাত্রা যথাকালং সুখং ময়া।
তত্র নির্ব্বিঘ্নকর্ত্রী ত্বং ভব শ্রীরাম-পূজিতে।।"

[অর্থাৎ শমী পাপ হরণ করেন, শমী লোহিত কণ্টকে পরিপূর্ণা, শমী অর্জ্জুনবাণের ধরিত্রী এবং শ্রীরামের প্রিয়বাদিনী। আমি যথাকালে সুখে যাত্রা করিব, হে রামপূজিতে, তুমি আমার সম্বন্ধে নির্ব্বিঘ্নকর্ত্রী হও।"]

—এই মন্ত্রে শমীবৃক্ষের পূজা করিয়া শমীতলস্থ আর্দ্র মৃত্তিকা আতপতণ্ডুলসহ লইয়া গীতবাদ্যসহকারে শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীবিগ্রহকে গৃহে লইয়া যাইতে হইবে। ঐ সময়ে কেহ কেহ রামচন্দ্রের প্রীত্যর্থ ভল্লুক, কেহ কেহ বা লোহিতমুখ বানরচেষ্টা করিবেন অর্থাৎ বানর-ভল্লুকাদির পূর্ব্বকৃত কর্ম্মাদির অনুকরণ করিবেন। অতঃপর 'রামরাজ্য' 'রামরাজ্য' এইকথা বলিতে বলিতে শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীবিগ্রহ আনিয়া তাঁহার সিংহাসনে স্থাপন করিবেন। তৎপর তাঁহার ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি বিধান করতঃ তচ্চরণে দণ্ডবৎ প্রণতি

পুরঃসর বৈষ্ণবগণসহ মহাপ্রসাদ গ্রহণ ও বস্ত্রাদি ধারণ করিবেন। ইহাই শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোক্ত শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব-বিধি।

আমাদের দেশে এই উৎসবটি এখন দুর্গোৎসবের অঙ্গীভূত করা হইয়াছে। তখন হিন্দুসমাজে 'মঙ্গল-চণ্ডী', 'বিষহরি', 'বাশুলী' (বিশালাক্ষী চণ্ডী), ভবানী, কালী, যক্ষ (কুবেরানুচর) প্রভৃতি পূজায় বিশেষতঃ চণ্ডীপূজায় খুব ধুমধাম হইত। প্রায় গৃহস্থের বাটীতে একটি চণ্ডীমণ্ডপ (ঠাকুর-দালান) থাকিত। বাংলা-দেশের ব্রাহ্মণগণের অধিকাংশই ছিলেন—শক্তিপূজক। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের জমিদার—রাজা কংসনারায়ণ ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গ-দেশে এই দুর্গোৎসব প্রবর্ত্তন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবকাল—১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ, তিনি ৪৮ বৎসর প্রকটলীলা করিয়া লীলা সম্বরণ করেন—১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে।

সুতরাং মহাপ্রভুর লীলাসম্বরণের ৪৬ বৎসর পরে ঐ উৎসবটির প্রবর্ত্তন লক্ষিত হয়। রাজা কংস-নারায়ণ সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে বাংলাদেশের সুবেদার ও দেওয়ান ছিলেন। তাহাতে তিনি বহু অর্থ ও সম্পত্তি এবং 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের সমাজপতিরূপে সমাজ-সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হন। একসময়ে তিনি দেশের সমস্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিত-গণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের নিকট একটি মহা-যজ্ঞ সম্পাদনের ব্যবস্থা প্রার্থনা করেন। পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া তদ্বিষয়ে নানাপ্রকার আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। নাটোরের নিকটবর্ত্তী বাসুদেবপুরের ভট্টাচার্য্যগণ বংশানুক্রমে তাহিরপুরের রাজাদের পৌরোহিত্য করিতেন। এই পুরোহিতগোষ্ঠীর মধ্যে রমেশ শাস্ত্রী তৎকালে বাংলা ও বিহারের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ব্যবস্থা দিলেন যে,— "বিশ্বজিৎ, রাজসূয়, অশ্বমেধ ও গোমেধ—এই চারিটী 'মহাযজ্ঞ' নামে অভিহিত। তন্মধ্যে অশ্বমেধ ও গোমেধ যজ্ঞা-নুষ্ঠান কলিতে নিষিদ্ধ। বিশ্বজিৎ ও রাজসূয় যজ্ঞও সার্ব্বভৌম সম্রাট্ চক্রবর্ত্তীর পক্ষেই সাধ্য হইতে পারে। পরন্তু এই চারিটি যজ্ঞ ক্ষত্রিয় রাজগণেরই অনুষ্ঠেয়, ব্রাহ্মণের পক্ষে উহা বিধেয় নহে। এজন্য সত্যযুগে যে মহারাজ সুরথ আদ্যাশক্তির অর্চ্চনা করিয়া চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞটিও মহা-যজ্ঞ, তাহা সকলেই সম্পাদন করিতে পারেন। এই এক যজ্ঞেই সর্ব্ব যজ্ঞ-অনুষ্ঠানের ফল লাভ হয়।' সমাগত সকল পণ্ডিতই শাস্ত্রী মহাশয়ের ঐ মত একবাক্যে সমর্থন করেন। তদনুসারে রাজা কংস-নারায়ণ তাৎকালিক সাড়ে আটলক্ষ টাকা ব্যয়ে মহা রাজোপচারে সর্ব্বপ্রথমে বাংলাদেশে ঐ দুর্গোৎসব সম্পাদন করেন। তদবধি ঐ উৎসব সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণেই উহা পাওয়া যায়।

অবশ্য শাস্ত্রী মহাশয় বিভিন্ন কামকামীর পক্ষে ঐ যজ্ঞকে মহাযজ্ঞ বলিয়া বিধান দিয়াছেন বটে, কিন্তু 'সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতা' এবং 'সর্ব্ববেদান্তসার'—শ্রীব্যাস-দেবের শেষ সমাধিলব্ধ সর্ব্বশাস্ত্রের উত্তর-মীমাংসা গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণ আরাধনার— বিশেষতঃ কলিতে 'যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ' প্রভৃতি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ-নামসংকীর্ত্তন-যজ্ঞেরই বিশেষ প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়াছেন। "সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণ-নামযজ্ঞ সার" (চৈঃ চঃ আ ৩।৭৭)।

শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম ও শ্রীনৃসিংহদেবকে শাস্ত্র—পরাবস্থাপন্ন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। সম্পূর্ণাবস্থা-কেই শাস্ত্র পরাবস্থ বলিয়াছেন। পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"নৃসিংহ রাম কৃষ্ণেষু ষাড়্গুণ্যং পরিপূরিতম্।
পরাবস্থাস্ত তে তস্য দীপাদুৎপন্ন দীপবৎ॥"

অর্থাৎ শ্রীনৃসিংহ, শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণে পরিপূর্ণভাবে ষাড়্গুণ্য (ষড়ৈশ্বর্য্য) বিদ্যমান আছে। যেমন প্রদীপ হইতে প্রদীপান্তরের উৎপত্তি হইলেও সকল প্রদীপই সমান ধর্ম্মাবলম্বী, তদ্রূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীরাম ও শ্রীনৃসিংহের অভিব্যক্তি হইলেও এই তিন-জনই ষাড়্গুণ্যের পরাবস্থাপন্ন।

শ্রীমদ্ভাগবতে "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং", ব্রহ্মসংহিতায় 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ', "রামাদি মূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্ কৃষ্ণঃ স্বয়ং সম-ভবৎ পরমঃ পুমান্ যঃ" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব কথিত হইলেও শ্রীরাম-নৃসিংহরূপে তিনিই সেই লীলা করিয়াছেন—'কেশবো ধৃতো রাম শরীরঃ', 'কেশবো ধৃতো নরহরিরূপঃ' ইত্যাদি। অবতারগণ

কৃষ্ণেরই লীলাবিগ্রহ, তাঁহা হইতে কোন পৃথক্ তত্ত্ব নহেন, কেবল রসপ্রকাশ-তারতম্যেই তরতমতা মাত্র। শ্রীনৃসিংহদেব হইতেও শ্রীরামচন্দ্রে ষাড়্গুণ্য পূর্ত্তির আধিক্য রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণই ভক্তবৎসল শ্রীনৃসিংহ রূপে ভক্তের সমস্ত ভক্তিবিঘ্ন দূর করিয়া ভক্তের প্রতি প্রকৃত বাৎসল্য প্রকাশ করিয়া থাকেন।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে যথাক্রমে শ্রীবাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রকে নারায়ণ এবং লক্ষ্মণাদিকে যথাক্রমে শেষ, চক্র ও শঙ্খস্বরূপ বলা হইয়াছে।

পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের শতনামস্তোত্রে অষ্টম শ্লোকে 'রাম' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বলা হইয়াছে—

"রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরংব্রহ্মাভিধীয়তে ॥"

[অর্থাৎ জড়বিষয়বিনিবৃত্ত যোগিগণ অনন্ত অর্থাৎ জড়াতীত সত্যানন্দচিদাত্মস্বরূপ—সচ্চিদানন্দ পরমতত্ত্বে রমণ অর্থাৎ আনন্দ লাভ করেন। এই জন্যই পরমব্রহ্ম বস্তুকে 'রাম' নামে অভিহিত করা যায়।]

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ-ধৃত মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব ৭১ অধ্যায় ৪র্থ শ্লোকে 'কৃষ্ণ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে—

"কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥"

[অর্থাৎ কৃষ্ ধাতু 'ভূ' অর্থাৎ আকর্ষক সত্তা-বাচক। 'ণ' শব্দ নির্বৃতি অর্থাৎ পরমানন্দ-বাচক। কৃষ্ ধাতুতে ণ প্রত্যয় করিয়া তদুভয়ের ঐক্যে 'কৃষ্ণ' শব্দে পরমব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে।]

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী উপরিউক্ত দুইটি শ্লোক উদ্ধার করতঃ রাম ও কৃষ্ণনামে পরমব্রহ্ম-সমানার্থকত্ব দেখাইয়া তাঁহাতে লীলাগত আরও বৈচিত্র্য দেখাইতেছেন। পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের শতনামস্তোত্রে ৯ম শ্লোক ও পাদ্মোত্তরখণ্ডে ৭২ অঃ শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রের শেষ শ্লোকে কথিত হইয়াছে—

"রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে ॥"

[অর্থাৎ 'রাম' 'রাম' 'রাম' বলিয়া মনোরম যে রামনাম, তাহাতে আমি রমণ (আনন্দলাভ) করি। হে বরাননে একটি 'রাম' নাম সহস্র বিষ্ণুনামের তুল্য।]

আবার ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও কথিত হইয়াছে—

"সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥"

[অর্থাৎ (বিষ্ণুর) পবিত্র সহস্রনাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফল লাভ হয়, কৃষ্ণনাম একবার উচ্চারণ করিলেই সেই ফল দিয়া থাকেন। তাৎপর্য্য এই, এক রাম নাম সহস্র বিষ্ণুনামের তুল্য। সুতরাং তিনবার রামনামের ফল একবার কৃষ্ণনামেই পাওয়া যায়।]

এইরূপে শাস্ত্রে কৃষ্ণনামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ দ্বাদশরসের মূর্ত্তবিগ্রহ—অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি।

"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, বিষ্ণুপরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণানন্দ, পরমমহত্ত্ব ॥
নন্দসুত বলি' যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি ॥"

—চৈঃ চঃ আ ২।৮-৯

অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর সেই স্বয়ং ভগবান্ গৌর-কৃষ্ণই নিজের নাম নিজে কীর্ত্তন করিয়া—'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়' বিচারাবলম্বনে জীবকে সম্পূর্ণ আনন্দের আস্বাদন দিবার জন্যই নামসংকীর্ত্তন শিক্ষা দিতেছেন—

"প্রভু কহে কহিলাম—এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ॥"

অর্থাৎ স্বয়ং মহাপ্রভু বলিতেছেন—ইহা হইতে অর্থাৎ এই কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন হইতেই জীবের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হইবে। 'সর্ব্বমন্ত্রসার নাম—এই শাস্ত্রমর্ম্ম।' সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া আমরা যাহাতে এই গৌরশিক্ষাসার গ্রহণ করিতে পারি, তজ্জন্য বিশেষ-ভাবে সচেষ্ট হইতে হইবে। ইহাতেই কলিহত জীবের চরম মঙ্গল অতি সুনিশ্চিত।

নিয়মাবলী

১। ‘শ্রীচৈতন্য-বাণী” প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০ পঃ, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখাৰ্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা		১.২০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত	,,	১.০০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,,	,,	১.২০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৬)	জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,,	,,	২০.০০
(৭)	শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,	,,	১৫.০০
(৮)	শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,	,	৫.০০
(৯)	শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,	,,	৪.০০
(১০)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—	ভিক্ষা	২.৭৫
(১১)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ	,,	২.২৫
(১২)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	১.০০
(১৩)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	১.২০
(১৪)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode	,,	২.৫০
(১৫)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত—	,,	২.৫০
(১৬)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত—	,,	৩.০০
(১৭)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — —	,,	১৪.০০
(১৮)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) —	,,	.৫০
(১৯)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত —	,,	৩.০০
(২০)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — —	,,	৩.০০
(২১)	শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র —	,,	৮.০০
(২২)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত—	,,	৪.০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় ঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

চতুর্বিংশ বর্ষ—১০ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ, ১৩৯১

সম্পাদক সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৪শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ, ১৩৯১
২৩ কেশব, ৪৯৮ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১ ডিসেম্বর, ১৯৮৪ | ১০ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

স্থান—বিদ্বৎসভা, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, উল্টাডিঙ্গি, কলিকাতা
সময়—রবিবার ৫ই ভাদ্র, ১৩৩৩

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥
অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
নমো মহা-বদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

বর্ত্তমান সময়ে আমরা এই পৃথিবীতে অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগতে বাস করি। এখানে আমরা আমাদের দৃশ্যবস্তুরূপে বহুপ্রকার ভেদ দেখিতে পাই। যে সব বাহ্য রূপ আমরা দেখি, সেই সব বস্তু হ'তে আমাদের নিজের নিজত্ব যে স্বতন্ত্রভাবে অধিষ্ঠিত, তাহাও বুঝিতে পারি। আমরা সময়-সময় বহির্দৃশ্য বস্তু ব্যতীত অন্তর্জগতের সূক্ষ্মবস্তুসমূহের আলোচনা-কল্পেও আমাদের অন্তর্বৃত্তিসমূহ পরিচালনা করি। চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা বাহ্যজগতের জ্ঞান সঞ্চয় করি। বাহ্যজগতের সঞ্চিত জ্ঞান গ্রহণ করিয়া আমরা যে জ্ঞান-পরিচালনের ফল লাভ করি, তা'র দ্বারাই পরিচালিত হই। কিন্তু যে ইন্দ্রিয়দ্বারা অন্তর্জ্জগতের কথা আলোচনা করি, সেটা নানাপ্রকারে প্রতিমুহূর্ত্তে বিকল হ'তে পারে। বাহ্যজগতের সঞ্চিতজ্ঞানের আলোচনা-ফলে আমাদের চিত্তে বস্তুর দুইটীভাব এসে উপস্থিত হয়। সেই বস্তুভাবের মধ্যে যেটী ভাল লাগে, সেটী গ্রহণ করি; যেটী ভাল লাগে না, সেটী ছে'ড়ে দেই। আমাদের যা' কিছু ভাল লাগে, সেরূপ আপাতমধুর জিনিষগুলি পরিবর্ত্তনশীল। "আমাদের ভাবিমঙ্গল সত্য সত্য কিসে হ'তে পারে" —এ-বিচার আস্‌লেই 'ভাল লাগে না যেটা'—সেটা ছে'ড়ে দিতে পারি। কিন্তু প্রেয়ো-বস্তুগ্রহণ-পিপাসাটাই আমাদের প্রবল। যাহাতে আমাদের বাস্তবিক মঙ্গল হয়, সেরূপ বস্তুর গ্রহণে কর্ত্তব্যবুদ্ধি আমাদের নাই। মানুষ অনেক-সময়েই প্রেয়োবস্তু গ্রহণরূপ অসুবিধার মধ্যেই প'ড়ে যান।

বেদশাস্ত্র দু'টী কথা ব'লেছেন,—'প্রেয়ঃপথ' ও 'শ্রেয়ঃপথ'; যেমন হরিতকী প্রথমমুখে খেতে কষায় বোধ হয়, পরে উপকার দেয়; তেমনি মিষ্ট বস্তু প্রথমে খেতে ভাল লাগে, কিন্তু পরিণামে আময় উৎ-পাদন করে। আমরা কেহই আমাদের অপ্রিয় ব্যাপারে নিযুক্ত হ'তে চাই না। কিন্তু শ্রেয়ো-লাভের

জন্য প্রেয়ঃ পরিত্যাগ করাই উচিত—ইহাই শাস্ত্র বলেন।

প্রেয়ঃপথ বাদ দিয়ে শ্রেয়ঃপথ গ্রহণ করিবার যোগ্যতা আমাদের সব সময় হয় না। যে পর্য্যন্ত তা' না হয়, সে পর্য্যন্ত আত্মধর্ম্ম-গ্রহণের প্রবৃত্তিও হয় না। উপনিষদ্ বলেন (কঠ ২।২৩ ; মুণ্ডক ৩।২।৩),—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে
তনূং স্বাম্ ॥"

শ্রেয়ঃপন্থিদের একটী কথা—শ্রৌত পন্থা। সত্য-বস্তু যদি কীর্ত্তিত হয় আর সত্যবস্তু যদি কর্ণে প্রবেশ করে, তবেই আমরা শ্রৌত পন্থা গ্রহণ করতে পারি। শ্রবণ-বিষয়ে যদি অন্যমনস্ক থাকি, তা' হ'লে আমা-দিগের সত্যবস্তুর অভিজ্ঞান হয় না।

শ্রৌতপথ-গ্রহণের কালেও আমাদের দুইপ্রকারে প্রতারিত হ'বার সম্ভাবনা আছে। অনুগমন করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। অনেকে 'অনুকরণ' কার্য্যকে 'অনুসরণ' ব'লে ভ্রম করেন। দু'টী কথা—"অনু-করণ" ও "অনুসরণ।" যাত্রাদলের 'নারদ' সাজা—'অনুকরণ'; আর শ্রীনারদের প্রদর্শিত ভক্তিপথে গমন—'অনুসরণ'। কৃত্রিমভাবে নকল করার নাম—'অনুকরণ', আর সত্য-সত্য মহাজনের পথে গমন—'অনুসরণ'।

আমরা মনে করি—আমি অনুসরণ কর্‌ছি, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে আমি অনুকরণই ক'রে বস্‌ছি। 'অনু-সরণ'—নিজের আচরণ। কেবল 'অনুকরণ' কার্য্যের দ্বারা 'অনুসরণ' কার্য্যটা হ'বে না। 'অনুকরণ' (imitation)—বিকৃত প্রতিফলন নামক একটা ব্যাপার। 'অনুকরণ' ও 'অনুসরণ' কার্য্যদ্বয় বাহিরের দিকে দেখ্‌তে একই প্রকার। মেকি সোনা (chemical gold) ও খাঁটিসোনা (pure gold) বাহিরের দিকে দেখ্‌তে অনেকটা একপ্রকার। 'অনুকরণকে' অপর ভাষায় "ঢং" বলে। আমাদের হৃদয়ে 'বিপ্র-লিপ্সা' নামে যে একটা বৃত্তি আছে, তা'র দ্বারা আমরা অপরকে বঞ্চনা ক'রে নিজেদের প্রতিষ্ঠাদি-সংগ্রহের জন্য ঐরূপ 'ঢং' বা 'অনুকরণ' ক'রে থাকি। শ্রৌত-পথের 'অনুকরণ' মাত্র হ'লে 'অনুসরণ' হয় না। অনুকরণ-কার্য্য-দ্বারা যদি অনুসরণ না হয়, তা' হ'লে সে কার্য্যের কোন মূল্যই নাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে অনু-সরণই কর্‌তে হ'বে, 'অনুকরণ' হউক্ বা না-ই হউক।

"যে কণ্ঠলগ্নতুলসী-নলিনাক্ষমালা
যে বাহুমূলপরিচিহ্নিতশঙ্খচক্রাঃ।
যে বা ললাটফলকে লসদূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রা-
স্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশুপবিত্রয়ন্তি ॥"

অর্থাৎ যাঁহারা কণ্ঠদেশে তুলসী বা পদ্মবীজমালা ধারণ করেন, যাঁহারা বাহুমূলে শঙ্খচক্রাদির তাপ গ্রহণ করেন, যাঁহাদের ললাট ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রে সমুজ্জল, সেই বৈষ্ণব এই ধরাতলকে আশু পবিত্র ক'রে থাকেন।

এই কথাটী খুবই সত্য ; কিন্তু এ কার্য্যটী যে-কোন ব্যক্তি কপটতা ক'রেও 'অনুকরণ' কর্‌তে পারে। বাহিরের দিকে লোক-দেখানর জন্য ঐরূপ সাজে সাজ্‌তে পারে, কিন্তু এই স্থানে আনুকরণিক-গণকে 'বৈষ্ণব' বলা যায় না ; ভিতর ও বাহির দুই দিকের কথা হচ্ছে।

জীবের দেহ ভগবন্মন্দির—চেতনময় মন্দির। ইট কাঠ পাথর দিয়া গড়া মন্দিরে লেপ্যা, লেখ্যা প্রভৃতি 'অর্চ্চা' রাখা হয়। ভগবদ্ভক্তের চিন্ময় দেহ মন্দিরে শ্রীভগবান্ নিত্য বিরাজমান। এইজন্যই ভক্তের দেহকে চিদানন্দময় বলা হ'য়েছে। ভক্তের ভগবৎপ্রসাদাদি-গ্রহণ— ভগবানের মন্দির-রক্ষার্থই চেষ্টা।

ভগবান্ বাসুদেব ও বলদেব বসুদেবে প্রকটিত। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন (ভাঃ ৪।৩।২৩),—

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ॥

কাঠের ঠাকুর, মাটীর ঠাকুর ও মনঃকল্পিত নিরাকার ও সাকার প্রভৃতি মনোধর্ম্মোত্থ বিষয়ের সুষ্ঠু মীমাংসা এই শ্লোকে আছে (ভাঃ ১০।৮৪।১৩),—

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥"

যা'রা পৌত্তলিকতা, 'বুৎপরস্ত' বা বাহ্য জগতের

আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকে ভগবানের সেবা ব'লে মনে করে, তা'দের কার্য্যের গর্হণসূচক এই শ্লোক।

প্রেয়ঃপন্থিগণ—ইন্দ্রিয়পরায়ণ। যা'রা অধোক্ষজ শ্রীভগবান্ বাসুদেব বা বসুদেব-তনয় বলদেবের নিকট যেতে চায় না পাশ কাটিয়ে অন্য কথায় ব্যস্ত থাক্‌তে চায়, তা'রা প্রেয়ঃপন্থী।

রজোগুণে বস্তুর সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে স্থিতি আর তমোগুণে ধ্বংস—এই মিশ্রত্রিগুণ জাগতিক ব্যাপার। কিন্তু, অবিমিশ্র সত্ত্ব বা বিশুদ্ধসত্ত্বই বসুদেব। যেখানে কেবলমাত্র নিত্যসত্তা—অবিনাশি সত্ত্ব, সেই জিনিষটিকে লক্ষ্য ক'রেই "বসুদেব" বলা হয়। যেখানে কালক্ষোভ্য ধর্ম্মের যোগ্যতা নাই, সেই বিশুদ্ধসত্ত্বে যে বস্তুটি প্রকাশিত হন, তিনিই বাসুদেব। বিশুদ্ধসত্ত্বময় আধার বা ভূমিকায় যাঁ'র প্রকট্য, তিনিই 'বাসুদেব'।

'মনসা' এই পদ হ'তে আমরা বুঝিতে পারি যে, ভক্তি ব্যতীত তাঁ'র কাছে পৌঁছান যায় না। কেউ বল্‌তে পারেন,—'আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাসায়নিক; পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তার্কিক। আমি সমস্ত দর্শন অধ্যয়ন ক'রে ফেলেছি; আমি কেন বাসুদেবকে বুঝ্‌বো না! যা'রা আমাদের মত সুখে লালিত পালিত হয় নাই, আমাদের ন্যায় রাসায়নিক লেবোরেটারীতে (গবেষণাগারে) প্রবেশ করে নাই, আমাদের মত তর্কশাস্ত্র পড়ে নাই, তা'রা বুঝ্‌তে পার্‌বে, আর আমরা তা' পার্‌বো না!' কিন্তু বাসুদেব অধোক্ষজ বস্তু। তিনি নদীর জল ন'ন, গাছের ফল ন'ন, বা এইরকম রক্তমাংসের শরীরধারী নায়ক-নায়িকা ন'ন। তিনি নিজকে নিজে না জানালে কেউ তাঁ'কে জানতে পারে না। এ শক্তিটা তিনি স্বয়ং তাঁ'র নিজ হা'তে রেখে দিয়েছেন। যে বস্তুকে চোখ কাণ দিয়ে বুঝে' নিতে পারা যায়, সে জিনিষ তিনি ন'ন। বাহ্যজগতের পরমাণুবাদ প্রভৃতির ন্যায় তাঁ'কে যদি বিচার-গবেষণা-বিশ্লেষণ-দ্বারা বুঝে' নিতে পারা যে'তো, তবে তিনি বাহ্যজগতেরই অন্যতম বস্তু হ'তেন। বাহ্যবিষয়ের অভিজ্ঞান হ'তে যে জ্ঞান উদিত হয়, সেই জ্ঞান-দ্বারা যে বস্তুটী বুঝা যা'বে, তিনি 'ভগবান্' ন'ন,—ভোগের বস্তু মাত্র। যাহারা ভগবদ্‌ভক্তিকে কর্ম্মরাজ্যের একটী প্রকার-ভেদ মাত্র মনে করেন, তাঁ'রা অক্ষজজ্ঞানে প্রতারিত হ'য়ে প্রকৃত-প্রস্তাবে ভগবান্ যে বস্তু, সত্য যে বস্তু, তা' গ্রহণ কর্‌তে পারেন না। অধোক্ষজবস্তু শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করা আবশ্যক। আনুগত্যধর্ম্ম-দ্বারা তাঁ'কে বুঝা যায়। কেবল অনুকরণবৃত্তি ত্যাগ ক'রে যদি মহাজনের পথ গ্রহণ করি, তাঁ'র অনুসরণ করি, তবেই মঙ্গল হ'বে। ভগবানকে খাজাঞ্চী কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লে আমাদের কখনও মঙ্গল হ'বে না। যে দিন খাজাঞ্চী আমার মনের মত জিনিষগুলি যোগা'তে না পার্‌বে, সেই দিনই তা'কে বরখাস্ত কর্‌বো। এরূপ বিচার হ'তেই নাস্তিক্যবাদ উপস্থিত হয়।

(ক্রমশঃ)
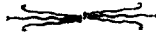
শ্রীকৃষ্ণসংহিতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৬৪ পৃষ্ঠার পর]

ঘাতয়িত্বা জরাসন্ধং ভীমেন ধর্ম্মভ্রাতৃণা।
অমোচয়দ্ভূমিপালান্ কর্ম্মপাশস্য বন্ধনাৎ ॥

ধর্ম্মভ্রাতা ভীমের দ্বারা জরাসন্ধকে বধ করিয়া অনেকানেক রাজাদিগকে কর্ম্মপাশ হইতে উদ্ধার করিলেন।

যজ্ঞে চ ধর্ম্মপুত্রস্য লব্ধ্বা পূজামশেষতঃ।
চকর্ত্ত শিশুপালস্য শিরঃ সংদ্বেষ্টুরাত্মনঃ ॥

যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে অশেষ পূজা গ্রহণ করত আত্ম-বিদ্বেষী অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপবিদ্বেষী শিশুপালের শিরশ্ছেদ করিলেন।

কুরুক্ষেত্ররণে কৃষ্ণো ধরাভারং নিবর্ত্ত্য সঃ।
সমাজরক্ষণং কার্য্যমকরোৎ করুণাময়ঃ ॥

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে পৃথিবীর ভার অপনোদন করিয়া ভগবান্ ধর্ম্মস্থাপনপূর্ব্বক সমাজ রক্ষা করিলেন।

সর্ব্বাসাং মহিষীণাঞ্চ প্রতিসদ্ম হরিং মুনিঃ।
দৃষ্ট্বা চ নারদোগচ্ছদ্বিস্ময়ং তত্ত্বনির্ণয়ে ॥

নারদমুনি দ্বারকায় আগমন করিয়া প্রতি মহিষীর গৃহে শ্রীকৃষ্ণকে একইকালে দর্শন করত ভগবত্তত্ত্বের গাম্ভীর্য্যে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। সর্ব্বজীবে এবং সর্ব্বত্র ভগবান্ পূর্ণরূপে বিলাসবান হইয়া একইকালে অবস্থিত আছেন ইহা একটী অপূর্ব্ব তত্ত্ব। সর্ব্বব্যাপী ভাবটী এই তত্ত্বের নিকট নিতান্ত সামান্য বোধ হয়।

কদর্য্যভাবরূপঃ স দন্তবক্রো হতস্তদা।
সুভদ্রাং ধর্ম্মভ্রাত্রে হি নরায় দত্তবান্ প্রভুঃ ॥

অসত্যতারূপ দন্তবক্র হত হইলেন। পুনশ্চ ধর্ম্মভ্রাতা অর্জ্জুনকে স্বীয়ভগ্নী সুভদ্রা দেবীর পাণি প্রদান করিলেন। যেস্থলে ভোগ্যত্বরূপ জীবের স্ত্রীত্ব সম্পন্ন হয় নাই, সেস্থলে সখ্যভাবগত হলাদিনী শক্তি সম্বন্ধ স্থাপনার্থে ভগবদ্ভাবের সন্নিকৃষ্ট ভগিনীত্বপ্রাপ্ত কোন অচিন্ত্য ভক্তিভাবকে সুভদ্রারূপে কল্পনা করা যায়। ঐ ভাব অর্জ্জুনের ন্যায় ভক্তবিশেষের ভোগ্য হয়। ব্রজভাবের ন্যায় ঐ ভাব উৎকৃষ্ট নয়।

শাল্বমায়াং নাশয়িত্বা ররক্ষ দ্বারকাং পুরীং।
নৃগন্তু কৃকলাসত্বাৎ কর্ম্মপাশাদমোচয়ৎ ॥

শাল্বমায়া বিনাশ করিয়া ভগবান্ দ্বারকাপুরী রক্ষা করিলেন। বৈজ্ঞানিক শিল্প ভগবৎকার্য্যের নিকট কিছুই নয়। নৃগরাজ অনুচিতকর্ম্মফলে কৃকলাসত্ব ভোগ করিতেছিলেন, ভগবৎকৃপায় তাহা হইতে উদ্ধার পাইলেন।

সুদাম্না প্রীতিদত্তঞ্চ তণ্ডুলং ভুক্তবান্ হরিঃ।
পাষণ্ডানাং প্রদত্তেন মিষ্টেন ন তথা সুখী ॥

পাষণ্ডদত্ত অতিশয় উপাদেয় দ্রব্যও ভগবদ্গ্রাহ্য নয়, কিন্তু প্রীতিদত্ত অতি সামান্য দ্রব্যও ভগবানের আদরণীয় হয়, ইহা সুদামা ব্রাহ্মণের তণ্ডুলকণ ভক্ষণ করিয়া দেখাইলেন।

বলোপি শুদ্ধজীবোয়ং কৃষ্ণপ্রেমবশং গতঃ।
অবধীদ্দ্বিবিদং মূঢ়ং নিরীশ্বরপ্রমোদকং ॥

নিরীশ্বর প্রমোদরূপ দ্বিবিদবানর কৃষ্ণপ্রেমময় শুদ্ধজীব বলদেব কর্ত্তৃক নিহত হইল।

স্বসম্বিন্নির্ম্মিতে ধাম্নি হৃদগতে রোহিণীসুতঃ।
গোপীভির্ভাবরূপাভী রেমে বৃহদ্বনান্তরে ॥

জীবসম্বিন্নির্ম্মিতধামে বৃহদ্বনের মধ্যে ভাবরূপা গোপীদিগের সহিত বলদেব প্রেমলীলা করিলেন।

ভক্তানাং হৃদয়ে শশ্বৎ কৃষ্ণলীলা প্রবর্ত্ততে।
নটোপি স্বপুরং যাতি ভক্তানাং জীবনাত্যয়ে ॥

এই সমস্ত লীলা ভক্তগণের হৃদ্দেশবর্ত্তী, কিন্তু ভক্তগণের মর্ত্ত্যদেহ পরিত্যাগকালে, রঙ্গস্থিত নটের রঙ্গত্যাগের ন্যায় অদৃশ্য হয়।

কৃষ্ণেচ্ছা কালরূপা সা যাদবান্ ভাবরূপকান্।
নিবর্ত্ত্য রঙ্গতঃ সাধ্বী দ্বারকাং প্লাবয়ত্তদা ॥

কালরূপা শ্রীকৃষ্ণেচ্ছা ভাবরূপ যাদবদিগকে লীলারঙ্গ হইতে নিবৃত্ত করিয়া দ্বারকাধামকে বিস্মৃতি-সাগরের উর্ম্মিদ্বারা প্লাবিত করিলেন। ভগবানের ইচ্ছা সর্ব্বদা পবিত্র। ইহাতে কিছুমাত্র অমঙ্গল নাই। ভক্তগণকে বৈকুণ্ঠাবস্থা প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে মায়িক শরীর হইতে ভিন্ন করিয়া লন।

প্রভাসে ভগবজ্জ্ঞানে জরাক্রান্তান্ কলেবরান্।
পরস্পরবিবাদেন মোচয়ামাস নন্দিনী ॥

সেই পরমানন্দদায়িনী কৃষ্ণেচ্ছা ভক্তদিগের জরা-ক্রান্ত কলেবর সকল ভগবজ্জ্ঞানরূপ প্রভাসক্ষেত্রে পরিত্যাগ করাইলেন। শরীরের অপটু অবস্থায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেহ কাহারও শাসনাধীনে না থাকায় পরস্পর বিবাদ করে। বিশেষতঃ দেহত্যাগকালে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া পড়ে কিন্তু ভক্তদিগের চিত্তে ভগবত্তত্ত্ব কখনই নিবৃত্ত হয় না।

কৃষ্ণভাবস্বরূপোপি জরাক্রান্তাৎ কলেবরাৎ।
নির্গতো গোকুলং প্রাপ্তো মহিম্নি স্বে মহীয়তে ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণসংহিতায়াং কৃষ্ণলীলাবর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ভক্ত-হৃদয়ে যে ভগবদ্ভাব থাকে তাহা ভক্তকলে-বর বিচ্ছিন্ন হইলে, ভক্তের শুদ্ধ আত্মার সহিত স্বীয় মহিমা প্রাপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠস্থ প্রদেশবিশেষ গোকুলে নিত্য বিরাজমান হইতে থাকে। ইতি শ্রীকৃষ্ণসংহিতায় কৃষ্ণলীলাবর্ণননামা ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে প্রীত হউন।

শ্রীরাধাকৃষ্ণে প্রেমধনই প্রকৃত প্রার্থনীয় ধন

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীমন্মহাপ্রভু তদীয় পার্ষদপ্রবর শ্রীরায় রামানন্দ-সমীপে প্রশ্ন করিতেছেন — 'সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি ?', রায় তদুত্তরে জানাইতেছেন— 'রাধাকৃষ্ণে প্রেম যাঁর, সেই বড় ধনী' ।। অবশ্য যিনি প্রশ্নকর্ত্তা, তিনিই উত্তরদাতা। যাহা হউক, এই প্রেমধন বড়ই দুর্ল্লভ বস্তু । ব্রহ্মা-রুদ্রাদি ত' দূরের কথা, স্বয়ং ষড়ৈশ্বর্য্যপতি শ্রীনারায়ণের বক্ষঃস্থিতা ষড়ৈশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীলক্ষ্মীদেবী পর্য্যন্তও যে ধনের প্রত্যাশিনী হইয়া দ্বাদশবনাত্মক ব্রজের বিল্ববনে অদ্যাপি তপস্যারতা ।

"গোপী-আনুগত্য বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ।
ভজিলেও নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে ।।
তাহাতে দৃষ্টান্ত—লক্ষ্মী করিল ভজন ।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ।।"

ভক্তপ্রবর উদ্ধব ব্রজে আসিয়া কএকমাস তথায় অবস্থান পূর্ব্বক কৃষ্ণকথাকীর্ত্তন-দ্বারা কৃষ্ণবিরহকাতরা ব্রজগোপীগণের হর্ষোৎপাদন-চেষ্টা করিলেও কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপীগণের চিত্তের বৈক্লব্য দর্শন করতঃ তাঁহাদের সৌভাগ্যাতিশয্যের প্রশংসা করিতে করিতে কহিতেছেন—

"নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্ ।।"

ভাঃ ১০।৪৭।৬০

অর্থাৎ "শ্রীবৃন্দাবনে রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডদ্বারা গৃহীতকণ্ঠ ব্রজসুন্দরীদিগের যে প্রসাদ উদিত হইয়াছিল, তাহা বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মী প্রভৃতি পরব্যোমস্থ নিতান্ত অনুগত শক্তিগণেরও প্রাপ্য হয় নাই, পদ্মগন্ধ-প্রভাবা স্বর্গীয় রমণীগণেরও সেরূপ হয় নাই, তখন অন্য স্ত্রীর সম্বন্ধে কি বলিব ?"

(চৈঃ চঃ মঃ ৮ অঃ প্রঃ ভাঃ)

মাধুর্য্যপ্রধান ঔদার্য্যলীলাময় স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে স্বীয় লীলাপরিকর গোপগোপীসহ যথেষ্ট বিহারপূর্ব্বক অন্তর্দ্ধান করতঃ জীবপ্রতি অত্যন্ত করুণাপরবশ হইয়া চিন্তা করিলেন—"আমি এ যাবৎ জগৎকে প্রেমভক্তি দান করি নাই, শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া জগতের লোক আমাকে বিধি ভক্তিতে ভজন করে, কিন্তু আমার পরমভাব যে ব্রজভাব, তাহা ঐরূপ বিধিভক্তিতে পাওয়া যায় না। বিধিভক্তিতে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানই প্রবল থাকে । উহাতে প্রেম শিথিল হয় অর্থাৎ প্রেমে গাঢ়তা থাকে না, আমি ঐপ্রকার ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে প্রীত হই না । ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধিমার্গে যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহারা সার্ষ্টি (বিষ্ণুর সহিত সমান ঐশ্বর্য্য লাভ), সারূপ্য (বিষ্ণুর সমান রূপ), সামীপ্য (বিষ্ণুর সমীপে অবস্থিতি) ও সালোক্য (বিষ্ণুলোকে বাস)—এই চারিপ্রকার মুক্তি পাইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন । ব্রহ্মের সহিত ঐক্য লাভ রূপ সাযুজ্য মুক্তি বিধিভক্তগণও প্রার্থনা করেন না । আমার ঐকান্তিক প্রেমিক ভক্তগণের আমার সেবাসুখ ব্যতীত অন্যকোন সুখই প্রার্থনীয় বিষয় হয় না । জগতে বিধি ভক্তির অতীত এই প্রকার প্রেমভক্তি প্রচার করাই আমার অভীষ্ট । আমি কলিযুগধর্ম্ম যে নামসংকীর্ত্তন, তাহা দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর বা শৃঙ্গার রসের সহিত জগৎকে দিয়া সর্ব্বলোককে নৃত্য করাইব । নিজেও ভক্তভাব গ্রহণ করিয়া স্বীয় আচরণ দ্বারা জগজ্জীবকে আমার ভজন শিক্ষা দিব । যেহেতু আচার ব্যতীত প্রচার নিরর্থক হইয়া পড়ে। নামসংকীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্ম ও ব্রজপ্রেম—এই দুইটি প্রচার করিবার জন্য আমি প্রকট হইতে ইচ্ছা করিতেছি। যদিও যুগধর্ম্ম প্রচার-কার্য্য আমার অংশাবতার দ্বারাই সাধিত হইতে পারে, কিন্তু পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমি ব্যতীত ব্রজপ্রেম প্রচার ত' আর কেহই করিতে পারিবেন না, সুতরাং নিজেই নিজ ভক্ত পরিকরগণ সঙ্গে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া নামসঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন ও প্রেম বিতরণ লীলারঙ্গ করিব।"

(চৈঃ চঃ আ ৩।১৩-২৮ অঃ প্রঃ ভাঃ সহ দ্রষ্টব্য)

এইরূপ চিন্তা করিয়া স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ—পূর্ণশক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন তাঁহার পূর্ণস্বরূপশক্তি আশ্রয়বিগ্রহশিরোমণি শ্রীমতী বৃষভানুরাজনন্দিনী রাধারাণীর ভাবকান্তি-সুবলিত হইয়া কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীশ্রীশচীজগ-

ন্নাথমিশ্রসুত শ্রীগৌরসুন্দর রূপে ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্য-লীলা প্রকট করিলেন। তিনি প্রথমলীলায় 'বিশ্বম্ভর' নাম ধারণ করিয়া জগৎকে ভক্তিরসে ভরপূর করিলেন এবং প্রেম দিয়া ত্রিভুবনকে পোষণ ও ধারণ করিলেন। শেষলীলায় 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে জানাইয়া বিশ্বকে ধন্যাতিধন্য করিলেন,—

"প্রথম লীলায় তাঁর বিশ্বম্ভর নাম।
ভক্তিরসে ভরিল, ধরিল ভূতগ্রাম ॥
ডুভৃঞ্ ধাতুর অর্থ—পোষণ, ধারণ।
পুষিল ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন ॥
শেষলীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে বিশ্ব কৈল ধন্য ॥"

—চৈঃ চঃ আ ৩।৩২-৩৪

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রেমধনে ধনী হইতে হইলে তাঁহার গৌরলীলারই সর্ব্বতোমুখী আনুগত্য করিতে হইবে—তাঁহারই দীক্ষায় শিক্ষায় দীক্ষিত শিক্ষিত অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। তিনি যে তাঁহার অন্তরঙ্গপার্ষদ-প্রবর স্বরূপ-রামরায়ের কণ্ঠ ধারণপূর্ব্বক পরমহর্ষ-ভরে নামসংকীর্ত্তনকেই পরম উপায় বলিয়া জানাইয়া যেভাবে সেই নাম গ্রহণ করিলে প্রেমোদয়ের সম্ভাবনা জানাইয়াছেন, সেইভাবে অর্থাৎ তাঁহার শ্রীমুখোক্ত "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই শ্লোকের মর্ম্মার্থানুসরণে সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে নিরপরাধে দ্বাত্রিংশদক্ষরাত্মক মহামন্ত্র নাম গ্রহণ করিতে পারিলেই নামে প্রেমোদয়ের সম্ভাবনা হইবে। এই প্রেমধনহীন ব্যক্তিই প্রকৃত দরিদ্র ও হতভাগ্য—

'প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।'

তাই শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবচ্চরণে একমাত্র প্রার্থনীয়—

'দাস করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥'

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার 'প্রার্থনা'য় সদৈন্যে কীর্ত্তন করিতেছেন—

"গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু।
প্রেমরতনধন হেলায় হারাইনু ॥
অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু।
আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু ॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস।
তে কারণে লাগল যে কর্ম্মবন্ধ ফাঁস ॥
বিষম বিষয় বিষ সতত খাইনু।
গৌরাঙ্গ-কীর্ত্তনরসে মগন না হৈনু ॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥"

—ভাঃ ১১।৫।৩২

[অর্থাৎ যিনি 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয় কীর্ত্তনপর কৃষ্ণোপদেষ্টা, অথবা 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয় কীর্ত্তনের দ্বারা কৃষ্ণানুসন্ধানতৎপর, যাঁহার 'অঙ্গ'—শ্রীমন্নিত্যানন্দাদ্বৈত প্রভুদ্বয় এবং 'উপাঙ্গ'—তদাশ্রিত শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তগণ, যাঁহার 'অস্ত্র'—হরিনাম শব্দ এবং 'পার্ষদ'—শ্রীগদাধর-দামোদরস্বরূপ-রামানন্দ-সনাতন-রূপাদি, যিনি কান্তিতে 'অকৃষ্ণ' অর্থাৎ পীত (গৌর), সেই অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীমদ্ গৌরসুন্দরকে কলিযুগে সুমেধোগণ (উত্তমবুদ্ধিমান্ জনগণ) সংকীর্ত্তন যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন।]

—এই ভাগবতীয় নবমযোগেন্দ্র শ্রীকরভাজন ঋষিপ্রোক্ত শ্লোক কীর্ত্তন-মুখে শ্রীস্বরূপ-রাম রায়কে উপলক্ষ্য করিয়া জানাইতেছেন—

"(হর্ষে প্রভু কহেন,) শুন স্বরূপ রাম রায়।
নামসংকীর্ত্তন—কলৌ পরম উপায় ॥
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥
নামসংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্ব শুভোদয়—কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস ॥"

—চৈঃ চঃ অ ২০।৮-৯,১১

নামসংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বলিষ্ঠ সাধনরূপে সর্ব্ব অনর্থ নাশ করিয়া সাধ্যরূপে সর্ব্বশুভার্থ—প্রেম-নামাদ্ভুতার্থ প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব শ্রীরাধা-কৃষ্ণে প্রেমসম্পদ্ লাভরূপ 'বড়ধনী' বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী হইতে হইলে কলিতে এই শ্রীনামসংকীর্ত্তনেরই সর্ব্বোপরি জয় গান সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদবৃন্দ সকলেই সেই আদর্শ বিশেষ যত্নের

সহিত স্ব স্ব আচরণমুখে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল জগদানন্দ তাঁহার প্রেমবিবর্ত্তগ্রন্থে তারস্বরে জানাইতেছেন—

"অসাধু সঙ্গে ভাই নাম নাহি বাহিরায়।
নাম বাহিরায় বটে, 'নাম' কভু নয় ৷৷
কভু নামাভাস, সদাই নামাপরাধ।
ইহা ত' জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ ৷৷
যদি করিবে কৃষ্ণনাম, সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর ৷৷"

পদ্মপুরাণেও শ্রীব্যাসদেব স্পষ্টাক্ষরে নাম, নামাভাস ও নামাপরাধের কথা লিখিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও—"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ৷৷ তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন। নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ৷৷"

—চৈঃ চঃ অ ৪।৭০-৭১

—এই শ্রীমুখবাক্যে **একমাত্র** অপরাধ-শূন্য নামগ্রহণকারীই যে কৃষ্ণপ্রেমধনে অধিকারী হইতে পারেন, তাহা স্পষ্টভাবেই জানাইয়াছেন।

পরমারাধ্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদের ভক্তিসন্দর্ভের 'প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্' ইত্যাদি বিচারানুসরণে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা শ্রবণকীর্তনস্মরণাদির ক্রম উপদেশ করিতেন। অজাতরুচি অনর্থগ্রস্ত অকালপক্ব বদ্ধজীব তথাকথিত গুরুব্রুবের নিকট দীক্ষাশিক্ষাদি গ্রহণান্তে নিরপরাধে নামগ্রহণরূপ সাধনভজনের কোন অপেক্ষা না রাখিয়াই যে কৃত্রিম ভাবে রাগানুগা ভজনপদ্ধতি অনুসরণাভিনয়ে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীয় লীলা স্মরণমননাদির অভিনয়ে প্রবৃত্ত হন, তাহা কখনই শ্রীরাধাকৃষ্ণে প্রেমসম্পজ্জননে সহায়ক হইতে পারে না। "বিধিমার্গরত জনে স্বাধীনতা রত্নদানে রাগমার্গে করান প্রবেশ। রাগবশবর্ত্তী হ'য়ে পারকীয় ভাবাশ্রয়ে লভে জীব কৃষ্ণে প্রেমাবেশ ৷৷" —ইহাই মহাজন-বাক্য। ইষ্টবস্তুতে যে স্বাভাবিকী ও পরমাবিষ্টতাময়ী সেবনপ্রবৃত্তি, তাহারই নাম 'রাগ'। কৃষ্ণভক্তি তদ্রূপ রাগময়ী হইলেই তাহার নাম হয় 'রাগাত্মিকা ভক্তি'। ব্রজবাসী ভক্তজনেই সেই রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা অর্থাৎ সেরূপ ভক্তি আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সেই ভক্তির অনুগতা যে ভক্তি, তাহাই রাগানুগা ভক্তি। ব্রজবাসীর ভাবে লুব্ধ হইয়া তত্তাবেচ্ছানুগমনেই রাগানুগ ভক্তজনের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি লক্ষিত হয়। ঐ রাগানুগা ভক্তি বড়ই দুর্ল্লভা। রাগানুগ মহজ্জনের একান্ত কৃপাতেই উহা লভ্য হইয়া থাকে। শ্রীনামাশ্রিত ভক্ত নামানুরাগী ভক্ত-কৃপায় ঐ সুদুর্ল্লভা ভক্তি লাভ করিয়া ব্রজপ্রেমরূপ মহাধনে ধনী হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন। ভজনমার্গে কৃত্রিমতা অবলম্বন করিলে সেই কপট ভক্তব্রুব শ্রীবলদেব নিত্যানন্দ-কৃপা লাভে চিরবঞ্চিত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণে প্রেমসম্পৎলাভের সকল আশা হারাইয়া ফেলেন। 'নিতাইএর করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে, ধর নিতাইর চরণ দুখানি।'

ভজনমার্গে প্রবেশার্থিগণের প্রথমেই কামক্রোধাদি মহাশত্রুর সম্মুখীন হইতে হয়। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন—'কিবা সে করিতে পারে কাম ক্রোধ সাধকেরে যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ।' কিন্তু এইরূপ ভজনবিজ্ঞ ভক্তিরসজ্ঞ মুক্তানর্থ কৃষ্ণানুরক্ত আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ বড়ই দুর্ল্লভ। তাই পরম করুণ মহাজন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গে ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহ পাদপদ্মে যে প্রার্থনা জানাইয়াছেন, সেই প্রার্থনাই মাদৃশ দীনহীনের একমাত্র ভরসাস্থল। শ্রীনৃসিংহদেবই ভক্তিবাধা দূর করতঃ শুদ্ধ ভক্তসঙ্গ দানে সম্পূর্ণ সমর্থ। ঠাকুর শ্রীধাম নবদ্বীপান্তর্গত গোদ্রুম দ্বীপস্থ দেবপল্লীর সুপ্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীনৃসিংহ-পাদপদ্মের মহিমা এইরূপ বর্ণন করিতেছেন—

" * * * *

কবে বা হেরিব দেবপল্লীর মাধুরী ৷৷
নরহরি ক্ষেত্রে প্রেমে গড়াগড়ি দিয়া।
নিষ্কপট কৃষ্ণপ্রেম লইব মাগিয়া ৷৷
এ দুষ্ট হৃদয়ে কাম আদি রিপু ছয়।
কুটিনাটী প্রতিষ্ঠাশা শাঠ্য সদা রয় ৷৷
হৃদয়শোধন আর কৃষ্ণের বাসনা।
নৃসিংহ চরণে মোর এই ত' কামনা ৷৷
কাঁদিয়া নৃসিংহ পদে মাগিব কখন।
নিরাপদে নবদ্বীপে যুগল ভজন ৷৷
ভয়, ভয় পায় যাঁর দর্শনে সে হরি।
প্রসন্ন হইবে কবে মোরে দয়া করি ৷৷

যদ্যপি ভীষণ মূর্ত্তি দুষ্টজীব প্রতি।
প্রহ্লাদাদি কৃষ্ণভক্ত জনে ভদ্র অতি ॥
কবে বা প্রসন্ন হ'য়ে সকৃপবচনে।
নির্ভয় করিবে এই মূঢ় অকিঞ্চনে ॥
স্বচ্ছন্দে বৈস হে বৎস শ্রীগৌরাঙ্গধামে।
যুগলভজন হউ, রতি হউ নামে ॥
মম ভক্তকৃপাবলে বিঘ্ন যাবে দূর।
শুদ্ধচিত্তে ভজ রাধাকৃষ্ণ রসপুর ॥
এই বলি' কবে মোর মস্তক উপর।
স্বীয় শ্রীচরণ হর্ষে ধরিবে ঈশ্বর ॥
অমনি যুগল প্রেমে সাত্ত্বিক বিকারে।
ধরায় লুটিব আমি শ্রীনৃসিংহ দ্বারে ॥"

ভক্তবৎসল শ্রীনৃসিংহদেব কৃপা করিয়া ভক্তিবিঘ্ন দূর করিয়া দিলে আমরা নির্ভয়ে নির্ব্বিঘ্নে পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্মপ্রদর্শিত ভক্তিপথে অবাধগতি লাভ করিতে পারিব। শ্রীগুরুকৃপায় শ্রীরাধাকৃষ্ণে প্রেমসম্পৎ লাভের সৌভাগ্য পাইব।

"আর কবে নিতাইচাঁদের করুণা হইবে।
সংসারবাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে ॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব সে শ্রীবৃন্দাবন ॥
রূপরঘুনাথ পদে হইব আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল পীরিতি ॥"

এই যুগলপ্রীতি বা প্রেমধনে ধনী হইতে পারিলেই সর্ব্বপ্রকার দারিদ্র্য দুঃখ চিরতরে দূরীভূত হয়।

ব্রহ্মস্তুতি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৫৫ পৃষ্ঠার পর]

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে ভূমন্, পরমাত্মন্, হে যোগেশ্বর, আপনি যোগমায়া বিস্তার করিয়া কোন্ সময়ে কোথায় কিভাবে কতপ্রকার ক্রীড়া করিয়া থাকেন! অহো, আপনার সেই সকল লীলা ত্রিভুবন মধ্যে কোন্ ব্যক্তিই বা জানিতে সমর্থ ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ টীকা—ননু কৃষ্ণস্য মম ভূভারহরণার্থমেব জন্ম, রামস্য রাবণবধার্থমেব, শুক্লাদ্যবতারগণস্য তত্তৎসময়ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনার্থমেবেতি প্রসিদ্ধির্নতু জ্ঞানিমানিনাং দুর্মদনাশার্থম্। সত্যং তব প্রাদুর্ভাবাদিলীলানাং কুত্র কুত্র বিষয়ে কিং কিং প্রয়োজনং কদা কদা বা কিয়ত্যো বা তা ইতি কার্ৎস্ন্যেন জ্ঞাতুং কোঽপি ন প্রভবতীত্যাহ—কো বেত্তীতি। ভূমন, হে বিশ্বব্যাপকানন্তমূর্ত্তে, হে ভগবন, ভূমত্বেঽপি ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ, হে পরমাত্মন, ভগবত্ত্বেঽপি পরমাত্মস্বরূপ, হে যোগেশ্বর, যোগমায়য়ৈবানুভাব্যমানভূমত্বাদিমহামহৈশ্বর্য্য, উতীর্জন্মাদিলীলাঃ ত্রিলোক্যাং ত্রিলোকীমধ্যবর্তিনীর্লীলাঃ কো বেত্তি ন কোঽপি, যতঃ ক্বাহো ইত্যাদি। ননু তবানন্তা এব মূর্ত্তয়ো বিশ্বব্যাপিকাঃ ষড়ৈশ্বর্য্যবত্যঃ পরমাত্মস্বরূপা ন তু ভৌতিক্যঃ ত্রৈলোক্যান্তর্বর্ত্তিনীরেব ভক্তবিনোদনার্থা লীলাঃ কুর্ব্বত্যঃ সর্ব্বা এব সদৈব যুগপদেব ক্রীড়ন্তীতি কথং সম্ভবেদিত্যত আহ বিস্তারয়ন্নিতি। অচিন্ত্যশক্ত্যা যোগমায়য়ৈব তত্তদুপাসকভক্তান্ প্রতি তাসাং যথাসময়ং প্রকাশনাবরণাভ্যামেব ক্রীড়ানির্ব্বাহ ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

টীকার ব্যাখ্যা— 'কৃষ্ণ আমার পৃথিবীর ভারহরণের নিমিত্তই জন্ম, রামের রাবণ বধের নিমিত্তই, শুক্ল প্রভৃতি অবতারগণের সেই সেই সময়ের (যুগের) ধর্ম্ম সকলের প্রবর্ত্তনের নিমিত্তই প্রসিদ্ধি, কিন্তু জ্ঞানিমানিগণের দুর্মদনাশের নিমিত্ত নহে'? সত্য, 'আপনার প্রাদুর্ভাব প্রভৃতি লীলা সমূহের কোন্ কোন্ বিষয়ে, কি কি প্রয়োজন, কোন্ কোন্ সময়ে, বা কত পরিমাণ, সেই সকল সমগ্রভাবে কেহও জানিতে সমর্থ হয় না' ইহা বলিতেছেন—'কো বেত্তি' (কে জানিতে পারে?)। ভূমন্। হে বিশ্বব্যাপকানন্তমূর্ত্তে

(যাঁহার অনন্তমূর্ত্তি বিশ্বব্যাপক)। হে 'ভগবন্' 'ভূমা' ব্যাপক হইয়াও ষড়্‌ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ! 'পরাত্মন্' ভগবান্ হইয়াও পরমাত্মস্বরূপ! হে যোগেশ্বর! যোগমায়ার দ্বারাই আপনার মহা মহা ঐশ্বর্য্য অনুভব করাইতে যোগ্য (অনুভাব্যমান মহামহৈশ্বর্য্য), 'ঊতীঃ' জন্ম প্রভৃতি লীলাসমূহকে, 'ত্রিলোক্যাং' ত্রিলোকের মধ্যবর্ত্তিনী লীলাসমূহকে, কে জানিতে পারে? কেহও নহে। যেহেতু 'ক্বাহো' (অহো কোন কোন বিষয়ে) ইত্যাদি। আপনার অনন্ত মূর্ত্তিই বিশ্বব্যাপিকা ষড়ৈশ্বর্য্যবতী, পরমাত্মস্বরূপা, কিন্তু ভৌতিকী (জড়া) নহে। ত্রৈলোক্যান্তর্বর্ত্তিনীই ভক্তগণের বিনোদের নিমিত্তা লীলাসকল করতঃ সকলমূর্ত্তিই সবসময়েই যুগপৎই ক্রীড়া করিতেছেন, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? এই হেতু বলিতেছেন—'বিস্তারয়ন্' ইতি। অচিন্ত্য শক্তি যোগমায়া দ্বারাই সেই সেই মূর্ত্তিসকলের উপাসক ভক্তগণের প্রতি সেই সেই লীলাসমূহের যথা সময়ে প্রকাশন ও আবরণের দ্বারাই ক্রীড়ার নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, এই অর্থ ॥ ২১ ॥

তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং
স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—এই নিখিল জগৎ অনিত্য, সুতরাং স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী, জ্ঞানশূন্য জড় ও অতীব দুঃখপ্রদ। আপনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ অনন্ত, আপনাতে আশ্রিত অচিন্ত্যশক্তি হইতে ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে, তথাপি ইহা সত্যের ন্যায় প্রতীতি হইতেছে ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ টীকা—তস্মাৎ ইদঙ্কারাস্পদং জগদেব মায়িকং মধ্যমপরিমাণবত্ত্বেঽপ্যেতৎপরিচ্ছেদকং ত্বদ্বপুস্তু শুদ্ধসত্ত্বাত্মকমেবেতি প্রকরণমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। অসৎ সার্ব্বকালিকসত্তারহিতং স্বরূপং যস্য তৎ। অতএব স্বপ্নাভং স্বপ্নাত্মজ্ঞানবদল্পকালবর্ত্তি নতু স্বাপ্নিকবস্তুবদস্য জগতো মিথ্যাত্বং ব্যাখ্যেয়ং 'প্রধান-পুংভ্যাং নরদেবসত্যকৃ'দিতি সপ্তমোক্তেঃ 'সত্যং হ্যেবেদং বিশ্বমসৃজতে'তি মাধ্বভাষ্যপ্রমাণিতশ্রুতেশ্চ। অস্তা লুপ্তা ধিষণা জ্ঞানমবিদ্যয়া যস্য তৎ। নিত্যমিতি সন্ধিনী, সুখমিতি হলাদিনী, বোধ ইতি সম্বিদতঃ এতৎ স্বরূপশক্তিত্রিতয়াত্মকত্বাৎ সদানন্দ চিন্ময্যস্তনবো যস্য তস্মিন্ ত্বয়ি অধিষ্ঠানে মায়াতঃ কারণাদুদ্যৎ উদগচ্ছৎ অপি যৎ অস্তং গচ্ছদপি সদিব সার্ব্বকালিকমিব। যদ্বা, যস্মাৎ সদনুগ্রাহকানি ত্বৎস্বরূপাণ্যেব মঙ্গলানি তস্মাদিদং জগদেব অসৎস্বরূপং অমঙ্গলাত্মকং ননু মিথ্যাভূতস্য জগতঃ কিং ভদ্রাভদ্রবিচারেণ তত্রাহ— স্বপ্নাভং স্বপ্নবন্ন ভাতীতি তৎমিথ্যাত্বেন ন প্রতীতমিত্যর্থঃ। কিন্তু অস্তধিষণত্বাৎ পুরুদুঃখদুঃখত্বাদভদ্রমপি সদিব বিষয়ানন্দদৃষ্ট্যা উত্তমমিবাভাতি ॥ ২২ ॥

টীকার ব্যাখ্যা—'সেই হেতু (ইদংকারাস্পদ এইরূপ প্রত্যক্ষ ব্যবহারের বিষয়) জগৎই মায়িক, ইহার পরিচ্ছেদক আপনার এই বপু (শরীর) মধ্যম পরিমাণ বিশিষ্ট হইয়াও শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপই (চিন্ময়-স্বরূপই) এই প্রকরণ উপসংহার করিতেছেন 'তস্মাৎ' ইতি। 'অসৎ' সার্ব্বকালিক সত্তারহিত, 'স্বরূপ' যাহার, তাহা অসৎ স্বরূপ। অতএব 'স্বপ্নাভং' স্বপ্নে আত্মজ্ঞানের মত অল্পকালবর্ত্তি, 'স্বাপ্নিক বস্তুর মত এই জগৎ মিথ্যা' এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে না। যেহেতু 'প্রধান পুংভ্যাং নরদেব সত্যকৃৎ' (ভাঃ ৭।১।১১) হে রাজন্! নিমিত্তভূত প্রকৃতি ও পুরুষের দ্বারা সত্যসৃজনকারী ভগবান্ স্বয়ং কালকে সৃষ্টি করেন, ইহা সপ্তমস্কন্ধে উক্ত হইয়াছে এবং 'সত্যং হ্যেবেদং বিশ্বমসৃজত' সত্যই এই বিশ্বকে ভগবান্ সৃষ্টি করিয়াছেন, এই 'মাধ্বভাষ্য' প্রমাণিত শ্রুতি বিদ্যমান। 'অস্তধিষণ' অবিদ্যার দ্বারা 'অস্তা' লুপ্তা 'ধিষণা' জ্ঞান যাহার, তাহা। 'নিত্য-সুখ-বোধতনৌ' 'নিত্য' ইহার দ্বারা 'সন্ধিনী', 'সুখ' ইহার দ্বারা 'হ্লাদিনী', 'বোধ' ইহার দ্বারা 'সম্বিৎ' উদ্দিষ্ট, এই কারণে এই স্বরূপ-শক্তি ত্রিতয় স্বরূপ সদানন্দ চিন্ময়ী তনু (শরীর) যাঁহার, সেই অধিষ্ঠানরূপ 'ত্বয়ি' আপনাতে, 'মায়াতঃ' মায়ারূপ কারণ হইতে 'উদ্যৎ' উদ্‌গত এবং 'যৎ' অস্তগত হইয়াও 'সৎ-ইব' সার্ব্বকালিকের মত (অবভাত হইতেছে)। অথবা যেহেতু সাধুভক্তগণের অনুগ্রহকারি আপনার স্বরূপসমূহই মঙ্গল, সেই হেতু এই জগৎই 'অসৎস্বরূপ' অমঙ্গলাত্মক মিথ্যাভূত জগতের ভদ্র অভদ্র (মঙ্গল অমঙ্গল) বিচারে কি প্রয়োজন? তাহাতে বলিতেছেন 'স্বপ্নাভ' স্বপ্নের মত যাহা ভাত হয় না, তাহা 'স্বপ্নাভ' মিথারূপে প্রতীত

হয় না, এই অর্থ। কিন্তু যেহেতু অন্তর্ধিষণ (অজ্ঞান জড়) 'পুরুদুঃখদুঃখ' (প্রচুর দুঃখরূপ) সেই হেতু অভদ্র (অমঙ্গলরূপ) হইয়াও 'সদিব' বিষয়ানন্দ-দৃষ্টিতে উত্তমের মত প্রতীত হইতেছে ॥ ২২ ॥

(ক্রমশঃ)
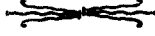
শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীস্বরূপদামোদর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৭৪ পৃষ্ঠার পর]

ওড়নষষ্ঠী যাত্রাকালে শ্রীজগন্নাথের একপ্রকার লীলা হয়। সেবকগণ শ্রীজগন্নাথ-বলরামকে মাড়যুক্ত বস্ত্র পরান। সদাচারনিষ্ঠ শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভু শ্রীজগন্নাথের সেবকগণের ঐপ্রকার আচরণ দেখিয়া সহ্য করিতে পারিলেন না, ভৎর্সনা করিলেন। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি এই বিষয়ে স্বরূপ-দামোদরের অভিমত জানিতে চাহিয়াছিলেন। স্বরূপ দামোদর তখন বিদ্যানিধিকে বুঝাইয়া বলিলেন—ঈশ্বরের আচার স্বতন্ত্র, লৌকিক স্মৃতির শাসনাধীন নহে। বিদ্যানিধি প্রভু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—জগন্নাথ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বীকার করিলাম, তাই বলিয়া সেবকগণ কি সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র, তাঁহারাও কি ব্রহ্ম হইলেন, মাড়যুক্ত বস্ত্র স্পর্শ করিলে হাত ধৌত করিতে হয় ইহাও কি তাঁহারা জানেন না ? সেবকগণকে কটাক্ষ করায় জগন্নাথ বলরাম রাত্রিতে স্বপ্নে আসিয়া বিদ্যানিধি প্রভুর দুই গালে দুইভাই এমনভাবে চপেটাঘাত করিলেন যে গাল ফুলিয়া গেল। এই লীলার দ্বারাও শ্রীজগন্নাথ তাঁহার সেবকগণের আচরণে দোষ দর্শন করিতে নাই ইহাই শিক্ষা দিলেন (কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ এই প্রকারে শুদ্ধ ভক্তের আচরণের দোষ দর্শন করিতে গিয়া অসুবিধায় পড়েন)। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি শ্রীজগন্নাথ বলরামের শ্রীহস্ত স্পর্শ লাভ করিয়া পরমানন্দিত হইলেন। স্বরূপ দামোদর নিজ সখা পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির ঐ প্রকার সৌভাগ্য দেখিয়া উল্লসিত হইলেন।

"বিদ্যানিধি প্রতি দেখি' স্নেহের উদয়।
আনন্দে ভাসেন দামোদর মহাশয় ॥
সখার সম্পদে হয় সখার উল্লাস।
দুইজনে হাসেন পরমানন্দ হাস ॥
দামোদর স্বরূপ বলেন,—'শুন ভাই।
এমত অদ্ভুত দণ্ড দেখি শুনি নাই ॥
স্বপ্নে আসি শাস্তি করে আপনে সাক্ষাতে।
আর শুনি নাই, সবে দেখিলুঁ তোমাতে ॥'
হেনমতে দুই সখা ভাসেন সন্তোষে।
রাত্রি দিনে না জানেন কৃষ্ণকথা-রসে ॥"

(চৈতন্যভাগবত অন্ত্য ১০।১৭৩-১৭৭)

যেকালে রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে রায় রামানন্দ পুরীতে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং রাজব্যবহারের কথা বলিয়া রাজার প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন, তৎকালে স্বরূপ দামোদরের সহিত তাঁহার প্রথম মিলন হইয়াছিল। রায় রামানন্দ প্রভু— পরমানন্দপুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, স্বরূপ দামোদর ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু—সকলের চরণ বন্দনা করিয়াছিলেন।

শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীরথযাত্রার পূর্ব্বদিবস শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণকে লইয়া যে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনলীলা করিয়াছিলেন, উক্ত লীলাতে অন্যতম মুখ্যপার্ষদরূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভু।

"নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, স্বরূপ, ভারতী, পুরী।
ইহা বিনা আর সব আনে জল ভরি ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১২।১০৯)

শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনকালে বৈষ্ণবগণের ভক্তি-কৌশল বুঝিতে না পারিয়া একজন সুবুদ্ধি সরল গৌড়ীয় বৈষ্ণব শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদ-পদ্মে অকস্মাৎ সকলের সম্মুখে জল ঢালিয়া উহা পান করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হওয়ায়

মন্দিরাভ্যন্তরে তাঁহার পাদপদ্মধৌত জলপানে পরমার্থ বিচারে কোনও দোষ হয় নাই, কিন্তু লোকশিক্ষক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যাহাতে অপর ব্যক্তি উহার অনুকরণ করিতে গিয়া ভগবচ্চরণে অপরাধী না হয়, তজ্জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। স্বরূপ দামোদরকে উক্ত গর্হিত আচরণের কথা জানাইলে, স্বরূপ দামোদর গৌড়ীয় বৈষ্ণবকে শাসন করিলেন, ঘাড়ে ধাক্কা দিয়া মন্দির হইতে বাহির করিয়া দিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া উক্ত সরল বৈষ্ণবকে ক্ষমা করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। বৈষ্ণবগণ বাহ্যতঃ কঠোর ব্যবহার প্রদর্শন করিলেও হৃদয়াভ্যন্তরে সর্ব্বদা সর্ব্বজীবের প্রতি করুণার্দ্র চিত্ত থাকেন।

শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বহস্তে ভক্তগণকে মাল্য চন্দন প্রদান করতঃ যে ৪টী সম্প্রদায়ে কীর্ত্তনীয়া বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রথম সম্প্রদায়ের কীর্তনীয়া ছিলেন শ্রীস্বরূপ দামোদর, নর্ত্তক শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য। চারি কীর্তন-সম্প্রদায়ের সহিত কুলীন গ্রামের, শান্তিপুরের ও শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় মিলিত হইয়া সাত সম্প্রদায় হইল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে দুইটী মাদল, সাত সম্প্রদায়ে ১৪টী মাদল (মৃদঙ্গ) হইল। "সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল। যার ধ্বনি শুনি' বৈষ্ণব হৈল পাগল॥" সাত সম্প্রদায়ে কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করিলেন। "যেরূপ রাসে ও মহিষীবিবাহে শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎ 'বহু বিগ্রহ' হইয়া 'প্রকাশ' হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও তদ্রূপ সেই শক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক প্রত্যেক সম্প্রদায়ে আপনাকে 'প্রকাশ' করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করিয়াছিলেন যে, 'প্রভু আমার সম্প্রদায়েই আছেন, অন্য সম্প্রদায়ে নাই'।"—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যখন উদ্দণ্ড নৃত্যের ইচ্ছা হইল, তখন সাত সম্প্রদায়কে একত্র করিয়া নয়জন গায়ন বাঁটিয়া দিয়া মুখ্য কীর্ত্তনীয়ারূপে নিয়োজিত করিলেন স্বরূপ দামোদর প্রভুকে। ভক্তগণ উচ্চ সংকীর্ত্তনানন্দে প্রমত্ত হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া বহুক্ষণ তাণ্ডব নৃত্য করিলেন। তৎপর শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদয়ে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দেশক্রমে স্বরূপ দামোদর শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদ্গত ভাব বুঝিয়া গাইতে লাগিলেন—"সেই ত পরাণনাথ পাইনু। যাহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেনু।" "তাণ্ডব নৃত্য ছাড়িয়া মহাপ্রভুর হৃদয়ে কুরুক্ষেত্র মিলনে শ্রীরাধার ভাব উদিত হইল। বহুদিন বিচ্ছেদের পর, এই গানটী স্বভাবতঃই আসিয়া উপস্থিত হইল।" —ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। বিচ্ছেদের পর মিলনের ভাব যখন উদিত হইল, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্লোক উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে লাগিলেন—

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা—
স্তে চোন্মীলিতমালতী-সুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥"
—কাব্যপ্রকাশ

'যিনি কৌমারকালে রেবানদীতীরে আমার চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন, তিনিই আমার এখন পতি হইয়াছেন; সেই মধুমাসের রাত্রিও উপস্থিত, উন্মীলিত মালতীপুষ্পের সৌগন্ধও আছে। কদম্বকানন হইতে বায়ুও মধুররূপে বহিতেছে; সুরতব্যাপারলীলাকার্য্যে আমি সেই নায়িকাও উপস্থিত, তথাপি আমার চিত্ত এ অবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়া রেবাতটস্থ বেতসীতরুতলের জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে। এই শ্লোকটী নিতান্ত হেয় নায়ক নায়িকা সম্বন্ধে বিরচিত। মহাপ্রভু ইহা যে এত আদরে পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য স্বরূপ দামোদর ব্যতীত আর কেহই জানিতেন না।'—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

"এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বার বার।
স্বরূপ বিনা অর্থ কেহ না জানে ইহার॥"
(চৈঃ চঃ ম ১৩।১২২)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উক্ত কাব্যপ্রকাশের শ্লোক শুনিয়া শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু উক্ত শ্লোকের গূঢ়ার্থ-প্রকাশক একটী শ্লোক তালপত্রে লিখিয়া গৃহের চালে গুঁজিয়া রাখিলেন। দৈববশতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু উক্ত তালপত্র দেখিতে পাইলেন, শ্লোক পাঠ করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন।

"দৈবে আসি' প্রভু যবে উর্দ্ধেতে চাহিল।
চালে গোঁজা তালপত্রে সেই শ্লোক পাইল॥

শ্লোক পড়ি' আছে প্রভু আবিষ্ট হইয়া।
রূপ গোসাঞি আসি' পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥
উঠি মহাপ্রভু তাঁরে চাপড় মারিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু কোলেতে করিয়া॥
মোর শ্লোকের অভিপ্রায় না জানে কোনজনে।
মোর মনের কথা তুঞি জানিলি কেমনে ?
এত বলি তাঁরে বহু প্রসাদ করিয়া।
স্বরূপ গোসাঞিরে শ্লোক দেখাইল লঞা॥
স্বরূপে পুছেন প্রভু হইয়া বিস্মিতে।
মোর মনের কথা রূপ জানিল কেমতে॥
স্বরূপ কহে—যাতে জানিল তোমার মন।
তাতে জানি—হয় তোমার কৃপার ভাজন॥"
(চৈঃ চঃ ম ১৩-৬৬-৭২)

শ্রীরূপ গোস্বামিকৃত শ্লোক—
'প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলী-পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥'

"হে সহচরি, আমার সেই অতিপ্রিয় কৃষ্ণ অদ্য কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইলেন, আমিও সেই রাধা; আবার আমাদের উভয়ের মিলনসুখও তাই বটে; তথাপি এই কৃষ্ণের বনমধ্যে ক্রীড়াশীল মুরলীর পঞ্চমসুরে আনন্দপ্লাবিত কালিন্দীপুলিনগত বনের জন্য আমার চিত্ত স্পৃহা করিতেছে।"—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীমন্মহাপ্রভু জগন্নাথ মন্দিরকে কুরুক্ষেত্র এবং গুণ্ডিচামন্দিরকে বৃন্দাবন দর্শন করিয়া গোপীভাবে বিভাবিত হইয়া রথাকর্ষণ করিয়াছিলেন। রথা-কর্ষণের সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে ভাবসমূহের প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা স্বরূপ দামোদরই অনুভব করিয়া-ছিলেন।

"এই সব অর্থ প্রভু স্বরূপের সনে।
রাত্রিদিনে ঘরে বসি করে আস্বাদনে॥
নৃত্যকালে সেইভাবে আবিষ্ট হঞা।
শ্লোক পড়ি নাচে জগন্নাথ-মুখ চাঞা॥
স্বরূপ গোসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন।
প্রভুতে আবিষ্ট যাঁর কায়, বাক্য, মন॥
স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভুর নিজেন্দ্রিয়গণ।
আবিষ্ট হঞা করে গান আস্বাদন॥"
(চৈঃ চঃ ম ১৩৷১৬১-১৬৪)

শ্রীজগন্নাথদেব দ্বারকায় বিহার করেন, বৎসরে একবার বৃন্দাবনে যাইতে ইচ্ছা করেন; এজন্য শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা শ্রীজগন্নাথমন্দির (দ্বারকা) হইতে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির (বৃন্দাবন) পর্য্যন্ত। বৃন্দাবন যাত্রাকালে লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে লইয়া যান না, কারণ লক্ষ্মীদেবীর বৃন্দাবনলীলায় অধিকার নাই, অধিকার গোপীগণের, গোপীশ্রেষ্ঠ রাধিকার। "স্বরূপ কহে—শুন প্রভু কারণ ইহার। বৃন্দাবন-ক্রীড়াতে লক্ষ্মীর নাহি অধিকার॥ বৃন্দাবনলীলায় কৃষ্ণের সহায় গোপীগণ। গোপীগণ বিনা কৃষ্ণের হরিতে নারে মন॥"—চৈঃ চঃ ম ১৪৷১২২-১২৩। "গোপীগণমধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধাঠাকুরাণী। নির্ম্মল উজ্জ্বল রস-প্রেমরত্ন-খনি॥" —চৈঃ চঃ ম ১৪৷১৬০। শ্রীজগন্নাথদেব লক্ষ্মীদেবীকে 'কালই আসিব' এই বলিয়া রথযাত্রায় বাহির হইয়া ফিরিতে বিলম্ব করায় লক্ষ্মীদেবীর ক্রোধ হইল, তিনি নিজ সম্পত্তি সাজাইয়া প্রিয়ের উপর আক্রমণ করিতে গেলেন, লক্ষ্মীদেবীর পরিচারিকাগণ শ্রীজগন্নাথদেবের ভৃত্যগণকে বাঁধিয়া লক্ষ্মীর চরণে আনিয়া ফেলিলেন। এইপ্রকার অদ্ভুত মান ত্রিজগতে কুত্রাপি শ্রুত হয় না। লক্ষ্মীর মান অপেক্ষা গোপী-মানের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তদপেক্ষা রাধিকার মানের সর্ব্বোত্তমতা রহিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু গোপীর মানের প্রকার ও রাধিকার মানের কথা শুনিতে চাহিলে স্বরূপ দামোদর প্রভু বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়া শুনাইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু পরম সুখ লাভ করিলেন। স্বরূপ দামোদর প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদয়বেত্তা হওয়ায় সর্ব্বকালে সর্ব্ববিধভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্তোষ বিধান করিয়াছেন।

হালিসহরবাসী খঞ্জ শ্রীভগবান্ আচার্য্যের সহিত স্বরূপ দামোদরের সখ্যভাব ছিল। "পুরুষোত্তমে প্রভুপাশে ভগবান্ আচার্য্য। পরম বৈষ্ণব তেঁহো সুপণ্ডিত আর্য্য॥ সখ্যভাবাক্রান্ত-চিত্ত, গোপ-অবতার। স্বরূপ-গোসাঞি-সহ সখ্য ব্যবহার॥ একান্তভাবে আশ্রিয়াছেন চৈতন্যচরণ। মধ্যে মধ্যে প্রভুরে তেঁহো করেন নিমন্ত্রণ॥"—চৈঃ চঃ অ ২৷৮৪-৮৬। ভগবান্

আচার্য্য অত্যন্ত উদার সরল বৈষ্ণব হইলেও, তাঁহার পিতা শতানন্দ খাঁ অত্যন্ত বিষয়ী এবং তাঁহার ছোট ভাই গোপাল ভট্টাচার্য্য মায়াবাদী ছিলেন। গোপাল ভট্টাচার্য্য পুরীতে আসিয়া তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত মিলিত হইলে সরল বৈষ্ণব ভগবান্ আচার্য্য স্বরূপ দামোদরকে গোপাল ভট্টাচার্য্যের নিকট বেদান্তভাষ্য শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু স্বরূপ দামোদর প্রভু প্রেমক্রোধ প্রকাশ করিয়া মায়াবাদ শাঙ্করভাষ্য শ্রবণ করিতে নিষেধ করিলেন।

"স্বরূপ গোসাঞিরে আচার্য্য কহে আর দিনে।
বেদান্ত পড়িয়া গোপাল আইসাছে এখানে॥
সবে মিলি আইস, শুনি 'ভাষ্য' ইহার স্থানে।
প্রেমক্রোধ করি' স্বরূপ বলয় বচনে॥
বুদ্ধিভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে॥
বৈষ্ণব হঞা যেবা শারীরক-ভাষ্য শুনে।
সেব্য-সেবকভাব ছাড়ি আপনারে ঈশ্বর মানে॥
মহাভাগবত যেই, কৃষ্ণ প্রাণধন যাঁর।
মায়াবাদ শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তাঁর॥
আচার্য্য কহে—'আমা সবার কৃষ্ণনিষ্ঠ চিত্তে।
আমা-সবার মন ভাষ্য নারে ফিরাইতে॥'
স্বরূপ কহে—"তথাপি মায়াবাদ শ্রবণে।
'চিৎ ব্রহ্ম, মায়া মিথ্যা'—এইমাত্র শুনে॥
জীবজ্ঞান—কল্পিত, ঈশ্বরে—সকল অজ্ঞান।
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মন-প্রাণ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।৯২-৯৯)

বঙ্গদেশীয় একজন বিপ্র যদ্বা তদ্বা কবি একটী নাটক লিখিয়া ভগবান্ আচার্য্যকে শুনাইলে ভগবান্ তাহার সম্বন্ধে স্বরূপ দামোদরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কারণ স্বরূপ দামোদরের অনুমতি হইলেই উহা মহাপ্রভুর নিকট উপস্থাপিত হইত। অনেক বৈষ্ণব উক্ত নাটক লেখার প্রশংসা করিলেন। ভগবান্ আচার্য্যের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় স্বরূপ দামোদর উক্ত লেখা শুনিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু উক্ত নাটকের নান্দী শ্লোকেতেই স্বরূপ দামোদর ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ দোষসমূহ প্রদর্শন করিলেন। শুনিয়া সকলে চমৎকৃত হইলেন। বৈষ্ণব হইলেও ভক্তিসিদ্ধান্তবোধ সকলের হয় না। স্বরূপ দামোদর সেই বিপ্র-কবির দুঃখ দেখিয়া তাহার প্রতি সদয় হইয়া উপদেশ করিলেন—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ'।
তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ॥"

(চৈঃ চঃ অ ৫।১৩১-১৩২)

শ্রীভগবান্ আচার্য্যের গৃহেই ছোট হরিদাস মাধবী দেবীর নিকট হইতে সূক্ষ্ম তণ্ডুল ভিক্ষা উপলক্ষে প্রকৃতি সম্ভাষণ করায় মহাপ্রভু তাঁহাকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। ছোট হরিদাস দুঃখে আহার ত্যাগ করিলেন। মহাপ্রভু বজ্রের ন্যায় কঠোরতা প্রকাশ করিলে স্বরূপ দামোদর অনেক বুঝাইয়া ছোট হরিদাসকে অন্ন গ্রহণ করাইয়াছিলেন। পরে অবশ্য মহাপ্রভুর কৃপা না হওয়ায় বৎসরান্তে ছোট হরিদাস প্রয়াগে যাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

যেকালে শ্রীসনাতন গোস্বামীর মথুরা হইতে একাকী ঝারিখণ্ডপথে পুরুষোত্তমধামে আসিতে শরীরে পাঁচড়া হইয়াছিল, পুরীতে আসিয়া শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কুটীরে ছিলেন, মহাপ্রভু তাঁহার কণ্ডুরসাযুক্ত শরীর পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করায় তিনি দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভু তাঁহার (সনাতনের) শরীর তাঁহার নিজ ধন বলিয়া তাঁহাকে আত্মহত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তৎকালে চাতুর্ম্মাস্যের সময় অন্যান্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ও স্বরূপ দামোদরের সহিত তিনি মিলিত হইয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজের

অপ্রকটলীলাবিষ্কার

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

আমাদের মর্ম্মান্তিক দুঃখের বিষয় যে, গত ৬ই দামোদর (গৌরাব্দ ৪৯৮), ২৮শে আশ্বিন (বঙ্গাব্দ ১৩৯১), ইং ১৫ই অক্টোবর (১৯৮৪) সোমবার কৃষ্ণ-ষষ্ঠী (কৃষ্ণপঞ্চমী দি ১০।৫৯, পরে ষষ্ঠী)—শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের তিরোভাব-তিথি পূজাবাসরে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় অস্মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের পরম প্রিয়তম স্নেহপাত্র— শেষ সন্ন্যাসী শিষ্য—আমাদের সতীর্থবর পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ মেদিনীপুর সহরস্থিত শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠে তদাশ্রিত— মঠবাসী ভক্তবৃন্দের সম্মিলিত কণ্ঠনিঃসৃত মহাসঙ্কীর্ত্তন-মধ্যে সজ্ঞানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জিউর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রকটলীলাকালীয় শুভেচ্ছানুসারে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ সদাশয় সজ্জনপ্রবর শ্রীরঘুনাথ বাবু প্রদত্ত পুষ্পমাল্য-পতাকাদি দ্বারা সুসজ্জিত বাষ্পীয় যানযোগে বরাবর শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থিত তদীয় শ্রীচৈতন্যভাগবত মঠে আনয়নপূর্ব্বক শ্রীশ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামিপাদের সৎক্রিয়াসারদীপিকা গ্রন্থের পরিশিষ্ট 'সংস্কার-দীপিকা' গ্রন্থের বিধানানুসারে শ্রীধামমায়াপুরস্থ আমাদের সকল মঠের প্রধান প্রধান বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সমুপস্থিতিতে মহাসঙ্কীর্ত্তনমুখে সমাধিস্থ করা হইয়াছে। ১৬ই অক্টোবর সকাল ৬ ঘটিকায় শ্রীঅঙ্গ লইয়া মেদিনীপুর হইতে শ্রীধামমায়াপুর যাত্রা করা হইয়াছিল।

পূজ্যপাদ মহারাজ তৎসম্পাদিত 'শ্রীশ্রীভাগবত-গীতামৃত' গ্রন্থে তাঁহার স্বরচিত 'শ্রীগুরুকৃপালাভ' শীর্ষক গীতামৃতে লিখিয়াছেন—

"সদ্‌গুরু সম্বন্ধ আর ভাগবতগাথা।
পুরীধামে গিয়া আমি পাইনু সর্ব্বথা ॥
জগন্নাথ দীনবন্ধু পতিতপাবন।
আমা' আকর্ষিয়া দিলা সদ্‌গুরুচরণ ॥
গুরু বিনা গতি নাই জানিনু যখন।
সদ্‌গুরুর অন্বেষণে ছুটিনু তখন ॥
জগন্নাথধামে মোর শ্রীগুরুচরণ।
তেরশ' তেত্রিশ সালে পাইনু দরশন ॥

* * *

ওঁ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী বিষ্ণুপাদ।
তিনিই আমার গুরু শ্রীল প্রভুপাদ ॥
শ্রীপুরুষোত্তমধাম তাঁর জন্মস্থান।
শ্রীভক্তিবিনোদগৃহে আবির্ভূত হন ॥
মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী বারশ আশি সাল।
শুক্রবার অপরাহ্ন প্রকটের কাল ॥"

তাঁহার উক্ত স্বরচিত কবিতা হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি— তিনি সদ্‌গুরুচরণান্বেষণে শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে আসিয়া সাক্ষাৎ জগদীশ্বর শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হন। শরণাগত-বৎসল পরমকরুণাময় শ্রীজগন্নাথদেবই তাঁহাকে সদ্‌গুরুর সন্ধান মিলাইয়া দিলেন—অচিরেই তাঁহাকে তদভিন্ন-প্রকাশবিগ্রহ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করিলেন—

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥" —চৈঃ চঃ আ

পূজ্যপাদ মহারাজ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাঁথি মহকুমায় দুরমুঠ নামক একটি পল্লীগ্রামস্থ এক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ 'পাণ্ডা' উপাধিবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-পরিবারে প্রকটলীলা আবিষ্কার করেন। ভগবদ্ভক্ত মাতাপিতা শিশুকাল হইতেই পুত্ররত্নের স্বভাবসিদ্ধ ভগবদনুরাগ দর্শনে অতীব বিস্ময়ান্বিত হইয়া শ্রীভগবৎপাদপদ্মে সর্ব্বদাই বালকের ভক্তিময় দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতেন। যথাসময়ে তাঁহার বিদ্যাভ্যাসপর্ব্ব আরম্ভ হইল। বালকের অসামান্য প্রতিভা দর্শনে শিক্ষক ও অভিভাবক সকলেই মুগ্ধ হইতেন। কএক বৎসর এইরূপ বিদ্যানুশীলন করিতে করিতে বালকের স্বতঃসিদ্ধ ভগবদ্‌ভজন-স্পৃহা অত্যন্ত প্রবলা হইয়া উঠিল। তিনি যেন ভগবৎপ্রেরিত হইয়াই শ্রীপুরুষোত্তমধামে গমন করতঃ তথায় শ্রীপুরুষোত্তম জগন্নাথদেবের অপার কৃপায় তন্নিজজন সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ের সৌভাগ্য

লাভ করিলেন। বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীহরি তাঁহার ভক্তের অন্তরের বাঞ্ছা কখনও অপূর্ণ রাখেন না, শীঘ্র শীঘ্রই পূরণ করিয়া দেন।

১৩৩৩ বঙ্গাব্দে বা ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীধাম মায়াপুরে পরমমঙ্গলময় শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিপূজা-শুভবাসরে শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র ও ইষ্টমন্ত্র দীক্ষালাভের পর তিনি শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী নামে অভিহিত হন। তাঁহার শ্রীগুরুভক্তি ও শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় ঐকান্তিকী নিষ্ঠাদর্শনে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তৎপ্রতি বিশেষ স্নেহাকৃষ্ট হন। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের (ব্রহ্মচারী নাম শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী) শ্রীহরিনাম ও মন্ত্রদীক্ষাও ঐ একই দিনে একই স্থানে একই সময়ে হইয়াছিল। পূজ্যপাদ মহারাজ দীক্ষালাভের পর শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠের মূল মন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজিউর ত্রিসন্ধ্যা অর্চ্চনাদি সেবা বিশেষ নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করতঃ উক্ত মঠস্থ পরবিদ্যা-পীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি শাস্ত্রও সবিশেষ অধ্যবসায় সহকারে অধ্যয়ন করিতেন। নিদ্রালস্য প্রজল্পাদিতে বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া শ্রীগুরুদত্ত ভজনক্রিয়ানুষ্ঠানে, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা ও শ্রীগীতা-ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রানুশীলনে তিনি নিখিলকাল যাপন-পূর্ব্বক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যের মহদাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে তিনি শ্রীচৈতন্যমঠের কলিকাতা, ঢাকা, পাটনা, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, কুরুক্ষেত্রাদি স্থানস্থিত বিভিন্ন শাখা মঠের বহু দায়িত্বপূর্ণ সেবাকার্য্যও সুষ্ঠুরূপে সুসম্পন্ন করিয়া শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অশেষ কৃপাশীর্ভাজন হইয়াছেন। প্রভুপাদ তাঁহাকে কৃপাপূর্ব্বক ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসবেষ প্রদান করিয়া তাঁহার সন্ন্যাসনাম রাখিয়াছিলেন—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তি-বিচার যাযাবর মহারাজ। পরম নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক পূত চরিত্র তিনি, শান্ত সৌম্য মধুর মূর্ত্তি তাঁহার, সকলের সহিতই ছিল তাঁহার সরলতাপূর্ণ অমায়িক ব্যবহার। মঠস্থ বৈষ্ণবগণ এবং আগন্তুক ভগবৎকথাশ্রবণেচ্ছু সজ্জনগণ তাঁহার শ্রীমুখে সরলভাষায় সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্বের সচ্ছাস্ত্রসিদ্ধান্ত-শ্রবণে খুবই আকৃষ্ট হইতেন। অতি সুকণ্ঠ ছিলেন তিনি। তাঁহার মধুমাখা কণ্ঠের মধুময়ী মহাজনগীতি শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ খুবই মুগ্ধ ও আকৃষ্টচিত্ত হইতেন। কৃষ্ণভক্তে 'কৃষ্ণগুণ সকলি সঞ্চরে'। বস্তুতঃ তিনি বৈষ্ণবোচিত অশেষগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। শাস্ত্রের সুকঠিন দার্শনিকতত্ত্ব সমূহ তিনি এমন সুন্দর সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করিতেন যে, তাঁহার শ্রীমুখের অপূর্ব্ব ভাষণ বা গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করতঃ পণ্ডিত অপণ্ডিত —সর্ব্ববিধ শ্রোতাই অতীব মুগ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ শ্রবণাকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিতেন। দক্ষিণ কলিকাতাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আহূত বিদ্বজ্জনমণ্ডিত মহতী সভাস্থলে দেখিয়াছি, পূজ্যপাদ যাযাবর মহারাজের বক্তৃতা সভাপতি, প্রধান অতিথি ও সারগ্রাহী শ্রোতৃবৃন্দ—সকলেরই চিত্ত বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে।

তিনি তাঁহার অসুস্থাভিনয় অবস্থাতেও তাঁহার সুপণ্ডিত শিষ্যগণের সহায়তায় কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তৎসম্পাদিত গ্রন্থসমূহের অন্যতম 'শ্রীশ্রীভাগবতগীতামৃত' নামক গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় ধারায় তাঁহার স্বরচিত কএকটি গীতি প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে গীতা ও ভাগবত চতুঃশ্লোকীর কবিতাকারে সরল ব্যাখ্যা খুবই প্রণিধানযোগ্য।

আজ সত্য সত্যই তাঁহার ন্যায় একজন পরমভক্ত সুহৃদ্ বরকে হারাইয়া হৃদয়খানিকে বড়ই শূন্য বলিয়া মনে করিতেছি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগৎ ক্রমেই ভক্তি রসপাত্র ভক্তভাগবত শূন্য হইয়া পড়িতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর সারগ্রাহী বক্তা ও শ্রোতা কমিয়া যাওয়া জগতের পক্ষে মহাক্ষতি—মহাদুর্দ্দিন—মহাদুর্দ্দৈব। এ ক্ষতি যেন অপূরণীয়, এ দুর্দ্দিনের অবসানে সুদিনের সমাগম যেন সুদূর পরাহত। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাঁহার যে সমস্ত নিজজনকে আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার নিত্যলীলায় প্রবেশ করাইতেছেন, তিনিই আবার কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে মধ্যে মধ্যে এই মর্ত্তধামে না পাঠাইলে মায়াকবলিত জগজ্জীবের এ দুর্দ্দিন আর কিছুতেই অপগত হইবার নহে। ঠাকুর হরিদাসের অপ্রকটলীলাবিষ্কারে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু তদ্‌বিরহ-বিহ্বল হইয়া বলিয়াছিলেন—

'কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গ ভঙ্গ॥

হরিদাস আছিল পৃথিবীর রত্নশিরোমণি।
তাঁহা বিনা রত্ন শূন্যা হৈল মেদিনী ॥'

বস্তুতঃ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজপ্রমুখ ভুবনপাবন বৈষ্ণবগণের শূন্যস্থান যেন অপূর্ণই থাকিয়া যাইতেছে। তাঁহাদের তুলনা তাঁহারাই। তাঁহাদের স্থান কেবল তাঁহারাই আসিয়া পূরণ করিতে পারেন।

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সহিত পূজ্যপাদ যাযাবর গোস্বামিমহা-রাজের বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। পূজ্যপাদ মাধব গোস্বামি-পাদের দক্ষিণ কলিকাতা মঠে শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক-যাত্রা ও জন্মাষ্টমী উপলক্ষে প্রত্যব্দ পাঁচ পাঁচ দিন করিয়া যে দশদিবসব্যাপী বার্ষিক উৎসবের বিশেষ ব্যবস্থা আছে, তাহাতে প্রত্যহ পূজ্যপাদ যাযাবর মহা-রাজের অমৃতবর্ষী সুমধুর ভাষণ ও কীর্ত্তন সকলেরই হৃৎকর্ণরসায়ন হইত। প্রকটলীলার শেষের দিকে অসুস্থাভিনয়কালেও তাঁহার ভগ্নস্বরে প্রদত্ত ভাষণও শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। শ্রীধামমায়াপুরে পূজ্যপাদ মাধব মহারাজের মঠের সান্নিধ্যেই দক্ষিণ দিকে পূজ্যপাদ যাযাবর মহারাজের শ্রীচৈতন্যভাগবত মঠ অবস্থিত। মেদিনীপুর শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠেও তাঁহারা বহুদিন একসঙ্গে থাকিয়াই বিপুল উদ্যমে প্রচারকার্য্য করিয়াছেন। পূজ্যপাদ মাধব মহারাজ পুরীধামে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থান উদ্ধার করতঃ তথায় শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসবের আয়োজন করিলে পূজ্যপাদ যাযাবর গোস্বামি মহারাজ সেই উৎসবে অসুস্থাভিনয়সত্ত্বেও পরমোল্লাসে যোগদানপূর্ব্বক ওজস্বিনীভাষায় ভাষণাদি দান করতঃ উপস্থিত শ্রোতৃ-বৃন্দ সকলকেই আনন্দসমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়াছেন। পূজ্যপাদ মাধব মহারাজের সকল মঠেরই বিশেষ বিশেষ উৎসবে তিনি আহূত হইয়া তৎসঙ্গদানে সপরিকর সর্ব্ব সতীর্থকেই আনন্দ প্রদান করিতেন। বিশেষতঃ কলিকাতা মঠে তিনি উৎসবকাল ব্যতীত অনেক সময়েই আসিয়া আমাদিগকে তাঁহার সুদুর্লভ সঙ্গলাভের সৌভাগ্য প্রদান করিতেন। আজ তাঁহার তত্তৎকালীয় সেই সকল অন্তর্হৃদয়ের নিষ্কপট স্নেহ-সম্ভাষণ স্মরণ করিতে হৃদয় বড়ই ব্যাকুলিত—উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে। আমরা তাঁহাকে পরমা-রাধ্য প্রভুপাদের বড় আদরের—হার্দ্দ্য স্নেহের 'কনিষ্ঠ সন্তান' রূপে দর্শন করিতাম। অপ্রকটকালে তাঁহার বয়ঃক্রম আনুমানিক ৭৮ এইরূপ হইয়াছিল। তিনি আমা অপেক্ষা বয়সে কিছু কনিষ্ঠ হইলেও জ্ঞানে গুণে ভজনে সাধনে তিনি আমা অপেক্ষা কোটি কোটি গুণে গরিষ্ঠ—বরিষ্ঠ। হায়, তিনি এত শীঘ্র আমাদিগকে চির দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করিয়া যাইবেন, তাহা দুর্ভাগ্যবশতঃ ভাবিয়া উঠিতে পারি নাই। তাই তাঁহার শেষ দর্শন হইতেও চিরবঞ্চিত হইলাম। সতীর্থ—সকলকেই তিনি অবশ্য সমদৃষ্টিতে দেখি-তেন, তথাপি মাদৃশ দীনদরিদ্র হতভাগ্য জীবাধমের প্রতি তাঁহার স্নেহময়ী দৃষ্টি যেন অধিক পরিমাণেই ছিল। যাহা হউক, অদোষদরশী বৈষ্ণবরাজ তিনি, আমার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কৃত সকল ত্রুটী বিচ্যুতি সংশোধন করিয়া লইয়া আমাকে অমায়ায় কৃপা করুন, ইহাই তচ্চরণে আমার সকাতর প্রার্থনা। পরমারাধ্য প্রভুপাদের নিজজন তিনি, প্রভুপাদ তাঁহাকে অবশ্যই শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলায় প্রবেশাধিকার প্রদান করিয়াছেন। এ অধমের জন্যও তিনি যেন করুণাময় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে তাঁহার নিষ্কপট কৃপা-কটাক্ষ প্রার্থনা করেন।

পরমারাধ্য প্রভুপাদের অপ্রকট লীলাবিষ্কারের পর সতীর্থগণের মধ্যে পরস্পর মতানৈক্যবশতঃ তাঁহাদের সঙ্ঘবদ্ধভাব শিথিলীভূত হইয়া পড়ায় বিভিন্ন Group বা দলের সৃষ্টি হইলেও পূজ্যপাদ মহারাজ তাঁহার সমস্ত জীবনব্যাপীই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট "আপনারা সকলেই এক অদ্বয় জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে মিলে-মিশে থাকবেন"—এই বাণীর অনুসরণ কি করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে, তদ্বিষয়ে চিন্তা ও নিজ সামর্থ্যা-নুযায়ী চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার নামভজননিষ্ঠাও খুবই আদর্শস্থানীয়। অত্যন্ত অসুস্থাভিনয়ের মধ্যেও তিনি প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। পরমারাধ্য

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ—উভয় মহাজনই নামে রুচির তারতম্য অনুসারে বৈষ্ণবতার তারতম্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নামভজননিষ্ঠা শূন্য রাগানুগা ভক্তির অভিনয়কে তাঁহারা কখনই রাগভক্তি বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঠমন্দিরাদি আজ তাঁহার অভাবে খুবই নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে, আমরাও তাঁহার ন্যায় বৈষ্ণবসুহৃদের অভাবে খুবই ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছি। তিনি অলক্ষ্যে থাকিয়া তদাশ্রিত জনগণকে শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক পুনরুজ্জীবিত করুন, আমাদিগের উপরও কৃপা-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া আমাদিগকে ভজনোৎসাহ প্রদান করুন, ইহাই তচ্চরণে একান্ত প্রার্থনা। পূজ্যপাদ মাধব গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার সতীর্থ সুহৃদুত্তম; তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্যবর্গ, তাঁহার স্থলাভিষিক্ত বর্ত্তমান মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য—সকলেই পূজ্যপাদ যাযাবর গোস্বামিপাদের স্নেহপাত্র। তাঁহারা সকলেই তাঁহার বিরহকাতর হইয়া তাঁহার কৃপাপ্রার্থী। তিনি সকলের প্রতিই তাঁহার নিত্যধাম হইতে স্নেহাশীষ বর্ষণ করুন, ইহাই সকলেরই সকাতর প্রার্থনা।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে মাসাধিকব্যাপী অনুষ্ঠান

[১৮ আশ্বিন, ১৩৯১ ; ৫ অক্টোবর, ১৯৮৪ শুক্রবার হইতে
২২ কার্ত্তিক, ৮ নভেম্বর বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত]

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপা-প্রার্থনামুখে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা এবং শ্রীব্রজধামে দামোদরব্রত পালন উপলক্ষে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মাসাধিক ব্যাপী ভক্ত্যনুষ্ঠান ১৮ আশ্বিন, ৫ অক্টোবর শুক্রবার হইতে ২২ কার্ত্তিক, ৮ নভেম্বর বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত সুসম্পন্ন হইয়াছে। পরিক্রমার প্রারম্ভিক কার্য্যের সহায়তার জন্য কলিকাতা মঠ হইতে শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী আদি ৪ মূর্ত্তি ৪ঠা অক্টোবর বৃন্দাবন মঠে যাইয়া অগ্রিম পৌঁছেন। কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ শতাধিক ভক্ত রিজার্ভ বাসে ও ট্যাক্সি আদি যোগে ৪ঠা অক্টোবর হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছেন। তুফান এক্সপ্রেসে তিনটি থ্রি টায়ার কোচে এবং একটি অতিরিক্ত কোচে যাত্রিগণের বার্থ রিজার্ভেসন ছিল। তুফান এক্সপ্রেস্ হাওড়া ষ্টেশন-প্ল্যাটফরমে আসিয়া পৌঁছিলে পর দেখা গেল, তাহাতে অতিরিক্ত কোচের কোন ব্যবস্থা নাই। ৭৫ জন যাত্রিগণের উক্ত কোচে বার্থ রিজার্ভ ছিল। সঙ্গে সঙ্গেই হাওড়া ষ্টেশনের রেল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট যাইয়া উহা জানানো হয়। রেল কর্ত্তৃপক্ষ ফোন করিয়া জানান যে, উক্ত অতিরিক্ত কোচ বাতিল করা হইয়াছে। অথচ তৎপূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত রেলবিভাগ আমাদিগকে জানাইয়াছেন আপনাদের রিজার্ভেসন সব ঠিক আছে। তাঁহারা পুরা টাকা লইয়া রসিদ দিয়াছেন। কিন্তু ট্রেণ ছাড়িবার আধা ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁহারা জানাইলেন অতিরিক্ত কোচ বাতিল হইয়াছে। তাঁহারা যাত্রিগণের অবর্ণনীয় ক্লেশ, অর্থদণ্ড, মানসিক অশান্তি এবং যথাসময়ে আগ্রায় না পৌঁছিলে তথাকার ব্যবস্থা বিপর্য্যয়, ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার ব্যবস্থা বিপর্য্যয় কোন কিছুই চিন্তা করিলেন না! এইপ্রকার অসহানুভূতিসূচক অবিবেচনাপ্রসূত কার্য্য আমরা রেল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আশা করিতে পারি নাই। আজকাল রেল শাসন-বিভাগে বিশৃঙ্খলা অতিরিক্ত হইয়াছে। যাঁহারা থ্রি টায়ার বার্থ রিজার্ভ কোচে যান, তাঁহারা উক্ত ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়া থাকেন। রিজার্ভ কোচে আন-রিজার্ভ যাত্রিগণেরই দাপট দেখা যায়। চেকার উঠিলেও রিজার্ভ প্যাসেঞ্জারের অসুবিধার দিকে দৃক্পাত করেন না, কেবল রিজার্ভ প্যাসেঞ্জারের টিকেট চেক্ করিয়া চলিয়া যান। আজকাল অধি-

কাংশ ব্যক্তিগণের মধ্যে অর্থলোলুপতা, সংকীর্ণ স্বার্থপরতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তাঁহারা অপর ব্যক্তিগণের দুঃখ ও অসুবিধার কথা একবারও চিন্তা করেন না।

যে সকল যাত্রিগণের থ্রি টায়ার কোচে রিজার্ভ ছিল, তাহারা প্রায় ত্রিশমূর্ত্তি তুফান এক্সপ্রেসে উক্ত দিবস রওনা হইয়া যান। অবশিষ্ট ৭৫ মূর্ত্তি ও আরও ৯ মূর্ত্তি অত্যন্ত নৈরাশ্যভাবে দুঃখিতান্তঃকরণে হাওড়া প্ল্যাটফরমে বসিয়া থাকেন। কলিকাতা মঠের শ্রীমৎ নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী এবং বন্ধুপ্রবর শ্রীমনসা দে ভক্তগণের এই দুরবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হন। তাঁহারা কোনরকম বিকল্প ব্যবস্থা করা যায় কিনা তজ্জন্য ফেয়ারলি প্লেসে ইষ্টার্ণ রেলের হেড অফিসে পৌঁছেন। রেলের হেড অফি-সের কর্ত্তৃপক্ষ অতিরিক্ত কোচ বাতিল হওয়ার সংবাদে দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। শাসনবিভাগের ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশকে অমান্য করা নিম্নস্তরের তথা-কথিত কর্ম্মচারিগণ বাহাদুরীর কার্য্য মনে করেন! এইজন্য সর্ব্বত্র শাসন ব্যবস্থায় বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। আমরা স্বাধীন হইয়াছি বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করি; কিন্তু স্বাধীনতা শব্দের অর্থ যদি চরম উচ্ছৃঙ্খলতা হয়— পুত্র-কন্যা পিতামাতাকে মানিবে না, ছাত্র অধ্যাপক মানিবে না, নিম্নস্থ ব্যক্তি ঊর্দ্ধতন অধিক দায়িত্বশীলকার্য্যে নিয়োজিত ব্যক্তিকে মানিবে না, গুরুস্থানীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিব, সবকিছু নিয়ম-নীতি শালীনতা কিছুই মানিব না, ইহাই যদি অর্থ হয়, তাহা হইলে সেই স্বাধীনতার নাভি-শ্বাস হইতে রেহাই পাইলে আমরা স্বস্তি অনুভব করিব। ইষ্টার্ণ রেলের ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ 'পূজা স্পেশাল' ট্রেণে হাওড়া হইতে টুণ্ডলা পর্য্যন্ত যাত্রিগণের যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দেন। ভাগ্যক্রমে উক্ত তারিখে পূজা স্পেশাল ট্রেণের ব্যবস্থা ছিল। পূজা স্পেশাল ট্রেণ হাওড়া ষ্টেশন হইতে অপরাহ্ন পৌণে ৪টায় ছাড়ে এবং পরদিবস অপরাহ্ন ২-৩০টায় টুণ্ডলা ষ্টেশনে পৌঁছে।

টুণ্ডলা স্থানটি সম্বন্ধে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা পূর্ব্বে ছিল না। আমরা মনে করিয়াছিলাম, টুণ্ডলাতে বাস রিজার্ভেসন করিয়া মথুরা যাওয়া যাইবে; কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও বাস রিজার্ভেসনের জন্য পাওয়া গেল না। অগত্যা যাত্রিগণকে মালপত্র বহন করিয়া অন্য প্ল্যাটফরমে যাইয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেণে উঠিতে হয়। তথায় ওভার ব্রিজে উঠিয়া মালপত্র বহনে ব্রহ্মচারিগণের খুবই কষ্ট হয়। প্যাসেঞ্জার ট্রেণ সন্ধ্যা ৬টার পরে ছাড়িয়া কূর্ম্মগতিতে চলিয়া রাত্রি ৮টার পর আগ্রা ক্যাণ্টে পৌঁছে। আগ্রা ক্যাণ্ট হইতে সঙ্গে সঙ্গে মথুরার ট্রেণ ছিল। কিন্তু আগ্রা ক্যাণ্টে টিকেট কাউণ্টারে টিকেট করিতে গেলে টিকেট কাউণ্টারের অফিসার টিকেট দিতে রাজি হন না, বলেন অনেক টিকেট দেওয়া হইয়াছে, উক্ত গাড়ীতে আপনারা উঠিতে পারিবেন না। আপনারা বাস রিজার্ভ করিয়া মথুরায় যান। শ্রীমঠের প্রেসিডেণ্ট ও আচার্য্য শ্রীমৎ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এইকথা শুনিবামাত্র শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মচারী (ব্যোমকেশ সরকার) ও শ্রীকৃষ্ণপদ ব্যানার্জ্জি মহোদয়কে সঙ্গে লইয়া বাস রিজার্ভেসনের জন্য আগ্রা ক্যাণ্ট সহরে ছুটিয়া যান এবং একটি ৬০ সিটের প্রাইভেট বাস অতিরিক্ত ভাড়ায় রিজার্ভ করেন। বাসটি আগ্রা ক্যাণ্ট ষ্টেশনে পৌঁছিলে ব্রহ্মচারিগণের সেখানেও মালপত্র বহন করিয়া ওভার ব্রিজের উপর দিয়া ষ্টেশন প্ল্যাটফরমের বাহিরে বাসে উঠাইতে অবর্ণনীয় কষ্ট হয়। বাস ছাড়িবার পূর্ব্বে ড্রাইভার আরও অতিরিক্ত অর্থ দাবি করে, নতুবা বাস ছাড়িবে না। এত কষ্ট করিয়া বাসে মালপত্র উঠাইবার পর এবং যাত্রিগণ বাসে বসিবার পর এই ধরণের কথা বলার অর্থ কি? এইজন্য পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—আজকাল অধিকাংশ মনুষ্য অর্থলোলুপ হইয়া পড়িয়াছে। অর্থ ছাড়া তাহারা কিছুই বুঝে না। ঈশ্বর বিশ্বাসের অভাব ও ধর্ম্মহীন-তার বিষক্রিয়া সমাজের সর্ব্বস্তরে অনুভূত হইতেছে। বাধ্য হইয়া আমরা আরও অতিরিক্ত অর্থ দিতে স্বীকৃত হইলাম। বাহিরে চলাফেরা আজকাল খুবই দুর্ব্বিষহ হইয়াছে।

উক্ত দিবস রাত্রি ১২-৩০টার পর আমরা মথুরায় যমুনার তটবর্ত্তী বাঙ্গালীঘাটস্থ ভিওয়ানি ধর্ম্মশালায় পৌঁছিলাম। আমরা তুফান এক্সপ্রেসে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট আগ্রা ক্যাণ্টে না পৌঁছায় বৃন্দাবন মঠ হইতে যাঁহারা দুইটী বাস রিজার্ভ করিয়া আমাদিগকে আগ্রা ক্যাণ্ট

হইতে লইবার জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহারা হতাশ হইলেন। আগ্রা ক্যাণ্টে আমরা না পৌঁছায় রিজার্ভ বাস একটি সম্পূর্ণ খালি মথুরায় প্রত্যাবর্তন করে, অপর রিজার্ভ বাসে কিছু যাত্রী আসে। মঠের অযথা অর্থদণ্ড হয়। সকলেই উদ্বিগ্ন হইলেন কি করিয়া ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা হইবে। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় আমরা অধিক রাত্রিতে মথুরার ধর্ম্মশালায় পৌঁছিলে সকলে নিশ্চিন্ত ও পরমোল্লসিত হন।

উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, চণ্ডীগড় প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতে ভক্তবৃন্দ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় যোগদানের জন্য মথুরায় ভিওয়ানি ধর্ম্মশালায় মিলিত হন। পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ অধিক হওয়ায় ভিওয়ানি ধর্ম্মশালায় স্থান সঙ্কুলান হয় না, পার্শ্ববর্ত্তী পঞ্চায়েত মাড়োয়ারী ধর্ম্মশালাও রিজার্ভ করিতে হয়। প্রথমদিকে পরিক্রমাকারী ভক্তসংখ্যা আড়াই শতাধিক হয়, ক্রমশঃ উহা বর্দ্ধিত হইয়া গোকুল মহাবনে তিন শতাধিক এবং বৃন্দাবনে চারি শতাধিক হয়।

মথুরা, গোবর্দ্ধন, বর্ষাণা, নন্দগ্রাম, গোকুল মহাবন এবং বৃন্দাবন এই ছয়টি স্থানে অবস্থান করতঃ ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলাভূমি ও দ্বাদশ বন সংকীর্ত্তন সহযোগে দর্শন ও পরিক্রমা করা হয়।

পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন বনচারী, শ্রীরাইমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রভুপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দসুন্দর ব্রহ্মচারী, শ্রীবাসুদেব দাস ব্রহ্মচারী (ব্যোমকেশ সরকার), শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীচৈতন্যচরণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবাসুদেব রায়, শ্রীনারায়ণ দাস, শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী (অমরেন্দ্র), শ্রীশ্যামানন্দ দাস ব্রহ্মচারী (ফালাকাটা), শ্রীনৃসিংহানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদয়ালকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌতম ব্রহ্মচারী, শ্রীমাধবানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিদ্যাপতি দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসনন্দন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী, বনচারী ও ব্রহ্মচারী সাধুগণ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় যোগদান করেন। পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ বৃদ্ধাবস্থায় ৮৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে যেভাবে শ্রীব্রজমণ্ডলের দর্শনীয় সমস্ত স্থান পদব্রজে ভ্রমণ ও দর্শন এবং প্রত্যহ নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অত্যদ্ভুত বলিতে হইবে। তাঁহাকে সমস্ত রাস্তা পদব্রজে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় বহু পশ্চিম দেশীয় ভক্ত থাকায় পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পুরী গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ হিন্দীভাষায় প্রত্যেক স্থানের মহিমা বুঝাইয়া দেন এবং সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে হরিকথা বলেন এবং শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করেন। প্রাত্যহিক নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার প্রারম্ভে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, তৎপরে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে যাঁহারা কীর্ত্তন করেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য—শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন বনচারী ও শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী। মৃদঙ্গবাদন সেবায় শ্রীরামকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীসনন্দন দাস ব্রহ্মচারী মুখ্যভাবে যত্ন করেন।

শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ মাসব্যাপী শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার

যাবতীয় ব্যবস্থার মুখ্য দায়িত্বশীল সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সহায়করূপে যাঁহারা ছিলেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য—শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন বনচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী ও শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মচারী (ব্যোমকেশ সরকার)। প্রাত্যহিক রন্ধনসেবায় শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারীর সহায়করূপে ছিলেন শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীমঠের অন্যান্য ব্রহ্মচারিগণ। মেচেদার শ্রীরামকৃষ্ণ দাসাধিকারী, আগরতলার শ্রীমদন মোহন দাসাধিকারী, ভাটিণ্ডার (পাঞ্জাব) ভক্তবৃন্দ পরিবেশনাদি বিভিন্ন প্রকার সেবায় প্রাণপণ পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া সাধুগণের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হন।

শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ কলিকাতার যাত্রিগণের দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য রিজার্ভেশন আদি সেবাকার্য্যে বহু পরিশ্রম এবং পরিক্রমার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনে আন্তরিক ভাবে যত্ন করেন। চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ প্রায় ৬০ মূর্ত্তি ভক্তবৃন্দসহ চণ্ডীগড় হইতে রিজার্ভ বাসে ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন স্থান দর্শনান্তে প্রথমে গোকুল মহাবন মঠে এবং তৎপরে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথিপূজা অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে বৃন্দাবন মঠে আসিয়া পৌঁছেন। তাঁহাদের আগমনে সকলে পরমোৎসাহিত হন।

গোকুল মহাবন মঠের সীমানার মধ্যে বহু তাঁবু খাটাইয়া যাত্রিগণের থাকিবার ব্যবস্থা হয়। মঠের সীমানার মধ্যে থাকিবার সুযোগ পাইয়া যাত্রিগণ সুখী হন। পানীয় ও স্নানের জলের প্রচুর ব্যবস্থা থাকায় যাত্রিগণের জলকষ্ট হয় নাই। কিন্তু দ্বিপ্রহরে সূর্য্যের তাপে এবং রাত্রিতে ঠাণ্ডায় যাত্রিগণ কিছু অসুবিধা বোধ করিয়াছিলেন। গোকুল মহাবন মঠের মঠরক্ষক শ্রীরাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅজিতমুকুন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনিরুদ্ধ দাস (অরুণ প্রভু), ভাণ্ডারী প্রভু, শ্রীরামদাস বহুবিধ সেবায় এবং মুখ্যভাবে শ্রীঅন্নকূট, গোবর্দ্ধন-পূজা তিথিতে মঠের বার্ষিকোৎসবে আন্তরিকভাবে যত্ন করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপার ভাজন হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরণ ব্রহ্মচারী ব্রজমণ্ডল পরিক্রমাকালে নিষ্ঠার সহিত অর্চ্চনসেবা করিয়া বৈষ্ণবগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। গোকুল মহাবনে বার্ষিকোৎসবে সহস্রাধিক ব্রজবাসী নরনারীগণকে বিচিত্র প্রকারের মহাপ্রসাদ-দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। গোকুল মহাবন মঠের শ্রীমন্দির দাতা শ্রীরেবতীরঞ্জন চৌধুরী শ্রীঅন্নকূট উৎসবের ও বার্ষিকানুষ্ঠানের আনুকূল্য করিয়া সাধুগণের আশীর্ব্বাদভাজন এবং ধন্যবাদার্হ হন। লুধিয়ানার শ্রীরাকেশ কাপুরও উৎসবানুষ্ঠানে তাঁহার বার্ষিক আনুকূল্য প্রদান করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হন। (ক্রমশঃ)

বিরহ-সংবাদ

শ্রীলীলাবতী গোয়েল (দেরাদুন)—নিখিলভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীচরণাশ্রিতা শিষ্যা দেরাদুন রায়পুর রোডস্থ শ্রীলীলাবতী গোয়েল বিগত ১৭ কার্ত্তিক, ৩ নভেম্বর শনিবার শ্রীব্রজরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি দেরাদুনে একজন প্রাচীনা নিষ্ঠাবতী বৈষ্ণবী ছিলেন। ৩ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ইং ১৯৮১ সালে বৃদ্ধাবস্থায় অপটু শরীর লইয়া লাঠি ভর দিয়া ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডলের সমস্ত রাস্তা পদব্রজে পরিক্রমা করেন। এইবারও সেইভাবে পরিক্রমা করিয়া বৃন্দাবন ধামে পৌঁছিয়া বৈষ্ণবগণের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে অদ্ভুতভাবে সজ্ঞানে স্বধাম প্রাপ্ত হন। বৃন্দাবন মঠের সাধুগণ তাঁহার দাহকৃত্য যমুনাতটে সম্পাদন করেন। দেরাদুনের ভক্তবৃন্দ সেই সময়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন। লীলাবতী গোয়েল শ্রীগুরুপাদপদ্মে একান্ত নিষ্ঠাযুক্ত ছিলেন বলিয়া তাহার বৃন্দাবনে বৈষ্ণবগণের সমক্ষে এইরূপ দেহত্যাগের সৌভাগ্য হইল। শ্রীল আচার্য্যদেব দেরাদুনে পৌঁছিলে পর স্বধামগতা লীলাবতী গোয়েলের পুত্রগণ দেরাদুন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে গত ১৬ই নভেম্বর শুক্রবার মঠবাসী ও গৃহস্থ বৈষ্ণবগণের সেবার জন্য মহোৎসবের আয়োজন করেন। সেইদিন শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাদের রায়পুরস্থগৃহে শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথা উপদেশ প্রদানমুখে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করেন।

নিয়মাবলী

১। 'শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০ পঃ, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা		১.২০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত	,,	১.০০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,,	,,	১.২০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৬)	জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,,	,,	২০.০০
(৭)	শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,	,,	১৫.০০
(৮)	শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,	,	৫.০০
(৯)	শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,	,,	৪.০০
(১০)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—	ভিক্ষা	২.৭৫
(১১)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ	,,	২.২৫
(১২)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	১.০০
(১৩)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	১.২০
(১৪)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode	,,	২.৫০
(১৫)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত—	,,	২.৫০
(১৬)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত—	,,	৩.০০
(১৭)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — —	,,	১৪.০০
(১৮)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) —	,,	.৫০
(১৯)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত —	,,	৩.০০
(২০)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — —	,,	৩.০০
(২১)	শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র —	,,	৮.০০
(২২)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত—	,,	৪.০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় ঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

চতুর্বিংশ বর্ষ—১১শ সংখ্যা

পৌষ, ১৩৯১

সম্পাদক সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৪শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ, ১৩৯১ | ১১শ সংখ্যা
২২ নারায়ণ, ৪৯৮ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ পৌষ, রবিবার, ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৮৪

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ১৮৩ পৃষ্ঠার পর]

আমাদের অনেক সময় মনে হয়,—চার্ব্বাক, এপিকিউরাস্, হক্স্লি, কোম্ৎ প্রভৃতি মনীষীরা কত সুক্ষ্ম বিচার করেছেন—তাঁ'দের অনুসরণ করি। কিন্তু, কোন দিন মনে হয় না—শ্রীব্যাসদেবের অনুসরণ করি।

শ্রুতি ব'লেছেন (মুণ্ডক ৩।২।৪)—

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

গুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় না কর্‌লে, মঙ্গল হ'বে না। যে বলদেবপ্রভু কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণসেবা করেন, তাঁ'র অনুগ্রহ পেলেই আমাদের মঙ্গল হয়। যখন আমরা গুরুদেবের সঙ্গে তর্কপথ আবাহন করি, যখন আমরা নিজেদের অক্ষজ-জ্ঞানে গুরুকে শোধন বা 'দোরস্ত' কর্‌বো, কেবল তাঁ'র কৃত্রিম অনুকরণ ক'রে নেবো, তাঁর অনুসরণ কর্‌বো না, তখন আমাদের শ্রৌতপথের পরিবর্ত্তে অশ্রৌতপথ বা তর্কপথ আহূত হ'য়ে পড়ে। এইসকল দুর্ব্বুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে, তাঁ'র চরণে যখন আত্মসমর্পণ করি, তখনই শ্রৌতপথানুসরণে আমাদের মঙ্গল-লাভ হয়।

আমার গুরুদেবের কথা বলি। মহাপ্রভুর সময়ের ভক্তগণের ন্যায় নিষ্কিঞ্চন বৈরাগ্যবান্ আদর্শ ভক্ত আর কখনও কেহ হ'তে পারেন না—এই ভ্রান্ত ধারণা যিনি অপনোদন ক'রেছেন, সেই গুরুদেব আমার, অনিকেত অবস্থায় থাক্‌তেন, ক'রো কাছ হ'তে এক ঘটি জল নেবার দুর্ব্বুদ্ধিও তাঁ'র ছিল না। সেইরূপ মহাপুরুষের অনুকরণ কর্‌বার জন্য আমার মত বহু পাষণ্ডী ছিল। তিনি কালির অক্ষর কা'কে বলে, ভাল ক'রে জান্‌তেন না। কিন্তু তাঁ'র মত পণ্ডিত কোথাও দেখি নাই। তাঁ'র চরিত্র দে'খে বুঝা যে'ত—শ্রীমদ্ভাগবত কি উদ্দেশ কর্‌ছেন। আমরা তাঁ'র অনুকরণ কর্‌তে গিয়ে, তাঁ'র মত কাদা খে'তে আরম্ভ কর্‌লাম, কিন্তু, লাভের মধ্যে তাঁ'র পাদপদ্মে অপরাধ ব্যতীত আর কিছু কর্‌লাম না। ঠাকুর ঘরে গিয়ে নৈবেদ্যের কলাটা খে'য়ে ফেল্‌লাম; নারায়ণের পৈতেটা চুরি ক'রে আন্‌লাম। চূণ-গোলা ও দুধ দেখ্‌তে এক; দুধ খেলে তুষ্টি হয়, পুষ্টি হয়, আর চুণের গোলায় গলা জ্ব'লে যায়, অধিক খে'লে ব্যাধি হয়। অনুসরণ কর্‌লেই প্রমাদ। বলদেবপ্রভু মধু পান করেন, কৃষ্ণচন্দ্র তাম্বুল সেবন করেন, পারকীয়-বিচারে রাসলীলা করেন; তাঁ'দের অনুকরণ কর্‌লে জীবের সর্ব্বনাশ

হ'বে ; কিন্তু অনুসরণ কর্‌লে পরম-মঙ্গল-লাভ হ'বে।

অনেকে মনে করেন,—মহাপ্রভু একরূপ সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রেখেছেন, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মর্য্যাদা অটুট্‌ রেখেছেন ; কিন্তু, নিত্যানন্দপ্রভু সমাজে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করেছেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের উভয়ের কার্য্যই একতাৎপর্য্যময়। নতুবা মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভুকে অত বড় বল্‌তেন না। এই কথাগুলি যিনি বুঝিয়ে দেন, তিনি ভগবানের প্রকাশবিগ্রহ। হৃদ্দেশে "সত্ত্বং বিশুদ্ধং" (ভাঃ ৪।৩।২৩) এই শ্লোকের কথা আলোচিত হ'লেই আমরা জান্‌তে পারি,—তিনি কি বস্তু।

অক্ষজজ্ঞানে যে বস্তু দেখি, তাহা ভগবচ্ছব্দবাচ্য নহে। কিন্তু, এরূপ কথা শু'নে নিরাশ হ'বারও কোন কারণ নাই—

"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥"

অভিজ্ঞানবাদ (Empiricism) দ্বারা কখনও বাস্তব-সত্যের নিকট গমন করা যায় না। যদি তর্কের স্পৃহা পরিত্যাগ ক'রে—(গীতা ৪।৩৪)

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।"

—গীতার এই বাক্যের সম্মান করি, তবেই বাস্তব-সত্য পা'ব। (ভাঃ ১০।১৪।৩)

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্‌।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙমনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্‌।"

[হে ভগবন্‌, নির্ব্বেদব্রহ্মচিন্তারূপ জ্ঞান-চেষ্টাকে সম্পূর্ণ দূর করিয়া যাঁহারা সাধুমুখবিগলিত আপনার কথা শ্রবণ করেন ও কায়মনোবাক্যে সাধুপথে থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, ত্রিলোকমধ্যে আপনি দুর্ল্লভ হইয়াও তাঁহাদের নিকট সুলভ হইয়া পড়েন।]

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ
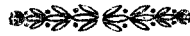
[শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

এষা লীলা বিভোর্নিত্যা গোলোকে শুদ্ধধামনি।
স্বরূপভাবসম্পন্না চিদ্রূপবর্ত্তিনী কিল॥

চিৎপ্রভাবগত পরাশক্তির সন্ধিনী-ভাবকৃত বৈকুণ্ঠ, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। বৈকুণ্ঠ তিনভাগে বিভক্ত অর্থাৎ মাধুর্য্যগত বিভাগ ঐশ্বর্য্যগত বিভাগ ও নির্ব্বিশেষ বিভাগ। নির্ব্বিশেষ বিভাগটী বৈকুণ্ঠের আবরণভূমি। বহিঃপ্রকোষ্ঠের নাম নারায়ণধাম এবং অন্তঃপুরের নাম গোলোক। নির্ব্বিশেষ উপাসকেরা নির্ব্বিশেষ বিভাগ অর্থাৎ ব্রহ্মধামকে প্রাপ্ত হইয়া মায়াজনিত শোক হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। ঐশ্বর্য্যগত ভক্তবৃন্দ নারায়ণধাম প্রাপ্ত হইয়া অভয় লাভ করেন। মাধুর্য্যাস্বাদী ভক্তজন অন্তঃ-পুরস্থ হইয়া কৃষ্ণামৃত লাভ করেন। অশোক, অভয় ও অমৃত এই তিনটী শ্রীকৃষ্ণের ত্রিপাদ বিভূতি নিত্য বৈকুণ্ঠগত। বিভূতিযোগে পরব্রহ্মের নাম বিভু হইয়াছে। মায়িক জগৎটী শ্রীকৃষ্ণের চতুর্থ বিভূতি। আবির্ভাব হইতে অন্তর্দ্ধান পর্য্যন্ত নানা সম্বন্ধঘটিত লীলা গোলোক-ধামে বর্ত্তমান আছে। বদ্ধজীবে যে গোলোকভাব প্রতিভাত আছে, তাহাতেও এই লীলা নিত্য, যেহেতু অধিকারভেদে কোন ভক্তহৃদয়ে এই মুহূর্ত্তে কৃষ্ণজন্ম হইতেছে, কোন ভক্তহৃদয়ে বস্ত্রহরণ, কোন হৃদয়ে মহারাস, কোন হৃদয়ে পূতনাবধ, কোন হৃদয়ে কংস-বধ, কোন হৃদয়ে কুব্জাপ্রণয় এবং কোন হৃদয়ে ভক্তের জীবনত্যাগ সময়ে অন্তর্দ্ধান হইতেছে। যেমত জীব সকল অনন্ত, তদ্রূপ জগৎসংখ্যাও অনন্ত, অতএব এক জগতে এক লীলা ও অন্য জগতে অন্য লীলা এরূপ শশ্বৎ বর্ত্তমান আছে। অতএব ভগবানের সমস্ত লীলাই নিত্য, কখনই লীলার বিরাম নাই, যেহেতু ভগবচ্ছক্তি সর্ব্বদাই ক্রিয়াবতী। এই সমস্ত লীলাই স্বরূপভাব-গত অর্থাৎ মায়িকবিকারগত নয়। যদিও মায়াবশতঃ বদ্ধজীবে ঐ লীলা বিকৃতবৎ বোধ হয়,

তথাপি তাহার নিগূঢ় সত্তা চিদ্রূপবর্ত্তিনী।
জীবে সাম্বন্ধিকী সেয়ং দেশকালবিচারতঃ।
প্রবর্ত্তেত দ্বিধা সাপি পাত্রভেদক্রমাদিহ ।।

সেই লীলা গোলোকধামে স্বরূপভাবসম্পন্না আছে, কিন্তু বদ্ধজীব সম্বন্ধে তাহা সাম্বন্ধিকী। বদ্ধজীব সকল দেশ, কাল ও পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব প্রাপ্ত হওয়ায় ঐ লীলা দেশগত, কালগত ও পাত্রগতভেদ অবলম্বন পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্নাকাররূপে দৃষ্ট হয়। লীলা কখনই সমল হয় নাই, কিন্তু আলোচকদিগের মলযুক্ত বিচারে উহার ভিন্নতা পরিদৃশ্য হয়। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, চিজ্জগতের ক্রিয়া সকল বদ্ধজীবে স্বরূপ ভাবে স্পষ্ট পরিদৃশ্য হয় না, কেবল সমাধি দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে অনুভূত হয়, তাহাও ঐ স্বরূপভাবের মায়িক প্রতিচ্ছায়াকে লক্ষ্য করিয়া সিদ্ধ হয়। এতদ্ধেতুক ব্রজ-লীলাদিতে যে সকল দেশ নিদর্শন *, কাল নিদর্শন † ও ব্যক্তি নিদর্শন ‡ * লক্ষিত হয়, ঐ সকল নিদর্শন পাত্রবিচারক্রমে দুইপ্রকার কার্য্য করে। কোমলশ্রদ্ধ পুরুষদিগের পক্ষে তাহারা সম্পূর্ণ বিশ্বাসের স্থল। সেরূপ স্থূল নির্দ্দেশ ব্যতীত তাঁহাদের ক্রমোন্নতির পন্থান্তর নাই। উত্তমাধিকারীদিগের পক্ষে তাহারা চিদ্গত বৈচিত্র্য প্রদর্শকরূপে সম্যক্ আদৃত হইয়াছে। মায়িক সম্বন্ধ দূর হইলে জীবের পক্ষে স্বরূপ লীলা প্রত্যক্ষ হইবে।

ব্যক্তিনিষ্ঠা ভবেদেকা সর্ব্বনিষ্ঠাঽপরামতা।
ভক্তিমদ্ধৃদয়ে সা তু ব্যক্তিনিষ্ঠা প্রকাশতে ।।

বদ্ধজীবে ভগবল্লীলা স্বভাবতঃ সাম্বন্ধিকী। ঐ সাম্বন্ধিকী ভাব দুইপ্রকার, ব্যক্তিনিষ্ঠ ও সর্ব্বনিষ্ঠ। বিশেষ বিশেষ ভক্তহৃদয়ে যে ভাবের উদয় হইয়া আসিয়াছে, তাহা ব্যক্তিনিষ্ঠ। ঐ ব্যক্তিনিষ্ঠ ভাব কর্ত্তৃক প্রহ্লাদ ধ্রুব ইত্যাদি ভক্তগণের হৃদয় অতি প্রাচীন কালেও ভগবল্লীলার পীঠস্বরূপ হইয়াছিল।

যা লীলা সর্ব্বনিষ্ঠা তু সমাজজ্ঞানবর্দ্ধনাৎ।
নারদব্যাসচিত্তেষু দ্বাপরে সা প্রবর্ত্তিতা ।।

যেমত কোন বিশেষ ব্যক্তির জ্ঞানোদয়ক্রমে ভগবদ্ভাবের উদয় হইয়া তাহার হৃদয় পবিত্র করে, তদ্রূপ সমস্তজনসমাজকে এক ব্যক্তি জ্ঞান করিয়া উহার বাল্য, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা বিচার করিলে দেখা যায় যে, সাধারণ আলোচনাক্রমে কোন সময়ে ভগবদ্ভাব সামাজিক সম্পত্তি হইয়া উঠে এবং সমাজের জ্ঞানবৃদ্ধি-ক্রমে প্রথমে উহা কর্ম্মবশ, পরে জ্ঞানপর এবং অবশেষে চিদনুশীলনরূপ পরম ধর্ম্মের প্রবলতাক্রমে বিশুদ্ধ হইয়া উঠে। সেই সর্ব্বনিষ্ঠ লীলাগত ভাব দ্বাপরযুগে নারদ ব্যাসাদির চিত্তে উদিত হওয়াতে অপ্রাকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

মায়ামুক্তির উপায় কি ?

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীভগবান্ তাঁহার সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতায় স্বয়ং নিজ মুখে বলিয়াছেন—তাঁহার অলৌকিকী জীববিমোহিনী ত্রিগুণময়ী বহিরঙ্গা মায়া দুরতিক্রমণীয়া। যাঁহারা মায়াধীশ তাঁহার নিরস্তকুহক ভগবৎস্বরূপে সর্ব্বাত্মনা প্রপত্তি স্বীকার করিতে পারেন, একমাত্র তাঁহারাই কেবল এই দুস্তর মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন। (গীঃ ৭।১৪) সর্ব্বশেষে সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশেও ঐ একই বাক্য বলিতেছেন (গীঃ ১৮।৬৬)—"(হে অর্জ্জুন,) ব্রহ্মজ্ঞান ও ঐশ্বরজ্ঞানলাভের উপদেশস্থলে বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্ম, যতিধর্ম্ম, বৈরাগ্য, শমদমাদিধর্ম্ম, ধ্যানযোগ, ঈশ্বরের ঈশিতার বশীভূততা প্রভৃতি যত প্রকার ধর্ম্ম বলিয়াছি, সে সমুদায়ই পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎস্বরূপ আমারই একমাত্র শরণাপত্তি অঙ্গীকার কর। তাহা হইলেই আমি তোমাকে সংসার-দশার সমস্ত পাপ, তথা পূর্ব্বোক্ত

* বৃন্দাবন মথুরাদি স্থানীয় ভূমি। † দ্বাপরাদি কাল। ‡ যদুবংশ ও গোপবংশজাত পুরুষগণ। * যে সত্তা বা কার্য্য কোন অনির্ব্বচনীয় সত্তা বা কার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া দেখায় তাহার নাম নিদর্শন। গ্রঃ কঃ।

ধর্ম্মপরিত্যাগহেতু যে সকল পাপ হইবে, সে সমুদায় হইতে উদ্ধার করিব ; তুমি অকৃতকর্ম্মা (অসিদ্ধপ্রয়াস) বলিয়া শোক করিবে না।"—(ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ) শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি বহুবিধ উপায়ের কথা অবতারণা করিলেও ভক্তিকেই তৎপ্রাপ্তির চরম উপায় বলিয়া চরম সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন-শিক্ষায় বলিয়াছেন—'জীবের স্বরূপ হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস' (চৈঃ চঃ ম ২০।১০৮), এই স্বরূপবিস্মৃতিরূপ দোষ-হেতুই মায়া সেই কৃষ্ণবিস্মৃত জীবের গলদেশ ত্রিগুণশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছেন। এই বন্ধন হইতে জীবের মুক্তি লাভের একমাত্র উপায়—

"তাতে কৃষ্ণভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"
—চৈঃ চঃ ম ২২।২৫

অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবা ও গুর্ব্বানুগত্যে গুরূপদিষ্ট কৃষ্ণভজন-বলেই জীব ঐ মায়ামুক্ত হইয়া মায়াধীশ কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা লাভের সৌভাগ্য লাভ করেন। কৃষ্ণবিমুখ জীবকেই মায়াদণ্ড দান করেন। " 'সেই দোষে' (অর্থাৎ 'কৃষ্ণবিমুখতার জন্যই') মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে। আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি মারে॥ কামক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।" (চৈঃ চঃ ম ২২।১৩-১৪)। এক্ষণে এই মায়ার কবল হইতে জীবের উদ্ধার লাভের উপায় কি, তাই বলিতেছেন—

"ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায়॥
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে মায়া-পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণনিকট যায়॥"
—চৈঃ চঃ ম ২২।১৪-১৫

মহাজনবাক্যে আমরা পাই—"ভক্তিশাস্ত্র সুকৃতিকেই ভাগ্য বলেন। এই সুকৃতি তিনপ্রকার—ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি, ভোগোন্মুখী সুকৃতি ও মোক্ষোন্মুখী সুকৃতি। যে সমস্ত কার্য্য সংসারে শুদ্ধভক্তিজনক বলিয়া স্থির আছে, সেই সকল কার্য্য ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিকে উৎপন্ন করে ; যে সকল কার্য্যের ফল বিষয়ভোগ, সেইসকল কার্য্যই ভোগোন্মুখী সুকৃতিপ্রদ ; যে সকল কার্য্যের ফল—মোক্ষ, সেইসকল কার্য্যই মোক্ষোন্মুখী সুকৃতিজনক। সংসার ক্ষয়পূর্ব্বক স্বরূপধর্ম্ম কৃষ্ণভক্তির উদ্বোধিনী সুকৃতি যখন পুষ্ট হইয়া ফলোন্মুখ হয়, তখনই ভক্ত সাধুসঙ্গে সংসার হইতে উদ্ধার পান এবং কৃষ্ণে তাঁহার রতি উৎপন্ন হয়।"

(চৈঃ চঃ ম ২২।৪৫ অঃ প্রঃ ভাঃ)

তাই মহাপ্রভু বলিতেছেন—

"কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয়॥"

জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কোন নিষ্কপট শুদ্ধভক্তের শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা বিভিন্নপ্রকার সহায়তা করতঃ তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয় হয়। সেই সুকৃতি পুঞ্জীভূত হইয়া শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গ লাভের সৌভাগ্য উদয় করায়, সাধুমুখে হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীকৃষ্ণনাম-রূপগুণলীলা শ্রবণ করিতে করিতে আত্মার নিত্যাবৃত্তি শুদ্ধভক্তি উন্মেষিত হইয়া উঠে। ফলে ক্রমশঃ সদ্-গুরুপাদাশ্রয়ে ইষ্টমন্ত্র ও শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র লাভের সৌভাগ্য উদিত হয়। অতঃপর ভজনানুরাগ বৃদ্ধি-প্রাপ্তিক্রমে ভক্ত ক্রমশঃ উত্তরোত্তর সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তির স্তর লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হন।

ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিশালী ব্যক্তির নিকট যদি কোন মহাত্মা পুরুষ উপস্থিত নাও হন, তথাপি কৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়ে অন্তর্য্যামী গুরুরূপে উদিত হইয়া তাঁহাকে শুদ্ধ-ভক্তি শিক্ষা দেন। কৃষ্ণপ্রসাদক্রমেই গুরুপ্রসাদ লাভ হয়—

"কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরুঅন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে॥"
(চৈঃ চঃ ম ২২।৪৭ অঃ প্রঃ ভাঃ সহ দ্রষ্টব্য)

বস্তুতঃ সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা শ্রবণ কীর্ত্তন ফলেই জীবের চিদ্‌বৃত্তি কৃষ্ণসেবার উদ্বোধনক্রমে সাধ্য কৃষ্ণ-প্রেমভক্তিলাভের সৌভাগ্য উদিত হয়। তাই মহাপ্রভু বলিতেছেন—

"মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥
সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"
—চৈঃ চঃ ম ২২।৫১, ৫৪

কৃষ্ণানুরাগী কৃষ্ণভক্তই একমাত্র মহৎ। তাদৃশ শুদ্ধভক্ত মহতের কৃপা ব্যতীত অন্য কোন প্রাকৃত সুকৃতিদ্বারাই অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না। তাঁহার কৃপার ভিখারী হইতে পারিলে প্রাকৃত ভোগ-ত্যাগা-

কাঙ্ক্ষা দূর হইয়া ক্রমশঃ অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবাধিকার লাভ হয়। কিন্তু 'কৃপা করুন' বলিলে ত' কৃপা পাওয়া যাইবে না। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর কৃপাপ্রাপ্তির জন্য রাজপুত্র হইয়াও নিজের সমস্ত মান অভিমান চিরতরে বিসর্জ্জন দিয়া অতি দীন হীন ভাবে তাঁহার বহির্গমন স্থানাদি পর্য্যন্ত অম্লান-বদনে নির্ব্বিকার চিত্তে পরিষ্কার করিয়াছেন।

ঠাকুর মহাশয় সুদৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান' না যায়।
সাধুগুরু কৃপা বিনা না দেখি উপায় ॥"

তাই মহাপ্রভু শিক্ষা দিতেছেন—

"কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২২।৮০

অর্থাৎ সাধুসঙ্গ প্রথমে কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল হইলেও সেই সাধুসঙ্গই আবার মুখ্য অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত। এই সংসারে ক্ষণার্দ্ধকাল সাধুসঙ্গও মহামূল্যরত্ননিধি প্রাপ্তি স্বরূপ।

কিন্তু এই সাধুসঙ্গ করিতে হইলে অসৎসঙ্গ ত্যাগে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হইতে হইবে। অসৎসঙ্গ রাখিয়া সাধুসঙ্গ করিলে সাধুসঙ্গের কোন প্রভাব উপলব্ধি হইবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাই শিক্ষা দিতেছেন—

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২২।৮৪

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"সাধুসঙ্গ যেরূপই অন্বয়রূপে বৈষ্ণব-আচার, অসৎসঙ্গত্যাগ—'ব্যতিরেক'রূপেই তদ্রূপ বৈষ্ণব আচার। অসৎ দুইপ্রকার ; স্ত্রীসঙ্গী অর্থাৎ স্ত্রীলোকে আসক্ত ব্যক্তি—এক প্রকার অসাধু এবং 'কৃষ্ণের অভক্ত' ব্যক্তি—দ্বিতীয় প্রকার অসাধু। শুদ্ধভক্ত এই দুইপ্রকার অসৎসঙ্গত্যাগেই বিশেষ যত্নবান্ থাকিবেন।"

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদও তাঁহার 'অনুভাষ্যে' লিখিয়াছেন—

"অবৈষ্ণবসঙ্গ পরিত্যাগই বৈষ্ণবের একমাত্র সদাচার। অবৈষ্ণব বলিলে 'স্ত্রীসঙ্গী' ও 'কৃষ্ণের অভক্ত'—এই দুই শ্রেণীর লোককে বুঝায়। স্ত্রীসঙ্গ দ্বিবিধ—বৈধধর্ম্মপর স্ত্রীসঙ্গ, যাহাতে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত এবং অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, যাহা অধর্ম্মপর এবং যাহার ফলে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিশৃঙ্খলতাহেতু কর্ম্মফলজন্য নরকাদি লাভ হয়। সংসারে পাপপরায়ণ ব্যক্তি 'বৈষ্ণব' নামের একেবারেই অযোগ্য। 'ধর্ম্ম', 'অর্থ' ও 'কাম' নামক ত্রিবর্গ স্ত্রীসঙ্গরূপ অবৈষ্ণবাচারে আবদ্ধ। 'মোক্ষ' নামক চতুর্থ বর্গ স্ত্রীসঙ্গ হইতে উৎপন্ন না হইলেও কৃষ্ণবৈমুখ্য-ক্রমে মোক্ষাভিলাষী স্ত্রীসঙ্গী অপেক্ষা অধিকতর অবৈষ্ণব ও হেয়। মায়াবাদী ও মায়াবিলাসী——উভয়ের সঙ্গই বৈষ্ণবতা বা শুদ্ধভক্তিনাশের কারণ। মায়াবাদী মুমুক্ষু—মোক্ষফল-ভোগকামনায় আত্মোৎকর্ষের জন্য জড়ভোগ ত্যাগী, আর স্ত্রীসঙ্গী—বুভুক্ষু বা ভোগী। উভয়েই স্ব স্ব জড়েন্দ্রিয়তর্পণপর কৃষ্ণেতর ফলান্বেষী কাপট্য বা কৈতবপূর্ণ, সুতরাং কৃষ্ণদাস নহে।"

শ্রীভগবান্ কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে উপলক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন—

"সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্যাতি সংক্ষয়ম্ ॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ ॥
ন তথা স্যাদ্ ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥"

ভাঃ ৩।৩১,৩৩-৩৫

অর্থাৎ "সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশঃ, ক্ষমা, শম, দম ও ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি সমস্তই যাহার সঙ্গক্রমে ক্ষয় হইয়া যায়, সেই শোচ্য আত্মবিনাশকারী অশান্ত মূঢ় যোষিৎক্রীড়ামৃগ অসাধুর সঙ্গ কখনই করিবে না। অন্যৎপ্রসঙ্গে জীবের তদ্রূপ মোহবন্ধ হয় না, যেরূপ স্ত্রীসঙ্গে এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গে হইয়া থাকে।"

উর্ব্বশীসঙ্গমুগ্ধ সম্রাট্ পুরূরবা, উর্ব্বশী তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলে বহুকাল তদ্বিরহে বিহ্বল থাকিবার পর বিবেক লাভ করিয়া স্ত্রীসঙ্গের বিষময় ফল মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করতঃ বলিয়াছিলেন—

"কিং বিদ্যয়া কিং তপসা কিং ত্যাগেন শ্রুতেন বা।
কিং বিবিক্তেন মৌনেন স্ত্রীভির্যস্য মনো হৃতম্ ॥"

—ভাঃ ১১।২৬।১২

অর্থাৎ যাহার মন স্ত্রীজনকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে,

তাহার বিদ্যা, তপস্যা, সন্ন্যাস, শাস্ত্রশ্রবণ, বিজনস্থান-সেবা (নির্জ্জনবাস) অথবা মৌন (বাঙ্‌নিয়মন বা বাক্‌সংযম) দ্বারা ফল কি ?"

"আত্মারামোপাস্য ভগবান্ অধোক্ষজ শ্রীহরি ব্যতীত আর কেহই বেশ্যাকর্তৃক অপহৃত চিত্ত আমাকে ত্রাণ করিতে সমর্থ নহেন, সুতরাং আমি সেই মায়াধীশ পরমেশ্বর শ্রীহরির আরাধনা করিব। (ঐ ১৫ শ্লোক)

"বিবেকী ব্যক্তি স্ত্রী অথবা স্ত্রৈণপুরুষের সহিত কখনও কোনরূপেই সঙ্গ করিবেন না। যেহেতু বিষয় (ইন্দ্রিয়-ভোগ্য রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শাদি) ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-বশতঃই চিত্ত চঞ্চল হইয়া থাকে, অন্যথা চঞ্চল হয় না। (ঐ ২২ শ্লোক) ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়সংস্পর্শ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে।"

"তস্মাৎ সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চেন্দ্রিয়ৈঃ
বিদুষাং চাপ্যবিস্রব্ধঃ ষড়্‌বর্গঃ কিমু মাদৃশাম্ ।"
—ভাঃ ১১।২৬।২৪

অর্থাৎ "অতএব স্ত্রী বা স্ত্রৈণপুরুষগণের সম্বন্ধে কোনরূপ ইন্দ্রিয়সংসর্গ কর্ত্তব্য নহে ; যেহেতু কামাদি-ষড়্‌বর্গ পণ্ডিতগণেরও অবিস্রব্ধ অর্থাৎ অবিশ্বসনীয়, তখন মাদৃশ অজ্ঞজনের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি ?"

শ্রীভগবান্ তদ্ ভক্তপ্রবর উদ্ধবকে উপলক্ষ্য করিয়া সম্রাট্ পুরূরবার স্ত্রীসঙ্গ-জনিত দুর্গতির দৃষ্টান্ত উল্লেখ-পূর্ব্বক মাদৃশ দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিগণের হিতার্থ এইরূপ বলিয়াছিলেন—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্ ।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥"
—ভাঃ ১১।২৬।২৬

অর্থাৎ "অতএব বিবেকিপুরুষ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সাধুগণের সঙ্গ করিবেন, যেহেতু সাধুগণই (সচ্ছাস্ত্রবাক্য) উপদেশবচনদ্বারা তাঁহার মানসিকী বিরুদ্ধা আসক্তির (মনো ব্যাসঙ্গং মনসো বিরুদ্ধামা-সক্তিং) বিনাশ করিয়া থাকেন।"

"দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা ॥"
—চৈঃ চঃ ম ২৪।৯৪

কৈতব অর্থে কপটতা, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছার পরিবর্তে স্থূল ও সূক্ষ্ম ভাবে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছা-মূলক—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাঞ্ছা, উহাই ভক্তির নামে ছলনা মাত্র। শ্রীল প্রভুপাদ অনুভাষ্যে লিখিলেন—

"ছলনাবিশিষ্ট আত্মবঞ্চকই দুঃসঙ্গ। কৃষ্ণকাম ও কৃষ্ণভক্তিকামনা ব্যতীত অপর সমস্ত কামই দুঃসঙ্গ।"

সুতরাং সেই কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তিব্যতীত অন্য কামনা-বিশিষ্ট জনগণও দুঃসঙ্গ। তাদৃশ দুঃসঙ্গ বা অসৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছা-পরায়ণ শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গই অন্বেষণ করিবেন।

"সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণকৃপা, ভক্তির স্বভাব।
এ তিনে সব ছাড়ায়, করে কৃষ্ণে 'ভাব' ॥"
—চৈঃ চঃ ম ২৪।৯১

শ্রীল প্রভুপাদ উহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন— 'এই তিনে'—কৃষ্ণজনসঙ্গ, কৃষ্ণকৃপা এবং কৃষ্ণভক্তি। ইঁহারা কৃষ্ণাভক্তসঙ্গ, মায়াপ্রদত্ত যাবতীয় সৌভাগ্য এবং অন্যা-ভিলাষ, কর্ম্ম জ্ঞান ও যোগপ্রবৃত্তি সমস্তই ছাড়াইয়া দিয়া কৃষ্ণে 'ভাব' (ভক্তিভাব) উৎপাদন করেন।"

ভক্তির স্বভাবই এই যে, ভক্তি—বুভুক্ষা, মুমুক্ষা প্রভৃতি যাবতীয় ভাবান্তর হইতে সাধকচিত্তকে আকর্ষণ করিয়া তাহাকে কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট করিয়া দেন। এজন্য শুদ্ধভক্তসাধুসঙ্গে শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুশীলন কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই মায়াকৃত যাবতীয় চিত্তবৈক্লব্য দূর হইয়া চিত্ত অচিরেই কৃষ্ণাকৃষ্ট হইয়া পড়িবে।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের প্রথমেই শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ "আদৌ গুরুপাদাশ্রয়-স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণং বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা"—এই বাক্যে সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়, তাঁহা হইতে কৃষ্ণদীক্ষা-শিক্ষালাভ এবং দৃঢ়বিশ্বাস সহকারে শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবা —এই অঙ্গত্রয়ের বিশেষ প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীগুরুদেবের প্রসাদেই ভগবৎপ্রসাদ লাভ হইয়া থাকে। তাঁহার অপ্রসন্নতা হইতেই জীব বহিরঙ্গা মায়াকৃত যাবতীয় অনর্থের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে। সুতরাং সর্ব্বদাই নিষ্কপটে শ্রীগুরুসেবা-দ্বারা গুরুদেবের প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেব প্রসন্ন থাকিলে মায়া শ্রীগুরুদাসের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না। শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট সম্পাদনের প্রতিই শিষ্য বিশেষভাবেই ধ্যান দিবেন। তাহা হইলেই শ্রীগুরুকৃপায় শীঘ্র শীঘ্র অজ্ঞান—অবিদ্যা-তিমিরোত্তীর্ণ হইয়া সাধক জীবহৃদয়ে কৃষ্ণানুরাগ বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহার আনুষঙ্গিকফলে মায়াকৃত যাবতীয় ইতরানুরাগ

অতিশীঘ্র প্রশমিত হইবে। গুরুপাদপদ্মে মর্ত্ত্যবুদ্ধি আসিয়া গেলেই সর্ব্বনাশ। জীব মায়াগ্রস্ত হইয়া কামাদি-রিপুর তাড়নায় মনুষ্য নামেরই অযোগ্য হয়। তাহার সাধন ভজনাদি সুদূর পরাহত হইয়া পড়ে। শ্রীনিমি মহারাজের প্রশ্নোত্তরে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীপ্রবুদ্ধ ঋষি সদ্‌গুরুচরণে লব্ধদীক্ষ হইয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা লাভের কথা বলিয়াছেন। শ্রীগীতাতেও সচ্ছিষ্যকে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-বিশিষ্ট হইয়া তত্ত্বদর্শী—কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ জ্ঞানীগুরুসমীপে সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে বলিয়াছেন। কৃষ্ণই তাঁহার কৃপাশক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ স্বরূপ গুরুরূপ ধারণ করিয়া ভক্তগণকে কৃপা করেন—

কৃষ্ণ গুরুরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

সুতরাং মায়াধীশ কৃষ্ণাভিন্ন-প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ-করুণাশক্তি গুরুকৃপা ব্যতীত মায়ামুক্তির দ্বিতীয় কোনই উপায় নাই।

ব্রহ্মস্তুতি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ১৯০ পৃষ্ঠার পর]

একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ।
সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ
পূর্ণাদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ॥ ২৩॥

অনুবাদ—আপনিই একমাত্র সত্য, কেননা, আপনি পরমাত্মা এবং এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ হইতে ভিন্ন। আপনি জগজ্জন্মাদির মূল কারণ, পুরাণ পুরুষ ও সনাতন। আপনি পূর্ণ নিত্যানন্দময়, কূটস্থ, অমৃত-স্বরূপ এবং উপাধিমুক্ত, নিরঞ্জন অর্থাৎ মায়িক গুণ-শূন্য, বিশুদ্ধ ও অনন্ত অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন ও অদ্বয়॥২৩॥

বিশ্বনাথ টীকা—কিঞ্চ, তবানন্তমূর্ত্তিত্বেঽপি ত্বমচিন্ত্যশক্ত্যা একমূর্ত্তিরেবেত্যাহ—এক ইতি। ত্বম্ এক আত্মা পরমাত্মেত্যর্থঃ। জীবাত্মনাং বহুত্বেনৈকত্বা-ভাবাৎ। ননু পরমাত্মা নিরাকার এব ন পুরুষঃ পুরুষ-শব্দস্যাকৃতিমত্যেব পদার্থে রূঢ়েঃ। কিমন্যঃ পুরুষঃ ইবার্ব্বাচীনঃ ন পুরাতনঃ। ন তু নন্দপুত্রত্বাদর্ব্বাচীনোঽপ্যহং পুরাতনো ভবতঃ স্তুত্যৈবাভূবং নতু যথার্থতয়েতি তত্রাহ, সত্যঃ ত্বং নন্দপুত্রোঽপি সত্যঃ ত্রৈকালিকসত্তাবান্ পুরাণপুরুষ ইত্যর্থঃ। নন্বস্য পুরুষস্য কালকর্ম্মাদি-প্রকাশ্যত্বাদহমপি কিং তথৈব। ন স্বয়ং জ্যোতিস্ত্বন্তু স্বপ্রকাশঃ কিং সূর্য্যাদিবৎ পরিচ্ছিন্নঃ ন অনন্তঃ ন বিদ্যতেঽন্তঃ কালতো দেশতশ্চ যস্য সঃ নন্বন্যেঽপ্যবতারা এবম্ভূতা এব তেষামহং কতমস্তত্রাহ, আদ্যঃ ত্বং তেষামপি মূলভূতোঽবতারীত্যর্থঃ। নন্বহং দ্বিপরার্দ্ধান্তে কিমেতৎস্বরূপেণৈবাবস্থাস্যামি নবেত্যত আহ, নিত্যঃ জগদিদং পুরাতনমপি সত্যমপি দ্বিপরার্দ্ধান্তে স্বরূপেণা-স্থায়িত্বাদনিত্যমুচ্যতে। ত্বন্তু তদাপি নন্দপুত্রাকারেণাপি স্থাস্যসীতি নিত্য উচ্যসে। ত্বদাকারস্য পূর্ণব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ 'যোঽসৌ সৌর্য্যে তিষ্ঠতী'ত্যাদৌ 'যঃ সাক্ষাৎ পর-ব্রহ্মেতি গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বৃন্দাবনসুরভূরু-হতলাসীনমি'তি বা তাপনীশ্রুতেঃ। "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহ"মিতি ত্বদুক্তেশ্চ। নন্বাকারবতঃ ষড়্‌বিকার-বত্ত্বেন প্রতিক্ষণক্ষরত্বাদহমপি কিং তথৈব। ন অক্ষরঃ নন্বাকারবন্তো হ্যবশ্যমেব সুখদুঃখধর্ম্মাণো ভবন্তি তত্রাহ — অজস্রসুখঃ। ননু মম বাল্যে গোপীস্তন্যদুগ্ধদধি-ঘৃতাদিষু লোভঃ পৌগণ্ডে কালিয়াদিষু কোপঃ, কৈশোরে গোপিকাসু কাম ইত্যহং কাম্মাদিমালিন্যযুক্ত এব, ন নিরঞ্জনঃ ত্বৎকামাদীনামপি চিন্ময়ত্বাৎ। ননু তদপি গোপিকাদিসাপেক্ষত্বাদপূর্ণস্ত্ব ভবাম্যেবেতি তত্রাহ—পূর্ণঃ প্রেমিভক্তসাপেক্ষত্বং হি ন পূর্ণত্বং ব্যাহন্তীত্যর্থঃ। নন্বেবম্ভূতো মদ্বিধঃ কোঽপ্যন্যো বর্ত্ততে ন বেতি তত্রাহ অদ্বয়ঃ। ননু সত্যমদ্বয়ত্বাৎ পূর্ণব্রহ্মৈবাহং তদপি কেচিন্মাং বিদ্যোপাধিং মন্যন্তে তত্রাহ—উপাধিতো মুক্ত ইতি "বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং ভিন্ন" ইতি গোপালতাপনীশ্রুতেঃ। যতস্ত্বমমৃত ইতি "অমৃতং শাশ্বতং ব্রহ্মে"তি শ্রুত্যুক্ত-মমৃতশব্দবাচ্যং নিরুপাধিব্রহ্মৈব। শ্লেষেণ ন বিদ্যতে

মৃতং মৃত্যুর্যস্মাৎ স ইতি ॥ ২৩ ॥

টীকার ব্যাখ্যা—আরও 'আপনার মূর্ত্তি অনন্ত হইলেও অচিন্ত্যশক্তিতে আপনি একমূর্ত্তিই' ইহা বলিতেছেন 'একঃ' ইতি। আপনি 'এক' 'আত্মা' 'পরমাত্মা' এই অর্থ। কারণ জীবাত্মাসকল বহু, তাহাদের একত্ব নাই। পরমাত্মা নিরাকারই, পুরুষ নহে, যেহেতু পুরুষ শব্দের আকৃতিমান্ পদার্থেই রূঢ়ি (প্রসিদ্ধি)। অন্য পুরুষের মত কি অর্ব্বাচীন (আধুনিক পরবর্ত্তী কালীন)? না, 'পুরাতন'। আমি নন্দের পুত্র—এই হেতু অর্ব্বাচীন হইয়াও আপনার স্তুতির নিমিত্ত পুরাতন হইয়াছিলাম, যথার্থরূপে নহে? তাহাতে বলিতেছেন 'সত্যঃ' নন্দের পুত্র হইয়াও ত্রৈকালিক সত্তাবান 'পুরাণ পুরুষ'। এই অর্থ। এই পুরুষ কাল ও কর্ম্ম প্রভৃতির প্রকাশ্য, আমিও কি সেইরূপই? না, 'স্বয়ং জ্যোতিঃ' আপনি স্বপ্রকাশ। সূর্য্য প্রভৃতির মত কি পরিচ্ছিন্ন? না, 'অনন্ত' দেশ ও কালকৃত 'অন্ত' (অবধি) আপনার নাই। অন্য অবতারগণও এইরূপই? তাহাদের মধ্যে আমি কে? 'আদ্যঃ' আপনি তাঁহাদের মূলভূত 'অবতারী' এই অর্থ। আমি দ্বিপরার্দ্ধ কালের অবসানে এই স্বরূপেই অবস্থান করিব কি না? ইহার উত্তরে বলিতেছেন 'সত্য'। পুরাতন ও সত্যও এই জগৎ দ্বিপরার্দ্ধকালের অবসানে স্বরূপে অস্থায়ী, (থাকে না) এই কারণে তাহাকে অনিত্য বলা হয়। কিন্তু আপনি সেই সময়েও নন্দপুত্রের আকারে থাকিবেন, এই হেতু আপনি 'নিত্য' উক্ত হইয়া থাকেন। কারণ আপনার আকার পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ। যেহেতু 'যোঽসৌ সৌর্য্যে তিষ্ঠতি' যে ইনি যমুনার অদূরভবদেশে বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছেন; ইত্যাদিতে, 'যঃ সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম' যিনি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম, 'গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহং বৃন্দাবন-সুরভূরুহতলাসীনং' 'বৃন্দাবনে কল্প-বৃক্ষের অধোদেশে উপবিষ্ট' ইত্যাদি গোপাল তাপনী শ্রুতি। 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং (গীতা ১৪।২৭) আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়) ইহা আপনি বলিয়াছেন। আকারবান্ পদার্থ জন্ম প্রভৃতি ষড়্‌বিকার বিশিষ্ট, প্রতিক্ষণে বিনাশী, আমিও কি সেইরূপই? না, 'অক্ষর' (অবিনাশী)। যাহাদের 'আকার আছে, তাহাদের অবশ্য সুখ দুঃখ ধর্ম্ম আছে? তাহাতে বলিতেছেন 'অজস্রসুখ (আপনি নিত্য সুখস্বরূপ)। আমার বাল্যে গোপিকার স্তন্য দুগ্ধ দধি ঘৃত প্রভৃতিতে লোভ, পৌগণ্ডে কালিয় প্রভৃতিতে কোপ, কৈশোরে গোপিকাগণে কাম, এইরূপে আমি কাম প্রভৃতি মালিন্যের দ্বারা যুক্তই। না, আপনি 'নিরঞ্জন' (উপাধি শূন্য) কারণ, আপনার কাম প্রভৃতিও চিন্ময়। তথাপি গোপিকা প্রভৃতির অপেক্ষা হেতু অপূর্ণ হইতেছি-ই? তাহাতে বলিতেছেন 'পূর্ণ'। প্রেমিভক্তগণের অপেক্ষা পূর্ণতাকে ব্যাহত করে না, এই অর্থ। আমার মত এই প্রকার অন্য কেহ আছে কি না? তাহাতে বলিতেছেন 'অদ্বয়' (আপনার সমান বা অধিক কেহ নাই)। সত্য অদ্বিতীয়, এই কারণে পূর্ণব্রহ্মই আমি, তথাপি কেহ কেহ আমাকে বিদ্যা উপাধিযুক্ত মনে করিয়া থাকে? তাহাতে বলিতেছেন 'উপাধিতো মুক্তঃ' উপাধি হইতে মুক্ত। কারণ গোপাল-তাপনী শ্রুতি বলিতেছেন 'বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং ভিন্নঃ' বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে ভিন্ন। যেহেতু আপনি 'অমৃত' 'অমৃতং শাশ্বতং ব্রহ্ম' অমৃত, নিত্য, ব্রহ্ম, এই শ্রুতি-কথিত অমৃত শব্দবাচ্য নিরূপাধি ব্রহ্মই। শ্লেষে নাই 'মৃতং' মৃত্যু যাহা হইতে, সে অমৃত ॥ ২৩ ॥

এবং বিধং ত্বাং সকলাত্মনামপি
স্বাত্মানমাত্মাত্মতয়া বিচক্ষতে।
গুর্ব্বর্কলব্ধোপনিষৎসুচক্ষুষা
যে তে তরন্তীব ভবানৃতাম্বুধিম্ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—যেসকল মহাজন গুরুরূপী সূর্য্য হইতে জ্ঞানরূপ সুচক্ষু প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বজীবের আত্মস্বরূপ আপনাকে পরমাত্মরূপে দর্শন করেন, তাঁহারা এই 'অহং মমাদি' মিথ্যাভিমানরূপ ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ টীকা — কিঞ্চ ত্বদীয় নির্ব্বিশেষব্রহ্ম-স্বরূপোপাসকা অপি ত্বয়ি পুরুষাকারস্বরূপে পরমাত্মত্বেন ভক্ত্যা ভাগ্যবসাদ্ যদি প্রাপ্তনিষ্ঠাঃ স্যুস্তর্হি তে শান্তভক্তাঃ সংগীয়ন্ত ইত্যাহ—এবম্বিধম্ উক্তলক্ষণং ত্বাং সকলাত্মনাং সর্ব্বজীবাত্মনাং স্বাত্মানং মূর্ত্তত্বেন মনোনয়নাহ্লাদকত্বাৎ শোভনমাত্মানং পুরুষস্বরূপমেব আত্মাত্মতয়া পরমাত্মত্বেন ভক্ত্যা যে পশ্যন্তি 'পরমাত্মতয়া কৃষ্ণে জাতা শান্তীরতির্মতে'তি শ্রীভক্তিরসামৃতোক্তেঃ। কেন গুরুরেবার্কস্তস্মাল্লব্ধা অধ্যয়নেন প্রাপ্তা যা উপ-নিষৎ সৈব সুচক্ষুস্তেন তদর্থাবগাহনোত্থেন জ্ঞানেন ভব এব অনৃতাম্বুধিস্তং তরন্তীব ॥ ২৪ ॥

টীকার ব্যাখ্যা — আরও 'আপনার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপের উপাসকগণও পুরুষাকার স্বরূপ আপনাতে পরমাত্মরূপে ভক্তির দ্বারা ভাগ্যবশে যদি 'নিষ্ঠা' (নিশ্চলতা) প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে 'শান্তভক্ত' কথিত হইয়া থাকে' ইহা বলিতেছেন, 'এবম্বিধং' উক্ত স্বরূপ 'ত্বাং' (আপনাকে) 'সকলাত্মনাং' সকল জীবাত্মার, 'স্বাত্মানং' (মূর্ত্তিমান্) এই হেতু মন ও নয়নের আনন্দ জনক, 'সু' শোভন, 'আত্মা' পুরুষস্বরূপকেই, 'আত্মাত্ম-তয়া' (আত্মার আত্মা) পরমাত্মরূপে, ভক্তির দ্বারা, 'বিচক্ষতে' দর্শন করিয়া থাকে। কারণ 'পরমাত্মতয়া কৃষ্ণে জাতা শান্তীরতির্মতা' কৃষ্ণে 'পরমাত্মরূপে জাত-রতিকে শান্তি রতি বলে, ইহা 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। কাহার দ্বারা (দর্শন করেন) ? 'গুরু'ই 'অর্ক' (সূর্য্য), তাঁহা হইতে 'লব্ধ' অধ্যয়নের দ্বারা প্রাপ্ত, যে 'উপনিষৎ' তাহাই 'সুচক্ষু' তাহার দ্বারা —তাহার অর্থে অবগাহন-জনিত জ্ঞানের দ্বারা, 'ভব-সংসার'ই 'অনৃত অম্বুধি' (মিথ্যা সমুদ্র) তাহা 'তরন্তি ইব' (যেন পার হইয়া থাকে) ॥ ২৪ ॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীস্বরূপদামোদর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ১৯৩ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীগোবর্দ্ধন মজুমদারের পুত্র শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু স্বীয় গুরু ও পুরোহিত শ্রীযদুনন্দন আচার্য্যের নিকট হইতে ছলে অনুমতি লইয়া গৃহ হইতে পলায়ন করতঃ পদব্রজে বারদিনে শ্রীপুরুষোত্তম ধামে যাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলে, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি অশেষ কৃপা প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন এবং তাঁহাকে শ্রীস্বরূপ দামোদরের শ্রীহস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তখন হইতে তিনি 'স্বরূপের রঘু' নামে খ্যাত হন।

"রঘুনাথের ক্ষীণতা-মালিন্য দেখিয়া।
স্বরূপেরে কহেন প্রভু কৃপার্দ্র চিত্ত হঞা॥
'এই রঘুনাথে আমি সঁপিলু তোমারে।
পুত্র ভৃত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে॥
তিন রঘুনাথ নাম হয় মোর স্থানে।
'স্বরূপের রঘু'—আজি হৈতে ইহার নামে॥'
এত কহি রঘুনাথের হস্ত ধরিলা।
স্বরূপের হস্তে তাঁরে সমর্পণ কৈলা॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬।২০১-২০৪

রঘুনাথ দাস গোস্বামী সাক্ষাদ্ভাবে মহাপ্রভুর নিকট কিছু নিবেদন করেন নাই। কোনও কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা করিলে স্বরূপ দামোদর বা গোবিন্দের মাধ্যমে করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-পদ্মনিঃসৃত উপদেশবাণী শুনিবার আগ্রহ লইয়া বার বার স্বরূপ দামোদরকে তাঁহার হইয়া মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন জানাইতে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে স্বরূপ দামোদর একদিন মহাপ্রভুকে তদ্বিষয়ে নিবেদন করিয়াছিলেন। তখন মহাপ্রভু এইরূপ বলিলেন—

"হাসি' মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল।
তোমার উপদেষ্টা করি' স্বরূপেরে দিল॥
সাধ্য-সাধন তত্ত্ব শিখ ইহার স্থানে।
আমি তত নাহি জানি, ইঁহো যত জানে॥
তথাপি আমার আজ্ঞায় শ্রদ্ধা যদি হয়।
আমার এই বাক্যে তুমি করিহ নিশ্চয়॥
গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥
এই ত' সংক্ষেপে আমি কৈলুঁ উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঞি ইহার পাবে সবিশেষ॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬।২৩৩-২৩৮

পুরীতে নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ সময়ে মহাপ্রভু যখন মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তৎকালে হরিদাস ঠাকুরকে বেষ্টন করিয়া শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত নর্ত্তন ও শ্রীস্বরূপ দামোদর ভক্তগণসহ নাম-

সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। স্বরূপ দামোদর হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ-মহোৎসবের জন্য জগন্নাথ-মন্দির হইতে মহাপ্রসাদ আনাইবার ব্যবস্থা এবং জগদানন্দাদিসহ পরিবেশনও করিয়াছিলেন।

তপনমিশ্রের পুত্র শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী কাশী হইতে গৌড়দেশ হইয়া যখন পুরীতে পৌঁছিলেন, মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং স্বরূপদামোদর ও অন্যান্য ভক্তগণের সহিত মিলন করাইয়া দিলেন।

কাশীমিশ্রভবনে একসময় মহাপ্রভু কঠোর বৈরাগ্য ভাব প্রকট করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কৃষ্ণবিরহ-কাতরাবস্থায় দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। তীব্র বৈরাগ্যভাব আসায় কলার বল্কলে শুইতেন, তাহাতে হাড়ে লাগিয়া শরীরে বেদনা হইলেও ভ্রূক্ষেপ নাই। তাহা দেখিয়া ভক্তগণের মহা দুঃখ হইল। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত সহ্য করিতে পারিলেন না। সূক্ষ্মবস্ত্র গেরুয়া রং করিয়া শিমূল তুলা ভর্ত্তি করিয়া সুন্দর তোষক করিলেন। স্বরূপ দামোদরকে দিলেন উক্ত তোষকের দ্বারা মহাপ্রভুর শয্যারচনার জন্য। স্বরূপ দামোদর সেদিন উক্ত তোষকের দ্বারা শয্যা তৈরী করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সুন্দর শয্যা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কে এই শয্যা করাইল?' গোবিন্দের নিকট জগদানন্দের নাম শুনিয়া মহাপ্রভুর ভয় হইল। কারণ জগদানন্দ সত্যভামার অবতার, ভয়ঙ্কর অভিমানী। তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভু গোবিন্দের দ্বারা তোষক সরাইয়া কলার বল্কলে শুইলেন। তোষকে না শুইলে জগদানন্দ পণ্ডিত অত্যন্ত দুঃখ পাইবেন স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুকে এইরূপ বলিলে মহাপ্রভু বলিলেন—"ভাল কথা, তাহা হইলে একটা খাট আন। জগদানন্দ আমাকে বিষয় ভোগ করাইতে চাহিতেছে। সন্ন্যাসী ভূমিতে শয়ন করিবে। খাট বালিশ এসব কি? অত্যন্ত লজ্জার কথা।" স্বরূপদামোদর জগদানন্দকে ইহা জানাইলে জগদানন্দ মহাদুঃখ পাইলেন। সেবাতে অত্যন্ত কুশল স্বরূপদামোদর অন্যভাবে বালিশ তোষক তৈরী করিলেন, কলার শুক্না পাতা চিরিয়া চিরিয়া মহাপ্রভুর বহির্ব্বাসের মধ্যে ভর্ত্তি করিয়া। শ্রীমন্মহাপ্রভু অনিচ্ছাসত্ত্বেও উহা গ্রহণ করিলেন। স্বরূপদামোদরের তৈরী তোষকে মহাপ্রভু শয়ন করায় ভক্তগণের সুখ হইল। কিন্তু জগদানন্দ মহাদুঃখী হইলেন। জগদানন্দ মহাপ্রভুর নিকট বৃন্দাবন যাওয়ার আদেশ চাহিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন—জগদানন্দের অভিমান হইয়াছে, সেজন্য বৃন্দাবন যাওয়ার প্রস্তাব করিয়াছে। স্বরূপদামোদরের সেবাকুশলতার ইহা এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত।

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদদশায় তিন দ্বার রুদ্ধ অবস্থায় পুরীতে গম্ভীরায় শুইয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বরূপদামোদর ও গোবিন্দ দেখিলেন তিনদ্বার রুদ্ধ, কিন্তু মহাপ্রভু নাই। তখন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল হইয়া তাঁহারা মহাপ্রভুকে সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, দেখিলেন শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারের উত্তরে অস্থিসন্ধি শিথিলতাপ্রযুক্ত মহাদীর্ঘাকার ও অচেতন অবস্থায় পড়িয়া আছেন। স্বরূপ দামোদর ভক্তগণসহ মহাপ্রভুর কর্ণের সম্মুখে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে থাকিলে মহাপ্রভু 'হরিবোল' বলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অস্থিসন্ধি যুক্ত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় হইল। মহাপ্রভুর বাহ্যস্মৃতি হইলে স্বরূপ দামোদর তাঁহাকে পুনঃ গম্ভীরায় লইয়া আসিলেন। একদিন মহাপ্রভু চটক পর্ব্বতকে গোবর্দ্ধন শৈলজ্ঞানে ধাঁইয়া চলিলেন। স্বরূপ দামোদর জগদানন্দাদি পিছনে পিছনে চলিলেন। মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। সব ভক্তগণ তাহা দেখিয়া কান্দিতে লাগিলেন। ভক্তগণের উচ্চসংকীর্ত্তনে মহাপ্রভুর সংজ্ঞা আসিলে তিনি অর্দ্ধ বাহ্য-দশায় প্রলাপোক্তি করিতে লাগিলেন—'আমি গোবর্দ্ধনে ছিলাম, কৃষ্ণ গাভী চরাইতেছিল, কৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিল, তাহা শুনিয়া গোপীগণ, রাধাঠাকুরাণী তথায় আসিল, রাধাকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণ কন্দরেতে প্রবেশ করিল, এমন সময় তোমরা আমাকে এখানে আনিলে, কেন আনিলে আমাকে দুঃখ দিতে'—এই বলিয়া মহাপ্রভু ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলে ভক্তগণও কাঁদিতে লাগিলেন।

অতঃপর একদিন গম্ভীরায় শ্রীমন্মহাপ্রভু দিব্যোন্মাদ অবস্থায় স্বরূপদামোদর ও রায় রামানন্দের সহিত কৃষ্ণকথারঙ্গে অর্দ্ধরাত্রি অতিবাহিত করিলেন। অনেক যত্ন করিয়া মহাপ্রভুকে শোয়াইয়া স্বরূপদামোদর ও রায়রামানন্দ নিজ নিজ স্থানে গেলেন। গম্ভীরার ঘরেতে

গোবিন্দ শয়ন করিলেন। মধ্যরাত্রে মহাপ্রভু উচ্চ-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে হঠাৎ শুনিতে পাইলেন কৃষ্ণের বংশীধ্বনি, ভাবাবেশে গম্ভীরা হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন, অথচ তিন স্থানে কপাট বন্ধ! সিংহদ্বার-দক্ষিণে তৈলঙ্গী গাভীগণের মধ্যে অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন। গোবিন্দ মহাপ্রভুর কোনও সাড়াশব্দ না পাওয়ায়, মহাপ্রভুকে দেখিতে না পাইয়া স্বরূপ দামোদরকে খবর দিলেন। স্বরূপ দামোদর অন্যান্য ভক্তগণের সহিত দীপ লইয়া মহাপ্রভুকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সিংহদ্বারে গাভীগণের মধ্যে মহাপ্রভুকে দেখিতে পাইলেন, পেটের ভিতর হস্তপদ প্রবিষ্ট হইয়া কূর্ম্মাকার রূপ ধারণ করিয়াছেন। মুখে ফেন, শ্রীঅঙ্গে পুলক, নেত্রে অশ্রুধার, কুষ্মাণ্ডফলের ন্যায় পড়িয়া আছেন। বাহিরে বিষজ্বালা, ভিতরে আনন্দ। গাভীগণ চতুর্দ্দিক হইতে মহাপ্রভুর অঙ্গগন্ধ শুঁকিতেছে, হটাইয়া দিলেও আবার আসিতেছে। অনেক চেষ্টা করিয়াও সংজ্ঞা না আসিলে ভক্তগণ মহাপ্রভুকে উঠাইয়া গম্ভীরায় লইয়া আসিলেন। বহুক্ষণ মহাপ্রভুর কর্ণের সম্মুখে উচ্চসংকীর্ত্তন করিলে মহাপ্রভু সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইলেন, পুনরায় শ্রীঅঙ্গ স্বাভাবিক হইল। মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া স্বরূপ দামোদরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি আমাকে কোথা হইতে আনিলে? আমি বংশীধ্বনি শুনিয়া বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম, ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ গোষ্ঠে বেণু বাজাইতেছে, বেণুর সঙ্কেত বুঝিয়া রাধারাণী কুঞ্জ-কুটীরে আসিয়াছে, আমি তার পিছনে পিছনে যাইতে-ছিলাম, তাহার ভূষণধ্বনি, গোপীগণের কণ্ঠধ্বনি, হাস্য-পরিহাস শুনিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। তোমরা আমাকে জোর করিয়া এখানে আনিয়াছ। আর সেই অমৃতসমবাণী, ভূষণমুরলীধ্বনি শুনিতে পাইতেছি না।" স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর ভাব বুঝিয়া মধুর কণ্ঠে ভাগবতের এই শ্লোকটী পাঠ করিলেন—

'কা স্ত্র্যঙ্গ' তে কলপদায়তবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্ গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥'
(ভাঃ ১০।২৯।৪০)

"হে কৃষ্ণ, তোমার কলপদামৃত বেণুগীতদ্বারা সম্মোহিত হইয়া ত্রৈলোক্যের মধ্যে কোন্ স্ত্রী আর্য্যচরিত (ধর্ম্ম) হইতে বিচলিত না হয়? ত্রৈলোক্যের সৌভাগ্য-স্বরূপ তোমার এই রূপ দেখিয়া গোসকল, পক্ষীসকল, দ্রুমসকল ও মৃগসকল পুলক ধারণ করিয়া থাকে।"
—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্লোক শুনামাত্র গোপীভাবাবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণের প্রতি গোপীর ভাব সমূহ চিত্রজল্পোক্তির ন্যায় গান করিতে লাগিলেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী আরও একটী অলৌকিক ঘটনার কথা লিখিয়াছেন। একদিন রাসলীলার উদ্দীপনাময় শারদীয় জ্যোৎস্না রাত্রিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু গুণ্ডিচামন্দিরের প্রান্তবর্ত্তী উদ্যান বিশ্রামস্থান আইটোটা হইতে ভক্তগণসহ ভ্রমণকালে রাসলীলার গীতসমূহ আস্বাদন করিতেছিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে সমুদ্র দেখিয়াই যমুনাভ্রমে ঝাঁপ দিলেন। মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ ভাসিতে ভাসিতে কোণার্কের দিকে চলিল। একজন জালিয়া বড় মৎস্য মনে করিয়া জালের দ্বারা টানিয়া তুলিল, দেখিল হস্তপদ অতি সম্প্রসারিত বিশাল পুরুষ। তাঁহাকে স্পর্শ করিবামাত্র ধীবর প্রেমাবিষ্ট হইয়া হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। এদিকে স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুকে দেখিতে না পাইয়া অন্যান্য ভক্তগণসহ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বহু অন্বে-ষণের পর জালিয়ার স্কন্ধে মহাপ্রভুকে দেখিতে পাইলেন। স্বরূপ দামোদর প্রেমবিকারযুক্ত জালিয়াকে মহাপ্রভুর তত্ত্ব বুঝাইয়া মাথায় তিন চাপড় মারিয়া আশ্বস্ত করিলেন। ভক্তগণ উচ্চসংকীর্ত্তন করিতে থাকিলে মহাপ্রভু হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্দ্ধ-বাহ্যদশায় চিত্রজল্পোক্তি শ্রবণে ভক্তগণ মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ উপলব্ধি করিয়া পুলকিত হইলেন—গোপী-গণের সহিত কৃষ্ণের রাসলীলা ও জলক্রীড়া লীলায় মহাপ্রভু প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। পরে ভক্তগণ মহা-প্রভুকে গম্ভীরায় আনিলেন।

শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের মাধ্যমে **শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের** প্রেরিত তরজা-প্রহেলিকায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের ইঙ্গিত পাইয়া স্বরূপ দামোদর বিমনা হইলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরহ উন্মাদনা আরও বৃদ্ধি পাইল।

নামসঙ্কীর্ত্তনই যে কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির সর্ব্বোত্তম উপায়, ইহা **শ্রীমন্মহাপ্রভু** স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দের

মাধ্যমে সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ়রূপে জানাইয়াছেন—

"হর্ষে প্রভু কহেন—শুন স্বরূপ রামরায়।
নামসংকীর্ত্তন—কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন।
সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নামসংকীর্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্ব শুভোদয়, কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥"
—চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০।৮, ৯-১১

তৎপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বরচিত শিক্ষাষ্টকের আটটী শ্লোকার্থ আস্বাদন করিতে করিতে ক্রমশঃ দৈন্য কৃষ্ণবিরহ বর্দ্ধনক্রমে রাধাভাববিভাবিত প্রেমে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ দশায় স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দই সর্ব্বক্ষণ অবস্থান করিয়া তাঁহার বিপ্রলম্ভ ভাবের পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা তিথিতে শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভু অপ্রকট হইয়াছিলেন।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ২০০ পৃষ্ঠার পর]

বৃন্দাবন মঠে ভক্তগণের সংখ্যা অধিক বৃদ্ধিহেতু বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সকলের থাকিবার সঙ্কুলান না হওয়ায় পার্শ্ববর্ত্তী দুইটি ধর্ম্মশালার অনেক কামরা রিজার্ভ করিতে হয়। সকলকে বৃন্দাবন মঠে থাকিবার ব্যবস্থা করিতে না পারায় আমরা দুঃখিত। বৃন্দাবনে পেঁছিয়া ভক্তগণের মধ্যে অনেকে অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাহাতে আমরা সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ি। ১৮ কার্ত্তিক, ৪ নভেম্বর রবিবার শ্রীউত্থানৈকাদশী-তিথি বাসরে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব তিথিপূজা ও শ্রীব্যাস-পূজা নির্ব্বিঘ্নে সমারোহের সহিত এবং উক্তদিবস পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব তিথি-পূজাও অনুষ্ঠিত হয়। তদুপলক্ষে পূজনীয় বৈষ্ণবগণকে বস্ত্রার্পণ-সেবায় আনুকূল্য করেন কলিকাতার শ্রীযুক্তা কমলা ঘোষ। উত্থানৈকাদশী-তিথিতে ভক্তগণকে ফলমূল আদি অনুকল্প প্রসাদ এবং তৎপরদিবস মহোৎসবে বিচিত্র প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে ৪ নভেম্বর ও ৫ নভেম্বর বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনদ্বয়ে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের পূতচরিত্র, মাহিমা ও শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন—পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, শ্রীমথুরাপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীরামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাদেব দাস, শ্রীগোবিন্দদাস ও শ্রীযোগেশ পরিক্রমার যাত্রিগণ যতদিন বৃন্দাবন মঠে ছিলেন ততদিন তাঁহাদের দেখাশোনা এবং শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাব-তিথিপূজা ও মহোৎসব যাহাতে সাফল্যের সহিত সুসম্পন্ন হয়, তজ্জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করেন।

ডাক্তার শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত পরিক্রমায় যোগদানকারী ভক্তগণের চিকিৎসার জন্য নিষ্কপটভাবে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদ লাভ করেন।

বর্ষাণায় ও বৃন্দাবনে রাণাঘাটের শ্রীব্রজগোপাল বসাক, শ্রীনন্দগ্রামে কলিকাতার শ্রীযোগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতার শ্রীমতী অরুণা কর ও আগরতলার ভক্তবৃন্দ; গোকুল মহাবনে কলিকাতার ভক্তবৃন্দ, কলিকাতার শ্রীমতী মমতা দে, পুরুলিয়ার

শ্রীবিশ্বনাথ সেনাপতি ও হায়দ্রাবাদের ভক্তবৃন্দ, বৃন্দাবনে করিমগঞ্জের (কাছাড়) শ্রীসুবোধ রায় চৌধুরী ও ঝাল্‌দার (বিহার) শ্রীমতী পদ্মাবতী বহাল বৈষ্ণবগণের ও পরিক্রমায় যোগদানকারী ভক্তগণের বিশেষ সেবার ব্যবস্থা করিয়া ধনাবাদার্হ হইয়াছেন। বিশেষ সৌভাগ্য-ফলে শ্রীব্রজধাম পরিক্রমাকারী ভক্তগণের সেবার সুযোগ লাভ হয়। ৫ই নভেম্বর শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে বৃন্দাবন মঠে অনুষ্ঠিত বিরাট্ মহোৎসবে পূর্ণানুকূল্য করিয়া কলিকাতার বিশিষ্ট ভক্ত ও সজ্জন সাধুগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

শ্রীব্রজের দ্বাদশবন ভ্রমণের তাৎপর্য্য

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনার একটি গীতির—"ভ্রমিব দ্বাদশবনে, রসকেলি যে যে স্থানে"—এই পদের ব্যাখ্যায় বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার অধ্যক্ষতায় পরিচালিত ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় এই উপদেশ বাণী প্রদান করিয়াছেন ঃ—

'আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন, মনে বনে এক করি মানি।' সেই শুদ্ধমনে স্থায়িভাব রতির সহিত বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী — এই চতুর্ব্বিধ সামগ্রীর সম্মিলনে রসের উদয় হয়। সেই রস পঞ্চ মুখ্যরস ও তৎপুষ্টিকারক সপ্ত গৌণরস রূপে ভাবনার পথ অতিক্রমপূর্ব্বক চমৎকারপ্রাচুর্য্যের ভূমিকাস্বরূপে সত্ত্বোজ্জ্বলহৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিয়া থাকে। সেই সত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়ই 'বন' নামক আধার, তাহা দ্বাদশ রসের আলয়স্বরূপ। যে-যে স্থানে রসক্রীড়া উদিত হয়, সেই সেই স্থান রসে মাখা-জোখা হইয়া প্রেমপ্লাবিত হইয়া পড়ে। যদি এনিকাটের (Annicut) মত রসের প্লাবনে কোনপ্রকার অন্যাভিলাষ-লেশের রুদ্ধ কপাট ফেলিয়া দেওয়া হয়, তবে আর রসের উৎস সেরূপভাবে প্রবাহিত হইতে পারে না। অচেতনের আধারে ভাবন'বর্ত্ম মনোধর্ম্মে যে প্রাকৃতরসের উদয় হয়, তাহারই বিশ্লেষণ ও বিবৃতি ভাব প্রকাশ, সাহিত্য-দর্পণ বা ভরতমুনির রসশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। নৈষধ-চরিত, সাবিত্রী-সত্যবান্, শনির পাঁচালী, ওথেলো-ডেস্‌ডেমোনা, লয়লা-মজনু প্রভৃতি প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার চরিত্র-পাঠে হৃদয়ে যে-সকল রসের উদয় হয়, তাহা অস্থায়ী ভাব-ভূমিকার রসোদয় মাত্র। তাহাতে রসের বিষয় অদ্বিতীয় অসমোর্দ্ধ বস্তু নহে। কিন্তু দ্বাদশবনে যে রস, তাহাতে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই—অখিলরসামৃতমূর্ত্তি অদ্বয়জ্ঞান—একমাত্র রসের বস্তু। শান্তপ্রেম, দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম, মধুরপ্রেম—এই পঞ্চ প্রেমের বিষয় একমাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ।

"সুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণস্থানে, নিবেদিব চরণে ধরিয়া।" যাঁহারা ব্রজে বাস করেন, তাঁহারা কৃষ্ণকথা জানেন, কারণ, তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ অপ্রতিহত ও অহৈতুকভাবে কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। গোগণ, গোবৎস-সকল কৃষ্ণের সেবা করেন, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের ক্রীড়ামৃগ হইয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি বর্দ্ধন করেন, কৃষ্ণের দোহন-ক্রীড়ার ক্রীড়নক হন। নন্দনন্দনের সেই গোসকলের সেবা, নন্দনন্দনের সেবা, নন্দনন্দনের পিতৃমাতৃসেবা চিত্রক, রক্তক, পত্রক, বকুলাদি ভৃত্যবর্গ করিয়া থাকেন। তাঁহারা দ্রবব্রহ্মগাত্রী কালিন্দীর চিন্ময় সলিলের দ্বারা কৃষ্ণের পাদপদ্ম ধৌত করিয়া দেন। কৃষ্ণ যখন উত্তর গোষ্ঠে ফিরিয়া আসেন, সর্ব্বাঙ্গ ব্রজের ধূলায় ধূসরিত হইয়া আসেন, তখন রক্তক-চিত্রক-পত্রকাদি যমুনার জলের দ্বারা কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণের গরুগুলি কি জানেন? তাঁহারা সাক্ষাৎ মহা মহা ঋষি। যাঁহারা বহুজন্ম তপস্যাদি করিয়া—বেদপাঠ করিয়া ভগবানের সেবা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন,—তাঁহারাই ব্রজের গোধন হইয়াছেন—কৃষ্ণের সেবার নিমিত্ত দুগ্ধ দিতে শিখিয়াছেন। তাঁহারা তথাকথিত বেদান্তপড়া মুনি-ঋষি নহেন।

প্রত্যেকেরই ব্রজবাসীর আনুগত্যে ব্রজে বাস করা দরকার। আমরা শুনিয়াছি, শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—'তন্নামরূপ-চরিতাদি-সুকীর্ত্তনানুস্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য। তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনু-রাগিজনানুগামী কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্ ॥'

শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা সুষ্ঠুভাবে কীর্ত্তন করিতে করিতে তদনুস্মৃতি-ক্রমে প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ বিচারে অভেদ হইয়া, মনঃকল্পিত চেষ্টাকে সংযত করিয়া, ব্রজ-জনের কোন একের

ভাবের অনুগমন করিয়া শ্রীব্রজভূমিতে অবস্থান-পূর্ব্বক অখিলকাল যাপন করাই বিধেয়। ইহাই উপদেশসার। 'ব্রজবাসী' বলিতে চিন্ময় বিচারসম্পন্ন হরিসেবক-গণকেই বুঝায়; হরিজনবিরোধী ইতরবিষয়ভোগীকে লক্ষ্য করে না।

যদি চিত্রক, পত্রক, বকুলের আনুগত্য না করি, যদি কৃষ্ণের অনুগামী না হই, যদি চক্ষু-কর্ণাদির বিষয়ের আনুগত্য করিয়া জড়ের ভোক্তা হই, তাহা হইলে ত' ব্রজবাস হইল না, অনুরাগও হইল না। "আমি ভোগ করিতেছি, দৃশ্য আমাকে ভোগ করাইতেছে"—ইহার নাম জড় ভোগ বা কৃষ্ণের সেবা-বৈমুখ্য। দাস্য-রসের আশ্রয় চিত্রক-রক্তক-পত্রক, সখ্যরসের আশ্রয় শ্রীদাম-সুদাম, বাৎসল্যরসের আশ্রয় নন্দ-যশোদা এবং মধুর রসের আশ্রয় শ্রীরূপ-মঞ্জরী প্রভৃতিতে যদি অনুরাগ-বিশিষ্ট না হই, তাহা হইলে ব্রজবাস কিরূপে হইবে? তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী।

"সুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণ-স্থানে"—যাঁহার যে প্রকার রস, তাঁহাকে সেই রসের কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। আমাদের যদি মধুর রসের জিজ্ঞাসা হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে মধুর-রসের ব্রজবাসীর নিকট যাইতে হইবে। যাঁহাদের ললিতা-বিশাখার সঙ্গে দেখা নাই বা শ্রীরূপমঞ্জরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা হয় ত' নল-দময়ন্তীর রস বা রাবণের সীতা-হরণের রসের কথা বলিয়া বসিবেন! গোপীরা বৃন্দাবনের সমস্ত তরুলতার কাছে কৃষ্ণ-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

> চূত-পিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-
> জম্বর্ক-বিল্ব-বকুলাম্র-কদম্ব-নীপাঃ।
> যেহন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
> শংসন্তুঃ কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ॥
>
> —ভাঃ ১০।৩০।৯

[যামুনতটস্থিত চূত, পিয়াল, পনস, আসন, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ববৃক্ষ-সমূহ—যাঁহারা জগতের উপকারী, তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণবিরহকাতর আমাদিগকে কৃষ্ণের সন্ধান প্রদান করুন। কৃষ্ণবিরহে আমাদের হৃদয় শূন্য বোধ হইতেছে।]

শুনিয়াছি, আজকাল ব্রজভূমিতে পনস বা কাঁঠাল বলিয়া কোন ফল হয় না। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার বন-ভ্রমণকালে অন্তর্দ্দশায় অনেক কাবুলি-মেওয়া-ফলের গাছ যমুনার ধারে ধারে দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইহা অনুভাষ্যের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। জয়দেব প্রভুও এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছেন। ব্রজবাসী পাঁচ প্রকার, গো-বেত্র-বিষাণ-বেণু-যামুনসৈকত— ইঁহারাও ব্রজবাসী—ইঁহারা শান্তরসের ব্রজবাসী। ব্রজবাসিগণের কৃপা-ব্যতীত আমাদের ব্রজবাস হইতে পারে না। তাঁহারা আমাদের সঙ্গে কথা বলিবেন কেন? অক্ষজ চক্ষু দিয়া কিরূপে তাঁহাদিগকে দর্শন করিব? আমরা মদমৎসরতায় আচ্ছন্ন হইয়া আছি, তাই ব্রজবাসিগণ আমাদের কথায় কর্ণপাত করেন না—তদনুরাগী না হওয়ার দরুণ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না। নিত্য-লীলায় প্রবিষ্ট যে-সকল ব্রজবাসী আছেন, তাঁহারা কেন আমাদের সঙ্গে কথা বলিবেন? তাঁহারা আমা-দিগকে বলেন—'তোমরা বিষয় অন্বেষণ কর, কৃষ্ণ কি তোমাদের বিষয় হইয়াছেন?' শ্রীরূপ-মঞ্জরী, শ্রীরতি-মঞ্জরীর আনুগত্য ব্যতীত ব্রজের কথা জানা যায় না। প্রভু-নিত্যানন্দ যেই দিন কৃপা করিবেন, সেইদিন শ্রীরূপ-মঞ্জরী ও শ্রীরতি-মঞ্জরীর কৃপা বুঝিতে পারিব। অন্যথা "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"—এই বিচারে ভ্রাম্যমাণ হইয়া "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" শ্লোক বুঝিতে পারিব না।

কৃষ্ণসেবাবিমুখতা আসিয়া উপস্থিত হইলেই অসুবিধা হইবে। প্রাক্তন দুষ্কৃতিফলে আমাদের নানা-প্রকার অন্যদেবতার পূজা হইয়া যায়। যাঁহারা অনু-কূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করিতেছেন, তাঁহাদের চরণ না ধরিলে আমাদের সুবিধা হইবে না। বন ভ্রমণ করিলাম—যদি বন ভ্রমণ করিয়া গাছের ফলটা খাইয়া ফেলিলাম, নাক দিয়া ফুলটী শুঁকিয়া ফেলিলাম,—তাহা হইলে ত' বনভ্রমণ হইল না; বরং বনভ্রমণকালে পদদ্বারা ঐ সকল স্থান-ভ্রমণে আমাদের অপরাধই উপস্থিত হইল। "গোবর্দ্ধনে না উঠিও" বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের তনু পদ-দ্বারা স্পর্শ করিতে নাই,—জানা যায়। অপ্রাকৃত সখ্যরস উদিত না হইলে ভগবানের স্কন্ধে চিন্ময়পদ স্থাপন করা চলে না। কপট সখ্যরসের দ্বারা ত' ভগবানের স্কন্ধে আরোহণ করা যায় না। সংসার-

ভোগের বুদ্ধি লইয়া 'Lucre-hunter' হইলে আমাদের বনভ্রমণ হইবে না। কয়দিনই বা বাঁচিব? এই কয়টা দিন অন্য কার্য্যে কেন নিযুক্ত থাকিব? ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

"হইয়া মায়ার দাস, করি' নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থ-লাভ—এই আশে, কপট বৈষ্ণব-বেশে,
ভ্রমিয়া বুলিয়ে ঘরে ঘরে।"

কপটতার লক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতে প্রারম্ভিক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে,—"ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।"

[এই গ্রন্থে নির্ম্মৎসর সাধুগণের পরমধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। উহা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষমাত্র নহে। মঙ্গল-প্রদ বাস্তব বস্তুই জ্ঞেয়; উহা ত্রিতাপ ধ্বংস করে।]

ধর্ম্মার্থকাম ত' পদাঘাত করিবার বিষয়। ভোগী-শ্রেণীর লোকেরাই ঐসকল বস্তুর প্রার্থী। এক বেদান্ত-দর্শন-ব্যতীত অপর পঞ্চদর্শনে ন্যূনাধিক ধর্ম্ম-অর্থ-কামের কথা বলা হইয়াছে। আর কেবলাদ্বৈতবাদী যে বেদান্তদর্শনের স্বকপোল-কল্পিত ব্যাখ্যা করেন, তাহাও ভোগের প্রতিযোগী ভাব মাত্র। চিৎ-সবিশেষবাদ অস্বীকার করিয়া অচিৎ-সবিশেষবাদ যেরূপ হেয়তা-যুক্ত, ঘরপোড়া-গরুর সিন্দুরে মেঘ দেখিয়া ভয় পাওয়ার ন্যায় চিৎ-সবিশেষবাদে অচিৎ-সবিশেষবাদের হেয়তা আশঙ্কা করাও তাদৃশ বা তদপেক্ষা অধিক অমঙ্গলজনক।

[কতকগুলি মক্ষিকার হরিকীর্ত্তনরত শ্রীল প্রভু-পাদের শ্রীঅঙ্গে পুনঃ পুনঃ উৎপাত করিবার চেষ্টা-দর্শনে কতিপয় ভক্ত তালবৃন্ত-দ্বারা তাহা তাড়াইবার জন্য অগ্রসর হইলে] শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—এই সকল ব্রজবাসী; তাঁহাদিগকে উদ্বেগ দিতে হইবে না। আপনারা হরিকথা কীর্ত্তন করুন। আমাকে নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ করান। যাহাতে হরিভজনের সিদ্ধি হয়, তাহা করুন। আমার বন্ধুবান্ধব অনেক ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা এখন অন্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বাহিরে হরিভজনের চেষ্টা দেখাইতেছেন বটে; কিন্তু কার্য্যতঃ অন্তরে অন্য বিষয়ে নিযুক্ত আছেন।

জাগদীশী গাদাধরী তর্কশাস্ত্র, কিম্বা শঙ্কর-মতের আনন্দগিরি, অপ্যয়দীক্ষিতের ন্যায়রক্ষামণি, পরিমল, আনন্দলহরী, শিবার্কমণিদীপিকা, বাচস্পতি মিশ্রের ভামতীর সহিত শঙ্কর ভাষ্য আলোচনা করিতেছি—এইরূপ বিচারে কেহ কখনও নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসিগণের কথা বুঝিতে পারিবেন না, কুকুরের ভজন করিয়া 'ভাঙ্গী', ঘোড়ার ভজন করিয়া 'সহিস', লৌহের ভজন করিয়া 'কর্ম্মকার', স্বর্ণের ভজন করিয়া 'স্বর্ণকার' সাজা যায়। ব্রজবাসী হইতে হইলে নিত্যসিদ্ধ ব্রজ-বাসিগণের একান্ত সেবা আবশ্যক।

ভজনের স্থান নির্ণয়ে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—'Charity begins at home.' বাউল বলিয়া এক শ্রেণীর লোক আছে,—তাহারা শুক্র-শোণিত-মল-মূত্র ভোজন করে। তাহারা জ্ঞানমিশ্র-বিচারের গান করে। যশোহর, খুল্‌না, নদীয়া, ঢাকা প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের বহু-স্থানে ঐ শ্রেণীর বহু বহু লোক আছে। বার প্রকার অপ্রাকৃত রস বাউলাদি তের প্রকার অপসম্প্রদায়ের লোক বুঝিতে পারে না। বার প্রকার রস যদি এক-মাত্র কৃষ্ণেই থাকে, তবে কিরূপে তাহারা অন্যত্র সে রসের অনুসন্ধান করে? সমগ্র প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্র-দায়ের নিকট আমার এই প্রশ্ন।

কৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে কার্ষ্ণের অনুসন্ধানের জন্য ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে হইবে। শুদ্ধ-বৈষ্ণবের পাদপদ্ম আশ্রয় না করার দরুণই—অবৈষ্ণবকে 'বৈষ্ণব' বলার দরুণই আমাদের অসুবিধা হইতেছে। "ঘিনি বাজাইতে বাজাইতে" যদি কাহারও দাঁতকপাটী লাগিয়া যায়, ঐরূপ ব্যক্তির তাদৃশ কপটতাই কোন কোন অনভিজ্ঞের মতে ভজন-সিদ্ধি বলিয়া নির্ণীত হয়।

ভজনীয় বস্তুকে লাভ করার অর্থ—কৃষ্ণভাবে সম্পূর্ণ বিভাবিত হওয়া। কৃষ্ণ একটি স্থূল পদার্থ নহেন। যে জড়ভোগরত পচা চক্ষু বিল্বমঙ্গল নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই পচা চক্ষু দিয়া কি অধোক্ষজ কৃষ্ণকে দেখিয়া ফেলা যায়? যে বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির যোগানদার, সেইরূপ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বস্তুকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া যে দেখাইয়া দেয়, সেই লোক এবং সেই পচা চোখ—যাহাতে কএকদিন পরেই ছানি পড়িয়া যায়,—এই উভয়ই ভজনীয় বস্তু ও ভজনের স্থান-দর্শনের

প্রতিবন্ধক।

ভজনের রহস্য শ্রীরূপগোস্বামিপাদ দুইটী শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥"

জাগতিক দৃষ্টিতে আমরা ভোগী বা ত্যাগী, জগৎ আমাদের ভোগ্য বা ত্যাজ্য—এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি থাকিলে আমরা ভজনকারীর যোগ্যতা হইতে পত্রপাঠ বিদায় হইয়া যাইব।

শ্রীমথুরাধামে অবস্থিতি

[১৮ আশ্বিন, ১৩৯১, ৫ অক্টোবর ১৯৮৪ শুক্রবার হইতে ২২ আশ্বিন, ৯ অক্টোবর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত]

মথুরা ঃ—সকল পুরাণেই 'মথুরা' নামের উল্লেখ আছে, কিন্তু কেবল শ্রীরামায়ণ ও শ্রীহরিবংশেই মথুরার উৎপত্তির কথা পাওয়া যায়। শ্রীরামায়ণে এইরূপ লিখিত আছে—লোলার জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন মধুদৈত্য। মধুদৈত্য মহাদেবের ভক্ত ছিলেন। তিনি কঠোর তপস্যা করতঃ মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া মহাদেবের নিকট হইতে একটি অদ্ভূত শক্তিযুক্ত শূল লাভ করিয়াছিলেন। মধুদৈত্যের প্রার্থনানুযায়ী মহাদেব তাহাকে এইরূপ বর দিয়াছিলেন, যে শূল সে লাভ করিয়াছে, সেই শূল যতদিন তাহার পুত্রের নিকট থাকিবে, ততদিন তাহাকে কেহই বধ করিতে পারিবে না। মধুদৈত্যের পত্নীর নাম ছিল কুম্ভনসী। তিনি পুত্রপ্রাপ্তির আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং একটি সুন্দর পুর নির্ম্মাণ করিলেন। মহাদেবের বাক্য কখনও বৃথা হইতে পারে না, যথাকালে তাঁহার পুত্র হইল। পুত্রের নাম রাখিলেন লবণ। কিন্তু দৈবের এমনই পরিহাস, লবণ দৈত্য যতই বড় হইতে লাগিল, ততই সে অত্যন্ত দুর্ব্বিনীত ও অবাধ্য হইয়া উঠিল। মধুদৈত্য তাহার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাকে শূল অর্পণ করিয়া বরুণালয়ে চলিয়া গেলেন। লবণ দৈত্য শূল লাভ করিয়া ভীষণ দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল, এমনকি তপোবনবাসী ঋষিগণকেও ছাড়িল না। ঋষিগণ উপায়ান্তর না পাইয়া শ্রীভগবান্ শ্রীরাম চন্দ্রের নিকট উপনীত হইয়া লবণ দৈত্যের দৌরাত্ম্য ও নিজেদের দুঃখের কথা জানাইলেন, শ্রীরামচন্দ্র লবণ দৈত্যকে দমনের জন্য শত্রুঘ্নকে পাঠাইলেন। শত্রুঘ্ন তথায় পৌঁছিলে লবণ দৈত্যের সহিত ভীষণ যুদ্ধ হয়। শত্রুঘ্ন অনেক কষ্টে ও কৌশলে লবণ দৈত্যকে বধ করেন। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। তাঁহারা সকলেই শত্রুঘ্নকে বর দিতে আসিলেন। শত্রুঘ্ন তাঁহাদের নিকট এই বর চাহিলেন—দেবনির্ম্মিত মধুপুরী, মধুরা শীঘ্র সমৃদ্ধ হইয়া রাজধানীতে পরিণত হইল। তৎপর শত্রুঘ্ন সেনা আনাইয়া পৌরজনপদ স্থাপন করিলেন। দ্বাদশবর্ষ মধ্যে উক্ত স্থান শূরসেনদিগের দেশ বলিয়া গণ্য হইল। শত্রুঘ্ন লবণাসুর নির্ম্মিত প্রাসাদগুলির সংস্কারবিধান করিলেন।

"হত্বা চ লবণং রক্ষো মধুপুত্রং মহাবলম্।
শত্রুঘ্নো মথুরা নাম পুরীং যত্র চকার বৈ ॥
তত্রৈব দেবদেবস্য সান্নিধ্যং হরিমেধসঃ।
সর্ব্বপাপহরে তস্মিন্ তপস্তীর্থে চকার সঃ ॥"
—বিষ্ণুপুরাণ

"যে মধুবনে শত্রুঘ্ন মধুরাক্ষসের পুত্র মহাবলশালী লবণরাক্ষসকে বধ করিয়া মথুরা নামক পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই মথুরা পুরীতেই হরিপরায়ণ দেবদেব মহাদেবের অবস্থান। তিনি সর্ব্বপাপহারি তীর্থে তপস্যা করিয়াছিলেন।"

শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে স্কন্দপুরাণে মথুরা খণ্ডের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

"মধোর্বনং প্রথমতো যত্র বৈ মথুরা পুরী।
মধুদৈত্যো হতো যত্র হরিণা বিশ্বমূর্ত্তিনা ॥"

"প্রথমে মধুদৈত্যের বন—যেখানে মথুরা পুরী অবস্থিত এবং যথায় বিশ্বরূপী শ্রীহরি মধুদৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন।"

রামায়ণে মথুরার পরিবর্ত্তে মধুপুরী ও মধুরা এই নামের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু মহাভারতাদি সকল পুরাণেই মথুরা নাম পাওয়া যায়। তাহাতে অনুমান হয়, রামায়ণে উল্লিখিত মধুপুরী বা মধুরাই পরবর্ত্তিকালে মথুরা নামে খ্যাত হয়। [কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ বলেন, মথুরা সহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত মহোলি নামক ক্ষুদ্র গ্রামই আদিম রাজা মধুদৈত্যের মধুপুরী। 'ইয়ং মধুপুরী রম্যা মধুরা দেবনির্ম্মিতা'।]

শত্রুঘ্নের বংশ লোপ হইলে মথুরায় শূরসেনগণের আধিপত্য হয়। শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রপ্রমাণানুসারে শূরসেন বংশে যদুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কথা আমরা জানিতে পারি। ক্রমশঃ কংস মথুরাকে রাজধানী করিয়া আধিপত্য বিস্তার করিলে মথুরা নামের বেশী প্রসিদ্ধি হয়। পরবর্ত্তিকালে যুধিষ্ঠির মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভকে মথুরামণ্ডলের রাজত্বভার সমর্পণপূর্ব্বক মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন, ইহা শাস্ত্রপ্রমাণদৃষ্টে জানা যায়। শ্রীবজ্রনাভ বহু ভগবন্মূর্ত্তি শ্রীব্রজমণ্ডলে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

দেরাদুনে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু— শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন বনচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ৮ মূর্ত্তি ব্রহ্মচারী মঠসেবক সমভিব্যাহারে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমণান্তে ২৩ কার্ত্তিক, ৯ নভেম্বর শুক্রবার বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করতঃ দিল্লী হইয়া রেলপথে পরদিবস প্রাতে দেরাদুনে শুভ পদার্পণ করেন। সেই সময়ে দিল্লী ও দেরাদুনে বিশেষ অশান্তি ও গোলযোগ সংগঠিত হওয়ায় দেরাদুনবাসী ভক্তবৃন্দ কখনও আশাই করিতে পারেন নাই যে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য সদলবলে দেরাদুনে পৌঁছিবেন। তাঁহারা শ্রীল আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণববৃন্দের শুভাগমন বার্ত্তা জানিয়া পরমোল্লসিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব ১৯ নভেম্বর পর্য্যন্ত দেরাদুনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করতঃ শ্রীমঠে প্রত্যহ প্রাতে, ১১ই নভেম্বর দেরাদুনের নিকটস্থ আমওয়ালা গ্রামের ভক্ত শ্রীনরসিংহ দাসের গৃহে অপরাহ্ণে, ১২ই নভেম্বর অপরাহ্ণে মঠে, ১৩ই নভেম্বর পূর্ব্বাহ্ণে আর্য্যনগরস্থ শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদজীর আলয়ে, অপরাহ্ণে শ্রীমঠে, ১৪ই নভেম্বর পূর্ব্বাহ্ণে লুলীয়ামহলস্থ মানপ্রকাশজীর গৃহে, অপরাহ্ণে শ্রীমঠে, ১৫ই নভেম্বর পূর্ব্বাহ্ণে রায়পুর রোডস্থ শ্রীসুলতাং সিংয়ের বাসভবনে, অপরাহ্ণে ডি, এল, রোডস্থ শ্রীছজ্জুলালের গৃহে, ১৬ই নভেম্বর পূর্ব্বাহ্ণে রায়পুর রোডস্থ স্বধামগত লীলাবতী গোয়েলের গৃহে, অপরাহ্ণে শ্রীমঠে, ১৭ই নভেম্বর অপরাহ্ণে দেরাদুন সহরের নিকটে নয়াগাঁওস্থ মন্দিরে, ১৮ই নভেম্বর পূর্ব্বাহ্ণে আর্য্যনগরস্থ শ্রীসদানন্দজীর গৃহে, অপরাহ্ণে শ্রীমতী চিন্তামণি ধ্যায়ানির গৃহে, ১৯ নভেম্বর পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীপ্রেমদাসজীর গৃহে হরিকথা বলেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী সুললিত ভজন কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন। শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী প্রভু কর্ত্তৃক প্রত্যহ রাত্রিতে শ্রীমঠে হরিকথা পরিবেশিত হয়। দেরাদুনবাসী ভক্তবৃন্দ হরিকথা শ্রবণে পরমোৎসাহিত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেবকে আরও অধিক দিন অবস্থানের জন্য অনুরোধ করিলেও প্রতিষ্ঠানের জরুরী সেবাকার্য্যের দরুণ শ্রীল আচার্য্যদেব ৭ মূর্ত্তিসহ ২১শে নভেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

২২ কার্ত্তিক, ৮ নভেম্বর বৃহস্পতিবার দেরাদুন শ্রীমঠে বার্ষিকোৎসব উপলক্ষে প্রায় এক সহস্র নরনারী মঠে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

দেরাদুন মঠের মঠরক্ষক শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীফাল্গুনী ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনশরণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই দাস এবং প্রচার পার্টির শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী এবং শ্রীপ্রেমদাসজী ও শ্রীতুলসীদাসজী গৃহস্থ ভক্তদ্বয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার এবং মঠের যাবতীয় সেবা সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়।

ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মহাপ্রয়াণে মর্ম্মবেদনা

গত ১।১১।৮৪—১৫ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৪-৩০ ঘটিকায় ভারতসরকারের কলিকাতাস্থ টিঃ ভিঃ সংস্থার পক্ষ হইতে প্রেরিত একটি প্রচারক সংঘ আমাদের দক্ষিণ কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভাগমন করিয়া ৩ মিনিটের মধ্যে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা গান্ধী বিষয়ে শোকসূচক বিবৃতি জানাইবার জন্য অনুরোধ করায় মঠপরিচালক শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী মহোদয় মঠের লাইব্রেরী হলে উক্ত টিঃ ভিঃ সংস্থা প্রেরিত প্রচারক সঙ্ঘের সর্ব্বাধুনিক ক্যামেরা ও মাইকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া একটি ক্ষুদ্র ভাষণ প্রদান করেন। উহা তৎপরদিবস ২।১১।৮৪ তারিখে সন্ধ্যায় (৬-৩৫ মিঃ) টিঃ ভিঃ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের যন্ত্রে রীলে করিয়া শুনান ও পর্দ্দাতে দেখান। টিঃ ভিঃ কর্ত্তৃপক্ষের প্রচারক বিভাগ সংবাদশিরোনামায় এইরূপ উল্লেখ করেন—

গৌড়ীয় মঠসম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে শ্রীমৎ নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী ইন্দিরা স্মরণে শোক প্রকাশ করিয়া ভাষণ দিতেছেন—

ভাষণের সারমর্ম্ম—"৩।৪ মিনিটের মধ্যে এই বিরাট্ শোকের বিষয় ব্যক্ত করা সম্ভব নহে। ইন্দিরা গান্ধীর নৃশংসভাবে হত্যাতে বিশ্বের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের সহিত আমরা আশ্রমবাসীও মর্ম্মাহত। তাঁহার অভাব পূরণ হইবার নহে। ইহাতে দেশের প্রভূত ক্ষতি হইল। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি ও কল্যাণ কামনা করি। তিনি দেশের মঙ্গলকামনায় যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমাদের প্রার্থনা—দেশের বর্ত্তমান হিতৈষী নেতৃবর্গ যেন তাহা প্রতিপালনার্থ আত্মনিয়োগ করিয়া তাঁহার পরলোকগত আত্মার তৃপ্তিবিধান করেন।"

যশড়ায় শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর শ্রীপাটের বার্ষিক উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শাখা যশড়াস্থিত শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর শ্রীপাটের (শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের) বার্ষিক উৎসব শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর তিরোভাব তিথি-বাসরে ১০ পৌষ, ২৫ ডিসেম্বর মঙ্গলবার মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও ৭ মূর্ত্তি ব্রহ্মচারী—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅম্বরীষ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ও শ্রীগৌতম ব্রহ্মচারী সহ ২৩ ডিসেম্বর রবিবার অপরাহ্ণে যশড়া শ্রীপাটস্থ মঠে শুভাগমন করেন। শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণশরণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীউত্তম ব্রহ্মচারী যশড়া শ্রীপাটে অগ্রিম আসিয়া উৎসবের আনুকূল্য সংগ্রহ ও বিবিধ সেবার জন্য যত্ন করেন। কলিকাতা, নদীয়া, ২৪-পরগণা ও হুগলী জেলা হইতেও ভক্তগণের শুভাগমন হয়।

২৪ ডিসেম্বর সোমবার অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া চাকদহ সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করে। ভোটের দিন হইলেও সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় বহুসংখ্যক নরনারী যোগদান করিয়া ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

২৫ ডিসেম্বর মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেব, শ্রীরাধাবল্লভ ও শ্রীগৌরগোপাল শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক পূজা সম্পাদিত হয়। শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় শ্রীবিগ্রহগণের পূজা ও মালসাভোগ সজ্জিতকরণ বিষয়ে মুখ্যভাবে সহায়তা করিয়া ধন্যবাদার্হ হন। ২৫ ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে যে সভার আয়োজন হয়, তাহাতে শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর পূতচরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে দীর্ঘ দুই ঘণ্টাব্যাপী ভাষণ প্রদান করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগরাগান্তে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীমঠের সম্পাদক মহোদয় ভাষণ প্রদান করেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

যশড়া মঠের মঠরক্ষক শ্রীনিমাইদাস বনচারী, শ্রীবলরাম দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধামোহন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদ্বারকেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম মুখার্জ্জি, শ্রীগোলোক-নাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণশরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্ম-চারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌতম ব্রহ্মচারী, শ্রীউত্তম ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅম্বরীষ দাস ব্রহ্মচারী পূজা, রন্ধন, কীর্ত্তনাদি সেবায় আনুকূল্য করিয়া উৎসবটীকে সাফল্যমণ্ডিত করেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০ পঃ, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রা অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

ক্রম	গ্রন্থ		মূল্য
(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা		১.২০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত	,,	১.০০
(৩)	কল্যাণ কল্পতরু ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,,	,,	১.২০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,,	,,	[illegible]
(৬)	জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,,	,,	২০.[illegible]
(৭)	শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,	,,	১৫.০০
(৮)	শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,	.	৫.০০
(৯)	শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,	,,	৪.০০
(১০)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—	ভিক্ষা	২.৭৫
(১১)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ	,,	২.২৫
(১২)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	১.০০
(১৩)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	১.২০
(১৪)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode	,,	২.৫০
(১৫)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত—	,,	২.৫০
(১৬)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত—	,,	৩.০০
(১৭)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — —	,,	১৪.০০
(১৮)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) —	,,	.৫০
(১৯)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত —	,,	৩.০০
(২০)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — —	,,	৩.০০
(২১)	শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র —	,,	৮.০০
(২২)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত—	,,	৪.০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় ঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

চতুর্বিংশ বর্ষ—১২ শ সংখ্যা

মাঘ, ১৩৯১

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৪শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ, ১৩৯১
২২ মাধব, ৪৯৮ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ মাঘ, মঙ্গলবার, ২৯ জানুয়ারী, ১৯৮৫ | ১২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২০২ পৃষ্ঠার পর]

'ম'কারের অর্থ "অহঙ্কার"; 'ন'কারের অর্থ "নিষেধ"। যদি আমরা জড়জগতের সেবা—নেশার সেবা পরিত্যাগ করি, একান্তভাবে একমাত্র ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হই, তবেই আমাদের মঙ্গল। অতিরিক্ত জ্ঞান সংগ্রহ ক'র্লে অতিরিক্ত ভোগলালসা বৃদ্ধি পায়। যা'দের গায়ে জোর বেশী আছে, তা'দেরই কি সত্য উপলব্ধি হ'বে? প্রাকৃতবিজ্ঞানবিৎ কি মনো-বিজ্ঞানবিৎ হ'লেই কি ভগবত্তত্ত্ব বুঝ্তে পার্বে? তা' নয়। 'ভবদীয় বার্ত্তা' অর্থাৎ শ্রীহরির কথা শ্রবণ না করা পর্য্যন্ত, জীবের মঙ্গল হ'তে পারে না। বাহ্য ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর কথা আমি বল্‌ছি না বা যা'তে আমাদের ইন্দ্রিয়-সুখ হয়, এরূপ কথাও বল্‌ছি না। যা'তে ভগবানের ইন্দ্রিয়ের সুখ হয়—এরূপ কথার নামই 'হরিকথা'। জটা-জুট ধারণ কর্‌লে, ত্যাগী সাজ্‌লে, বা বড় গৃহস্থ হ'লেই তাঁকে 'সাধু' বলা যায় না; **সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-নিরত ব্যক্তির নামই সাধু, সর্ব্বক্ষণ শ্রীভগবানের সেবার জন্য ব্যস্ত ব্যক্তিই সাধু। নিত্যকাল সর্ব্বক্ষণ যিনি সকল চেষ্টার মধ্যে কৃষ্ণের জন্য ব্যস্ত আছেন, সকল চেষ্টাই যাঁহার ভগবানের সেবার জন্য, তিনিই সাধু।**

মূর্খও তাঁকে (অজিত ভগবান্‌কে) সেবাদ্বারা জয় কর্‌তে পারে, পণ্ডিতাভিমানী তাঁকে জয় কর্‌তে পারে না। ভগবদ্ভক্ত শ্রুতবাক্যের অনুসরণ করেন, তিনি অনুকরণ মাত্র করেন না। অনুকরণ করাটা খুব সোজা। আমরা অনেক-সময় সাধুর অনুকরণ করি; সাধুর অনুসরণ না ক'রে কেবল তাঁহার অনুকরণ করা—তাঁহাকে ভেঙ্‌চানো মাত্র। সাধুর অনুকরণ কর্‌তে গিয়ে আমরা দশায় পড়ি—অশ্রু, কম্প, পুলক দেখাই এবং আরও কত কি ক'রে থাকি! আমরা আবার গৌরসুন্দরের ও গৌর-ভক্তগণের অনুকরণ কর্‌তে গিয়ে 'ওলাউঠা ভাল করা' উদ্দেশ্য নিয়ে কীর্ত্তন করি, ব্যবসায়ী ভাগবত (?) কথক-পাঠক হ'য়ে পড়ি, শূদ্রসজ্জায় কখনও বা মন্ত্রদাতা গুরু হ'য়ে বসি ইত্যাদি!

'হরিকীর্ত্তন' জিনিষটী অত ক্ষুদ্র নন; যাঁহার প্রাপ্তিতে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়, জীবের পরম-প্রয়োজন প্রেম-লাভ হয়; সেই জিনিষ কখনও ক্ষুদ্র ভোগ বা মোক্ষের জন্য অথবা বণিকের পণ্যের মত ব্যবহার করা যে'তে পারে না। কৈতব বা ছলনা-রাজ্যের প্রধান অধিবাসিনী—'মুক্তি'। প্রকৃত মুক্তি লাভ কে কর্‌বে? সেই মুক্তি পাওয়াটা—বদ্ধাবস্থা হ'তে উত্তীর্ণ হওয়া—স্বভাবকে

লাভ করা; যা'কে আশাপাশ আবদ্ধ ক'রেছে, তা'র সেই পাশ হ'তে বিমুক্ত হওয়াই যথার্থ মুক্তি ।

একটা গল্প বলি। এক সময় একজন কাঠুরে বন হ'তে একটা খুব বড় কাঠের বোঝা মাথায় ক'রে আস্‌ছিল; বোঝাটা অত্যন্ত ভার বোধ হওয়ায়, মাত্র দুটি ভাতের জন্যে প্রত্যহ এইরূপ যন্ত্রণা-ভোগ অসহ্য মনে ক'রে সে সেইটে মাটীতে ফে'লে আক্ষেপ ক'রে বল্‌ছিল—"পোড়া যমও আমাকে ভুলে আছে! এখনি আমায় এসে' নেয় ত' বাঁচি।" অমনি সত্যি-সত্যি যম এ'সে হাজির। এ'সে বল্‌লে—"আমি যম, এই এসেছি; আমাকে ডাক্‌লে কেন?" কাঠুরের তখন চক্ষুঃ স্থির, বৈরাগ্য শুকিয়ে গেছে, সেই দেহটার উপরেই বিষম মমতা এসে পড়েছে। সে থতমত খেয়ে বল্‌লে— "এই—এই—বলি যম-ঠাকুর, এমন কিছু নয়,—তবে এই বোঝাটা তুলে' দেবার জন্যেই তোমাকে ডেকেছিনু।"

অধিকাংশ ফল্গুত্যাগীর অবস্থাই এইরূপ। তাহারা প্রকৃত-প্রস্তাবে সন্ন্যাসী হয় না।

বলদেবপ্রভুর বল যদি সঞ্চয় কর্‌তে পারি, তবেই আমাদের মঙ্গল হ'বে—তবেই আমাদের প্রকৃত-প্রস্তাবে বর্ণাশ্রম ও পারমহংস্য-ধর্ম্মের সার্থকতা হ'বে। বাহ্য জগতের নিষ্কিঞ্চনতা-ধর্ম্ম এ'সে পড়্‌বে,—বাহ্য-জগতের কোনও মর্য্যাদা বা কোনও কথার মধ্যে আমি সংশ্লিষ্ট নই,—এইরূপ বুদ্ধির উদয় হ'বে। যাঁহারা সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবা করেন, সেইসকল সাধুর প্রসঙ্গ হ'তেই আমরা ভগবানের শক্তিসমূহ অবগত হ'তে পারি। কায়মনোবাক্যে বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ কর্‌তে কর্‌তে আমাদের আত্মায় ক্রমশঃ শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির আবির্ভাব হয়। বাহ্য-জগতের বিক্রমসমূহ আমাদিগকে আর পরাভূত ক'র্‌তে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২০৩ পৃষ্ঠার পর]

দ্বারকায়াং হরিঃ পূর্ণো মধ্যে পূর্ণতরঃ স্মৃতঃ।
মথুরায়াং বিজানীয়াৎ ব্রজে পূর্ণতমঃ প্রভুঃ ॥
পূর্ণত্বং কল্পিতং কৃষ্ণে মাধুর্য্যশুদ্ধতা ক্রমাৎ।
ব্রজলীলাবিলাসো হি জীবানাং শ্রেষ্ঠভাবনা ॥

সমাজজ্ঞানসমৃদ্ধিক্রমে যে কৃষ্ণলীলারূপ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রকাশ হইল, তাহা তিনভাগে বিভাজ্য। তন্মধ্যে দ্বারকালীলা প্রথম ভাগ এবং ভগবান্ তাহাতে ঐশ্বর্য্যাত্মক বিধিপরায়ণ বিভুস্বরূপ উদিত হইয়াছেন। মধ্যলীলা মাথুর বিভাগে লক্ষিত হয়, তাহাতে ভগবানের ঐশ্বর্য্য ততদূর প্রস্ফুটিত নহে, অতএব অধিকতর মাধুর্য্য তাহাতে নিহিত আছে। কিন্তু তৃতীয় বিভাগে ব্রজলীলা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়াছে। যে লীলাতে যতদূর মাধুর্য্য, সেই লীলা ততদূর উৎকৃষ্ট ও স্বরূপসন্নিকর্ষ। অতএব ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণতম। ঐশ্বর্য্য যদিও বিভুতার অঙ্গবিশেষ, তথাপি কৃষ্ণতত্ত্বে তাহার প্রাবল্য সম্ভব হয় না; যেহেতু যেখানে ঐশ্বর্য্যের অধিক প্রভাব, সেইখানেই মাধুর্য্যের লোপ হয়, ইহা মায়িক জগতেও প্রতীয়মান আছে। অতএব গো, গোপ, গোপী, গোপবেশ, গোরসোদ্ভূত নবনীত, বন, কিশলয়, যমুনা, বংশী প্রভৃতি যে স্থানের সম্পত্তি, সেই স্থানই ব্রজগোকুল অর্থাৎ বৃন্দাবন বলিয়া সমস্ত মাধুর্য্যের আস্পদ হইয়াছে। সেখানে ঐশ্বর্য্য কি করিবে।

গোপিকারমণং তস্য ভাবানাং শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।
শ্রীরাধারমণং তত্র সর্ব্বোর্দ্ধভাবনা মতা ॥

সেই ব্রজলীলায় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গাররূপ চারিটী সম্বন্ধাশ্রিত পরম রস চিদ্বিলাসের উপকরণ-স্বরূপ সর্ব্বদা বিরাজমান হইতেছে। সেই সমস্ত রসের মধ্যে গোপীদিগের সহিত ভগবল্লীলারসই শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে গোপীগণের শিরোমণি শ্রীমতী রাধিকার সহিত ভগবল্লীলা সর্ব্বোত্তম ভাবনা বলিয়া লক্ষিত হয়।

এতস্য রসরূপস্য ভাবস্য চিদ্গতস্য চ ।
আস্বাদনপরা যে তু তে নরা নিত্যধর্ম্মিণঃ ।।

যাঁহারা এই রসরূপ চিদ্গতভাবের আস্বাদনপর, তাঁহারাই নিত্যধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন।

সামান্যবাক্যযোগে তু রসানাং কুত্র বিস্তৃতিঃ ।
অতো বৈ কবিভিঃ কৃষ্ণলীলাতত্ত্বং বিতন্যতে ।।

কোন কোন মধ্যমাধিকারী পুরুষেরা যুক্তির সীমাতিক্রম আশঙ্কা করিয়া বলিয়া থাকেন যে, সামান্য ভাবসূচক বাক্যসংযোগদ্বারা এইরূপ তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর, কৃষ্ণলীলাবর্ণনরূপ নিদর্শনের প্রয়োজন নাই। এরূপ মন্তব্য ভ্রমজনিত, যেহেতু সামান্য বাক্যযোগে বৈকুণ্ঠ-বৈচিত্র্য প্রদর্শিত হয় না। এক অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্ম আছেন, তাঁহার উপাসনা কর, এরূপ কহিলে আত্মার চরমধর্ম্ম উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত হয় না। সম্বন্ধযোজনা ব্যতীত উপাসনাকার্য্য সম্ভব হয় না। মায়া নিবৃত্তি-পূর্ব্বক ব্রহ্মে অবস্থান করাকে উপাসনা বলা যায় না, যেহেতু ঐ কার্য্যে প্রতিষেধরূপ ব্যতিরেক ভাব ব্যতীত কোন অন্বয় ভাবের বিধান হইল না। ব্রহ্মকে দর্শন কর, ব্রহ্মের চরণাশ্রয় গ্রহণ কর ইত্যাদি বাক্যপ্রয়োগের দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণ বিশেষ ধর্ম্মের স্বীকার করা হইল। এস্থলে বিবেচনা করিতে হইবে যে, ঐ বিশেষে সম্পূর্ণ সন্তোষ না হওয়ায় তাঁহাকে প্রভু, পিতা ইত্যাদি সম্বোধন প্রয়োগ করা যায়, তদ্দ্বারা মায়িক সম্বন্ধ দৃষ্টিপূর্ব্বক কোন অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধের লক্ষ্য আছে। মায়িকসত্তা ও কার্য্যকে নিদর্শনরূপে স্বীকার করিতে হইলে, বৈকুণ্ঠগত সমস্ত সম্বন্ধভাবের মায়িক প্রতিফলনকে নিদর্শনরূপে সংগ্রহ করতঃ সারগ্রহণ-প্রবৃত্তিদ্বারা বৈকুণ্ঠগত সত্তা ও কার্য্যসকলকে অন্বেষণ করিতে সারগ্রাহী লোক ভীত হইবেন না। বিদেশীয় পণ্ডিতগণ বুঝিতে না পারিয়া পাছে আমাদিগকে পৌত্তলিক বলেন, এই অসার ভয়কে শিরোধার্য্য করিয়া আমরা কি পরমার্থ রত্নকে বিসর্জ্জন দিব? যাঁহারা নিন্দা করিবেন, তাঁহারা নিজ নিজ কৃত সিদ্ধান্তের কোমলশ্রদ্ধ। তাঁহাদিগ হইতে উচ্চাধিকারী হইয়া আমরা কি জন্য তাঁহাদিগকে আশঙ্কা করিব? সামান্য বাক্যযোগে রসতত্ত্বের বিস্তৃতি হয় না, এজন্য ব্যাসাদি কবিগণ শ্রীকৃষ্ণলীলাতত্ত্ব বিস্তাররূপে বর্ণন করিয়াছেন। ঐ অপূর্ব্বলীলাবর্ণন কোমলশ্রদ্ধ ও উত্তমাধিকারী উভয়েরই পরমশ্রদ্ধাস্পদ।

ঈশো ধ্যাতো বৃহজ্জ্ঞাতং যজ্ঞেশো যজিতস্তথা ।
ন রাতি পরমানন্দং যথা কৃষ্ণঃ প্রসেবিতঃ ।।

প্রকৃষ্টরূপে সেবিত হইলে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র যে পরিমাণে পরমানন্দ দান করেন, তাহা ধ্যানযোগে জীবাত্মা-সহচর ঈশ্বর, জ্ঞানযোগে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, কর্ম্মযোগে যজ্ঞেশ্বর উপাসিত হইয়া প্রদান করেন না। অতএব সর্ব্বজীবের পক্ষে হয় কোমলশ্রদ্ধ রূপে অথবা পরম-সৌভাগ্যক্রমে উত্তমাধিকারীরূপে কৃষ্ণসেবাই এক মাত্র পরমধর্ম্ম।

বিদন্তি তত্ত্বতঃ কৃষ্ণং পঠিত্বেদং সুবৈষ্ণবাঃ ।
লভন্তে তৎফলং যত্তু লভেদ্ভাগবতে নরঃ ।।

ইতি শ্রীকৃষ্ণসংহিতায়াং কৃষ্ণলীলাতত্ত্ববিচারবর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

সমস্ত সুবৈষ্ণবগণ এই কৃষ্ণসংহিতা পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অবগত হইবেন। শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনার যে সমস্ত ফল ভাগবতে কথিত হইয়াছে, ঐ সমস্ত ফলই এই গ্রন্থ সর্ব্বদা আলোচনা করিলে লব্ধ হয়।

ইতি শ্রীকৃষ্ণসংহিতায় কৃষ্ণলীলাতত্ত্ববিচারনামা সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে প্রীত হউন।

'ভাগবতধর্ম্ম' শিক্ষা

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

বিদেহরাজ নিমি তাঁহার যজ্ঞস্থলে সমাগত নব-যোগেন্দ্রের অন্যতম চতুর্থ যোগেন্দ্র শ্রীপ্রবুদ্ধ মুনিকে কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে মুনিবর, এই স্থূলদেহে অহংবুদ্ধিবিশিষ্ট মানবগণ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষগণের দুরতিক্রমণীয়া এই বিষ্ণুমায়াকে কিরূপে অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারে, তাহা কৃপা করিয়া

বর্ণন করুন।" যদিও প্রথম যোগেন্দ্র মুনিবর 'কবি'র নিকট মহারাজ ভক্তিদ্বারাই দুরত্যয়া মায়া উত্তীর্ণ হইবার কথা (ভাঃ ১১।২।৩৭ দ্রষ্টব্য) শ্রবণ করিয়া নিশ্চিত হইয়াছেন, তথাপি তত্রত্য বিদ্বদভিমানী স্থূলবুদ্ধি কর্ম্মিগণকে দেখিয়া তাঁহাদিগকেও তন্মুখনিঃসৃতা বাণী সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রবণ করাইবার জন্য ঐরূপ প্রশ্নের অবতারণা করিলেন। তাহাতে মুনিবর কহিতে লাগিলেন— মহারাজ, জগতে মানবগণ দুঃখনিবৃত্তি এবং সুখপ্রাপ্তির জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও ফলবিষয়ে সর্ব্বদাই বিপরীতভাব ঘটিতে দেখা যায়। (মহাজনপদাবলীতে উক্ত হইয়াছে—'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল। অমিয় সায়রে সিনান করিতে অমিয় গরল ভেল॥') নিরন্তর দুঃখপ্রদ, অত্যায়াসলভ্য, আত্মমৃত্যুপ্রদ এই চিত্তদ্বারা গৃহ, পুত্র, স্বজন, পশু প্রভৃতি যে-সকল অনিত্যবস্তু সংগ্রহ করা যায়, তাহাও মানবগণের কিঞ্চিন্মাত্রও সুখপ্রদ হয় না। কর্ম্মার্জ্জিত ঐহিক ভোগ্যবস্তুর ন্যায় (যাগাদি) কর্ম্মার্জ্জিত, (স্বর্গাদি) পারলৌকিক ভোগ্যবস্তুও ভোগের দ্বারা ক্ষীয়মাণ বলিয়া উহাকেও নশ্বর বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে— "তদ্‌যথেহ কর্ম্মজিতো লোকো ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।" ইহলোকে খণ্ডরাজ্যসমূহের অধিপতিগণের মধ্যে যেমন তুল্য অর্থাৎ সমকক্ষ ব্যক্তিগণের মধ্যে পরস্পরে আত্মশ্লাঘা বা স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে দেখা যায়, নিজাপেক্ষা (বলবীর্য্যাদিবিষয়ে) শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি যেরূপ অসূয়া (ঈর্ষা, দ্বেষ, অসাক্ষাতে নিন্দা বা দোষারোপ) প্রকাশ করে এবং ধ্বংসে অর্থাৎ স্বয়ং পরাজিত হইলে যেমন শোক প্রকাশ করে অথবা অন্যের ধ্বংস বা পরাজয়াদি আলোচনায় ভয়শোকাদিবিহ্বল হয়, শান্তি বলিয়া কিছু দেখা যায় না, তদ্রূপ কর্ম্মপ্রাপ্য ফলসমূহেরও ফল্গুতা—তুচ্ছতা বা নিরর্থকতা জানিতে হইবে। অনর্থযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা জীব প্রকৃত শ্রেয়ঃ নির্দ্ধারণ করিতে পারে না, এজন্য প্রকৃত নিঃশ্রেয়সার্থী ব্যক্তি নিজের প্রাকৃত জ্ঞানাদির প্রতি আস্থা স্থাপনপূর্ব্বক ভ্রান্তপথে চালিত হইবার পরিবর্ত্তে অচিরেই পরমার্থজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ ভজনবিজ্ঞ সদ্‌গুরুচরণান্বেষণে প্রবৃত্ত হইবেন। তাই শ্রীপ্রবুদ্ধমুনি বলিতেছেন—

" তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ "

—ভাঃ ১১।৩।২১

["সুতরাং জীবের পরমমঙ্গল অর্থাৎ যাহা ঐহিক বা পারলৌকিক কর্ম্মার্জ্জিত ভোগের ন্যায় অনিত্য নহে, তাদৃশ শাশ্বত কল্যাণ জানিবার ইচ্ছুক হইয়া শব্দব্রহ্মে (অর্থাৎ বেদে বা বেদতাৎপর্য্যজ্ঞাপক শাস্ত্রান্তরে) এবং পরব্রহ্মবিষয়ে অভিজ্ঞ, রাগাদি-শূন্য { যেহেতু শাস্ত্রতাৎপর্য্যজ্ঞান না থাকিলে শিষ্যের সংশয়চ্ছেদাভাবে তাঁহার বৈমনস্য অর্থাৎ মানসিক উদ্বেগ বা অন্যমনস্কতাহেতু গুরুদেবে শ্রদ্ধা-শৈথিল্য সম্ভাবিত হইতে পারে। পরব্রহ্মবিষয়েও গুরুদেবের অপরোক্ষ বা সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ অনুভব-সামর্থ্য না থাকিলে তাঁহার কৃপা সম্যক্ ফলবতী হয় না। আবার ঐ পরব্রহ্মনিষ্ঠাতত্ত্বদ্যোতক বা প্রকাশক লিঙ্গস্বরূপ 'উপশমাশ্রয়' (অর্থাৎ ক্রোধলোভাদির অবশীভূত) }, গুরুর শরণাগত হইতে হইবে।] মুণ্ডকশ্রুতির তদ্বিজ্ঞানার্থং ও গীতার তদ্বিদ্ধি প্রভৃতি বাক্যও এতৎসহ আলোচ্য।

এইরূপ সদ্‌গুরু-পাদাশ্রয় লাভ করিয়া তাঁহার নিকট 'ভাগবতধর্ম্ম' শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। তদ্বিষয়ে মুনিবর বলিতেছেন—

"তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥"

—ভাঃ ১১।৩।২২

অর্থাৎ "উক্ত গুরুদেবকে নিজের পরমহিতকারী বান্ধব এবং পরমারাধ্য শ্রীহরি-স্বরূপ জানিয়া নিরন্তর নিষ্কপটভাবে তাঁহার অনুগমনপূর্ব্বক যেসকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে আত্মপ্রদ শ্রীহরি পরিতুষ্ট হন, সেই সকল ভাগবতধর্ম্ম অবগত হইবে।"

বস্তুতঃ, 'গুর্ব্বাত্মদৈবত' হইয়া গুরুদেবকে আমার পরম আপনার জন এবং আমার পরমারাধ্য ইষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণাভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ বলিয়া জানিয়া তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়ে সগায়ত্রী মূল মন্ত্র ও মহামন্ত্র দীক্ষা এবং শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিলেই শীঘ্র শীঘ্র গুরুপদাশ্রয়ের প্রকৃত সার্থকতা উপলব্ধির বিষয় হয়। দেখা যাইবে— হৃদয়ে কৃষ্ণভজন-লালসা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহা না হইলে জানিতে হইবে—ঐ দীক্ষাগ্রহণের একটা অভিনয় মাত্র করা হইয়াছে। যেমন সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় প্রয়োজন, তেমন সচ্ছিষ্যত্ব লাভ করিবারও ত' যত্ন চাই।

শ্রীগুরুদেবের নিকট সচ্ছিষ্যের শিক্ষণীয় বিষয়-

গুলি নিম্নে শ্লোকাকারে বর্ণিত হইতেছে—

(১) "সর্ব্বতো মনসোঽসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুষু।
দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ঞ্চ ভূতেষ্বদ্ধা যথোচিতম্॥"

অর্থাৎ "প্রথমতঃ দেহপুত্রাদি সর্ব্ববিষয়ে চিত্তের অনাসক্তি, সাধুগণের সহিত সঙ্গ, হীন প্রাণিগণের প্রতি যথার্থতঃ দয়া, তুল্যব্যক্তির প্রতি মিত্রতা এবং উত্তম পুরুষগণের প্রতি বিনয় অভ্যাস করিবে।"

(২) "শৌচং তপস্তিতিক্ষাঞ্চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাঞ্চ সমত্বং দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ॥"

অনন্তর শৌচ (মৃজ্জলাদিদ্বারা বাহ্য শৌচ এবং দম্ভ-মানশূন্যতাদি আভ্যন্তরীণ শৌচ), তপঃ (কাম-ক্রোধাদি বেগ ধারণ), তিতিক্ষা (ক্ষমা—সহিষ্ণুতা), মৌন (বৃথা বাক্যের অপ্রয়োগ), স্বাধ্যায় (ভক্তিবিধায়ক শ্রীগোপালতাপন্যাদি পাঠ), আর্জ্জব (সারল্য), ব্রহ্মচর্য্য (স্ত্রীসঙ্গত্যাগ), অহিংসা (অদ্রোহ) এবং শীতোষ্ণ-সুখদুঃখাদিবিষয়ে বা মানাপমানাদিবিষয়ে হর্ষবিষাদ-শূন্যতা শিক্ষা করিবে।"

(৩) "সর্ব্বত্রাত্মেশ্বরান্বীক্ষাং কৈবল্যমনিকেততাং।
বিবিক্তচীরবসনং সন্তোষং যেন কেনচিৎ॥"

অর্থাৎ 'সর্ব্বত্র নিজ ইষ্টদেবের অনুসন্ধান (আত্মেশ্বরস্য স্বেষ্টদেবস্য অন্বীক্ষামীক্ষণাভ্যাসং—চঃ টীঃ অর্থাৎ সর্ব্বত্র নিজইষ্টদেবের ঈক্ষণাভ্যাস, ঈক্ষণ অর্থে দর্শন), কৈবল্য অর্থাৎ একান্তচারিত্ব বা একান্ত-স্বভাব, অনিকেততা অর্থাৎ গৃহাদি বিষয়ে অভিমান-শূন্যতা, নির্জ্জনস্থলে পতিত বস্ত্রখণ্ড বা বিশুদ্ধবল্কলের পরিধান এবং অনায়াসলব্ধ বস্তুমাত্রেই সন্তোষ শিক্ষা করিবে।"

(৪) "শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি।
মনোবাক্ কর্ম্মদণ্ডঞ্চ সত্যং শমদমাবপি॥"

অর্থাৎ ভগবদ্ বিষয়ক শাস্ত্রে শ্রদ্ধা, অন্যান্য শাস্ত্রে অনিন্দা, মনঃ বাক্য ও কর্ম্মের সংযম ('মানস-বাচিক-বিকর্ম্মরাহিত্যম্'—চঃ টীঃ), সত্য (যথার্থভাষণ) এবং শম ও দম (অন্তঃকরণবাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহৌ — চঃ টীঃ) শিক্ষা করিবে।

(৫) "শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
জন্মকর্ম্মগুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্॥"

অর্থাৎ অদ্ভুত চরিত্রশালী শ্রীহরির অবতার, লীলা ও গুণসমূহের (চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'চ' কারার্থে নাম্নাম্ অর্থাৎ 'নামেরও' এই অর্থ করিয়াছেন) শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান (স্মরণ) এবং ভগবৎপ্রীতিকামনায় যাবতীয় কর্ম্মের অভ্যাস শিক্ষা করিবে।

(৬) "ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্।
দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎ পরস্মৈ নিবেদনম্॥"

অর্থাৎ "যজ্ঞাদি ইষ্টকর্ম্ম ('ইষ্টং বিষ্ণুসম্প্রদানকো যাগঃ'—চঃ টীঃ) দান (দত্তং বিষ্ণুবৈষ্ণব-সম্প্রদানকং দানং—ঐ। ইহাকেই বিমলদান বলে), তপঃ (একাদশ্যাদিকং ব্রতং—ঐ), জপ (বিষ্ণুমন্ত্র জপ), সদাচার এবং নিজপ্রীতি বিষয়ক গন্ধপুষ্প প্রভৃতি দ্রব্য এবং স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, প্রাণ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের ভগবদুদ্দেশ্যে সমর্পণ শিক্ষা করিবে।" (এস্থলে দারাদিকে তৎসেবার্থ নিবেদন শিক্ষা করার কথাই বলা হইতেছে। চঃ টীঃ দ্রষ্টব্য)

(৭) "এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদম্।
পরিচর্য্যাঞ্চোভয়ত্র মহৎসু নৃষু সাধুষু॥"

এইরূপ কৃষ্ণাশ্রিত মানবগণের প্রতি সৌহার্দ্দ, স্থাবর জঙ্গমের প্রতি—বিশেষতঃ মনুষ্যগণের প্রতি, তন্মধ্যেও স্বধর্ম্মশীল ব্যক্তিগণের প্রতি এবং তাহার মধ্যেও ভাগবতগণের প্রতি পরিচর্য্যা অভ্যাস করিবে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর উভয়ত্র শব্দে শ্রীভগবানে ও তদ্ভক্তে—এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ ঐ শ্লোকের বিবৃতিতে লিখিয়াছেন—

"যাঁহারা কৃষ্ণে সর্ব্বতোভাবে প্রপন্ন হইয়া শরণাগত হইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত মিত্রতা, ভগবান্ ও ভক্ত—উভয়ের পরিচর্য্যা, বিশেষতঃ ভগবদ্ ভক্তের পরিচর্য্যা,—ভাগবতগণের পরমধর্ম্ম। ভগবান্ শ্রীহরি ও তদীয় এবং তাঁহাদের সেবানুকূল দ্রবিণসমূহে সমাদর ও মহাভাগবত হরিসেবোন্মুখ ব্যক্তিগণের প্রতি কেবল আদর ও প্রণতি নহে, পরন্ত শুশ্রূষা রূপ পরিচর্য্যা বিহিত।"

(৮) "পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্‌যশঃ।
মিথো রতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ॥
স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যাসঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥"

অর্থাৎ "উক্ত ভগবদ্‌ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া তদীয় পুণ্যজনক যশোবিষয়ে পরস্পর অনুক্ষণ

কীর্ত্তন, পরস্পর আত্মার অনুরাগ, পরস্পর তুষ্টি এবং পরস্পর যাবতীয় দুঃখ-নিবৃত্তি বা ভোগনিবৃত্তি শিক্ষা করিবে।"

"এইরূপে ভাগবতপুরুষগণ সাধনভক্তিসঞ্জাত প্রেমভক্তিবলে সর্ব্বপাপবিনাশন শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া এবং পরস্পরের চিত্তে তদীয় স্মৃতি উৎপাদিত করিয়া পুলকিত শরীরে অবস্থান করেন।"

ঐ শ্লোকদ্বয়ের পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদকৃত বিবৃতি বিশেষরূপে অনুধাবনীয়। প্রভুপাদ লিখিতেছেন—

'ভগবদ্ভক্তের সহিত ভগবানের গুণ কীর্ত্তন করিয়া আত্মপবিত্রতা-সাধন শিক্ষণীয়। ভগবদ্ভক্তের সহিত প্রণয়বর্দ্ধন, তাঁহাদের সুখবিধান এবং ভগবৎপ্রতিকূল বিষয়ত্যাগ শিক্ষা কর্ত্তব্য। বিশ্ব—ভোগ্য এবং উহার ভোক্তৃস্বরূপে ভগবদ্বিস্মৃতি পরিহার করিয়া সমগ্র-জগৎকে ভগবৎসেবোপকরণ ও পূজ্যবুদ্ধি করিবে। কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিতে পারিলে ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক ভোগ্যবিষয়সকল আপনা হইতে নিবৃত্ত হয়। ভগবদ্-ভক্তসঙ্গেই পরস্পরের আনন্দবর্দ্ধন ও কৃষ্ণকথায় দিনযাপন হইয়া থাকে।

জগতের যাবতীয় অমঙ্গলসমূহ বিনাশকারিণী হরিকথা স্বয়ং স্মরণ করিয়া এবং কীর্ত্তনমুখে শ্রোতৃ-বর্গকে স্মরণ করাইয়া সাধনপ্রভাবে সাধ্যসেবায় নিযুক্ত হইলে বিষয়ের মলিনতা জীবের অমঙ্গল বিধান করিতে পারে না। মুক্তপুরুষ সর্ব্বদাই আনন্দোৎফুল্ল হইয়া হরিকীর্ত্তনে উন্মত্তপ্রায় হইবার যত্ন করেন।

এইরূপে ভগবচ্চিন্তায় দেহাধ্যাস নিবৃত্ত হইলে ভক্ত লৌকিকজন-বিলক্ষণ হইয়া কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার অবস্থা হয়—

কৃচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া কৃচি-
দ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তুষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥

অর্থাৎ "অনন্তর দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ অধ্যাসের নিবৃত্তি হওয়ায় তাঁহারা জাগতিক লোক অপেক্ষা বিলক্ষণ চেষ্টাশীল অবস্থায় নিরন্তর ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া কখনও রোদন, কখনও হাস্য, কখনও আনন্দ, কখনও বাক্যালাপ, কখনও নৃত্য, কখনও গান এবং কখনও বা শ্রীহরির লীলাসমূহের অভিনয় করিতে থাকেন। এইভাবে তাঁহারা শ্রীহরির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া অনন্তর শান্ত ও মৌনভাবাবলম্বী হইয়া থাকেন।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভক্তের রোদন, হাস্যাদির ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন—

"অদ্যাপি কৃষ্ণকে পাইলাম না, হায় আমি কি করি, কোথায় যাই, কাকে বলি, কেই বা আমাকে তাঁহাকে পাওয়াইবে—এইপ্রকার চিন্তায় ভক্ত রোদন করেন। আবার কখনও হাসেন—গোপবধূ চৌর্য্যার্থ তামসী রাত্রিতে কোন গোপের প্রাঙ্গণে কোণস্থ তরুতলে লুক্কা-য়িতভাবে অবস্থান করিতেছেন—এমন সময়ে 'কে রে তুই, কে রে'—এইরূপ সেই গোপবধূর গুরুজনবাক্যে পলায়নপর কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিতে ভক্ত হাসিয়া আকুল হন। আবার কৃষ্ণের অপরোক্ষ বা সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষানুভূতিতে আনন্দে উৎফুল্ল হন। আর বলিতে থাকেন—হে প্রভো এতদিনে তোমাকে পাইলাম। কখনও বা লোকাতীত ব্যাপারের অনুভূতিজনিত বাক্য বলেন। আবার কখনও বা নৃত্য-গীতাদি দ্বারা কৃষ্ণানুশীলনরত হন। এইরূপে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া পরমানন্দলাভ করতঃ শান্ত ও তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেন।"

ইতি ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া।
নারায়ণপরো মায়ামঞ্জস্তরাতি দুস্তরাম্॥

—ভাঃ ১১।৩।২২-৩৩

অর্থাৎ এতাদৃশ ভাগবতধর্ম্মসমূহের শিক্ষা সহ-কারে নারায়ণপরায়ণ পুরুষ উক্ত ধর্ম্মসঞ্জাত ভক্তিবলে দুস্তরা মায়াকেও অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।

এই জন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২২।২৫

উক্ত ভাঃ ১১।৩।৩৩ শ্লোকের বিবৃতিতে শ্রীল প্রভুপাদ উপদেশ করিয়াছেন—

"ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া শিক্ষা-প্রভাবে সর্ব্বদা ভগবৎসেবোন্মুখতা লাভ করিয়া সুখদুঃখভোগময় সংসার হইতে এইরূপে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। বহু সুকৃতিফলে মায়াবদ্ধ জীব ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানসাহায্যে রূপরসাদি প্রাপঞ্চিক বিষয়গ্রহণে বিরত হইয়া বৈকুণ্ঠ-বস্তুর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ভগবৎ সেবায় নৈপুণ্য না হইলে জীবের ঐহিক ইন্দ্রিয়চেষ্টা প্রবলা

থাকে। তখন তিনি ভগবদুপাসনা হইতে বঞ্চিত হইয়া নিজের মঙ্গল বুঝিতে পারেন না। ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে আধ্যক্ষিক জ্ঞান হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারা যায় না। কাল্পনিক মুক্তি কখনও আত্যন্তিক অমঙ্গল ধ্বংস করিতে পারে না।"

তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

তাঁর (সাধুবৈদ্যের) উপদেশমন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ নিকট যায়॥

—চৈঃ চঃ ম ২২।১৫

কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীব আমরা, মায়াপিশাচীকবলিত হইয়া তৎপ্রেরিত ত্রিতাপজ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি। এমতাবস্থায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। অবিলম্বে সদ্‌বৈদ্য সদ্‌গুরু অন্বেষণে ছুটিতে হইবে এবং তচ্চরণ আশ্রয় করতঃ তৎসমীপে মন্ত্রদীক্ষা ও ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষালাভে যত্নবান্ হইতে হইবে। গুরুকৃপা হি কেবলম্।

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(১৫)

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী

"রঘুনাথাখ্যকো ভট্টঃ পুরা যা রাগমঞ্জরী।
কৃতশ্রীরাধিকা-কুণ্ডকুটীরবসতিঃ স তু॥"

—গৌরগণোদ্দেশদীপিকা

শ্রীকৃষ্ণলীলায় যিনি রাগমঞ্জরী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাপুষ্টির জন্য তিনি ষড়গোস্বামীর অন্যতম শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গবাসী (কাহারও মতে পদ্মাতীরবর্ত্তী রামপুরবাসী) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্ত শ্রীতপন মিশ্রকে অবলম্বন করিয়া আনুমানিক ১৪২৫ শকে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী (শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য্য) আবির্ভাবলীলা করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যেকালে পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলেন সেইসময় শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর পিতা শ্রীতপন মিশ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। শ্রীতপন মিশ্র বহু শাস্ত্র আলোচনা করিয়াও সাধ্যসাধনতত্ত্ব নির্ণয় করিতে না পারিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তৎকালে তিনি স্বপ্নে শ্রীনিমাই পণ্ডিতের স্থানে সাধ্যসাধন নির্ণয়ের জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীতপন মিশ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট মিলিত হইয়া স্বপ্ন বৃত্তান্ত কহিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম সংকীর্ত্তনকেই সাধ্যসাধনরূপে নির্ণয় করিলেন। শ্রীতপন মিশ্রের শ্রীনবদ্বীপধামবাসের ইচ্ছা হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে কাশীতে যাইয়া অবস্থান করিতে বলিলেন। এইজন্য শ্রীতপন মিশ্র কাশীতে নিবাস করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন কাশীতে পেঁছিয়া শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্যের গৃহে ছিলেন, তখন শ্রীতপন মিশ্রের গৃহেই ভিক্ষানির্ব্বাহ করিতেন।

"বারাণসী মধ্যে প্রভুর ভক্ত তিনজন।
চন্দ্রশেখর বৈদ্য, আর মিশ্র তপন॥
রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য—মিশ্রের নন্দন।
প্রভু যবে কাশী আইলা দেখি' বৃন্দাবন॥"

(চৈঃ চঃ আদি ১১।১৫২-৫৩)

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী আনুমানিক ২৮ বৎসর কাল গৃহে ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বারাণসীতে দুই মাস অবস্থানকালেই শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ সেবা ও কৃপালাভের সুযোগ হইয়াছিল।

"চন্দ্রশেখর-গৃহে কৈল দুইমাস বাস।
তপন-মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা দুই মাস॥
রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন।
উচ্ছিষ্ট-মার্জ্জন আর পাদ-সম্বাহন॥
বড় হৈলে নীলাচলে গেলা প্রভুর স্থানে।
অষ্টমাস রহিল ভিক্ষা দেন কোনদিনে॥"

(চৈঃ চঃ আদি ১১।১৫৪-৫৬)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়া শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী সাংসারিক কার্য্য সমস্ত পরিত্যাগ করতঃ গৌড়দেশ হইয়া শ্রীনীলাচলধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইবার জন্য ছুটিয়া চলিলেন। তাঁহার পেটারা বহনের জন্য একজন সেবকও চলিল। পথে রামানন্দী সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীরামোপাসক সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ বিশ্বাসখানার কায়স্থ পুরীযাত্রী শ্রীরামদাস বিশ্বাসের সহিত সাক্ষাৎকার হয়। শ্রীরামদাস বিশ্বাসও সর্ব্বত্যাগ করিয়া জগন্নাথ দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়া চলিতেছিলেন এবং সর্ব্বক্ষণ রামনাম জপ করিতেছিলেন। তিনি রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীকে ব্রাহ্মণ জানিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তাঁহার নানাবিধ সেবা করিবার যত্ন করিতে লাগিলেন, এমন কি তাঁহার পাদসম্বাহন করিলেন এবং তাঁহার পেটারাটি (ঝালিটী) মস্তকে বহন করিয়া চলিলেন। এতবড় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এইরূপ সেবাকার্য্য করিতে দেখিয়া রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী সঙ্কুচিত হইলেন। শ্রীরামদাস বিশ্বাস তাঁহার সঙ্কোচভাব দূর করিবার জন্য বলিলেন, "আমি শূদ্র অধম ব্যক্তি, আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার সেবা করা আমার কর্ত্তব্য। আপনার সেবার সুযোগ পাইয়া আমি হৃদয়ে উল্লাস অনুভব করিতেছি।" রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পতিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তপন মিশ্রের এবং চন্দ্রশেখর বৈদ্যের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে জগন্নাথ দর্শন করিয়া প্রসাদ পাইবার জন্য আসিতে বলিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গোবিন্দের দ্বারা তাঁহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করাইলেন এবং স্বরূপ দামোদর আদি ভক্তগণের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী আটমাসকাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট নীলাচলে অবস্থান করিলেন। তিনি মাঝে মাঝে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজগৃহে বহুবিধ পরম সুস্বাদু ব্যঞ্জন তৈরী করিয়া ভোজন করাইতেন। রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী রন্ধনে অত্যন্ত সুনিপুণ ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তের প্রেম প্রদত্ত অমৃতসম পাচিত ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিতেন। রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর শ্রীমন্মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পাইবার সৌভাগ্য হইত। শ্রীরামদাস বিশ্বাসও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলেও সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু তাঁহাকে মুমুক্ষু ও গর্ব্বিত জানিয়া রঘুনাথ ভট্টের ন্যায় তাঁহার প্রতি তত কৃপা প্রদর্শন করিলেন না। আটমাস পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীকে কাশীতে গিয়া বৃদ্ধ বৈষ্ণব পিতামাতার সেবা করিতে আদেশ প্রদান এবং তাঁহাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্নেহাবিষ্ট হইয়া তাঁহার স্বীয় কণ্ঠমালা রঘুনাথ ভট্টের গলদেশে প্রদান করিলেন এবং পুনরায় নীলাচলে আসিতে বলিলেন। রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরহে ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং মহাপ্রভুর আজ্ঞা পালনের জন্য ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যতদিন তাঁহার পিতামাতা প্রকট ছিলেন, ততদিন (চারিবৎসরকাল) পিতামাতার সেবা করিলেন। সেই সময় তিনি একজন বৈষ্ণব পণ্ডিতের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পিতামাতার অপ্রকটের পর পুনরায় তিনি নীলাচলে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট অবস্থান করিলেন। এইবারও পুনঃ রঘুনাথের আটমাস পুরীতে বাস হওয়ার পর তাঁহাকে বৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর আশ্রয়ে থাকিতে এবং নিত্য ভাগবত পাঠ ও কৃষ্ণনাম করিতে বলিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমালিঙ্গন লাভ করিয়া চৌদ্দ হাত জগন্নাথের তুলসীমালা এবং ছুটাপানবিড়া পাইয়া শ্রীরঘুনাথ প্রেমোন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর ছিল। তিনি ভাগবত পাঠকালে ভাগবতের এক একটী শ্লোক এমন সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে বহুবিধ রাগের সহিত পাঠ করিতেন যাহা শোনামাত্রই ভক্তগণ পরম আকৃষ্ট হইতেন।

"ভাগবত পড় সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্॥
এত বলি' প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈলা।
প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈলা॥
চৌদ্দ-হাত জগন্নাথের তুলসীর মালা।
ছুটা-পান-বিড়া মহোৎসবে পাঞাছিলা॥

সেই মালা, ছুটা-পান প্রভু তাঁরে দিলা।
'ইষ্টদেব' করি' মালা ধরিয়া রাখিলা॥
প্রভুর ঠাঞি আজ্ঞা লঞা গেলা বৃন্দাবনে।
আশ্রয় করিলা আসি' রূপ-সনাতনে॥
রূপ-গোসাঞির সভায় করেন ভাগবত-পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তাঁর মন॥
অশ্রু, কম্প, গদগদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্র রোধ করে বাষ্প, না পারেন পড়িতে॥
পিকস্বর-কণ্ঠ, তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন-চারি রাগ॥
কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য যবে পড়ে, শুনে।
প্রেমেতে বিহ্বল তবে, কিছুই না জানে॥
গোবিন্দ-চরণে কৈলা আত্মসমর্পণ।
গোবিন্দ-চরণারবিন্দ—যাঁর প্রাণধন॥
নিজ শিষ্যে কহি' গোবিন্দের মন্দির করাইলা।
বংশী, মকর, কুণ্ডলাদি 'ভূষণ' করি' দিলা॥
গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনে, না কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণকথা-পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায়॥
বৈষ্ণবের নিন্দ্য-কর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে।
সবে কৃষ্ণ ভজন ক'র,—এইমাত্র জানে॥
মহাপ্রভুর দত্তমালা মননের কালে।
প্রসাদ-কড়ার-সহ বান্ধি' লন গলে॥
মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম অনর্গল।
এই ত' কহিলুঁ তাতে চৈতন্য-কৃপাফল॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩।১২১-১৩৫

শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর গুণমহিমা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"রঘুনাথ ভট্টের সমাধি নিরখিয়া।
ভাসয়ে নেত্রের জলে বিদরয়ে হিয়া॥
রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর গুণগণ।
শ্রবণমাত্রেতে কা'র না জুড়ায় মন॥
সর্ব্বশাস্ত্রে অধ্যাপক, চর্চা শ্রবণেতে।
বৃহস্পতি সাধুবাদ করে হর্ষচিতে॥
ভাগবত-পাঠের উপমা দিতে নাই।
ব্যাসাদি শুনিতে সাধ করে সুখ পাই'॥
যা'র ভক্তিরীতি দেখে' দেবের বিস্ময়।
ভট্টের মহিমা শ্রীনিবাস ঐছে কয়॥
শ্রীনিবাসাদিক ভূমে পড়ি' প্রণমিয়া।
গোবিন্দ-মন্দিরে গেলা বিদায় হইয়া॥"

আনুমানিক ১৫০১ শকে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী অপ্রকট হন।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২১৭ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ মথুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তাঁহার অনুগত শিষ্যগণকে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমাকালে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন—

"বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ॥"

যেখানে আপনারা বসিয়া আছেন (মথুরায়), সেইটী বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা বড় জায়গা। সাক্ষাৎ ভগবান্ এখানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। নির্ব্বিশেষবাদিসম্প্রদায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কংস সেই নির্ব্বিশেষবাদের আদর্শ। কংসের অনুগামী স্মার্ত্তসম্প্রদায়ও এখানে বিনষ্ট হইয়াছিল। রজক সেই কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তসম্প্রদায়ের প্রতীক।

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং"—এই বিচার এই খানে উপস্থিত হইয়াছিল। মানবজাতি যাহাকে active resistance ও passive resistance বলিতেছেন—উহাদের উভয়ই বহির্ম্মুখতা। কেহ হঠযোগ, রাজযোগ প্রভৃতির দ্বারা বিপথগামী হইতেছেন, কেহ বা পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে পরিচালনা না করিয়া 'বুঁদ' হইয়া থাকাকেই 'চরম-সাধন' মনে করিতেছেন। ইঁহাদের চিন্তাস্রোতের মূলে—আমরা প্রভুই থাকিব, ভগবদ্দাস হইব না—এইরূপ বুদ্ধি ফল্গুনদীর ন্যায় অন্তঃপ্রবিষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের ফল্গু-বৈরাগ্য ও কৃত্রিম সাধনাদি চেষ্টা বোকালোকের বিস্ময়

উৎপাদন করিতেছে। ইঁহারা কখনও প্রকৃত ভগবদ্ ভজনের কথা বুঝিতে পারেন না। যদিও ইঁহারা কখনও মুখে বলেন,—আমরা যাত্রাদলের কৃষ্ণের কথা শুনিয়াছি, ভাগবত পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি; কিন্তু ইঁহারা বস্তুতঃ কৃষ্ণের কোন কথাই শুনেন নাই—শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম আশ্রয় করেন নাই—ভাগবত পড়েন নাই। যিনি শতকরা শতভাগই হরিভজন করেন—যিনি ২৪ ঘন্টাই হরিভজন করেন, তাঁ'র কাছে ছাড়া অপরের নিকট ভাগবত শুনিলে ভাগবতের কথা কিছুই বোঝা যায় না। পূর্ণতম হরিভজনকারী ব্যক্তি ব্যতীত অপরকে কখনও 'গুরু' বলা যাইতে পারে না। এইরূপ গুরু-পাদপদ্মই একান্তভাবে আশ্রয় করিতে হইবে। শত পরিমাণ শতভাগ অর্থাৎ পরিপূর্ণ হরিভজনকারীর আশ্রয়ে না থাকিলে কখনও হরিভজন হইতে পারে না।

কংস মনে করিয়াছিল, কৃষ্ণকে হত্যা করিব; কিন্তু কৃষ্ণ সেইপ্রকার বিনাশ-যোগ্য বস্তু নহেন। কৃষ্ণ আঠারটী অসুর বধ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদ্বারা যে-সকল অসুরের সংহার হইয়াছিল, তাহাদেরই অধস্তন-পারম্পর্য্যে ভক্তগণের দ্রোহকারি-সম্প্রদায় এখনও জগতে চলিয়াছে। এই কৃষ্ণকার্ষ্ণদ্বেষী অসুরগুলিকে না মারিতে পারিলে আর কার্ষ্ণ থাকা যাইবে না। কার্ষ্ণ হইতে নামিয়া গিয়া 'বৈষ্ণব', বৈষ্ণব হইতে নামিয়া গিয়া 'নির্ব্বিশেষবাদী', তাহা হইতে নামিয়া গিয়া সদ্‌ভোগী বা কর্ম্মী, তাহা হইতে নামিয়া গিয়া উচ্ছৃঙ্খল ব্যভিচারী অন্যাভিলাষী হইতে হয়।

কেবল ঐতিহাসিকতার আলোচনা করিলে আর হরিভজন হইবে না। দিবদাসের বিচারপ্রণালী—যাহা বারাণসীতে প্রবলবেগে চলিয়াছিল, তাহা শ্রীমথুরায় স্তব্ধ হইয়াছে।

"মল্লনামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাডবিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥"
—ভাঃ ১০।৪৩।১৭

"শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় আসিয়াছেন—কংসবধের জন্য। তর্কের মথুরা নহে; মথুরা—পরমজ্ঞানময় রাজ্য। শ্রীবলদেবপ্রভু ও (আমার) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কংসকে মারিবার জন্য মথুরায় আসিয়াছেন। কংস নির্ব্বিশেষবাদী। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলার নিত্যত্ব আছে,—ইহা কংস গায়ের জোরে স্বীকার করিতে চাহে না। কংস জানে না—কৃষ্ণের নিত্যত্বের ব্যাঘাত করিবার ক্ষমতা প্রকৃতি বা মায়াবাদীর নাই; কৃষ্ণের রাজ্যে মায়াদেবীর যাইবার কোন অধিকার নাই। বহিরঙ্গা শক্তির সেখানে কোনও প্রবেশ-পত্র নাই। "শ্রবণে মথুরা নয়নে মথুরা বদনে মথুরা হৃদয়ে মথুরা। পুরতো মথুরা পরতো মথুরা মথুরা মথুরা মধুরা মধুরা॥"

ভগবান্ শ্রীশ্রীল গৌরসুন্দর ব্রজের দ্বাদশবন-ভ্রমণ-লীলাপ্রকাশ কালে সর্ব্বপ্রথমে মথুরা হইতে পরিক্রমা আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের লীলানুসরণে শ্রীগৌরনিজজন ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদও শ্রীমথুরা নগরী হইতে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা আরম্ভ করিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বর্ণনায় শ্রীগৌরসুন্দরের মথুরা-পরিক্রমা-লীলা এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়,—

মথুরা নিকটে আইলা, মথুরা দেখিয়া।
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে, প্রেমাবিষ্ট হঞা॥
মথুরা আসিয়া কৈলা বিশ্রামতীর্থে স্নান।
জন্মস্থানে কেশব দেখি' করিলা প্রণাম॥
প্রেমাবেশে নাচে গায়, সঘনে হুঙ্কার।
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি' লোকে চমৎকার॥

* * *

যমুনার চব্বিশ-ঘাটে প্রভু কৈল স্নান।
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থস্থান॥
স্বয়ম্ভু, বিশ্রাম, দীর্ঘবিষ্ণু, ভূতেশ্বর।
মহাবিদ্যা, গোকর্ণাদি দেখিলা বিস্তর॥
—চৈঃ চঃ ১৭শ পঃ

শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর (শ্রীল ঘনশ্যাম দাস) রচিত শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে দাক্ষিণাত্য-নিবাসী পরমবৈষ্ণব শ্রীরাঘব গোস্বামী কর্তৃক শ্রীনিবাস ও নরোত্তম ঠাকুরের নিকট মথুরা মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে আদি বরাহপুরাণ, পদ্ম-পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ প্রভৃতি যে বহুবিধ শাস্ত্রপ্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা এখানে বিস্তারিতভাবে লেখা সম্ভব নয়। আদি-বরাহ-পুরাণ-প্রমাণ উল্লেখ করিয়া তাহাতে বলা হইয়াছে—'বিংশতির্যোজনানান্তু মাথুরং মম মণ্ডলম্। পদে-পদে-ঽশ্বমেধীয়ং পুণ্যং নাত্র বিচারণম্॥' শ্রীমাথুরমণ্ডল

বিংশতিযোজন বিস্তৃত। এই মাথুর মণ্ডল পরিক্রমায় প্রতি পদবিক্ষেপে অশ্বমেধযজ্ঞের পুণ্য লাভ হয়। অন্যত্র লিখিয়াছেন—জ্ঞানে অজ্ঞানে কৃত এবং বহুজন্মার্জ্জিত পাপ ধ্বংস হয় ইত্যাদি।

"ভদ্র-শ্রী-লৌহ-ভাণ্ডীর-মহা-তাল-খদিরকাঃ।
বহুলা কুমুদং কাম্যং মধু বৃন্দাবনং তথা॥
দ্বাদশৈতান্যরণ্যানি, কালিন্দ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে।
পূর্ব্বে পঞ্চ বনং প্রোক্তং তত্রাস্তি গুহ্যমুত্তমম্॥"
—পদ্মপুরাণ

'পদ্মপুরাণে—ভদ্র, বিল্ব (শ্রী), লৌহ, ভাণ্ডীর, মহাবন (গোকুল), তাল, খদির, বহুলা, কুমুদ, কাম্য, মধুবন, তথা বৃন্দাবন—এই দ্বাদশ বন। তন্মধ্যে সাতটী বন কালিন্দীর পশ্চিম পারে অবস্থিত, পূর্ব্বপারে পঞ্চবন কথিত। সেই পঞ্চবন-মধ্যে গুহ্য উত্তম বন বিদ্যমান।

মথুরা মণ্ডল দ্বাদশটী বন সংযুক্ত। যমুনার পশ্চিম ভাগে সাতটী বন এবং পূর্ব্ব ভাগে পাঁচটী বন। পশ্চিম ভাগে—(১) মধুবন, (২) তালবন, (৩) কুমুদবন, (৪) বহুলাবন, (৫) কাম্যবন, (৬) খদিরবন, (৭) বৃন্দাবন। পূর্ব্বভাগে—(১) ভদ্রবন, (২) ভাণ্ডীরবন, (৩) বিল্ববন (শ্রীবন), (৪) লৌহবন, (৫) মহাবন (গোকুল মহাবন)।

১৮ আশ্বিন, ৫ অক্টোবর শুক্রবার একাদশীতিথি-বাসরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ভক্তবৃন্দসহ অধিক রাত্রিতে শ্রীমথুরাধামে পৌঁছায় সকলেই অত্যন্ত শ্রান্তক্লান্ত থাকায় পরদিন প্রাতে পরিক্রমা বাহির হইতে পারে নাই। ৬ অক্টোবর অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় ভক্তগণ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ শ্রীপিপ্পলেশ্বর মহাদেব, শ্রীবিশ্রামঘাট, শ্রীবিশ্রান্তিদেব, আদিবরাহ—কৃষ্ণবরাহ, শ্বেতবরাহ ও শ্রীগতশ্রমনারায়ণ দর্শন করিয়া সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ নিবাস-স্থান ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমৎ ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রত্যেক স্থানের মহিমা বাংলা ও হিন্দী ভাষায় বুঝাইয়া দেন।

পিপ্পলেশ্বর মহাদেব

মথুরা নগরীর চারিদিকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় চারিজন ক্ষেত্রপাল মহাদেব শ্রীবিষ্ণুধাম মথুরাপুরীকে রক্ষা করিতেছেন। পূর্ব্বদিকে যে ক্ষেত্রপাল মহাদেবের অবস্থিতি, তিনি পিপ্পলেশ্বর মহাদেব। [পশ্চিম দিকে শ্রীভূতেশ্বর মহাদেব, উত্তর দিকে শ্রীগোকর্ণেশ্বর মহাদেব এবং দক্ষিণ দিকে শ্রীরঙ্গেশ্বর মহাদেব।]

"নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥"
—ভাঃ ১২।১৩।১৬

"নদীগণের মধ্যে গঙ্গা, দেবতাগণের মধ্যে অচ্যুত (বিষ্ণু) এবং বৈষ্ণবগণের মধ্যে শম্ভু যেরূপ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ পুরাণগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবত।

শুদ্ধভক্তগণ মহাদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম জ্ঞানে তাঁহার আরাধনা এবং তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অহৈতুকী শুদ্ধাভক্তি প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্বতন্ত্র ঈশ্বর বুদ্ধিতে মহাদেবের আরাধনা করেন না। বৈষ্ণবগণ ক্ষেত্রপাল মহাদেবকে কিভাবে প্রণাম করিবেন তাহা শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে শ্রীস্তবামৃতলহরী হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এইরূপ লিখিত হইয়াছে —

বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোমসোম-
মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপীশ্বর ব্রজবিলাসিযুগাঙ্ঘ্রিপদ্মে
প্রেম প্রযচ্ছ নিরুপাধি নমো নমস্তে॥

[পাঠান্তরে প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে]

'হে বৃন্দাবনক্ষেত্রপাল, হে সুন্দর চন্দ্রশেখর, হে সনন্দন-সনাতন-নারদাদির পূজ্য, হে গোপীশ্বর, তোমার জয় হউক। ব্রজনবযুবদ্বন্দ্ব অর্থাৎ শ্রীরাধামাধবের চরণকমলে নিরুপাধি প্রেম প্রদান কর। তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।'

বর্ত্তমানযুগের শুদ্ধভক্তিমন্দাকিনী প্রবাহের মূল প্রবর্ত্তক শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীব্রহ্ম-সংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের ৪৫নং শ্লোকের ব্যাখ্যায় শিবতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এতৎপ্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য।

ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্-
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

অনুবাদ। দুগ্ধ যেরূপ বিকারবিশেষ-যোগে দধি হয়, তথাপি কারণরূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব হয় না।

সেইরূপ যিনি কার্য্যবশতঃ 'শম্ভুতা' প্রাপ্ত হন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

তাৎপর্য্য। (মহেশ-ধামের অধিষ্ঠাতা পূর্ব্বোক্ত শম্ভুর স্বরূপ নিশ্চিত হইতেছে।) শম্ভু—কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ অন্য একটি 'ঈশ্বর' নন। যাহাদের সেরূপ ভেদ-বুদ্ধি, তাহারা ভগবানের নিকট অপরাধী। শম্ভুর ঈশ্বরতা গোবিন্দের ঈশ্বরতার অধীন। সুতরাং তাঁহারা বস্তুতঃ অভেদ-তত্ত্ব। অভেদ তত্ত্বের লক্ষণ এই যে, দুগ্ধ যেরূপ বিকার বিশেষ-যোগে দধিত্ব লাভ করে, তদ্রূপ বিকার বিশেষ-যোগে ঈশ্বর পৃথক্-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াও 'পরতন্ত্র'; সে-স্বরূপের স্বতন্ত্রতা নাই। মায়ার তমো-গুণ, তটস্থ-শক্তির স্বল্পতা-গুণ এবং চিচ্ছক্তির স্বল্প হ্লাদিনীমিশ্রিত সম্বিদ্‌গুণ, বিমিশ্রিত হইয়া একটি বিকারবিশেষ হয়। সেই বিকারবিশেষযুক্ত স্বাংশ-ভাবাভাস-স্বরূপই ঈশ্বর জ্যোতির্ম্ময় শম্ভুলিঙ্গরূপ 'সদাশিব' এবং তাঁহা হইতে রুদ্রদেব প্রকট হন। সৃষ্টিকার্য্যে দ্রব্যব্যূহময় উপাদান, স্থিতিকার্য্যে কোন-কোন-অসুরের নাশ এবং সংহার-কার্য্যে সমস্ত-ক্রিয়া-সম্পাদনার্থ স্বাংশভাবাপন্ন বিভিন্নাংশ রূপ শম্ভু-স্বরূপে গোবিন্দ 'গুণাবতার' হন। শম্ভুরই কালপুরুষত্ব নির্ণীত আছে; প্রমাণসমূহ টীকায় ধৃত হইয়াছে। "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" ইত্যাদি ভাগবত-বচনের তাৎপর্য্য এই যে সেই শম্ভু স্বীয়-কাল-শক্তিদ্বারা গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ দুর্গাদেবীর সহিত যুক্ত হইয়া কার্য্য করেন। তন্ত্রাদি বহুবিধ শাস্ত্রে জীবদিগের অধি-কার-ভেদে ভক্তিলাভের সোপান-স্বরূপ ধর্ম্মের শিক্ষা দেন। গোবিন্দের ইচ্ছামতে মায়াবাদ ও কল্পিত আগম প্রচারপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তির সংরক্ষণ ও পালন করেন। শম্ভুতে জীবের পঞ্চাশ গুণ প্রভূতরূপে এবং জীবের অপ্রাপ্ত আরও পাঁচটি মহাগুণ আংশিকরূপে আছে। সুতরাং শম্ভুকে 'জীব' বলা যায় না; তিনি—'ঈশ্বর' তথাপি 'বিভিন্নাংশগত'।

পিপ্পল শব্দে অশ্বত্থবৃক্ষকে বুঝায়। সনাতনধর্ম্মা-বলম্বী-মাত্রই অশ্বত্থবৃক্ষকে দেবতার ন্যায় পূজা করিয়া থাকেন। এইরূপ কথিত আছে যে, পিপ্পলের শিকড়ে 'ব্রহ্মা', ছালে 'বিষ্ণু', বৃক্ষমধ্যে 'গঙ্গাদেবী', ডালে 'মহা-দেব' এবং পত্রাদিতে দেবতাগণ বিরাজিত আছেন। অর্থাৎ সমস্ত দেবতার অধিষ্ঠানরূপে পিপ্পলবৃক্ষ (অশ্বত্থবৃক্ষ) পূজিত হন। এইজন্য মনে হয় পিপ্পল বৃক্ষের ঈশ্বর মহাদেব পিপ্পলেশ্বর মহাদেব। পিপ্পল বৃক্ষের শুষ্কফল উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া জলসংযোগে চৌদ্দদিন সেবন করিলে হাঁপানি ব্যাধি ভাল হয়। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে পিপ্পল বৃক্ষ হইতে বহুবিধ ব্যাধি-নিরাময়ের জন্য ঔষধ তৈরীর ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

বর্ষশেষে

আমাদের 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকা শ্রীচৈতন্যের অমৃতময়ী বাণী কীর্ত্তন করিতে করিতে চতুর্ব্বিংশ বর্ষ সমাপ্ত করিলেন। এবৎসর বহু বান্ধববিয়োগ দুর্ঘট-নার মধ্য দিয়া তাঁহার কীর্ত্তন-স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে "জীবের জন্মের পর মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জন্ম যখন অপরিহার্য্য বা অনিবার্য্য ব্যাপার, তখন তাহার জন্য শোকপ্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে" (গীঃ ২।২৭) ইত্যাদি উপদেশ প্রদান করিলেও তাঁহার বহিরঙ্গা মায়ামোহমুগ্ধ জীব আমরা শোকতাপে বড়ই সন্তপ্ত— অভিভূত— মুহ্যমান্ হইয়া পড়ি, বুঝিয়াও বুঝি না। শ্রীভগবান্ আমাদের হিতার্থ— "আমাতে প্রপন্নব্যক্তিই আমার এই অলৌকিকী গুণময়ী দুরতিক্রমা মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে" (গীঃ ৭।১৪), "এই অনিত্য ও অসুখময় লোক প্রাপ্ত হইয়া নিত্য অনন্তানন্দময়—'রসো বৈ সঃ' আমার ভজন কর" (গীঃ ৯।৩৩), "হে অর্জ্জুন, তুমি সর্ব্বতোভাবে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও, তাঁহার অনুগ্রহেই তুমি পরা অর্থাৎ প্রকৃষ্টা শান্তি এবং শাশ্বত অর্থাৎ নিত্যস্থান বৈকুণ্ঠ লাভ করিতে পারিবে।" (গীঃ ১৮।৬২) ইত্যাদি বহু বাক্য উপদেশ করিলেও ভাগ্যহীন আমরা, তাঁহার এইসকল পরম হিতকর বাক্যে দৃঢ়ভাবে

আস্থা স্থাপন করিয়া উঠিতে পারি না। সুখশান্তি লাভের ইচ্ছায় আমরা নানাপ্রকার কাল্পনিক পন্থার উদ্ভাবন করিতেছি। কেহ বলিতেছি—বর্ণাশ্রমধর্ম্মটাই আমাদের সমাজে ঐক্য স্থাপনের পরম অন্তরায়, ইহাই যত অশান্তির মূলীভূত কারণ, সুতরাং ইহাকে সমূলে উৎপাটিত না করিতে পারিলে আমরা কিছুতেই মনুষ্য-সমাজে সাম্য মৈত্রী সংস্থাপনে সমর্থ হইব না ; কেহ কেহবা বলিয়া উঠিতেছি—ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়াই আমাদের দেশটা উৎসন্ন হইল। এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা বলিতে চাহিতেছেন—এটা অধর্ম্ম বা পাপ, ওটা ধর্ম্ম বা পুণ্য, এই সকল কাল্পনিক ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার উত্থাপন করতঃ কতকগুলি ধর্ম্মধ্বজী ব্যক্তি সমাজের ধর্ম্মভীরু দুর্ব্বলচিত্ত লোকগুলির মাথা খারাপ করিয়া দিতেছে, তাহাদিগকে পাপাদির ভয় দেখাইয়া তাহাদের নিকট হইতে পয়সা লুটিয়া খাইতেছে। আবার আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়া সোজাসুজি নাস্তিকতাই অবলম্বন করিতেছেন। ইঁহারা বলিতে চাহেন যে, ঈশ্বরাদি তত্ত্ব মানুষের দুর্ব্বল মস্তিষ্কপ্রসূত অবাস্তব ব্যাপার মাত্র ইত্যাদি। তাঁহারা বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণিকতাই স্বীকার করিতে চাহিতেছেন না। এইরূপে মানুষের মনোধর্ম্মের কারখানা হইতে কত যে অদ্ভুত অদ্ভুত মতবাদ প্রতিনিয়তই উদ্ভূত হইতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ঐ সকল মতবাদী তাঁহাদের স্ব-স্ব মনঃ-কল্পিত মতবাদের সমর্থক কতকগুলি ব্যক্তিকে লইয়া এক একটি দল গঠন করিয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন—তাঁহাদের মতই শান্তির পথ-প্রদর্শক।

শ্রীভগবান্ কিন্তু বলিতেছেন (গীঃ ১৬।২৩)—যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া যথেচ্ছভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম ত' করেই না, পরন্তু শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মই করিয়া থাকে, সে সিদ্ধি, সুখ ও পরাশান্তি লাভ করিতে পারে না। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু সিদ্ধি, সুখ ও পরাগতি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিতেছেন—

"পুমার্থোপায়ভূতাং হৃদ্‌বিশুদ্ধিং নৈবাপ্নোতি, সুখমুপশমাত্মকং চ—পরাং গতিং মুক্তিং কুতো বাপ্নুয়াৎ।" অর্থাৎ পুরুষার্থের উপায়স্বরূপ হৃদ্ বিশুদ্ধি এবং উপশমাত্মক সুখ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকলের বিষয়ভোগাকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তিজনিত সুখই লাভ করিতে পারে না, সুতরাং পরাগতি অর্থাৎ মুক্তি কোথা হইতে পাইবে ?"

গীতা ১৬শ অধ্যায়ের শেষভাগে আসুরী প্রকৃতিই যে নরকগতি লাভের হেতু, ইহা শ্রবণ করিয়া যদি কোন শ্রেয়স্কামী পুরুষ তাহা হইতে পরিত্রাণলাভের ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে মুখ্যতঃ কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে ? এতদ্বিষয়ে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥
এতৈর্ব্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় ! তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥"
—গীঃ ১৬।২১-২২

অর্থাৎ "আত্মনাশী নরকদ্বার তিনপ্রকার—কাম, ক্রোধ ও লোভ। অতএব উত্তম লোকসকল ঐ তিনটি পরিত্যাগ করিবেন।"

"এই তিনপ্রকার তমোদ্বার হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্য আত্মার শ্রেয়ঃ আচরণ করিবে, তাহা হইলেই পরাগতি লাভ করিবে।"

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই ভগবদ্ বাক্যের এইরূপ তাৎপর্য্য জ্ঞাপন করিয়াছেন—

"সত্ত্বসংশুদ্ধির উপায়স্বরূপ বৈধজীবন অবলম্বন-পূর্ব্বক ধর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে পরাগতি কৃষ্ণ-ভক্তি লব্ধ হয়। শাস্ত্রে কর্ম্ম ও জ্ঞানের যে উপায় ও উপেয়ত্ব কথিত হইয়াছে, তাহার মূলতত্ত্ব এই যে, বিশুদ্ধ (অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত) কর্ম্ম ও জ্ঞানের সম্বন্ধ সুষ্ঠু (উত্তমরূপ) থাকিলেই জীবের সত্ত্ব-সংশুদ্ধিরূপ অভয়পদ লাভ হয়, তাহাই ভক্তিদেবীর দাসীস্বরূপা মুক্তি।"

পরবর্ত্তী (যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য ও তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে—গীঃ ১৬।২৩-২৪) শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্যও ঠাকুর এইরূপ লিখিয়াছেন—

"শাস্ত্রবিধি এই যে, স্বধর্ম্ম (অর্থাৎ ভগবদ্ ভজন-মূলক দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম) আচরণ করিবে, ইহা পরি-ত্যাগপূর্ব্বক যিনি কামাচারে (স্বেচ্ছাচারে) বর্ত্তমান থাকেন, তিনি সিদ্ধি, সুখ বা পরাগতি লাভ করেন

না। মূলতত্ত্ব এই যে, মানব সর্ব্বপ্রকার ঐন্দ্রিয়জ্ঞান লাভ করিয়াও যদি নীতির আশ্রয় না লয়, তবে সে নরাধম, আর ঐন্দ্রিয়জ্ঞান ও নীতিসম্পন্ন হইয়াও যদি ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার না করে, তবে তাহার সকলই অমঙ্গল। ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়াও যদি কেহ বিশুদ্ধজ্ঞান সহকারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন না করে, তবে সেও পরাগতির যোগ্য হয় না। অতএব সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য যে ভক্তি, তাহাই জীবের শ্রেয়ঃ।"

"অতএব কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ; সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য যে ভক্তি, তাহা অবগত হইয়া তুমি কর্ম্ম করিতে যোগ্য হও।

স্বতন্ত্রতাক্রমে ভগবৎসেবাপরাঙমুখতাই মূল অপরাধ; সেই জন্য ভগবদ্দাসীরূপা মায়াই জীবের বন্ধহেতুকা। মায়াবদ্ধ হইয়া ভগবৎপ্রকাশিকা সাত্ত্বিকতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তমোধর্ম্মগত জীব আসুর-স্বভাব হয়। তখন সাধুনিন্দা, বহ্বীশ্বরবুদ্ধি বা অনীশ্বরবুদ্ধি, গুর্ব্ববজ্ঞা, শাস্ত্রাবহেলন, ভক্তির মহিমাকে 'প্রশংসামাত্র' বলিয়া জ্ঞান, কর্ম্ম ও জ্ঞানকে 'ভক্তি' বলিয়া স্থাপন, ভক্তিবলে পাপাচার, ভক্তির সহিত কর্ম্মজ্ঞানাদির সমবুদ্ধি, ভক্তিতে অবিশ্বাস, অপাত্রে ভক্তিবিক্রয় ইত্যাদি বহুবিধ অপরাধ হইয়া উঠে। এই আসুরস্বভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাসহকারে নববিধা ভক্তি সাধন করার কর্ত্তব্যতাই এই (১৬শ) অধ্যায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে।"

শ্রীকৃষ্ণ তৎপ্রিয়তম ভক্ত উদ্ধবকে উপলক্ষ্য করিয়াও বলিয়াছেন—

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥"
—ভাঃ ১১।১৪।২১

অর্থাৎ "শ্রদ্ধাজনিতা অনন্যাভক্তি-প্রভাবেই পরমাত্মা ও প্রিয়স্বরূপ আমি সাধুগণের লভ্য হইয়া থাকি। মন্নিষ্ঠা ভক্তি অর্থাৎ আমাতে একাগ্রভাব-সম্পন্না ভক্তি চণ্ডালগণকেও (সম্ভবাৎ অর্থাৎ জাতিদোষ হইতে) পবিত্র করিয়া থাকে।" বস্তুতঃ ভক্তিই জীবমাত্রের পরমধর্ম্ম এবং ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য।

মুনিবর শ্রীভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস তাঁহার সরস্বতী নদী-তটস্থিত শম্যাপ্রাস আশ্রমে দেবগণাধিপতি চতুর্হস্ত গণপতিকে লেখক করিয়া যে সকল ইতিহাস-পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করাইয়াছেন, বিশেষতঃ তাঁহার সর্ব্বশেষ সমাধিলব্ধ যে সর্ব্ববেদবেদান্তেতিহাস-পুরাণাদি সমগ্র শাস্ত্রের সার মীমাংসা—উত্তর-মীমাংসা-স্বরূপ ১৮০০০ শ্লোকাত্মক শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছেন, তাহা মাদৃশ তত্ত্বানভিজ্ঞ জনগণের ঐকান্তিক মঙ্গলের জন্যই। তিনি অধুনাতন গ্রন্থ-ব্যবসায়িগণের ন্যায় গ্রন্থব্যবসায়ের জন্য বা লাভপূজা-প্রতিষ্ঠাদি-অর্জ্জনার্থ দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করিয়া ঐসকল গ্রন্থ রচনা করিয়া যান নাই। সামান্য একটা প্রবন্ধ লিখিতেই, তাহাও তাঁহাদের গ্রন্থাদি দেখিয়া শুনিয়া, আমাদের মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া পড়ে; আর শ্রীবাল্মীকি, শ্রীবেদব্যাসাদি মুনিগণ যে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি বিরাট্ বিরাট্ গ্রন্থ লিখিয়া রাখিয়া গেলেন, তাহাতে আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবের হিতাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত তাঁহাদের ব্যক্তিগতভাবে কি স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্য নিহিত থাকিতে পারে, তাহা আমাদের ন্যায় অতি ক্ষুদ্র কূপমণ্ডুকের সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধির বিষয়ীভূত করিতে যাওয়া নিতান্ত হাস্যাস্পদ ব্যাপার ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরন্তু ঐরূপ অনধিকারচর্চ্চা-ফলে তাঁহাদের শ্রীচরণে অতিভীষণ নরক-যাতনাপ্রদ দুরপনেয় অপরাধেই লিপ্ত হইতে হয়। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

"কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥"
—ভাঃ ১১।২১।৪২

অর্থাৎ "কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যে কি বিহিত হইয়াছে, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যে কি প্রকাশিত হইয়াছে এবং জ্ঞানকাণ্ডেই বা নিষেধ উদ্দেশ্যে কোন্ বস্তু উল্লিখিত হইয়া বিচারিত হইয়াছে,—বেদের এই তাৎপর্য্য আমি ভিন্ন অপর কেহই জানিতে পারে না।"

সুতরাং শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত 'মামেকং শরণং ব্রজ' বাক্যানুসরণে তন্নিজজন সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে সেই সর্ব্বসংশয় সংচ্ছেত্তা অনলস— নিরন্তর কৃষ্ণ-ভজনানুরাগী গুরুপাদপদ্মে প্রণত ও তাঁহার বিশ্রম্ভসেবা-সংরত হইয়া সচ্ছাস্ত্রসিদ্ধান্তবিষয়ক পরিপ্রশ্ন করিলেই শিষ্যবৎসল শ্রীগুরুদেব তাঁহার নিষ্কপট শ্রবণেচ্ছু

শিষ্যকে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনজ্ঞান উপদেশ করিয়া থাকেন। বেদাদি শাস্ত্রের গূঢ়রহস্য গুরুমুখে শ্রবণ না করিলে বেদাদি শাস্ত্রে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ব্যবস্থা কেন দেওয়া হইয়াছে এবং পরে আবার কেন তাহাকে ত্যাগ করিয়া শুদ্ধভক্ত-চরণাশ্রয়ে কৃষ্ণৈকশরণ হইবার কথা বলা হইয়াছে, দৈব ও অদৈব বর্ণাশ্রমের মধ্যে পার্থক্য কি, কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ও ভক্তিতত্ত্বের সূক্ষ্ম-বিচার কিরূপ এবং ভক্তিকে কেন প্রধান বলা হইয়াছে, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধির বিষয় হইবে না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরূপ-সনাতন-শিক্ষাপ্রসঙ্গ ও শ্রীরায় রামানন্দ সংবাদাদি নিষ্কপটে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানোদয়ক্রমে কুতর্ক থামিয়া যায়। প্রকৃত শাস্ত্রসিদ্ধান্তবিৎ সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়ের সৌভাগ্য না হইলে চিত্ত নানা সংশয়সমাচ্ছন্ন ও পল্লবগ্রাহিতা-দোষদুষ্ট হইয়া পড়ে। তাহাতে নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞান-বুদ্ধির অহঙ্কারোন্মত্ত হইয়া শাস্ত্রকার মহাজনচরণে অমার্জ্জনীয় অপরাধের অবকাশ উপস্থিত হয়। ছোট মুখে বড় কথা বলিবার ধৃষ্টতাক্রমে মানুষ অত্যন্ত শোচ্যতর নরকপথের যাত্রী হইবার দুর্ভাগ্য বরণ করে। শ্রীমদ্ভাগবতে (ভাঃ ১০।৪।৪৬) মহদপরাধের বিষময় পরিণাম এইরূপ কথিত হইয়াছে—

"আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥"

অর্থাৎ মহজ্জনের নিন্দা, অবজ্ঞা ও উৎপীড়নাদি-জনিত মহদুল্লঙ্ঘন ফলে ঐ মহচ্চরণে অপরাধী ব্যক্তির আয়ুঃ, সৌভাগ্য, কীর্ত্তি, পুণ্য, স্বর্গাদিলোক, মঙ্গলসমূহ এবং সর্ব্ববিধ শুভ বিষয় বিনষ্ট হইয়া যায়।

ব্রহ্মসূত্রের মাধ্বভাষ্যধৃত স্কান্দবচনে পাওয়া যায়—

ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥
যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
অতোহন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ॥

অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব—এই চারিবেদ এবং মহাভারত, মূলরামায়ণ ও পঞ্চরাত্র—এই সকল 'শাস্ত্র' বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহাদের অনুকূল যে সকল গ্রন্থ, তাহাও শাস্ত্রমধ্যে পরিগণিত। এতদ্ব্যতীত যে সকল গ্রন্থ, তাহা শাস্ত্র ত' নহেই, বরং তাহাকে 'কুবর্ত্ম' বলা যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ১ম অধ্যায়ের মাধ্বভাষ্য ধৃত নারদীয়বাক্যে শ্রীমদ্ভাগবতেরও স্পষ্টোল্লেখ দৃষ্ট হয়—

"পঞ্চরাত্রং ভারতঞ্চ মূলরামায়ণং তথা।
পুরাণঞ্চ ভাগবতং বিষ্ণুর্বেদ ইতীরিতঃ॥"

শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের ১০।২৮৩ অঙ্কধৃত গরুড়পুরাণবাক্যে শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের অর্থস্বরূপ, মহাভারতের তাৎপর্য্য নির্ণায়ক, ব্রহ্মগায়ত্রীর ভাষ্যরূপ ও সমগ্র বেদের তাৎপর্য্য দ্বারা সম্বর্দ্ধিত বলা হইয়াছে।

পদ্মপুরাণে শ্রীভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধকে শ্রীভগ-বানের দ্বাদশটি অঙ্গস্বরূপ অর্থাৎ তাঁহাকে শ্রীভগবানের অভিন্ন বিগ্রহস্বরূপ বলা হইয়াছে।

ঐ শ্রীভাগবত ১১শ স্কন্ধের ১৭শ অধ্যায়ে (১০ম শ্লোকে) দৃষ্ট হয়, সত্যযুগারম্ভে মানবগণের 'হংস' নামে একটি বর্ণ ছিল। তখন ধর্ম্মের তপঃ, শৌচ, দয়া ও সত্য—এই চতুষ্পাদ পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকায় তখনকার মানব জন্মগ্রহণ মাত্রেই কৃতকৃত্য হইতেন, এজন্য ইহা 'কৃতযুগ' নামে অভিহিত হইত। ত্রেতায় গুণ ও কর্ম্মানুসারে বর্ণবিভাগ সৃষ্ট হয়। কিন্তু কলিযুগে এই বর্ণধর্ম্মের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। মনুষ্য সমাজে সুশৃঙ্খলা স্থাপনার্থই বিরাট্ পুরুষের মুখ, বাহু, ঊরু ও পদ হইতে সমাজদেহের চারিটী অঙ্গস্বরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটী বর্ণের উদ্ভব হয়। পরস্পর পরস্পরকে সহায়তা করিয়া সমাজদেহটিকে সুস্থ ও সবল রাখাই ঐ বর্ণ-বিভাগের অন্তর্গত উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মণ ভগবদনুশীলন ও শাস্ত্রচর্চ্চা, ক্ষত্রিয় বাহুবল দ্বারা দুষ্টের দলন ও শিষ্টের পালন এবং বৈশ্য কৃষিবাণিজ্যাদি দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সমাজদেহের পুষ্টি বিধান করিবেন। শূদ্র ঐ ত্রিবর্ণের সেবা-চেষ্টা দ্বারা সমাজের হিত-সাধন করিবেন। একে অন্যের প্রতি স্ব-স্ব কর্ত্তব্য-পালন দ্বারা সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন, দ্বেষ হিংসা মাৎসর্য্যানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া সমাজকে উৎসাদিত করিবেন না। আশ্রমচতুষ্টয়ও ঐরূপ বিরাট

পুরুষের চারিটি অঙ্গ হইতে উদ্ভূত হইয়া স্ব-স্ব ধর্ম্ম-কর্ত্তব্য পালন করিয়া সমাজের শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখিবেন। স্ব-স্ব বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালনের দিকে দৃষ্টি দিলে সমাজে কখনই বিশৃঙ্খলার প্রাদুর্ভাব হয় না, কিন্তু কাল যে কলি, বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটাইবেই ঘটাইবে। তাই কলিযুগপাবন গৌরাঙ্গ আমার শ্রীনাম সংকীর্ত্তন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া নাম-ভজনরত হওয়াকেই আমাদের বাঁচিবার একমাত্র উপায় বলিয়া জানাইয়াছেন। সর্ব্বশক্তিমান্ নামই আমাদিগের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা। নামসংকীর্ত্তনই পরম উপায়—উহাই বলিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সাধন, উহাই শীঘ্র শীঘ্র প্রেমসম্পজ্জনক। এই প্রেমই চরম পরম সুখদায়ক।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৬১ সালের ২৬ আইনমতে রেজেষ্ট্রীকৃত]

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি (Notice)

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের নবম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২৩ ফাল্গুন ১৩৯১, ৭ মার্চ্চ ১৯৮৫ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথি-বাসরে নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণকে উপস্থিতির জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি।

কার্য্যতালিকা

(১) প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ও বর্ত্তমান আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

(২) বিগত সাধারণ সভার কার্য্যাবলীর অনুমোদন।

(৩) সেক্রেটারী মহোদয় কর্ত্তৃক গত বৎসর প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সম্বন্ধে পরিচালক সমিতির রিপোর্ট (বিবরণ) পাঠ ও বিবেচনা।

(৪) গত বৎসর শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভা সম্বন্ধে পরিচালক সমিতির রিপোর্ট পাঠ ও বিবেচনা।

(৫) ১৯৭৯-৮০ সালের বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাবের অনুমোদন এবং পরবর্ত্তীকালের জন্য হিসাব পরীক্ষক (Auditor) নিয়োগের ব্যবস্থা।

(৬) গভর্ণিং বডির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা এবং আবশ্যক বোধে কোনও পরামর্শ প্রদান।

(৭) বিবিধ।

বৈষ্ণব দাসানুদাস
ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সেক্রেটারী

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা-২৬
৮ জানুয়ারী, ১৯৮৫

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

ও

শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
(রেজিষ্টার্ড)
ঈশোদ্যান

পোঃ ও টেলিঃ—শ্রীমায়াপুর
জিলা ঃ—নদীয়া
২০ কেশব, ৪৯৮ শ্রীগৌরাব্দ ;
১২ অগ্রহায়ণ, ১৩৯১ ; ২৮ নভেম্বর, ১৯৮৪

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন,—

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক-সমিতির (গভর্ণিং বডির) পরিচালনায় এবং প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এইবারও অত্র শ্রীমঠে আগামী ২৩ গোবিন্দ, ১৬ ফাল্গুন, ২৮ ফেব্রুয়ারী (১৯৮৫) বৃহস্পতিবার হইতে ১ বিষ্ণু, ২৪ ফাল্গুন, ৮ মার্চ্চ শুক্রবার পর্য্যন্ত পরপৃষ্ঠায় বর্ণিত পরিক্রমা ও উৎসব-পঞ্জী অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি এবং ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থরাজ— শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণ ও শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নাম-সংকীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থ-পাঠ, বক্তৃতা, ভোগরাগ, মহোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবে।

মহাশয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক সবান্ধব উপরি উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানসমূহে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবৃন্দ পরমোৎসাহিত হইবেন। ইতি—

নিবেদক
গভর্ণিং বডি পক্ষে—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সেক্রেটারী
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রসাদ আশ্রম, মঠরক্ষক

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে দ্রব্যাদি ও অর্থাদি দ্বারা সহায়তা করিলেও ন্যূনাধিক ফললাভ ঘটিয়া থাকে। সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী শ্রীমঠরক্ষক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজের নামে উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

পরিক্রমা ও উৎসবপঞ্জী

২৩ গোবিন্দ, ১৬ ফাল্গুন, ২৮ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার—শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার অধিবাস-কীর্ত্তন-মহোৎসব। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ধর্ম্মসভা।

২৪ গোবিন্দ, ১৭ ফাল্গুন, ১ মার্চ্চ শুক্রবার—আত্মনিবেদনক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা। শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীনন্দনাচার্য্যভবন, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির, শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীমুরারি গুপ্তের ভবনাদি দর্শন।

২৫ গোবিন্দ, ১৮ ফাল্গুন, ২ মার্চ্চ শনিবার—শ্রবণাখ্য ভক্তিক্ষেত্র শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা। মহাপ্রভুর ঘাট, মাধাইয়ের ঘাট, বারকোণা ঘাট, শ্রীজয়দেবের পাট আদি দর্শন করতঃ গঙ্গানগর, সীমন্তদ্বীপ (সিমুলিয়া), বেলপুকুর, শরডাঙ্গা, শ্রীজগন্নাথমন্দির, শ্রীধর অঙ্গন, শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি আদি দর্শন।

২৬ গোবিন্দ, ১৯ ফাল্গুন, ৩ মার্চ্চ রবিবার—শ্রীএকাদশীর উপবাস। কীর্ত্তন ও স্মরণ-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমা। শ্রীসরস্বতী নদী পার হইয়া শ্রীগোদ্রুমস্থ স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী ও শ্রীসমাধি, সুবর্ণবিহার, দেবপল্লীস্থ শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীহরিহরক্ষেত্র, শ্রীমহাবারাণসী ও শ্রীমধ্যদ্বীপাদি দর্শন।

২৭ গোবিন্দ, ২০ ফাল্গুন, ৪ মার্চ্চ সোমবার—শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের তিরোভাব। পূর্ব্বাহ্ন ৯-৫৩ মিঃ মধ্যে একাদশীর পারণ। শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশন।

২৮ গোবিন্দ, ২১ ফাল্গুন, ৫ মার্চ্চ মঙ্গলবার—পাদসেবন-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীকোলদ্বীপ পরিক্রমণ। শ্রীগঙ্গা পার হইয়া কোলদ্বীপে গমন। শ্রীপ্রৌঢ়ামায়া (পোড়ামাতলা) দর্শন ও কোলদ্বীপের মহিমা শ্রবণান্তে বিদ্যানগর গমন। অর্চ্চনভক্তিক্ষেত্র শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমণ ; সমুদ্রগড়, চম্পহট্ট, শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীদ্বিজবাণীনাথ সেবিত শ্রীগৌরগদাধর, শ্রীজয়দেবের পাট, শ্রীবিদ্যাবিশারদের আলয় এবং শ্রীগৌরনিত্যানন্দ বিগ্রহাদি দর্শন। বন্দন-দাস্য-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীজহ্নুদ্বীপ ও শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমণ। শ্রীজহ্নুমুনির তপস্যাস্থল, শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুর ও শ্রীল সারঙ্গ মুরারি ঠাকুর সেবিত শ্রীরাধামদনগোপাল ও শ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহ, শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট, বৈকুণ্ঠপুর ও মহৎপুর দর্শনান্তে গঙ্গা পার হইয়া শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানে প্রত্যাবর্ত্তন।

২৯ গোবিন্দ, ২২ ফাল্গুন, ৬ মার্চ্চ বুধবার—সখ্যভক্তিক্ষেত্র শ্রীরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা। শ্রীগৌরাবির্ভাব অধিবাস কীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণের বহ্ন্যুৎসব (চাঁচর)।

৩০ গোবিন্দ, ২৩ ফাল্গুন, ৭ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার—শ্রীগৌরাবির্ভাব পৌর্ণমাসীর উপবাস। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বসন্তোৎসব ও দোলযাত্রা। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ও শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণীসভার বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন।

৪৯৯ শ্রীগৌরাব্দ, ১ বিষ্ণু, ২৪ ফাল্গুন, ৮ মার্চ্চ শুক্রবার—পূর্ব্বাহ্ন ঘঃ ৯।৫১ মিঃ মধ্যে শ্রীগৌর-পূর্ণিমার পারণ। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব ও সর্ব্বসাধারণে্য মহাপ্রসাদ বিতরণ।

দৈবানুরোধে এই উৎসব-পঞ্জী পরিবর্ত্তনীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No. WB/SC-35

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

চতুর্বিংশ বর্ষ

[১৩৯০ ফাল্গুন হইতে ১৩৯১ মাঘ পর্য্যন্ত]

১ম—১২শ সংখ্যা

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

কলিকাতা, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রেসে মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ—৪৯৮

শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রবন্ধ-সূচী
চতুর্স্ত্রিংশ--বর্ষ

[১ম—১২শ সংখ্যা]

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০ পঃ, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা	১.২০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ..	১.০০
(৩)	কল্যাণ কল্পতরু	১.৫০
(৪)	গীতাবলী	১.২০
(৫)	গীতমালা	১.৫০
(৬)	জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান)	২০.০০
(৭)	শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত	১৫.০০
(৮)	শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি	৫.০০
(৯)	শ্রীশ্রীভজনরহস্য	৪.০০
(১০)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা	২.৭৫
(১১)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ..	২.২৫
(১২)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) ..	১.০০
(১৩)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) ..	১.২০
(১৪)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS : by Thakur Bhaktivinode ..	২.৫০
(১৫)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— ..	২.০০
(১৬)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত— ..	৩.০০
(১৭)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ..	১৪.০০
(১৮)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ..	.৫০
(১৯)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ..	৩.০০
(২০)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ..	৩.০০
(২১)	শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র — ..	৮.০০
(২২)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত— ..	৪.০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় ঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬